ভারতবর্ষের ইতিহাস

অর্থাৎ

কোম্পানি বাহাদুরের সংস্থাপনাবধি মার্কুইশ হেষ্টিংসের
রাজশাসনের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত

ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কৃত তাবদ্বিবরণ।

শ্রীযুত জানমার্স্যমন সাহেবকর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় সংগৃহীত।

প্রথম বালম।

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত।

সন ১৮৩১ সাল।

নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নির্ঘণ্ট।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

তদ্যুদ্ধে বাদশাহ পরাজিত হন। মীরণের মৃত্যু। মীর জাফরের দুর্দশা। মীর জাফরের পদচ্যুতি হওনের উপক্রম। মীর জাফর নবাবী কর্ম্মচ্যুত হইলে কাশীম আলী খাঁ তৎপদপ্রাপ্ত হন। বর্দ্ধমান ও বীরভূমের মধ্যে অস্ত্রধারণ। দিল্লীর বাদশাহের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সন্ধি হয়। মির কাশীম ও রামনারায়ণের পরস্পর বিরোধ। রামনারায়ণের দুরবস্থা। দেশের অন্তরিক বাণিজ্যের বিষয়ে নবাবের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরোধ হয়। তদ্বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে বন্দোবস্ত। দেশের আন্তরিক বাণিজ্যের বিষয়ে কোম্পানির কর্ম্মকারকেরদের নিয়ম। কাশীম আলী ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে পুনর্ব্বিরোধ করেন। তিনি যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত হন। তাঁহার সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধারম্ভ। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা মীর জাফরকে পুনর্ব্বার সুবেদারী কর্ম্ম দিতে স্থির করেন। মীর জাফরের সঙ্গে সন্ধি। কাশীম আলীর সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের চারিঘণ্টা ব্যাপিয়া যুদ্ধ হয়। কাশীম আলী পরাজিত হন। রাগাপন্ন হইয়া তিনি রামনারায়ণের শিরশ্ছেদন করেন। কাশীম আলী খাঁ মুঙ্গেরে পলায়ন করেন। পাটনায় গমন করেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা মুঙ্গের ও পাটনা অধিকার করেন। মীর কাশীম তাবৎ ইঙ্গলণ্ডীয় বন্দিরদিগকে বধ করিতে হুকুম দিয়া অযোধ্যার নবাব উজীরের নিকটে আশ্রয় লন। তাহাতে নবাব উজীরের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হয়। বকসরের যুদ্ধ। সুজাউদ্দৌলার সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সন্ধি হয়। বাদশাহের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বন্দোবস্ত। ১৭৬৫ সালে মীর জাফরের মৃত্যু হয়। নজিব উদ্দৌলা মুরশিদাবাদের নবাবী কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ঐ নূতন নবাবের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বন্দোবস্ত। ক্লাইব সাহেব বাদশাহকর্তৃক লার্ড ক্লাইব আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনি বড় সাহেবি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় পুনর্ব্বার আইসেন। ১৩৪—১৮৩

একাদশ অধ্যায়।

নবাব নজীব উদ্দৌলা অতিশীঘ্র কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে লার্ড ক্লাইবের বন্দোবস্ত। বকসরের যুদ্ধের পর

নবাব উজীর স্বীয় বিষয়সকল বরেলিতে প্রেরণ করেন। কোরার নিকটে উজীরের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হয়। নবাব উজীরের সহিত বন্দোবস্ত। ১৭৬৫সালের ১২ আগস্টে দিল্লীর বাদশাহের স্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা বঙ্গপ্রভৃতিদেশের তাবৎ দেওয়ানী কর্ম্ম প্রাপ্তহন। লার্ড ক্লাইব ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের বেতনন্যূন করিতে নিশ্চয় করেন। তাহাতে সৈন্য ও সেনাপতিরা অসম্মত হইয়া রাজবিদ্রোহি কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হন। ক্লাইব সাহেবের প্রত্যুৎপন্নমতিপ্রযুক্ত তাঁহারদের উদ্যোগ বিফল হয়। এই আপদ কালে সিপাহীরা উত্তমরূপ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করে। বাদশাহ মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহায়তা যাচ্ঞা করেন। তাহাতে লার্ড ক্লাইব বিরক্ত হন। নবাব নজীব উদ্দৌলা লোকান্তরগত হন। সৈয়ফউদ্দৌলা নবাবের পদ প্রাপ্ত হন। লার্ড ক্লাইব ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রত্যাগমন করেন। বেরেলস্ট সাহেব ও কাটিয়র সাহেব ক্রমে বড় সাহেবের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৮৩—১৯৩

দ্বাদশ অধ্যায়।

দক্ষিণ দেশের যুদ্ধ। মধুরাওর প্রতিকূলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যুদ্ধযাত্রা করেন। ত্রিচিনাপল্লীর প্রতিকূলে ফ্রান্সীয়েরা যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই স্থানহইতে তাঁহারা প্রত্যাগমন করেন। নবাবের স্থানে মহারাষ্ট্রীয়েরা চৌথের দাওয়া করেন। ফ্রান্সীয় সেনাপতি লালী ভারতবর্ষে আগমন করেন। জলও স্থল পথে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হয়। ফ্রান্সীয় সেনাপতি বুসির বিবরণ। অসমসাহসপূর্ব্বক আওরাঙ্গাবাদে বুসি গমন করেন। দক্ষিণ দেশীয় সুবাতে বুসী অত্যন্ত প্রবল হন। ফ্রান্সীয় সেনাপতি লালী জয়ী হন। তঞ্জাউরের প্রতি লালীর যাত্রা। তঞ্জাউরের রাজা লালীর সঙ্গে সন্ধি করিতে উদ্যোগ করেন। তঞ্জাউরের রাজাকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সাহায্য করাতে লালী তথাহইতে উঠিয়া যান। ফ্রান্সীয়েরা আড়কাট-নগর বেষ্টন করেন। বুসি লালীর সঙ্গে মিলেন। তাঁহারা উভয়ে মান্দ্রাজনগর বেষ্টন করেন। কিন্তু তাঁহারদের তাবদুদ্যোগ নিষ্ফল

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের বিষয়ে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা নানা নিয়ম করেন। ভারতবর্ষে মহম্মদ রেজা খাঁ কয়েদ হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষে উদয় হন। তাঁহারা রোহেলার অধ্যক্ষ জাবেতা খাঁর উপর পড়েন। রোহেলারদের উৎপত্তি। রোহেলারদের নানা বিপদ। তাঁহারদের ও লক্ষ্ণৌর নবাবের সহিত সন্ধি। মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে নবাব বন্দোবস্ত করেন। নবাব মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে তাড়িয়া উদস্ত করেন না। তাঁহারা দ্বিতীয়বার দিল্লীর উপর আক্রমণ করেন। রোহেলারা আপনারদের দেশরক্ষার্থ অনেক টাকা দিতে স্বীকার করেন। অযোধ্যার নবাব তাঁহারদের বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে শৈথিল্য করিয়া ঐ দেশ রক্ষা করিয়াছি বলিয়া জাবেতা খাঁর স্থানে অনেক দাওয়া করেন। হেষ্টিংস সাহেব উজীরের পৌষ্টিকতা করেন। উজীরের সঙ্গে ঐক্য হইয়া রোহেলারদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। উজীর ও তাঁহার সৈন্যের ভীরুতা। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সুতরাং রোহেলারদের উপর জয়ী হন। রোহেলারা বাধ্যতা স্বীকার করেন। নবাব উজীরের গর্ব্ব। রোহেলারদের সহিত বন্দোবস্ত। ফৈজুল্লা খাঁ আপনার অর্দ্ধেক অধিকার ত্যাগ করেন। ২৪৫—২৬৬

ষোড়শ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের রাজশাসনের বিষয়ে নূতন নিয়ম। অন্যান্য রাজধানীসকল কলিকাতা রাজধানীর ব্যাপ্যে রাখা যায়। কলিকাতার গবরনর সাহেব গবরনর জেনরল নামে বিখ্যাত হন। হেষ্টিংস সাহেব প্রথম গবরনর জেনরল হন। ১৭৭৪ সালে তিনি গবরনর জেনরলি পদ প্রাপ্ত হন। কৌন্সেলি সাহেবেরদের সহিত তাঁহার বিরোধ। সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু। মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের ব্যাপার। পুণ্য নগরের প্রধান অষ্ট মন্ত্রির বিবরণ। মহারাষ্ট্রীয়েরদের পরাক্রমের উৎপত্তি। রাজার দৌর্ব্বল্য। নানা প্রদেশের অধ্যক্ষেরা স্বাধীন হন। প্রধান মন্ত্রী অর্থাৎ পেসোআ মহাপরাক্রমশালী হন। সেবাজীর বংশ ক্ষীণ হন। পেসোআর বংশাবলী। পুণ্য নগরের ব্যাপার। ইঙ্গ

লণ্ডীয়েরা শালসেট ও বাসিন অধিকার করেন। তাঁহারা রাঘবার পক্ষ হন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যের উদ্যোগ। মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়। তাহাতে গবর্নর্ জেনরল সাহেব সন্তুষ্ট নহেন। পুণ্যনগরের মুৎসুদ্দিরদের সঙ্গে বন্দোবস্তকরণার্থ গবর্নর্ জেনরল আপনার এক জন উকীল তথায় প্রেরণ করেন। সন্ধিপত্রের গতিক। অযোধ্যার ব্যাপার। আসুফ উদ্দৌলা সিংহাসনোপবিষ্ট হন। বর্দ্ধমানের ব্যাপার। মুরশিদাবাদের ব্যাপার। মণিবেগমের নামে নালিস হয়। রাজা নন্দকুমার। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। নন্দকুমার কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপূর্ব্বক দোষীকৃত হইয়া কলিকাতায় ফাঁসী পান। ২৬৬—২৮৪

সপ্তদশ অধ্যায়।

বঙ্গদেশের রাজস্বের ব্যাপার। তদ্বিষয়ের নানা বন্দোবস্ত হয়। রাজস্ব অধিকাররূপে লওয়া গিয়াছে এমত দৃষ্টি হয়। নূতন বন্দোবস্ত। মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত শ্রীযুতের সন্ধির কথোপকথন। হেষ্টিংস সাহেব স্থলপথে বোম্বে সৈন্য প্রেরণ করেন। পুণ্যনগরে মহারাষ্ট্রীয়েরদের রাজশাসনের বিষয়ে মতান্তর হয়। মহারাষ্ট্রীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধারম্ভ। বঙ্গদেশহইতে পুণ্যনগরে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের যাত্রা। পথিমধ্যে তাঁহারদের নানা বিভ্রাট। সন্ধিকরণের চেষ্টা বিফল হয়। মহারাষ্ট্রীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে পুনর্যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বঙ্গদেশের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণল গদার্ড সাহেব মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। গোহদের রাণার সহিত বন্দোবস্ত। ইঙ্গলণ্ডীয়সৈন্যেরা গোয়ালিয়র অধিকার করেন। ঐ স্থান অধিকারকরণের দুঃসাধ্যতার বিবরণ। ঐ দুঃসাধ্যতা দৃষ্টে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যের সাহসের প্রশংসা হয়। ২৮৪—২৯৬

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মান্দ্রাজের ব্যাপার। কর্ণাটদেশের ব্যাপার। হয়দরআলী

উনবিংশ অধ্যায়।

পুদচেরী মাহীপ্রভৃতি ভারতবর্ষের তাবদধিকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক অধিকৃত হয়। হয়দর আলীর সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরোধের আরম্ভ। গন্তুর সরকার। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে তাহা অধিকার করিতে হয়দর আলী অস্বীকৃত হন। হয়দর আলীর সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিরোধ। যুদ্ধারম্ভ হয়। কিরূপে যুদ্ধ চালাইতে হইবে তদ্বিষয়ক মান্দ্রাজে কথোপকথন। হয়দর আলী কর্ণাট দেশের উপর আক্রমণ করিয়া তাবদ্দেশ লুঠপাঠ করেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিভ্রাট। মান্দ্রাজের বড় সাহেব কুঞ্জিবরামে সৈন্যসকল একত্র হইতে আজ্ঞা দেন। হয়দর আলীর আক্রমণেতে তথায় সৈন্য সংগ্রহ হয় না। জেনরল সাহেব কুঞ্জিবরামে যাত্রা করেন। কর্ণল বেলি সাহেব তাঁহার সঙ্গে মিলিবার উদ্যোগ করেন। হয়দর আলী উভয়ের মধ্য স্থানে আপন সৈন্য স্থাপন করেন। জেনরল সাহেব বেলি সাহেবের উপকারার্থে কর্ণল ফ্লেচর সাহেবকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। ফ্লেচর সাহেব বিপক্ষেরদিগকে ভোগাদিয়া বেলি সাহেবের সঙ্গে মিলেন। হয়দর আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া বেলি সাহেবের উপর পড়েন। অসমসাহস ও অপূর্ব্ব উদ্যোগকরণানন্তর বেলি সাহেব পরাস্ত হন। হয়দরের সৈন্যেরদের নির্দয়তা ব্যবহার। মান্দ্রাজে বিভ্রাট। হেষ্টিংস সাহেব পুনর্ব্বার তাবদ্বিষয় উত্তমরূপ স্থাপনার্থ মহোদ্যোগ করেন। হয়দরআলী আড়কাট নগর অধিকার করেন। জেনরল কুট সাহেব কলিকাতাহইতে প্রেরিত হইয়া মান্দ্রাজের সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। হয়দরের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ। বোম্বেহইতে সৈন্যাগমন। হয়দর জয়ী হন। হয়দর ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরা উভয়েরই হটিতে হয়। লার্ড মকার্টনি মান্দ্রাজের বড় সাহেবের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ। লার্ড মকার্টনি ওলন্দাজেরদের তাবৎ বসতি স্থান অধিকার করিতে নিশ্চয় করেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা নিগাপটম অধিকার করেন। কর্ণাটের নাবাবের সহিত নূতন বন্দোবস্ত। হয়দর বেলূর নগর বেষ্টন করেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাহা রক্ষা করেন। পশ্চিম তটে হয়দরের উপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরা

ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের রাজবিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য স্থাপনবিষয়ে এবং সমুদ্র পরিভ্রমণবিষয়ে প্রথমোদ্যোগের বিবরণ।

দুই শত বৎসর গত হইল কতক ইংগ্লণ্ডীয় বণিকেরা ভারতবর্ষস্থ অধিপতিরদের স্থানে বাণিজ্যব্যবসায় করণানুমতি প্রার্থনা করিল।

এতৎকালে ভারতবর্ষে দক্ষিণদিগে সেতুবন্ধরামেশ্বর অবধি উত্তর দিগে হিমালায় পর্ব্বতশ্রেণীপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বদিগে চট্টগ্রামীয়পর্ব্বত শ্রেণী অবধি পশ্চিমদিগে সিন্ধুনদীপর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের রাজ্য ব্যাপিত আছে।

লিখিতব্য গ্রন্থেতে গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তা ভারতবর্ষস্থেরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রথমসমাগমনের বিবরণ এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের রাজ্য নির্দ্ধার্য্যের পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও ভারতবর্ষসমীপবর্ত্তি অন্যং দেশস্থেরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পরিচয়বিবরণ ও ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের রাজ্যের ক্রমবৃদ্ধির বিবরণ শ্রেণীপূর্ব্বক আদ্যবধি নির্ণয় করণবাঞ্ছা জানাইতেছেন।

ভারতবর্ষে বাণিজ্যবিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উদ্যোগোৎপত্তির পূর্ব্বে এ দেশে স্থানেং পোর্ত্তুগিস্ জাতীয়েরদের অনেক বাণিজ্য কুঠি ও অধিকার ছিল। সমুদ্রপথে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া

বাস্কো দি গামানামক পোর্ত্তুগিস্ জাতীয় এক লোক ১৪৯৭ শালে প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন তৎপরে ঐ পোর্ত্তুগিস্ জাতীয়েরা একশত বৎসরপর্য্যন্ত দুর্ব্বল অথচ অর্দ্ধসভ্য জাতীয়েরদের মধ্যে আপনারদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপূর্ব্বক অপকর্ম্ম করিতে লাগিল। ঐ জাতীয়েরা পূর্ব্বদিকস্থ জাপান্ দেশপর্য্যন্ত সমুদ্রপরিভ্রমণ করিয়া তাহার তত্ত্ব লইয়া স্বভাবতো অতিশয় ধনাঢ্য তাবদুপদ্বীপ দর্শনানন্তর স্থানেং অনেক অতিদূরাক্রান্ত অধিকার প্রাপ্ত হইল এবং স্বস্ববাণিজ্যের দ্বারা তৎকালীন বহুমূল্য গণ্য দ্রব্য ইউরোপীয় দেশপ্রভৃতিতে চালান করিল।

ঐ সময়ে ইংগ্লণ্ডদেশেতে বাণিজ্যবিষয়ক সাহস এবং ব্যগ্রচিত্ততা উৎপন্ন হইয়া ক্রমেং অতিশয় বাড়িতে লাগিল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরাও ইউরোপদেশে উদয়ীভূতবিদ্যার অধিকারী হইলেন। ঐ সময় ইলিসাবেৎ রাজ্ঞীর অতিকোমল অথচ সুখদ শাসন প্রযুক্ত রাজ্যের মূলধন ও বাণিজ্য ব্যবসায়বর্দ্ধনের অত্যুপকার হইল।

ঐ কালে ভারতবর্ষে এবং অন্যং দেশেতে পোর্ত্তুগিস্ জাতীয়েরদের বাণিজ্যপ্রশংসা এবং সমুদ্রভ্রমণকীর্ত্তি বর্দ্ধনেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদেরও সাহস এবং প্রশংসাবর্দ্ধিনীবাঞ্ছা বাড়িতে লাগিল। অধিকন্তু সমুদ্রভ্রমণ সাহস ইংগ্লণ্ডদেশেতে অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং আমেরিকাদেশে গমনবিষয়ে স্পেনীয়েরদের পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রথম গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিল।

অপর ১৫৮২ শালে উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া চীনদেশ গমনার্থে ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রথম আয়োজন করিল এবং চারি জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকাতে ব্রাজিল্দেশ তটপ্রতি গমন করিয়া কতকগুলিন স্পেন্দেশীয় যুদ্ধজাহাজের সহিত যুদ্ধ করিল কিন্তু পরে আহারাভাব প্রযুক্ত তাহারদের ফিরিয়া আসিতে হইল ইহাতে সে আয়োজন বৃথা হইল। অপর ১৫৯৬ শালে সমুদ্রভ্রমণার্থে তিন জাহাজের অন্য এক আয়োজন হইয়াছিল এবং ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে ইলিসাবেৎ রাজ্ঞীহইতে চীনের বাদশাহের নিকটে প্রেরিত পত্র ছিল। কিন্তু ঐ আয়োজনেতে অতিশয় দুর্দশা ঘটিল বিশে

যতঃ ঐ জাহাজ সমস্ত আমেরিকা দেশস্থিত স্পেনীয় অধিকারের তটসমীপে বায়ুবেগেতে চড়ায় পড়াতে ঝড় ও বহুখাদ্য ক্লেশ ও পীড়াপ্রযুক্ত চারিলোকভিন্ন সকলে মারা পড়িল।

এইং ভাবিদুর্ভাগ্যসম্পাদক আয়োজন হইতেছিল ইত্যবসরে সমুদ্রপরিভ্রমণবিষয়ক অন্য দুই আয়োজন সফল হওয়াতে দেশের আশা পুনর্জতা হইল। সর ফ্রান্সিস ড্রেক সাহেব বালককালাবধি জাহাজে থাকাতে তৎকর্ম্মে অতিনিপুণ হইয়াছিলেন। কালক্রমে ইংগ্লণ্ডদেশের রাণীর অনুমত্যনুসারে ১৫৭৭ শালে পাঁচ জাহাজ লইয়া তিনি অজ্ঞাত দশানুসন্ধানার্থে ইংগ্লণ্ড হইতে যাত্রা করিলেন পরে স্পেনীয়েরদের সহিত যুদ্ধেতে চারি জাহাজ হৃত হইয়া অবশিষ্ট জাহাজ লইয়া তিনি পূর্ব্বে কেবল মাজেল্লাং সাহেবকর্ত্তৃক গত পাসিফিক মহাসমুদ্রেতে প্রবেশ করিলেন। পরে মলক্কা নামে উপদ্বীপের প্রতি গমনেচ্ছা করিয়া অনিবার্য্যরূপে ভারতবর্ষীয় সমুদ্রমধ্যবর্ত্তি পূর্ব্বদিক্‌স্থিত উপদ্বীপ ছাড়াইয়া তিদোরনামক উপদ্বীপের প্রতি গমন করিলেন। ঐ কালে মলক্কা উপদ্বীপ সমস্ত হইতে পোর্ত্তুগিস্ জাতিকর্ত্তৃক তাবৎ ইউরোপ দেশেতে চালিত লবঙ্গজায়ফলদ্বারা সে উপদ্বীপগুলিন অতিশয় প্রশংসিত হইয়াছিল। পরে পথেতে অশুভসমাচার শ্রবণপ্রযুক্ত তিনি ঐ উপদ্বীপে উত্তীর্ণ না হইয়া তেরণাৎনামক উপদ্বীপপ্রতি গমন করিলেন এবং ঐ দেশের অধিপতির সহিত পোর্ত্তুগিস্ জাতীয়েরদের যে শত্রুতা ছিল ইহা অবগত হইলেন। পরে উত্তীর্ণোপযুক্ত অন্য স্থান ছাড়া ইদানীন্তন ভারতবর্ষে হলণ্ডজাতীয় অধিকারে বহুখ্যাত যাবানামক মহা উপদ্বীপেতে তিনি উত্তীর্ণ হইলেন। অপর তদুপদ্বীপহইতে লঙ্গর তুলিলে তাঁহার প্রথমোত্তীর্ণ স্থান উত্তমাশা অন্তরীপ। পরে ১৫৮০ শালে সেপ্তেম্বর মাসের ২৬ তারিখে দুই বৎসর দশমাস কএক দিবস সমুদ্রপরিভ্রমণানন্তর তিনি প্লিমৌৎ নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। ইংগ্লণ্ডদেশীয় এই প্রথম পৃথিবীগোলক পরিভ্রমণকারি জাহাজ এবং জগৎস্থ সমস্ত জাহাজের মধ্যে দ্বিতীয় জাহাজ।

তদনন্তর তামস ক্যাবেন্দেস্ নামে বহুপরিশ্রুত বংশীয় এবং

বৃহদধিকারপতি এক জন যুবকালাবধি সমুদ্রভ্রমণবিষয়ে অতিশয় উৎসাহ দর্শাইয়া আপনার অধিকার ইত্যাদি কতক বিক্রয় ও কতক বন্ধক রাখিয়া সমুদ্রপরিভ্রামকের যশ ইচ্ছুক হইয়া ১৫৮৬ শালে তিন জাহাজ প্রস্তুত করিলেন। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজ ৪২০০ মোনধারী দ্বিতীয় জাহাজ ১৮০০ মোনধারী এবং তৃতীয় জাহাজ ১২০০ মোনধারী ছিল। ঐ সকল জাহাজেতে দুই বৎসরের খাদ্যসামগ্রী এবং পতিসুদ্ধ ১২৬ মল্লা নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেক লোক পূর্ব্বকথিত অতিখ্যাত্যাপন্ন ড্রেকের সহযাত্রিক ছিল।

ঐ জাহাজ ১৫৮৬ শালে জুলাই মাসের ২১ তারিখে প্লিমৌথনগর হইতে লঙ্গর তুলিয়া আমেরিকা দেশে গেল এবং সেস্থানহইতে চীনদেশের নিকটস্থ লাদ্রোণ নামে উপদ্বীপমধ্যস্থিত গআম্‌নামক উপদ্বীপের সম্মুখে জানুআরি মাসের ৩ তারিখে উপস্থিত হইল। ঐ উপদ্বীপহইতে বাণিজ্যপরিবর্ত্তে খাদ্যদ্রব্য আনয়নকারি তদ্দেশীয় লোকেতে পরিপূর্ণ ডোঙ্গা তাহার জাহাজের নিকটে আসিয়া ভিড়িল তাহাতে ঐ জাহাজ কিনারার লোকেতে এমত পরিপূর্ণ হইল যে ইংগ্লণ্ডীয়মল্লেরা স্বস্ববাঞ্ছিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে তদ্দেশীয় লোকেরদিগকে তাড়িয়া দেওনার্থে কতকগুলিন কামানের গোলাক্ষেপ করিল। পরে ঐ কাবেন্দেস্ ফিলিপিননামক উপদ্বীপসমূহেতে যাইয়া বাণিজ্যবিষয়ে কিঞ্চিদধিক কাল ব্যয়জন্যে সেখানকার এক উপদ্বীপেতে নয় দিবস লঙ্গর ফেলিয়া সে উপদ্বীপস্থেরদের সহিত অতিশয় বাণিজ্যালাপ করিতে লাগিলেন।

ইউরোপীয়কর্ত্তৃক ফিলিপিন উপদ্বীপ নামে সংজ্ঞাপ্ত উপদ্বীপসমস্ত পূর্ব্বোক্ত মাজংলাসাহেবকর্ত্তৃক প্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল। পরে দ্বিতীয় ফিলিপ্ নামে রাজা স্পেন্‌দেশীয় সিংহাসনোপবিষ্ট হওয়ার কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ উপদ্বীপসমূহেতে কতকগুলিন স্পেনীয়েরদিগের বসতি করাইলেন তাহাতে সেই সময়াবধি এক অত্যাশ্চর্য বাণিজ্য আমেরিকাদেশস্থ স্পেনীয়াধিকারস্থেরদের সহিত এবং নূতনবসতিকারিরদের সহিত প্রশান্ত সাগরোপরি আরম্ভ

হইল। অপর ঐ ফিলিপিনামক উপদ্বীপসমূহের মধ্যে মেনি
লা নামে প্রধান নগরে চীনজাতীয়েরা অতিশয়রূপে আসিয়া
ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যদ্রব্যাদি আনিতে লাগিল তাহাতে অমেরিকা
দেশস্থ স্পেনীয় অধিকারহইতে সম্বৎসরে দুই জাহাজ প্রেরিত
হইত ঐ জাহাজ ফিলিপিন উপদ্বীপে অমেরিকাদেশীয় আকরের
রূপা আনিয়া পূর্ব্বদেশোৎপন্ন বহুমূল্যক দ্রব্য ইত্যাদি লইয়া ফি
রিয়া যাইত। কিন্তু সে যাহা হউক স্পেন্‌জাতীয়েরদের শাসনে
তদ্দেশীয়েরা অসম্মত ছিল এইহেতুক যখন তাহারা দেখিল যে
নূতন আগন্তুকেরা স্পেন্‌জাতীয় নয় কিন্তু তজ্জাতীয়েরদের শত্রু
তখন তাহারা আহ্লাদ স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক প্রকাশ করিল এবং ঐ
কাবেন্দেস্‌ সে উপদ্বীপেতে উত্তীর্ণ হইলে তাহার রাজা কহিলেন
যে আপনি স্বদেশ গমনানন্তর ফিরিয়া আইলে যদি আমার শত্রু
সঙ্গে যুদ্ধ করেন তবে আমি আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া আপন
কার উপকার করিব।

এই অতিসাহসবান্‌ সমুদ্রভ্রামক তমাস্‌ কাবেন্দেস্‌ ভারতবর্ষীয়
সমুদ্রের প্রধান২ স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞানপূর্ব্বক তৎ
সমুদ্রের প্রধান২ বিষয়জ্ঞ হইলেন। অপর লাদ্রোন্‌নামক উপদ্বী
পসমূহ ছাড়াইয়া ফিলিপিন উপদ্বীপসমূহের প্রতি গমন করিয়া
তদুপদ্বীপমধ্য দিয়া নির্গত হইলেন তাহাতে ঐ সমস্ত উপদ্বীপ
তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। পরে মলক্কা উপদ্বীপসমূহের মধ্য
দিয়া গমনপূর্ব্বক মালাক্কানামক সুঁড়ি পথে অতিশয় ধনাঢ্য তদু
পদ্বীপশ্রেণী ছাড়াইয়া তিমোর উপদ্বীপের প্রান্তভাগে উপস্থিত
হইলেন। পরে যাবা উপদ্বীপদ্বয়ের মধ্য হইয়া বালিনামক
সুঁড়িপথ ছাড়াইয়া প্রধান উপদ্বীপের দক্ষিণপার্শ্বে নঙ্গর ফেলিয়া
সেই স্থানে তদ্দেশস্থ লোকেরদের সহিত খাদ্যদ্রব্যের নিমিত্ত
অন্য২ দ্রব্য পরিবর্ত্তন দিলেন এবং পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে
তদ্দেশীয় লোকেরা যে তাঁহাকে অনিবার্য্যরূপে গ্রহণ করে এমত
সন্ধি করিলেন।

অপর উত্তমাশা অন্তরীপের প্রতি মুখ করিয়া তিনি সমুদ্র ভ্রমণ
বিষয়ে বহুপ্রয়োজনক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া মার্চ মাসের ১৬ তা-

রিবে প্যারি হাঁকারিরা চলিলেন এবং পথমধ্যে গুহ নক্ষত্রাদির গমনপথ এবং বায়ু কাল জোয়ার ভাটার খেলা ইত্যাদি অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন এবং দেশবিদেশের তট কিপ্রকার দর্শনীয় তাহা এবং তৎস্থিতিস্থান ইত্যাদি কাগজে টুকিয়া রাখিলেন এবং স্বদেশে পঁহুছিলে আত্মস্মরণার্থে এবং অন্যের সুবোধার্থে কোন নির্ণয়িতব্য বিষয় অনির্ণীত রাখিলেন না। পরে মে মাসের ১৫ ও ১৬ তারিখে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া এবং খাদ্যসামগ্রী গ্রহণার্থে শান্তহেলেনা উপদ্বীপে কিঞ্চিৎ কাল লঙ্গর করিয়া ১৫৮৮ শালে সেপ্তেম্বর মাসের ৯ তারিখে প্লিমৌৎ নগরে উত্তীর্ণ হইলেন।

অপর শুভপূর্ব্বক ঐ সমুদ্রপরিভ্রমণ সম্পন্ন হওয়াতে ভারতবর্ষীয় বহুমূল্যক বাণিজ্য প্রাপণবিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আশা অধিক বাড়িতে লাগিল। ঐ সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা অতি পেঁচাও অথচ দুর্গম পথ দিয়া ভারতবর্ষোৎপন্ন দ্রব্য স্বদেশে আনিত বিশেষতঃ তাহারা ভূমধ্যস্থ মহাসমুদ্রের পূর্ব্বতটে যাইত ও শুষ্কভূমি হইয়া ভারতবর্ষোৎপন্ন দ্রব্য সেই স্থানে পঁহুছিত সেই দ্রব্য ইংগ্লণ্ডদেশে আনয়নার্থে লেবান্ত নামে এক বণিকসমাজ তৎকালীন রাজনীতির রীত্যনুসারে নিযুক্ত হইয়াছিল।

অপর ভারতবর্ষস্থ বাণিজ্যবিষয়ক উদ্যোগ অধিক জন্মানেতে ঐ সময়ে অনেক দৈব ঘটিল। এলিসাবেৎ রাণীর রাজত্বসময়ে তাহাকর্ত্তৃক স্পেন্‌দেশীয় তটসমীপে তদ্দেশীয় জাহাজ নাশার্থে সর ফ্রাঁসিস দ্রেকের কর্ত্তৃত্বাধীন প্রেরিত জাহাজস্থেরা ভারতবর্ষহইতে আগত পোর্ত্তুগিস্‌দেশীয় এক জাহাজ ধরিল।

ঐ জাহাজের বহুমূল্যকবাণিজ্যদ্রব্য এবং তাহাতে প্রাপ্ত ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যবিষয়ক সমাচারপ্রভৃতিদ্বারা তৎকালীন বণিকেরা ঐ রীতিক্রমে জাহাজ হরণবিষয়ে অতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইতে লাগিল। অপর ১৫৯৩ শালে কথিত জাহাজ অপেক্ষা বহুমূল্যক এক পোর্ত্তুগিসজাতীয় জাহাজ ধরা পড়িল। তাহাতে ৪৮০০০ হাজার মোন বোঝাই ও ৭০০ লোক এবং ৩৬ পিত্তলের তোপ ছিল সে অতিশয় কষ্টেতে পরাস্ত হইয়া দার্টমৌৎ নগরে আ

নীত হইল। ঐ জাহাজের মত বৃহৎ জাহাজ কখনো সে সময় পূর্ব্বে ইংগ্লণ্ডদেশে দৃষ্ট ছিল না, তাহা লবঙ্গ জায়ফল বহুমূল্যক রেশম স্বর্ণ মুক্তা ঔষধ প্রস্তর মণি এবং বহুমূল্যকাষ্ঠ ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল তাহা দেখিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা তদ্রূপ বহুমূল্যকবাণিজ্যের অংশী হইতে অতিশয় লোভাক্রান্ত হইলেন।

এতৎ কালে পূর্ব্বকথিত সমূহসমাজস্থ কতক ব্যক্তি স্থলপথে ভারতবর্ষের মধ্যে গমন করিলেন। তাহারা আলেপোহইতে বস্ত্র রঙ্গ ও অন্য কতক বস্তু লইয়া বাগদাদে গেলেন এবং সে স্থান হইতে টিগ্রিস নদীদ্বারা পারসির মহাখালতটস্থ অর্মস্ নগরে পঁহুছিলেন এবং সে স্থানহইতে আপনারদের দ্রব্য সকল লইয়া পোর্ত্তুগিস জাতীয়েরদের ভারতবর্ষস্থ প্রধান কুঠী গোয়াতে গেলেন। অপর সেস্থানহইতে চতুর্দ্দিকস্থ দেশানুসন্ধানার্থে তাহারা ভ্রমণ করিয়া তৎকালীন যবনরাজধানী আগরা দিয়া লাহোর দর্শনপূর্ব্বক বাঙ্গালাতে আইলেন। এবং বাঙ্গালাহইতে পেগু ও মালাক্কা দিয়া সমুদ্রপথে ঐ অর্মসে পুনরাগমন করিয়া শেষে আলেপোতে পুনরুপস্থিত হইলেন এবং তথাহইতে জাহাজ লইয়া ইংগ্লণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন তাহাতে এই সকল অপ্রস্তুত দেশের বিষয়ে ও তাহারা বাণিজ্য বিষয়ে যাহাং অবগত হইলেন সে সকল অতিশীঘ্র দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইল।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

ভারতবর্ষে বাণিজ্যচালনার্থক ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির উৎপত্তির বিবরণ।

১৫৯৯ শালে ভারতবর্ষে বৃহজ্জাহাজত্রয় এবং ক্ষুদ্রজাহাজদ্বয় প্রেরণানুমতি প্রাপণার্থে কতকগুলিন ইংগ্লণ্ডীয় বণিকেরা প্রথম রাজ্ঞীর নিকট নিবেদন করিল। ঐ নিবেদন পত্রে তাহারা কহিল যে মালাবার এবং করমণ্ডল তটে ও মলাক্কাতে ও বান্দাতে ও মলক্কানামে উপদ্বীপেতে পোর্ত্তুগিস্ জাতীয়েরদের বাণিজ্য কুঠী আছে অতএব সেই স্থানে যাওয়া অকর্ত্তব্য কিন্তু কথিত

স্থানছাড়া ভারতবর্ষে বাণিজ্যব্যবসায়ের বহুলাভজনক অনাং অনেক স্থান আছে। ঐ নিবেদনপত্র পাইয়া রাণী কি উত্তর দিয়াছিলেন ইহা আমরা অবগত নহি।

অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরা এই বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনা করিতেং ১৫৯৫ শালে হলণ্ডীয়েরা অতিসাহসপূর্ব্বক ভারতবর্ষেতে বাণিজ্য ব্যবসায় করণার্থে উত্তমাশা অন্তরীপ পথ হইয়া চারি জাহাজ প্রেরণ করিলেন তাহা অবগত হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ব্যগ্রতা এবং উদ্যোগ প্রজ্বলিত হইল। ১৫৯৯ শালে ইংগ্লণ্ডীয় বণিকেরা সমাজস্থ হইয়া স্বাক্ষরদ্বারা অনুমান ৩০১৩৩০ টাকা একত্র করিল। ঐ মূলধনের একশত এক অংশ হইয়াছিল তাহার মধ্যে কেহং আট অংশ স্বীকার করিল এবং কেহং অধিক। পরে ঐ বণিকেরা পরস্পর সম্মত হইয়া তিন জাহাজ প্রস্তুত করণার্থে এবং দেশ হইতে রূপা বহির্ভূত করণার্থে এবং অন্যাং কর্ত্তব্য তাদ্বিষয়ক অনুমতিপত্র এলিসাবেৎ রাজ্ঞীর স্থানে প্রার্থনা করণে নিশ্চয় করিল। এবং কার্য্য নিষ্পন্নার্থে তাহারদের মধ্যে পঞ্চদশ লোক সম্প্রদায়রূপে নিযুক্ত হইল ঐ বিষয়হইতে বণিকনিয়ামকসভা প্রথম উৎপন্ন হয়। পরে রাণী নিবেদন পত্রে ত্বরায় সম্মতা হইলেন।

এবং সেই বৎসরে রাণী স্থলপথে কনস্তান্তিনোপল নগর দিয়া আপনার এক উকীলকে দিল্লীর বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন কিন্তু তাহার যাত্রা নিষ্ফল হইল।

১৬০০ শালের অন্তে ব্যবসায়াকাঙ্ক্ষি ঐ বণিকেরদের উদ্যোগ বর্দ্ধিত হওয়াতে এবং রাজানুমতি প্রাপণেতে তাহারা ভারতবর্ষে জাহাজ প্রেরণের চেষ্টা পাইতেছিল। অপর ঐ শালের অকটোবর মাসের ৮ তারিখে বক্ষ্যমাণ পাঁচ জাহাজ প্রস্তুতীকৃত হইল বিশেষতঃ মালিস্ স্কর্জ নামে ১৮০০০ মোন এবং ২০০ মল্লধারী এক জাহাজ এবং হেক্তর নামে ৯০০০ মোন এবং ১০০ মল্লধারী এক জাহাজ এবং আসেন্সিয়ন্ নামে ৭৮০০ মোন এবং ৮০ মল্লধারী এক জাহাজ এবং সুজান্ নামে ৭২০০ মোন এবং ৮০ মল্লধারী এক জাহাজ এবং ৩০০০ মোন এবং ৪০ মল্লধারী এক ক্ষুদ্র

জাহাজ। ঐ জাহাজ সকলে বিংশতি মাসের খাদ্যসামগ্রী প্র য়োজনার্থে অনুমান ৬৬০০০ হাজার টাকা ব্যয় হইল এবং অনু মান ৪১৪৫০ টাকামূল্যক মুদ্রাছাড়া ঐ জাহাজেতে লৌহ দস্তা সীসা বনাতের থান এবং উপঢৌকনার্থে অন্য২ রম্য দ্রব্য অনেক বোঝাই হইয়াছিল। ঐ যাত্রাতে বাণিজ্যব্যবসায় চালানবিষয়ে ক্রম পূর্ব্বক ছত্রিশজন কর্ত্তৃরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ জাহাজ সমূহের প্রধানপতি সমুদ্রপরিভ্রমণে অতিখ্যাত্যাপন্ন জেম্‌ লান্কা স্তর নামে এক জন নিযুক্ত ছিলেন। ঐ শালের দিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখে ঐ বণিকসম্প্রদায়স্থেরা স্বস্বকর্ত্তব্যতাবিষয়ক রাজানু মতিপত্র প্রাপ্ত হইলেন।

ভারতবর্ষে তৎকালে অজ্ঞাত কিন্তু পরে অত্যদ্ভুত মহাপ্রভুত্ব বি শিষ্ট কোম্পানি বহাদুরের এই প্রথমাবস্থান। তৎকালীন অন্য২ কোম্পানির স্থাপনপত্রাপেক্ষা তাহারদের স্থাপন পত্রের বড় বৈল ক্ষণ্য ছিল না। ঐ স্থাপনপত্রদ্বারা ঐ সম্প্রদায়স্থেরা অঙ্গবঙ্গদেশ প্রভৃতি ব্যবসায়কারী এবং স্বরাজমঙ্গলচেষ্টাকারী লণ্ডন্‌নগরস্থ বণিকসমাজ এবং তৎকর্ত্তৃ নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং তৎস্থাপন পত্র দ্বারা তাহারা প্রয়োজনার্হ কর্ত্তৃত্বাধিকারশক্তি এবং অন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন এবং বৎসরং নিয়োজনীয় পাঁচিশ জন সম্প্রদায়কের দের এবং তৎকর্ত্তা এক জনের দ্বারা স্বস্বকার্য্য নিষ্পাদনমনস্থ রাজকর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইল।

অপর ভারতবর্ষে বণিজ্যকারি ঐ সমাজস্থেরদের প্রথম জাহাজ প্রেরণ বড় একটা নিরাশভূমি ছিল না। ঐ জাহাজ সকল সুমাত্র উপদ্বীপস্থ আচীন্‌নামক নগরে প্রথমোপস্থিত হইয়া সেই স্থানে অতিশুভপূর্ব্বক গৃহীত হইল বিশেষতঃ তাহারা সেই স্থানের অধ্য ক্ষের সহিত বাণিজ্যকরণবিষয়ে এবং কুঠি নিযুক্ত করণ বিষয়ে অনুমতি পাইল পরে জাহাজের উপরি কতকগুলিন গোলমরিচ বোঝাই করিয়া মোলক্কা উপদ্বীপেতে গেল। কিন্তু মালাক্কা সুড়ি পথেতে বস্ত্রথানেতে এবং লবঙ্গজায়ফলেতে বোঝাই ২৭০০০ মোন ধারী পোর্ত্তুগিস্‌জাতীয়েরদের এক জাহাজ ধরিল সেই জাহাজের বোঝাইতে ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজসমূহ বোঝাই হইল। অতএব তা

হনরা সেই স্থানহইতে ফিরিয়া যাবা উপদ্বীপদ্বয়মধ্যস্থিত বা ন্তাম্ নগরে গেল সেই স্থানে ঐ জাহাজসমূহের পতি আপন পত্র উপঢৌকন ইত্যাদি সেখানকার অধ্যক্ষকে অর্পণ করিয়া অতিশয় আদরপূর্ব্বক গৃহীত হইলেন এবং কোম্পানির কতকগুলিন উকীল রাখিয়া ইংগ্লণ্ড দেশে ১৬০৩ শালে সেপ্তেম্বর মাসে জাহাজের কর্ত্তারদের বহুলাভোৎপন্ন করিয়া পঁহুছিলেন। অপর ১৬০৩ শাল অবধি ৬১ ১৩ শালপর্য্যন্ত কথিত রীতিক্রমে অন্যং অষ্ট জাহাজ সমূহ আয়োজনীকৃত হইয়া প্রেরিত হইয়াছিল।

১৬০৭ শালে দুই জাহাজ সমুদ্রে মারা পড়িল তদ্ভিন্ন অন্য অষ্ট জাহাজের আয়োজন সফল হইল। ইহার কোন আয়োজনেতে শতকরা এক শত টাকার ন্যূন লাভ হয় নাই কোনং সময় শত করা দুই শত টাকা লাভ হইল।

কোম্পানি প্রথমতঃ ভারতসাগরস্থিত সুমাত্রা এবং যাবা ও আম্বয়না নামে উপদ্বীপ মাত্রেতে গমন করিয়া রেশম সূক্ষ্ম বস্ত্র নীল লবঙ্গ জায়ফল ইত্যাদি ইংগ্লণ্ডদেশেতে আনিতেন। অপর ১৬০৮ শালে বান্তাম্ এবং মলক্কা উপদ্বীপেতে নিযুক্ত কুঠিকর্ত্তা ইংগ্লণ্ডদেশে সমাচার লিখিয়া পাঠাইলেন যে ভারতবর্ষ মহাদ্বীপোৎপন্ন বস্ত্রপ্রভৃতি এই উপদ্বীপসকলেতে অতিশয় গ্রাহ্য ও বহুলাভজনক অতএব সুরাট নগর এবং কাম্বে নগরহইতে বস্ত্র প্রভৃতি আনয়ন করিয়া উপদ্বীপস্থেরদের স্থানে জায়ফল লবঙ্গর পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিলে অতিশয় লাভ জন্মিতে পারে। এই সমাচার অবগত হওয়াতে ১৬০৯ শালে সর হেনরি মিদ্দিল্টনের কর্ত্তৃত্বাধীন প্রেরিত জাহাজসমূহস্থেরা ভারতবর্ষীয় পশ্চিম তটপ্রতি গমন আজ্ঞা পাইয়া তদ্দেশীয় লোকেরদের সহিত বাণিজ্যব্যবসায় করণে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু তৎকার্য্য সিদ্ধিবিষয়ে আদেন্ এবং মোখা নগরেতে তাহারা তুরুকজাতীয় কর্ত্তৃক বহুবাধিত হইয়াছিল। ঐ তুরুকজাতীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এক জাহাজ আক্রমণ করিয়া তৎপতিকে এবং সত্তরি জন লোককে ধরিয়া বন্দি করিল তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের পশ্চিম তটে পোর্ত্তুগিস্জাতীয়েরদের বাহুল্যপ্রযুক্ত তাহারা সফল হই

তে পারিল না। অপর ১৬১১ শালে তদ্বিষয়ক আয়োজন বহুসফল হইল বিশেষতঃ ঐ জাহাজসমূহ সুরাটনগরহইতে অল্প দূর স্বালীনামক এক স্থানে পোর্ত্তুগিসজাতীয় জাহাজসমূহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইল। পোর্ত্তুগিস্‌জাতীয়েরা অনেক ছল প্রতারণা করিয়া বাণিজ্যাদিবিষয়ে বাধা জন্মাইলেও তাহারা সুরাট নগরে অতিশয় শুভপূর্ব্বক গৃহীত হইল। ঐ সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে অতিসফল হইয়া সুরাট এবং অহমদাবাদ ও কাম্বিয়া ও গোগোনগরে কুঠি স্থাপনে অনুমতি পাইয়া ইংগ্লণ্ডীয় বণিকেরা শতকরা সাড়ে তিন টাকা শুল্ক দেওনবিষয়ে সম্মত হওয়াতে তত্তন্নগরের অধ্যক্ষেরা কহিল তোমারদেরহইতে ঐ শুল্কমাত্র লওয়া যাইবে এবং রাজকর্ত্তৃক তোমারদের কুঠি সুরক্ষিত হইবে এবং তোমারদের বাণিজ্যকর্ত্তৃরদের মধ্যে কাহার মৃত্যু হইলে তাহারদের অর্থাদি অন্য জাহাজসমূহ পঁহুছন পর্য্যন্ত সুরক্ষিত হইবে পরে তত্তদ্বাক্য দৃঢ় করণার্থে দিল্লীর বাদ্‌শাহহইতে ১৬১২ শালের জানুআরি মাসে ১১ তারিখে অনুমতি পাওয়া গেল। ঐ রীতিক্রমে পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্রাজ্য অর্থাৎ অঙ্গবঙ্গদেশীয় মহাদ্বীপেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রথম স্থাপিত হইল।

তৃতীয়াধ্যায়।

১৬১২ শালে ভারতবর্ষে বাণিজ্যবিষয়ক কোম্পানির স্থাপন বিবরণ।

১৬১২ শালপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ব্যবসায়িবণিকেরদের বাণিজ্য কার্য্য কতকগুলিন সাধারণ নিয়মপূর্ব্বক চালান গিয়াছিল কিন্তু ঐ বণিকেরা স্বস্বমূলধন একত্র করিয়া সমূহসংস্থানাধিকারিসমাজরূপ নিযুক্ত হয় নাই বিশেষতঃ কতকগুলিন ক্ষুদ্রং বণিক একত্র হইয়া স্বেচ্ছানুসারে স্বস্বলাভার্থে স্বস্বকার্যে নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু ১৬১২ শালে ঐ বণিকেরা সর্ব্বসম্মত হইয়া পণ করিল যে ইহার

পরে আমারদের সকলের এক সম্মুয়সংস্থান নিরূপিত হইবে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের সহিত তাবৎ বাণিজ্যকার্য্য চালান যাইবে। অতএব ঐ বণিকেরা পূর্ব্বরীত্যনুসারে কোনো বিশেষ বাণিজ্যকার্য্য স্বেচ্ছানুসারে না চালাইয়া বণিকাধ্যক্ষের এবং নিয়ামকেরদের হস্তে স্বস্বসংস্থান সমর্পণ করিল এবং ঐ বণিকপতি এবং তদধীন নিয়ামকেরা সাধারণরূপে সকলের লাভার্থে ঐ সম্মুয়সংস্থান ব্যয় করিলেন। ঐ ব্যবস্থানুসারে ৪২৯০০০০ টাকা একত্র করা গেল ঐ টাকা লইয়া বণিক নিয়ামকেরা অংশ চতুষ্টয় করিয়া চারিবৎসরের বাণিজ্যায়োজন চতুষ্টয় করিলেন। তাহাতে লাভ প্রায় শতকরা ২৭॥ টাকা হইল।

অপর ভারতবর্ষে পোর্ত্তুগিসেরদের বৃদ্ধি স্বভাবতঃ তাহারদিগকে অহঙ্কারি করণপ্রযুক্ত তাহারা মুসলমানীয় নবাবেরদের সহিত তৎকালে বিসম্বাদ বিরোধ আরম্ভ করিয়াছিল ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপকার হইল যেহেতুক তাহারা মুসলমানেরদের প্রতিপক্ষ হইলেন। এবং মুসলমানকর্ত্তৃক অনিবার্য্য শত্রু যে পোর্ত্তুগীস তাহারদের উপরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বারম্বার জয়ী হওয়াতে যুদ্ধবিষয়ে তাহারদের অতিশয় সুখ্যাতি জন্মিল। তৎকালে পোর্ত্তুগিসীয় জাহাজসমূহ বারোচ্ এবং গোগানামে দিল্লীর বাদশাহের নগরদ্বয় দাহন করিল। এবং ১৬১৪ শালে জানুআরি মাসে পোর্ত্তুগিস্জাতীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজসমূহ পোর্ত্তুগিসীয় সৈন্যাধিপতিকে লইয়া স্বালীনামক নগরে পঁহুছিল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ দিল তাহাতে তাহারা ৩৫ লোকহানিপূর্ব্বক পরাস্ত হইল। ঐ সকল শুভঘটনাবিষয়ের মঙ্গলবৃদ্ধ্যর্থে কোম্পানির এক প্রতিনিধি বাদশাহের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি শুভপূর্ব্বক গৃহীত হইয়া চিরবাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে ফরমাণ পাইলেন এবং ঐ বৎসরে সর তামস্ রো নামে অন্য এক ইংগ্লণ্ডীয় অতিপ্রসিদ্ধ রাজউকীল প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাহাকে উকীল মনোনীত করণেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অতিভাগ্য ছিলযেহেতুক তিনি অতি সুবিবেচক এবং সুরীতিবিশিষ্ট লোক ছিলেন এবং যেং কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে তাঁহার কোন ত্রুটি ছিল

না। কিন্তু কার্য্যদ্বারা তিনি পশ্চাৎ অবগত হইলেন যে আমি সুযুক্তিপূর্ব্বক প্রেরিত হই নাই তথাপি তিনি কোম্পানির কতকগুলিন উপদ্রবের প্রতীকার করিলেন এবং বহুকষ্টের পরে দিল্লীর বাদশাহের অধিকারসর্ব্বত্র বাণিজ্যব্যবসায় করণ এবং কুঠি ইত্যাদি স্থাপনানুমতিসন্ধিপত্র প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সন্ধিপত্রেতে সুরাটেতে এবং বাঙ্গালায় এবং সিন্ধুদেশেতে বাণিজ্যব্যবসায় করণানুমতি বিশেষরূপে লিখিতা ছিল।

তৎকালে জায়ফললবঙ্গোৎপন্ন উপদ্বীপের ব্যবসায় স্বহস্তগত করিতে কোম্পানির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহচ্চেষ্টা ছিল জায়ফললবঙ্গ ঐ কালে ইংগ্লণ্ডদেশে দুর্লভ অথচ মহতেরদের মধ্যে অতিব্যবহার্য্য তৎপ্রযুক্ত তদ্দ্রব্য ব্যবসায়িরদের অতিশয় লাভ জন্মিল এবং তৎকালীন হলণ্ডীয় কি ইংগ্লণ্ডীয় সকল জাতীয়েরদের বাণিজ্য প্রায় তদ্দ্রব্যমূলক ছিল। ঐ সময়ে সুমাত্রা এবং যাবা উপদ্বীপস্থেরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আলাপপ্রযুক্ত তাহারা মনোবাঞ্ছানুসারে গোলমরিচের ব্যবসায় করিতেন কিন্তু জায়ফল লবঙ্গ ইত্যাদি ব্যবসায়ে নিবারিত ছিলেন। সেইহেতুক তাহারা বান্তাম্ উপদ্বীপহইতে আম্বয়না এবং বান্দা এবং অন্যং উপদ্বীপে প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন তাহাতে হলণ্ডীয়েরদের শঙ্কা এবং লোভ অতিশয় বাড়িতে লাগিল। অপর হলণ্ডীয়েরা যেং স্থানে কুঠি প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিল তত্তৎ স্থানে কুঠি স্থাপনবিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ভগ্নাশ হইয়া শেষে মাকাশার উপদ্বীপেতে এক কুঠি করিল। ঐ স্থানে উৎপত্তি এবং ব্যবসায় ধান্যবিষয়ে অধিক ছিল কিন্তু তাহারা ভাবিল যে এই স্থানে থাকিয়া আমরা পরে ক্রমেং চতুর্দ্দিকস্থ উপদ্বীপহইতে লবঙ্গজায়ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিব।

ঐ চারি বৎসরের বাণিজ্য সাঙ্গ হইলে ১৬১৭ শালে কোম্পানির প্রতিনিধি বাণিজ্যবিষয়ে এই কহিয়া পাঠাইলেন যে অঙ্গবঙ্গদেশীয় বস্ত্রপ্রভৃতি প্রাপণার্থে সুরাট্ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্থান কিন্তু তদ্বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনে কেবল চীনের বাসন এবং লবঙ্গজায়ফল এবং রূপা ইত্যাদি গৃহীত হইতে পারে। আরো কহিয়া পাঠাইলেন

যে সুমাত্রা উপদ্বীপস্থ আচীন্ এবং টিকু নগরে স্থাপিত কুঠিদ্বয়েতে অঙ্গবঙ্গদেশীয় বস্ত্র বিক্রীত হইতে পারে এবং স্বর্ণ কর্পূর ও লবান পাওয়া যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন কহিলেন যে ভারতবর্ষীয় বস্ত্রাদি অন্যং স্থানাপেক্ষা বান্তাম্ উপদ্বীপেতে অধিক পুয়োজনার্হ এবং ইউরোপদেশপুভৃতিতে বিক্রয়ার্থক গোলমরিচও যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে এবং পূর্ব্বকথিত কুঠিদ্বয় সম্পর্কীয় স্থানের ন্যায় জাকাত্র এবং জাম্বি এবং পোলানিয়ানামক উপদ্বীপেতে ও বাণিজ্যদ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু ন্যূন। তাহা ছাড়া তাঁহারা কহিয়া পাঠাইলেন যে পূর্ব্বকথিত বিক্রেয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থে শ্যামদেশ অতিভালস্থান এবং জাপান্ দেশে বিক্রয়ার্থে স্বর্ণরূপ্য হরিণচর্ম্ম ইত্যাদি তদ্দেশহইতে পাওয়া যাইতে পারে এবং ঐ জাপান্ দেশেতে ইংগ্লণ্ডীয় বনাৎ ও সীসা ও হরিণচর্ম্ম ও রেশম ইত্যাদি দ্রব্যপরিবর্ত্তে রূপ্য তাম্র লৌহ পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে অদক্ষতাপুযুক্ত অদ্যপর্য্যন্ত তদ্দেশের সহিত বাণিজ্যব্যবসায় ভালরূপে স্থাপিত হয় নাই। আরো কহিয়া পাঠাইলেন যে বর্ণিওনামক উপদ্বীপস্থ সকাদানিয়নামক নগরে হীরা এবং বিষপাথর এবং অন্যং মণি স্বর্ণপুভৃতি পাওয়া যাইতে পারে এবং মাকাশারনামক নগরে ভারতবর্ষীয় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম তণ্ডুল ক্রীত এবং ভারতবর্ষীয় বস্ত্রাদী বিক্রীত হইতে পারে এবং ইউরোপদেশীয় শত্রুরদের গমনাগমন যদি নিবারণ হইতে পারে তবে বান্দানামক উপদ্বীপে ভারতবর্ষীয় বস্ত্রাদি বিক্রীত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে জায়ফল লবঙ্গাদি যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে।

তৎকালে সুরাট্ এবং বান্তাম্ উপদ্বীপ কোম্পানির পুধান ব্যবসায়স্থান ছিল।

অপর বাণিজ্যবিষয়ে এবং সমুদ্রপরিভ্রমণবিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানি এবং ইউরোপদেশপুভৃতি জাতীয়েরদের মধ্যে কে বড় হইবে এতদ্বিষয়ক বিরোধেতে অনেক কাল গত হইল তাহাতে তৎকালভূত নির্দেতব্য অন্য কোন বিষয় নাই। বিশেষতঃ পোর্ত্তুগিস্ জাতীয়েরা উত্তমাশা অন্তরীপ পুথম দর্শনপুযুক্ত কহিল যে

এই পথ কেবল আমারদের গম্য এবং মালায়াবারি তটস্থিত গুয়া ও বোম্বে নগর এবং অন্যং অনেক স্থান কতক যুদ্ধদ্বারা কতক সন্ধি দ্বারা স্বহস্তগত করিয়াছিল তদ্ভিন্ন সুফার্ণবের মোহনায় আদিন্ নগর এবং পারসীয় সমুদ্রখোলেতে অরমস্‌নগর এবং মালাক্কা নামক সুঁড়িপথেতে মালাই জাতীয়েরদের কতকগুলিন তট এবং মলক্কানামক উপদ্বীপসমূহ এবং ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বহুধনাঢ্য সিংহলদ্বীপের তট হস্তগত করিল। তদ্ভিন্ন শ্যাম্‌দেশেতে এবং বাঙ্গালাতে তাহারদের অনেক কুঠিপ্রভৃতি ছিল এবং চীন্‌দেশ তটস্থ মকাও নগর সংস্থান করিয়া বসতি করাইয়াছিল।

তৎকালে হলণ্ডীয়েরা স্পেনীয়েরদের অধীনপ্রযুক্ত ভারতবর্ষোৎপন্ন বাণিজ্যদ্রব্যের জন্যে লিস্‌বোন্ নগরে যাতায়াত করিত এবং সে স্থানহইতে ঐ দ্রব্য ইউরোপদেশস্থ অন্যং দেশেতে চালান করিত। অপর হলণ্ডীয়েরা স্পেনীয়েরদের অধীনতাহইতে মুক্ত হইলে ফিলিপ্ রাজ আত্মদেশীয় বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে তাহারদিগকে নিবারণ করিলে সুতরাং হলণ্ডীয়েরা তদ্দেশস্থেরদের ন্যায় ভারতবর্ষে বাণিজ্য ব্যবসায় চালানে অতিশয় চেষ্টা পাইতে লাগিল।

যে সময় হলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষে বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে অতিশয় মনোযোগী ছিল সে সময়ে স্পেনীয় রাজবর্গেরা পৃথিবীর অন্যং স্থানে এবং আমেরিকাদেশে প্রাপ্ত অতিশয় প্রসিদ্ধাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে নিমগ্নপ্রযুক্ত ভারতবর্ষস্থ পোর্ত্তুগিসেরা হলণ্ডীয়েরদের বশীভূত হওয়াতে অল্পমান্য ছিল। তাহাতে হলণ্ডীয়েরা অতিশয় ধনাঢ্য হইয়া বাণিজ্যব্যবসায়ে অতিব্যগ্রচিত্তপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইয়া জায়ফললবঙ্গ বাণিজ্যবিষয়ে পোর্ত্তুগিসেরদিগকে অনেক কষ্টের পর পরাস্ত করিয়া মলক্কানামক উপদ্বীপহইতে উঠাইয়া দিল। পরে ঐ অতিপ্রসিদ্ধ হলণ্ডীয়েরা স্পেনীয়েরদের পরাধীনত্বহইতে মুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর অতিশয় বর্দ্ধিতপ্রযুক্ত পৃথিবীর অন্যং অঞ্চলে একত্রীভূত মূলধনাপেক্ষা হলণ্ডদেশীয় মূলধন অধিক হইয়াছিল তাহাতে স্বভাবতঃ ঐ মূলধনের কিয়দংশ ভারতবর্ষীয় হলণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যবিষয়ে ব্যয়প্রযুক্ত অঙ্গ

বঙ্গদেশেতে তাহারদের বৃদ্ধি এবং সাহস ক্রমশঃ বাড়িল। ঐ সময়ে ইংগ্লণ্ডদেশে অপশাসনপ্রযুক্ত বা দেশমধ্যজাত যুদ্ধো দ্যোগপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আপনারদের বাণিজ্যব্যবসায় বর্দ্ধ নার্থে সংস্থান ছিল না অতএব হলণ্ডীয়েরদের ন্যায় দম্ভপূর্ব্বক স্থিত জাতীয়েরদের অনুসারে ইংগ্লণ্ডরাজ আপনার প্রজারদিগের বর্দ্ধনে বা সুরক্ষণে অক্ষম ছিলেন।

ঐ হলণ্ডীয়েরা তৎকালে পোর্ত্তুগিসেরদের সদৃশ বা কিঞ্চিদ ধিক ধনবাঞ্ছাক্রান্ত ছিল এবং জায়ফললবঙ্গাদিবাণিজ্যবিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে সহভাগী হয় তাহাতেও অতিশয় উত্তপ্ত হইল।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রতি ঐ হলণ্ডীয়েরা পোর্ত্তুগিস্‌জাত্যপেক্ষা অধিক হিংসাকারি শত্রু ছিল যেহেতুক ব্যবসায়বিষয়ে ইংগ্ল ণ্ডীয়েরদের এবং পোর্ত্তুগিস্যেরদের তদ্রূপ নৈকট্য সম্পর্ক ছিল না।

তৎকালে ভারতবর্ষস্থ পোর্ত্তুগিসেরদের প্রধানং অধিকার এবং ব্যবসায়স্থান মালবার তটে ছিল এবং সে সকল সুরাট্‌নামক ইং গ্লণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যব্যবসায়ের প্রাধন স্থানহইতে অনেক দূর ছিল। পারসিসমুদ্রখোলে মাত্র তত্তজ্জাতীয়েরদের পরাক্রম ন্যূন যেহেতুক ঐ সময়ে সমুদ্রযুদ্ধবিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রায় সর্ব্বদা পোর্ত্তুগিসেরদিগকে পরাস্ত করিল।

কিন্তু হলণ্ডীয়েরদিগের তদ্রূপ ভাগ্য ছিল না জায়ফললবঙ্গ বা ণিজ্যবিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উদ্যোগ হলণ্ডীয়েরদের তদ্দ্রব্যবি ষয়ক বাণিজ্যের অতিশয়বাধক ছিল এবং হলণ্ডীয় রাজ্যের যু দ্ধায়োজন ইংগ্লণ্ডীয় সমুদ্রবণিকযুদ্ধায়োজনাপেক্ষা অতিশয় বর্দ্ধিত প্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিরোধ ব্যর্থ প্রায় বোধ হইল।

অপর ১৬১৭ শালেও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এবং হলণ্ডীয়েরদের শত্রুতা স্বস্বযুদ্ধায়োজনদ্বারা প্রকাশ পাইতে লাগিল যেহেতুক হল ণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষস্থ যেং স্থানে অধিকার ছিল সেইং স্থানে তাহারা ছলদ্বারা বা ছদ্মবেশদ্বারা আপনারদের শত্রুরদের চেষ্টা বৈয়র্থ্য করিল তৎপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা পোলারুণ্‌ এবং রোশেন্‌গি ন্‌ নামে দুই ক্ষুদ্র উপদ্বীপ হস্তগত করিল ঐ উপদ্বীপদ্বয় হলণ্ডীয়ে

রদের অধিকার ছিল না কিন্তু তাহারদের অধিকারের সহিত অ তিনৈকট্য সম্পর্ক ছিল তৎপ্রযুক্ত ঐ উপদ্বীপ আমারদের অধিকার বলিয়া হলণ্ডীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপরে চড়াউ করিল।

ঐ চড়াউর আয়োজন হইতেং ইংগ্লণ্ডীয়েরা স্বস্বাধিকৃত উপ দ্বীপমধ্যে আপনারদিগকে এমত দুরাক্রম করিল যে হলণ্ডীয়েরা তাহারদিগকে নিরাকরণ করিতে পারিল না। কিন্তু হলণ্ডীয়েরা কতক ছলদ্বারা এবং কতক বলদ্বারা কথিতোপদ্বীপ প্রতিগামি দুই জাহাজ হস্তগত করিয়া স্বাধিকারস্থ এক স্থানে লইয়া গেল এবং যাবৎপর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা জায়ফললবঙ্গোৎপাদকোপদ্বীপ যে আমারদের অধিকার এই বাক্য ত্যাগ না করিল তাবৎ সে জা হাজকে মুক্ত করণে অসম্মত হইল।

অপর হলণ্ডীয়েরা এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা বল এবং ছলপূর্ব্বক বহু বৎসর যুদ্ধ করণানন্তর ১৬১৯ শালে জুলাই মাসের ১৭ তারিখে লণ্ডন্ নগরে তাহারদের পরস্পর সন্ধি হইল। ঐ সন্ধি পত্রেতে স্থিরীকৃত হইল যে উভয় জাতীয়েরদের সর্ব্ববিরোধ লোপ হইয়া ঐক্য হইবে এবং লুণ্ঠিত জাহাজ বাণিজ্যদ্রব্যপ্রভৃতি উভয় জাতী য়েরা পরস্পর ফিরিয়া দিবে এবং যাবা উপদ্বীপের গোলমরিচের ব্যবসায় পরস্পর সমান অংশ করিয়া লইবে। আরো স্থিরীকৃত হইল যে করমণ্ডলতটস্থ পুলিকাট নগর রক্ষার্থে গড়ের অর্দ্ধেক খরচ দিলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তন্নগরে স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক বাণিজ্যব্যবসায় করিতে পারিবেন এবং মলক্কা উপদ্বীপসমূহের এবং বান্দা উপদ্বীপের বাণিজ্যের তৃতীয়াংশ ভোগ করিবেন এবং তত্তস্থা নস্থ হলণ্ডীয়ের গড়ের খরচ তদ্রীতিক্রমে ইংগ্লণ্ডীয়েরা দিবেন।

অপর কথিত বিষয়ভিন্ন ঐ সন্ধিতে স্থিরীকৃত হইল যে উভয় জা তীয়েরদের পরস্পর হিতার্থে এবং সুরক্ষার্থে উভয় কোম্পানি দশং যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করিবেন ঐ জাহাজ ইউরোপদেশেতে বাণিজ্য লইয়া যাইবে না কিন্তু ভারতবর্ষে উভয় জাতীয়েরদের সুরক্ষার্থে নিযোজিত হইবে। তদ্ভিন্ন ঐ উভয় জাতীয়েরা ভারতবর্ষীয় রাজবর্গকর্ত্তৃক স্থানেং নিরূপিত শুল্ক ন্যূনার্থে স্বস্ববলযোগ চেষ্টা পাইবেন এবং ঐ সন্ধি বিংশতিবৎসরপর্য্যন্ত থাকিবে।

কিন্তু এই বিষয়ে কার্য্যদ্বারা জানা গেল যে অনিশ্চিত সর্ব্ব সন্ধিতে বলবত্তর পক্ষীয়েরা অধিক লাভপ্রাপ্ত হয় যেহেতুক ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধজাহাজাপেক্ষা এবং মূলধনাপেক্ষা হলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজ এবং মূলধন অধিকপ্রযুক্ত ঐ প্রতিনিধি অষ্ট জনের মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয় প্রতিনিধি চারি জনের বাক্য অল্পগ্রাহ্য ছিল। তৎপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের স্বস্বাধিকার সুরক্ষণার্থে হলণ্ডজাত্যপেক্ষা অধিক জলযোদ্ধা এবং স্থলযোদ্ধা নিযুক্ত করণ প্রয়োজন ছিল তাহা করিলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বলবান হইতেন এবং জায়ফললবঙ্গোৎপাদকোপদ্বীপহইতে হলণ্ডীয়েরদের বহিষ্কৃত হওনানন্তর তদ্বাণিজ্য ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হাতে পড়িত এবং তাহারা ভারতবর্ষ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন যেহেতুক তাহারদের মূলধন অঙ্গবঙ্গদেশেতে এবং ভারতবর্ষস্থ উপদ্বীপেতে বাণিজ্যব্যবসায় চালানার্থে প্রচুর হইত না সুতরাং অঙ্গবঙ্গদেশ অন্যং জাতীয়েরদের হস্তে পড়িত তাহা হইলে এতৎকালে স্থিরীভূত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মহাপ্রভুত্বের আরম্ভও হইত না।

কথিত সন্ধিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষে দশ জাহাজ প্রেরণ নিবন্ধপ্রযুক্ত তদ্বর্ষে অন্য বৎসরাপেক্ষা অধিক অর্থের প্রয়োজন হইল তাহাতে মুদ্রাতে ৬২৪৯২০ টাকা এবং বাণিজ্যেতে ২৮৫০৮০ টাকা ভারতবর্ষগামি বার্ষিক জাহাজসমূহেতে প্রেরিত হইল।

পরে ঐ টাকার পরিবর্ত্তে এক জাহাজেতে আনীত বাণিজ্যদ্রব্য ১০৮৮৮৭০ টাকাতে বিক্রীত হইল। ভারতবর্ষস্থ তাবদ্বাণিজ্য স্থানের মধ্যে সুরাট নগর প্রধান ছিল যেহেতুক ইংগ্লণ্ডীয়েরা স্বস্বশত্রু অপেক্ষা পরাক্রমী ছিলেন তাহাতে তাহারদের আশা অধিক বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। অপর ১৬২০ শালে ইংগ্লণ্ডীয় দুই জাহাজ সুরাট নগরহইতে পারসিদেশে উপস্থিত হইলে তজ্জাহাজস্থেরা দেখিল যে জাস্কেজনামক নগর পোর্ত্তুগিসীয় পাঁচ বৃহজ্জাহাজ এবং ষোল ক্ষুদ্রজাহাজদ্বারা অবরুদ্ধ আছে। এবং ঐ জাহাজের সহিত যুদ্ধ দেওনে আপনারদিগকে অক্ষম জানিয়া ঐ দুই জাহাজ পুনর্ব্বার সুরাট নগরে ফিরিয়া আইল ও অন্য দুই জাহাজ সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া পোর্ত্তুগিসেরদের সহিত যুদ্ধ করণানন্তর ঐ নগরে প্র

বিষ্ট হইল। তাহাতে পোর্তুগিসেরা অরমশ্ নগরে হটিয়া গেল কিন্তু কিঞ্চিৎপরে আত্ম আক্রোশ নিবৃত্ত্যর্থে ফিরিয়া আসাতে মহা ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা জয়ী হইলেন তাহাতে পারসীয়েরদের বড় আশঙ্কা জন্মিল।

অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরা এবং পারসীয়েরা স্বস্ব সৈন্য সহকারে অরমশ্ উপদ্বীপস্থ পোর্তুগিসেরদের উপরে চড়াউ করণে পণ করিল। ঐ অরমশ্ নগরের মঙ্গলাবস্থায় পোর্তুগিসেরা তাহা আক্রমণ করিয়া তাহাতে গড় ইত্যাদি বাঁধিয়াছিল। ঐ নগর আক্রমণবিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা জলযোদ্ধা এবং পারসীয়েরা স্থল যোদ্ধা যোগাইল তাহাতে ১৬২২ শালে এপ্রিল মাসের ২২ তারিখে তন্নগরস্থ গড় হস্তগত হইল। আপন কৃত সাহায্যের পরিবর্ত্তে ইংগ্লণ্ডীয়েরা অরমশ্ নগরের লুঠের কিয়দংশ এবং গোম্বরুণ্ নগরোৎপন্ন শুল্কের অর্দ্ধেক পারসীয়েরদের স্থানে পাইলেন। ঐ গোম্বরুণ নগর পরেতে পারসীয় সমুদ্রখোলেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রধান বাণিজ্যব্যবসায়ের স্থান হইল।

অপর ঐ সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এবং হলণ্ডীয়েরদের পরস্পর বিরোধসমাপ্তি নিকট হইল অবশেষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের চিরস্মরণার্হ এক মহোপদ্রব উপস্থিত হইল বিশেষতঃ ১৬২৩ শালে ফেব্রুআরি মাসে টোএর্সননামে জাহাজপতি এবং নয় জন ইংগ্লণ্ডীয় এবং নয় জন জাপানীয় এবং এক জন পোর্তুগিসীয় মল্লা গড় আক্রমণপ্রযুক্ত হলণ্ডীয়েরদিগকে আম্বয়না নগরহইতে বাহির করিয়া দেওনে মনস্থ করিয়াছে এই দোষে ছলপূর্ব্বক ধৃত হইয়া বিচারপূর্ব্বক দোষীকৃত হইয়া হলণ্ডীয়কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল। অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঐ বিষয় অবগত হইয়া কহিল যে আর কিছু নয় ঐ অপবাদ আমারদের নিঃশেষরূপে সংহারার্থক হলণ্ডীয়েরদের ছলমাত্র ছিল কিন্তু ইংগ্লণ্ডদেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অন্তঃকরণে অতিশয় ক্রোধজনক ঐ কার্য্যের নিশ্চয় কারণ অদ্যাপি কেহ অবগত নহে।

১৬২৪ শালে কোম্পানি আপনারদের ভৃত্যেরদিগকে যুদ্ধব্যবস্থা দ্বারা এবং নাগরীয়ব্যবস্থাদ্বারা বিচার করিয়া দণ্ড দেওনানুমতি

রাজনিকটে প্রার্থনা করিলেন। উপাখ্যানদ্বারা জানা যায় না যে তাহারা ঐ অনুমতিপত্র প্রাপণে কোনো বাধা পাইয়াছিলেন ঐ বিষয় কোম্পানির রাজবিবরণে অতিগণনীয়।

তৎকালে পারসীয় রাজারদের ছল এবং অন্যায়প্রযুক্ত পারসীয়েরদের সহিত বাণিজ্যব্যবসায় কোম্পানির বাঞ্ছানুসারে বৃদ্ধি পাইল না কিন্তু করমণ্ডলতটেতে ঐ সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যৎকিঞ্চৎ উদ্যোগ করিতেছিলেন অর্থাৎ কোম্পানি মসলিপাটাম নগরে এবং পুলিকাট্ নগরে কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু পরে হলণ্ডীয়েরদের দৌরাত্ম্যেতে তাঁহারদিগকে পুলিকাট্ নগর ত্যাগ করিতে হইল। ১৬২৪ এবং ২৫ শালে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তঞ্জাউর দেশে কুঠি স্থাপনে মনস্থ করিলেন কিন্তু দেন্মার্কীয় এক নূতন শত্রুকর্তৃক বাধিত হইলেন। সে যাহা হউক তৎপরবৎসরে নেল্লোরনামক নগরের কিঞ্চিদ্দক্ষিণস্থিত আর্ম্মেগম্ নগরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা কিয়দ্ভূমি ক্রয় করিয়া এক কুঠি স্থাপন করিলেন ও তাহা দুর্গ দ্বারা দুরাক্রম করিলেন। পরে মসলিপাটাম নগরে রাজকর্তৃক বহূপদ্রুত হওয়াতে ১৬২৮ শালে তাঁহারা সেই স্থানের কুঠি উঠাইয়া আর্ম্মেগম্ নগরে স্থাপন করিলেন।

তৎকালে সুরাট্ নগরস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যবিষয়ে বিরোধকারি আত্মশত্রু হণ্ডীয়েরদের প্রতিকূলে কেবল যুদ্ধকরণ প্রয়োজন ছিল না কিন্তু ভারতবর্ষস্থ পোর্ত্তুগিসীয়েরা ভারতবর্ষের সেই ভাগে স্বস্বস্বত্ব পুনঃ স্থাপনে মহা আয়োজন করিতে লাগিল বিশেষতঃ ১৬৩০ শালের এপ্রিল মাসে পোর্ত্তুগিসীয় গুয়ানগরাধ্যক্ষ ইউরোপদেশহইতে নব জাহাজ এবং দুই হাজার যোদ্ধা প্রাপণেতে অরমশ্ নগর পুনরাক্রমণে মনস্থ করিল। ঐ সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা মুসল্মানীয় অধ্যক্ষহইতে সুরাট্ নগরের তাবদ্বাণিজ্য স্বহস্তগত করণানুমতি চেষ্টা করিল কিন্তু পাইল না।

পরে ঐ শালের সেপ্তেম্বর মাসে ইংগ্লণ্ডীয় পঞ্চ জাহাজ স্বালী নগরে প্রবিষ্ট হওনার্থে তন্নগরসম্মুখে উপস্থিত হইল তাহাতে জয়পরাজয়বিষয়ে অনিশ্চায়ক এক মহাযুদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু তদ্যুদ্ধেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অনেক লাভ হইল। পরে অনেক ক্ষুদ্র২ যুদ্ধা

নন্তর ইংগ্লণ্ডীয়েরা স্বস্বজাহাজের দুব্য নামাইতে অনুমতি পাইলেন

চতুর্থাধ্যায়।

তৃতীয় সমুয়সমাজোৎপত্তিবিবরণ।

অপর ১৬৩১ এবং ৩২ শালে তৃতীয় সমুয়সংস্থাননামক ধনোপার্জনার্থে বণিকেরা সকলে পুনর্ব্বার ৪৬৭০০০০ টাকা চাঁদা করিল। ঐ নূতন চাঁদাতে তদ্বৎসরে পাঁচ জাহাজ প্রস্তুতীকৃত হইল কিন্তু ঐ জাহাজেতে ব্যয়ধনের বা তাহাতে প্রেরিত বাণিজ্যের কি হইয়াছিল তাহার কোনো নির্ণয় নাই। ১৬৩৩ এবং ৩৪ শালে পঞ্চ জাহাজ এবং ১৬৩৪ এবং ৩৫ শালে কেবল তিন জাহাজ প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু ঐ জাহাজায়োজনদ্বয়েতে প্রেরিত অর্থের বা বাণিজ্যের কি হইল তাহারও কানো নির্ণয় বর্ত্তমান নাই। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতটস্থেরদের সহিত বাণিজ্যব্যবসায় বর্দ্ধনে অনেক উদ্যোগ পাওয়াতে তাহারা মসলিপাটামে কুঠি পুনর্ব্বার স্থাপনে পরামর্শ করিলেন তৎকিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে ঐ কুঠি উঠায় গিয়াছিল। তদ্ভিন্ন ইংগ্লণ্ডীয়েরা গোলকুণ্ডার রাজাহইতে অনেক নূতনানুমতি পাইলেন এবং বাদশাহ উড়িশ্যাদেশস্থ পিপলী নগরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যব্যবসায় করণানুমতি দেওয়াতে মসলিপাটামহইতে এক জন কুঠিপতি প্রেরিত হইলেন। অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বাঞ্চলস্থ উপদ্বীপসমূহের বাণিজ্য হলণ্ডীয়েরদেরহইতে প্রাপণবিষয়ে ভগ্নাশ হওয়াতে কোম্পানি আপনারদের প্রধানং জাহাজসমূহ সুরাট্ নগরে প্রেরণ করিতে লাগিলেন তাহাতে বোধ হয় যে ঐ নগরেতে এবং পারসিদেশেতে ব্যবসায়ীভূত বাণিজ্যেতে তাহারদের তাবদাশা সুলুপ্তা ছিল। অপর মলয়াবার তটে উৎপন্ন গালমরিচের বণিজ্য বিষয়ে হলণ্ডীয় কর্তৃক অনিবার্য্য পথ ইংগ্লণ্ডীয়েরা নিরূপণ করিল। এবং ১৬৩৪ ও ৩৫ শালমধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এবং পোর্তুগিসেরদের

সন্ধি হইল এবং তৎপরবৎসরে ঐ সন্ধিতে অন্যং নূতন নিয়ম দ্বারা এই স্থির হইল যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা পোর্ত্তুগিসেরদের তাবদ্বাণিজ্য নগরে স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক যাইতে পারিবেন এবং পোর্ত্তুগিসেরা ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপতিকর্ত্তৃক তদ্রূপে গৃহীত হইবেন।

এ তৎকালে ইংগ্লণ্ডদেশে অন্য এক বণিক সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু সে কতককাল বাণিজ্য করণানন্তর নিষ্ফল হইল। কোম্পানির পতিরা ১৬৪০ শালে মন্দ্রাজেতে প্রথম আর্পনারদিগকে স্থাপন করিল। ঐ কালের কিঞ্চিৎপূর্ব্বে করমণ্ডল তটে কোম্পানির ধন সুরক্ষার্থে এবং ভারতবর্ষস্থ কুঠিপতিরদের সুরক্ষার্থে আর্ম্মেগম্ নগরে গড় করিতে কোম্পানি মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু কিয়দ্বৎসর পরে কার্য্যদ্বারা জানা গেল যে ঐ স্থান অঙ্গবঙ্গাদিদেশোৎপন্ন বস্ত্র বাণিজ্যবিষয়ে উপযুক্ত নয় কিন্তু বস্ত্রাদি প্রাপণার্থে করমণ্ডলতটস্থ কোনো এক স্থান প্রাপণ বহুপ্রয়োজনীয় ছিল। অতএব ১৬৪০ এবং ৪১ শালে গড় নির্ম্মাণার্থে মন্দ্রাজপটাধ্যক্ষের অনুমতি তন্নগরকুঠিপতিকর্ত্তৃক অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক গৃহীতা হইল। ঐ অনুমতি পাওয়াতে কোম্পানির বশীভূত অঙ্গবঙ্গাদিদেশবাসি কুঠিপতিরা সেই স্থানে এক গড় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম ফোর্ত সেন্ত জর্জ রাখিলেন কিন্তু ঐ বিষয়েতে ইংগ্লণ্ডদেশে নিয়ামকেরা তুষ্ট ছিলেন না।

অপর ১৬৪২ এবং ৪৩ শালে চতুর্থ নূতন চান্দার উপকারার্থে উদ্যোগ হইতেছিল তাহাতে ১০৫০০০০ মুদ্রা সংগৃহীত হইল কিন্তু তদ্দ্বারা কত জাহাজ কিম্বা কত টাকা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইল তাহার কিছু নির্ণয় নাই। অপর ভাবিকালে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বাঙ্গালাতে মহাপরাক্রমী হইবেন এতদ্বোধক অনুমতির মধ্যে প্রথমানুমতি তাহারা ১৬৫১ এবং ৫২ শালে প্রাপ্ত হইলেন। অঙ্গবঙ্গাদিদেশে স্থাপিত কুঠির মধ্যে যাঁহারা দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন তাহারদের মধ্যে কেহং চিকিৎসক ছিলেন এবং তাহার মধ্যে বৌটন্ নামে এক জন বাদশাহের অনেক ব্যাধির উপশম করিয়াছিলেন।

ঐ চিকিৎসকেরা দিল্লীতে বহু অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। দৈব

এক সময়ে তিন হাজার টাকামাত্র দেওনেতে কুঠিপতিরা অঙ্গবঙ্গা দিদেশীয় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বাঙ্গালা রাজ্যেতে করাদি দেওনব্যতিরেকে স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক বাণিজ্য ব্যবসায় করণানুমতি পাইলেন।

অপর করমণ্ডলতটস্থ রাজবর্গেরদের মধ্যে তৎকালে বিরোধ সংগ্রাম বর্দ্ধনেতে বাণিজ্যব্যবসায় সংশয়িত এবং দুঃসাধ্য হইতে লাগিল তাহাতে মন্দ্রাজকুঠির পতি কোম্পানির নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন যে গড়াদি না করিলে আমারদের কার্য্য চালান ভার কিন্তু অর্থের অকুলনপ্রযুক্ত ঐ নিয়ামকেরা তাহা করিলেন না। অপর করমণ্ডলতটীয় বাণিজ্য ব্যসায় বহুদূরস্থিত বান্তাম্ কুঠিপত্যধীন রাখনে অনেক ক্ষতি জন্মানেতে ১৬৫৩ এবং ৫৪ শালে মন্দ্রাজের কুঠি প্রধান হইল।

ঐ সময়ে কোম্পানি এবং অন্য২ সামান্য বণিকেরা জাহাজ প্রেরণে অন্য এক আয়োজন করিতে লাগিলেন। এবং কোম্পানি তৎকালীন রাজরক্ষক নামে প্রসিদ্ধ ওলিবরক্রম্বেল্ রাজার নিকটে প্রেরিত নিবেদনপত্রেতে ১৫০০০০ টাকা দেশহইতে বহিঃ করণানুমতি প্রার্থনা করিলেন ঐ টাকাতে তিন জাহাজ প্রেরিত হইল।

কোম্পানি বাণিজ্যবিষয়ে রাজবর্গেরদিগকে ব্যস্ত করিলেন এবং ১৬৫৬ শালে আক্তোবর মাসে কোম্পানি অনুমতিপ্রার্থনা এক পত্র লিখিলেন তদ্দ্বারা রাজসভ্যেরদিগকে অবগত করাইলেন যে বিশেষ২ লোককর্ত্তৃক প্রেরিত জাহাজের বাহুল্যেতে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের মূল্য শতকরা ৪০ টাকা অবধি ৫০ টাকাপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ইংগ্লণ্ডীয় বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য তদ্রীতিক্রমে ন্যূন হইয়াছে। তাহাতে রাজসভাস্থেরা ঐ বিষয় নিষ্পত্তিকরণে পণ করিয়া অনেক জিজ্ঞাসা করণানন্তর রাজরক্ষককে পরামর্শ দিলেন যে আপনি কোম্পানির বাণিজ্যমাত্র বর্দ্ধন করুন। তাহাতে এক নূতন সন্ধিপত্র নির্ম্মাণার্থে এবং তাহার প্রত্যেক বিষয় বিবেচনার্থে রাজসভাস্থেরদের এক নূতন সম্প্রদায় নিযুক্ত হইল।

অপর ভারতবর্ষস্থ প্রত্যেক স্থানেতে নিযুক্ত কোম্পানির কুঠিপ

তাঁরা টাকার অভাবপ্রযুক্ত কার্য্যে নিবারিত হইয়াছিলেন ইত্যব সরে রাজানুমতি পাইয়া অন্যং বণিকেরদের জাহাজ পূরণ করা তে আমরা পূর্ব্বরীত্যনুক্রমে ভারতবর্ষে লাভপূর্ব্বক বাণিজ্যকার্য্য চা লাইতে পারি না এই সকল বিষয় অবগত করাইতেছিলেন ইত্যব সরে হলণ্ডীয়েরা পোর্ত্তুগিসীয়েরদের অপেক্ষা বলবত্তর হইতে লা গিল। বিশেষতঃ ঐ হলণ্ডীয়েরা সিংহলদ্বীপ হস্তগত করিয়া ছিল এবং ১৬৫৬ এবং ৫৭ শালে গুযানামক বন্দরেতে জাহা জের গমনাগমন অবরোধ করিয়াছিল এবং স্বালী নগরের সম্মু খস্থ দিউ নামে এক ক্ষুদ্রোপদ্বীপোপরি চড়াউ করণে মনস্থ করি য়াছিল। ঐ সকল বিষয়েতে সফলতাপ্রযুক্ত হলণ্ডীয়েরা ভারত বর্ষস্থিত করমণ্ডলতটস্থ তাবদ্বাণিজ্য হস্তগত করণে এবং ইং গ্লণ্ডীয়কর্ত্তৃক ক্রীত বা বিক্রীত বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য নিরূপণশক্তি হস্তগত করণে মনস্থ করিয়াছিল তাহা করিতে পারিলে ইং গ্লণ্ডীয়েরা তিষ্ঠিতে পারিতেন না।

পঞ্চমাধ্যায়।

সম্মুয় এবং অন্য সামান্য বণিকসমাজের যোগবিবরণ।

অপর কোম্পানিদ্বারা ভারতবর্ষে বাণিজ্যব্যবসায় চলন পক্ষে ইং গ্লণ্ডীয় রাজকুলীনসভাতে রাজাজ্ঞা স্থির হইলে ১৬৫৭ শালে কো ম্পানির এবং সামান্যবণিকেরদের ঐক্য হইল তাহাতে ১৬৫৮ শালে এক নূতন চাঁদা করণেতে ৬০০০০ টাকা উৎপন্ন হইল। অপর এই নিয়ম হইল যে ইতর বণিকেরা ইহার পূর্ব্বে বাণিজ্য দ্বারা ভারতবর্ষে যে সম্পত্তি করিয়াছিল তাহা লইয়া স্বতন্ত্র বাণি জ্য না করিয়া এই নূতন চান্দাতে সমস্ত অর্পণ করিবে।

ঐ রীতিক্রমে ইংগ্লণ্ডে কেবল একই কোম্পানি রহিল এবং তাহারদের একই বিষয়েতে মনোযোগ দিতে হইয়াছিল তাহা তে এই বাণিজ্য চালানার্থে পূর্ব্বকার যে নানা ব্যাঘাত ছিল সে সকল একেবারে শেষ হইল।

অপর ঐ নূতন কোম্পানির কার্য্যসাধনার্থে কতকগুলিন নূতন নিয়ম কৃত হইল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির ভারতবর্ষস্থ কুঠি প্রভৃতি তাবৎ সুরাটের কুঠিপতির এবং তন্মন্ত্রিরদের অধীন হইল। তাহার মধ্যে মন্দ্রাজের এবং বান্তামের কুঠি স্বতন্ত্র রহিল বিশেষতঃ করমণ্ডলতটস্থ এবং বাঙ্গালাদেশস্থ তাবৎ কুঠি মন্দ্রাজস্থ কুঠির অধ্যক্ষাধীন এবং দক্ষিণ দিক্‌স্থিত উপদ্বীপস্থ কুঠি সমস্ত বান্তামের কুঠির অধ্যক্ষাধীন হইল।

অপর ইংগ্লণ্ডীয় রাজবর্গের মধ্যে এবং কোম্পানির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নিয়মসন্ধি সিদ্ধ হইতেছিল ইতোমধ্যে নূতন কোম্পানির প্রথমতঃ জাহাজসমূহ প্রেরিত হইল। ঐ আয়োজনে পঞ্চ জাহাজ ছিল তাহার মধ্যে এক জাহাজ ১৫৫০০০ টাকা লইয়া মন্দ্রাজে এবং এক জাহাজ বাঙ্গালায় এবং সুরাট্‌নগরে ও পারসিদেশে ও বান্তাম্‌নগরে তিন জাহাজ প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার পরবৎসরে অর্থাৎ ১৬৫৮—৫৯ শালে অন্য এক জাহাজ সুরাটে এবং এক জাহাজ মন্দ্রাজে এবং দুই জাহাজ বন্তামে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে শেষ কথিত দুই জাহাজের পতির দিগকে আজ্ঞা দেওয়া গেল যে তোমরা উপদ্বীপযোগ্য বাণিজ্যার্থে প্রথমে মন্দ্রাজেতে লাগান করিয়া তদ্দেশীয় বস্ত্রাদি বোঝাই করিয়া উপদ্বীপেতে যাইবা। পরে সেস্থানহইতে বাঙ্গালায় এবং মন্দ্রাজে এবং করমণ্ডলতটে গিয়া ইউরোপদেশে বিক্রয়ার্থে বাণিজ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবা। অপর ঐ জাহাজপতি সকলকে আজ্ঞা দেওয়া গেল যে জায়ফললবঙ্গোৎ পাদকোপদ্বীপজাত বাণিজ্যের কিয়দংশ পুনর্ব্বার স্বহস্তগত করণে বহুচেষ্টা করিবা কিন্তু ঐ সময়ে বান্তম্ বন্দর হলণ্ডীয়কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে দক্ষিণদিক্‌স্থ উপদ্বীপের বাণিজ্যবিষয়ে ঐ বৎসরে কোন সমাচার পাওয়া গেল না।

ঐ সময়ে ইংগ্লণ্ডদেশে ক্রম্বেল্‌নামক রাজ্যরক্ষকের মরণেতে দ্বিতীয় চার্ল্স রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় নূতন রাজা স্থাপিতপ্রযুক্ত কোম্পানি নিজ অনুমতির সন্ধিপত্র পর্ব্বরূপ রক্ষণে বহুতর চেষ্টা করণে ত্রুটি করিলেন না। অতএব দ্বি

ভীয় চার্লসের সিংহাসনোপবিষ্ট হওয়াতে ভারতবর্ষে বাণিজ্য কারি কোম্পানি এক নূতন সন্ধিপত্রজন্যে রাজার নিকটে নিবেদন পত্র লিখিলেন ঐ সময়ে তন্নিবেদনপত্রবিষয়ে কোন বাধক না থা কাতে রাজানুমতি শীঘ্র পাইলেন এবং ১৬৬১ শালে এপ্রিল মা সের ৩ তারিখে এক নূতন সন্ধিপত্র কৃত হইল। তাহাতে কোম্পানি র পুরাতনানুমতি স্থিরীকৃতা হইল এবং তাহারদিগকে এরূপ সা হস দেওয়া গেল যে তোমরা খ্রীষ্টীয়ান মতাবলম্বিভিন্ন অন্য কোন রাজার বা প্রজাদির সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি করিতে পার এবং তো মারদের অধিকৃত কোন স্থানে কোন ব্যক্তিকে যদি পাও তবে তা হাকে অনুমতিব্যতিরেকে বদ্ধ করিয়া ইংগ্লণ্ডদেশে চালান করি তে পার। ঐ সন্ধির মধ্যে শেষ কথিত অনুমতিদ্বয় অতিকার্য্যার্হ ছিল তদ্ভিন্ন কোম্পানির কার্য্য চালানবিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয় প্রভুত্বের তাবৎ ভার প্রায় ঐ নিয়ামকেরদের এবং তদ্ভৃত্যেরদের হস্তে অর্পিত হইল।

ঐ সন্ধিপত্র প্রাপণ পরবৎসরে কোম্পানিকর্তৃক ভারতবর্ষে প্রে রিত জাহাজের বা তত্তজ্জাহাজে অর্পিত ধনের কোনো নির্ণয়ব র্ত্তমান নাই কিন্তু ভারতবর্ষে তৎকালে অতিশয় ব্যাপ্ত বাণিজ্যের ন্যূন করণানুমতিবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আখ্যায়িকা বর্ত্তমানা আছে। তৎপরবৎসরে অর্থাৎ ১৬৬২ — ৬৩ শালে দুই জাহাজ ৬৫০০০০ টাকা এবং অন্য প্রকার বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া সুরাটে প্রেরিত হইল তাহার মধ্যে অনুমান হয় ২৮৩০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য মন্দ্রা জে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার পরবৎসরে কোনো জাহাজ প্রের ণের আখ্যায়িকা বর্ত্তমানা নাই।

বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে কোম্পানির দুর্ব্বলসময়ে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসিদ্ধ বৎসরের মধ্যে বহুপ্রসিদ্ধ এবং বহুকার্য্যোপকারক ক তকগুলিন বিষয় ঘটিল। বিশেষতঃ পোর্ত্তুগিসীয় রাজা আপন কন্যা কাথারৈণের বিবাহ সময়ে বোম্বে নগর আপন জামাতা ইংগ্লণ্ডীয় রাজাকে যৌতুক স্বরূপ দিয়াছিলেন তাহাতে মার্লবরোনামক প্রদেশাধিকারির কর্তৃত্বাধীন পাঁচ যুদ্ধজাহাজেতে পাঁচ শত সৈ ন্য ঐ উদ্বীপাধিকার গ্রহণার্থে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ জাহাজ

সমস্ত ১৬৬২ শালে সেপ্তম্বর মাসের ১৮ তারিখে বোম্বে নগরে পঁহুছিল কিন্তু তৎস্থানের অধিপতি যৎকিঞ্চিৎ বাধা জন্মাইল বিশেষত ইংগ্লণ্ডীয়েরা ভাবিল যে ঐ নগরদানপত্রেতে বোম্বে নগরসমীপবর্ত্তি শালসেট্ এবং অন্যং তদধীন নগর বিশেষ করিয়া লিখিত ছিল কিন্তু ঐ দানপত্রের বাক্য কিঞ্চিদনিশ্চিতত্বপ্রযুক্ত পোর্তুগিসীয়েরা কহিল যে তাহাতে কেবল বোম্বে অর্পণাজ্ঞা আছে এবং যে রাজাজ্ঞা তোমরা ইংগ্লণ্ডদেশ হইতে আনিয়াছ সেই রাজাজ্ঞা আমারদের রাজাজ্ঞাতুল্যা নয় এই ছল করিয়া কহিল যে আমরা যাবৎ আপনারদের রাজার নিকটহইতে বিশেষাজ্ঞা না পাই তাবৎ বোম্বে নগরও অর্পণ করিব না। ঐ অবস্থাতে সেনাসমস্ত জাহাজোপরি বহুকাল থাকাতে অতিশয় মরিতে লাগিল তাহাতে ঐ সেনাসমস্ত জাহাজহইতে অবরোহণে বাঞ্ছা করিয়া ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি সুরাট্‌বাসি কোম্পানির প্রধান কুঠিপতির নিকটে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন কিন্তু ঐ কুঠিপতি লিখিলেন যে আমার এই স্থানে সৈনা নামাইলে মুসল্‌মানীয় রাজারদের আশঙ্কা অতিশয় বাড়িবে এবং কোম্পানির সংস্থান রাজকর্তৃক হৃত হইতে পারে এবং আমারদিগকেও কি জানি দেশবহির্ভূত করিয়া দিবেন। ঐ রূপ বিপদ্গ্রস্ত হইয়া ঐ মার্লবরোনামক প্রদেশাধিকারী রাজার জাহাজ লইয়া ইংগ্লণ্ডদেশে পুনর্গমনে পণ করিল কিন্তু সর্ব্বসম্মতি হইল যে সৈন্য লইয়া গুয়া নগরহইতে আটার ক্রোশ দূর অঞ্জিদ্বীপনামক উপদ্বীপেতে উত্তীর্ণ হয় কিন্তু সে যাহা হউক কিঞ্চিৎকাল পরে বোম্বে এবং শালসেট্ উপদ্বীপাধিকার ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইল। পরে ১৬৬৮ শালে ইংগ্লণ্ডীয়রাজবর্গেরা কোম্পানিহইতে অশীতি টাকা বার্ষিক কর গ্রহণে সন্ধি করিয়া ঐ উপদ্বীপ তাহারদিগকে অর্পণ করিল।

অপর ১৬৬৪ শালের আরম্ভে মহারাষ্ট্ররাজ্য প্রথম স্থাপনকারি শিবাজি মুসল্‌মানীয় রাজবর্গেরদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়া সুরাট নগরেতে চড়াউ করিল তাহাতে নগরস্থেরা পলায়ন করিল এবং তন্নগরাধ্যক্ষ আপনি দুর্গমধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিল কিন্তু কো

ম্পানির ভৃত্যেরা আপনারদের কুঠিতে একত্র হইয়া জাহাজের লোক সকল সংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধ দিল তাহাতে ঐ শিবাজি নগর লুঠ করিয়া পশ্চাৎ হটিল। ঐ যুদ্ধেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সাহস এবং সফলতা দেখিয়া মুসল্মানীয় রাজবর্গেরা কোম্পানির কুঠিপতিরদিগকে বহুস্তব করিয়া বাণিজ্যবিষয়ে অনেক নূতনানুমতি দিলেন। অপর ১৬৭০ শালে সুরাট নগর পুনর্ব্বার শিবাজিকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল তাহাতে কুঠিপতিরা কোম্পানির সংস্থান সকল স্বালী নগরে প্রেরণ করিয়া জাহাজে চড়াইয়া দিল পরে পুনর্ব্বার সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিল কিন্তু ঐ যুদ্ধেতে কতক গুলিন লোকের এবং যৎকিঞ্চিৎ বাণিজ্যদ্রব্যের হানি হইয়াছিল।

ঐ সময়ে বাঙ্গালার হুগলির কুঠিপতি গঙ্গায় নঙ্গরীকৃত চীনার এক জাহাজ অবিবেচনাপূর্ব্বক ধরণপ্রযুক্ত মুসল্মানীয়রাজ্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বহু আপদ্ ঘটিল এবং ঐ বিষয়ের ছলেতে মুসল্মানীয় রাজবর্গেরা অনেক বৎসর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে বহুক্লেশ দিল। তাহাতে ১৬৬২—৬৩ শালে মন্দ্রাজের কুঠিপতি বাঙ্গালাদেশের ঐ বিরোধবিষয়ে মীরজামলাহ নামে বাঙ্গালার নবাবের সহিত সন্ধি করণার্থে এবং বালেশ্বর নগরে ও কাশীম্বাজারেতে কুঠি স্থাপনার্থে অনুমতি প্রার্থনাজন্যে উকীল প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে বাঙ্গালার বহুধনসাধ্য বাণিজ্যব্যবসায় করণে কোম্পানির প্রচুর ধন ছিল না।

তৎকালে ভারতবর্ষস্থ নানাস্থানে বাণিজ্যব্যবসায় চালানার্থে কোম্পানির ধন এবং উপায় অত্যল্প ছিল এতৎপ্রযুক্ত তাহারদের ভৃত্যেরদের বেতনের অনির্ব্বাহ ছিল। ১৬৬২ শালে সর জর্জ্জ অক্সেন্দেন্ মনোনীত হইয়া সিংহলদ্বীপাবধি সূফার্ণবপর্য্যন্ত তম্মধ্যবর্ত্তি ভারতবর্ষোত্তরাংশস্থ তাবৎ কুঠিপতিরদের প্রধানরূপে এবং তত্রস্থ তাবৎ কার্য্যনিয়ামকরূপে সুরাট নগরাধিপতি নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বেতন বৎসর ২ কেবল ৩০০৲ টাকা তদ্ভিন্ন স্বলাভার্থে বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না অতএব তৎপরিবর্ত্তে প্রতিবৎসর ২০০০ টাকা পাইতেন।

[৫ অধ্যায়।] [১৬৭০ শাল।]

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে যে প্রকার হউক ঐ কালপর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষে অতিদুর্ব্বল ছিল কিন্তু তৎপরে ঐ দুর্ব্বলতা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতে লাগিল এবং ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গকর্ত্তৃক অনেকোপদ্রুত হইলেও তাহারা উত্তরোত্তর অতিবলবান্ হইল। অপর তৎকালে ইংগ্লণ্ডীয় রাজবর্গেরদের কার্য্যসাধনেতে অনেক দোষ থাকিলেও এবং প্রথম জেম্সের রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হওন কালাবধি দ্বিতীয় জেম্সের রাজ্যচ্যুত হওনকালপর্য্যন্ত যুদ্ধেতে দেশ পরিপূর্ণ হইলেও তৎকালপূর্ব্বে বা তৎকালপরে ইংগ্লণ্ডীয় প্রজারা ধনেতে এবং মাঙ্গল্যেতে এতদ্রূপ কখন বৃদ্ধি পায় নাই। অপর কোম্পানি অপনারদের সম্পূর্ণ ধনবর্দ্ধনে কি বিশেষ উপায় করিয়াছিলেন ইহা আমরা অবগত নই কিন্তু বোধ হয় অন্য প্রজারদের ধনবৃদ্ধিতে তাঁহারদের ধনবৃদ্ধি হইয়াছিল যেহেতুক বোম্বে প্রাপণ পরবৎসরে ঐ নিয়ামকেরা যদ্রূপ অতিশয়এক জাহাজের আয়োজন করিয়াছিলেন তদ্রূপ পূর্ব্বে কখন করেন নাই। বিশেষিয়া কহি ১৬৬৭—৬৮ শালে কোম্পানি বাণিজ্যদ্রব্যেতে এবং মুদ্রাতে ১৩০০০০০ টাকা ছয় জাহাজে করিয়া সুরাটে এবং ৭৫০০৩০ টাকা পাঁচ জাহাজে করিয়া মন্দ্রাজে এবং ৪০০০০০ টাকা পাঁচ জাহাজে করিয়া বান্তামে প্রেরণ করিলেন। অপর আখ্যায়িকা দ্বারা আমরা অবগাত আছি যে তাহার পরবৎসরে সুরাটে প্রেরিত বাণিজ্যদ্রব্য ৩৬০০০ মোন এবং ৭৫০০০০ টাকা ছিল। আরো মন্দ্রাজে ১০৩০০০০ টাকার বাণিজ্যদ্রব্য পাঁচ জাহাজে এবং বান্তাম নগরে ৩৫০০০০ টাকার বাণিজ্যদ্রব্য তিন জাহাজে প্রেরিত হইয়াছিল। অপর ১৬৬৯—৭০ শালে ৪৫০০০ মোনের বাণিজ্যদ্রব্য সুরাটে এবং মন্দ্রাজে ছয় জাহাজ এবং বান্তামে চারি জাহাজ প্রেরিত হইয়াছিল ঐ বৎসরে স্থানেং প্রেরিত বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য ২৮১০০০০ টাকা ছিল।

কথিত কএক বৎসরে ঘটিত নানাবিষয় বহুকার্য্যনির্ব্বাহক ছিল। ১৬৬৭—৬৮ শালে কোম্পানি চার বাণিজ্যবিষয়ে ব্যবসায় করণে প্রথমানুমতি দিয়াছিলেন। এবং ঐ সময়ে সুমাত্রানগরে বাণিজ্যব্যবসায় পুনঃস্থাপনার্থে উদ্যোগ করণে কোম্পানি পরামৃষ্ট ছি

লেন। অপর ১৬৭১—৭২ শালে ১৩০০০০০ টাকা মূল্যক বাণি জ্যদ্রব্য বার জাহাজেতে করিয়া সুরাট্ নগরে ফ্রাঁসিসেরদের উপ স্থিত করাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে বহুবাধিত ছিলেন। ১৬৭৩শালে সেন্তহেলিনানামক হলণ্ডীয়াধিকার উপ দ্বীপ ইংগ্লণ্ডীয়াধিকার হওয়াতে ইংগ্লণ্ডীয় রাজাজ্ঞাপূর্ব্বক কোম্পা নিকে দেওয়া গেল।

অপর কথিত কালপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কোম্পানির কর্ম্ম অল্প এবং অল্প গণ্য বোধ হয়। ১৬৭৪—৭৫ শালে বোম্বে নগরে এক বিরোধ উপস্থিতপ্রযুক্ত অনেক উৎপাত হইয়াছিল কিন্তু তা হাতে বহুহিংসা উৎপন্না হয় নাই। ঐ উৎপাতকারি লোকের দের প্রধান ব্যক্তিরদিগকে দমন করণে কোম্পানির কুঠিপতিরা যুদ্ধব্যবস্থা ব্যবহার করিলেন। তৎকালে বাঙ্গালার বাণিজ্য ব্যব সায় এমত অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে বাঙ্গালাদেশস্থ কুঠিপ তিরা মন্দ্রাজকুঠিপতির অধীন না হইয়া স্বয়ংপ্রধানরূপে নিযুক্ত হইলেন এবং কোম্পানি বাঙ্গালাদেশস্থ কুঠিপতিরদিগকে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা চীনেতে বাণিজ্য ব্যবসায় করিবা এবং ১৬৭৬—৭৭ শালে তাঁহারা আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা আমারদের নিমিত্তে চার ব্যবসায়েতে ২৫০ টাকা সম্বৎসর ব্যয় ক রিবা। অপর বান্তাম্ নগরে কোম্পানির কার্য্যে যেং বিপদ্ ঘটিয়া ছিল তাহার মধ্যে বক্ষ্যমাণ বিষয় ১৬৬৭ শালে ঘটিল। ঐ বান্তাম্ নগরস্থ কুঠিপতিপ্রধানেরা নদী হইয়া কোন এক সন্ধ্যাতে নৌকাতে যাইতেছিলেন ইতোমধ্যে জলপথে লুক্কায়িত কতকগুলিন যাবা নীয় দস্যু অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া তাহারদিগকে বিনাশ করিল।

[৫ অধ্যায়।] [১৬৭৭ শাল।]

ষষ্ঠাধ্যায়।

১৭১১ শালে সমুয় এবং অন্যং কোম্পানির সম্মিলন বিবরণ।

অপর ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির বাণিজ্যকার্য্য স্বদেশীয় অন্যপক্ষ লোককর্ত্তৃক বাধান্বিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লের্সর সিংহাসনোপবিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পরে কোম্পানির সন্ধিপত্র নূতনীকৃত হওনাবধি করিয়া কোম্পানির বাণিজ্যকার্য্য দুই এক দুর্ব্বলব্যক্তিকর্ত্তৃক বাধিত হওনব্যতিরেকে অনিবার্য্যরূপে চালিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৬৮২ — ৮৩ শালে চাঁদাদ্বারা টাকা সংগ্রহ করণে চেষ্টা এবং নূতন অথচ শত্রুরূপ অন্য এক কোম্পানি নিযুক্তকরণ বাঞ্ছা কতকগুলিন লোকেতে প্রকাশ পাইল। ঐ নূতন ব্যাপারেতে প্রায় তাবদ্রাজ্যস্থ লোক আত্মসম্মতি এবং সন্তোষ প্রকাশ করাতে তাহা এই মত মহাবিষয়ক হইতে লাগিল যে রাজা স্বয়ংই এবং রাজমন্ত্রিরা তদ্ভাবি মঙ্গলামঙ্গলবিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে পুরাতন কোম্পানি অতিশয় ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। ১৬৭৬ শালে ইংগ্লণ্ডদেশবাসি কোম্পানির শত্রুরা কহিল যে কোম্পানির ৬০০০০০০ টাকা ঋণ হইয়াছে এবং যে ১৬৭৪ শালে সুরাট কুঠির ঋণ মাত্র ১৩৫০০০০ টাকা ছিল। অপর ১৬৮২ — ৮৩ শালে কোম্পানি বাঙ্গালাদেশস্থ কুঠিপতিরদের স্থানে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা ২০০০০০০ টাকা কর্জ কর এবং ১৬৮৩ — ৮৪ শালে বোম্বেতে কোম্পানির অবিক্রীত বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য ৩০০০০০০ টাকা ছিল। ইহাতে বোধ হয় যে ঐ সময়ে কোম্পানির ঋণ তাহারদের মূলধনাপেক্ষা অধিক ছিল।

অপর বান্তাম্ নগরের রাজার সহিত তাহার পুত্রের যুদ্ধ হওয়াতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা পিতার পক্ষ এবং হলণ্ডীয়েরা পুত্রের পক্ষ হইয়া পুত্র জয়ী হইলেন তাহাতে ঐ পুত্র এবং হলণ্ডীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে তদপদ্বীপহইতে বাহির করিয়া

দিল। পরে ঐ বান্তাম্ নগর পুনঃপ্রাপণে ইংগ্লণ্ডীয়েরা অনেক চেষ্টা পাইলেন কিন্তু তদবধি হলণ্ডীয়েরা যাবা উপদ্বীপের প্রধান হইয়া রহিল। পরে বান্তাম্নগর চ্যুত হইলে ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলের উপদ্বীপস্থিত ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপতিরা মন্দ্রাজেতে আইলেন।

অপরং বোম্বেতে বিরোধ পুনরুপস্থিত হইয়া মহাভয়ানক হইতে লাগিল বিশেষতঃ প্রজারদের দেয় কর অধিক হওয়াতে এবং কুঠিপতিরদের বেতন ন্যূন হওয়াতে কেগ্বিন্নামক বোম্বে গড়ের পতি নগরস্থ সৈন্য এবং তাবল্লোক যোগ করিয়া ১৬৮৩ শালে দিসেম্বর মাসের ২৭ তারিখে কোম্পানির কর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া পত্রদ্বারা জানাইল যে ঐ উপদ্বীপ কোম্পানির নয় কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় রাজার। ঐ সম্বাদ ইংগ্লণ্ডে গত হইলে রাজা কোম্পানির কর্তৃত্ব ঐ উপদ্বীপে পুনরর্পণে আজ্ঞা করিলেন এবং ঐ উৎপাতকারিরদের বলপূর্ব্বক প্রতিকূল আচরণ করণানুমতি দিলেন। তাহাতে যখন সর তামস্ গান্তাম্ নামে কোম্পানির জাহাজসমূহের সেনাপতি রাজাজ্ঞাসহকারে বোম্বেতে উপস্থিত হইলেন তখন কেগ্বিন্ কহিল যে আমার এবং অন্যং উৎপাতকারিরদের অপরাধক্ষমা হইলে আমি উপদ্বীপ পুনরর্প্পণ করিব পরে ঐ রীতিক্রমে উপদ্বীপ পুনরর্পিত হইয়া সকল সুস্থির হইল।

১৬৮৭ শালে বোম্বে নগরের কুঠিপতিরা কোম্পানির অন্যং কুঠিপতিরদের প্রধান হইলেন। এবং মন্দ্রাজের কুঠিপতিরা নূতন নিয়মানুসারে খ্যাত হইলেন।

অপর ঐ কালে ভারতবর্ষস্থ অনং রাজবর্গাপেক্ষা ইংগ্লণ্ডীয়েরা বাঙ্গালাস্থ রাজবর্গহইতে ন্যূনানুগ্রহ এবং অধিক ক্লেশ পাইয়াছিল তাহাতে ১৬৮৫—৮৬ শালে কোম্পানি পণ করিলেন যে আমরা এ অবধি স্বস্বহানিবিষয়ে এবং আত্ম সুরক্ষণবিষয়ে যুদ্ধব্যবহার করিব। অতএব কোম্পানির তৎপূর্ব্বকালীন অন্য যুদ্ধায়োজনাপেক্ষা তৎকালে বাঙ্গালাদেশে প্রেরিত যুদ্ধায়োজন অধিক বলবান্ ছিল বিশেষতঃ বার তোপাবধি সত্তরি তোপপর্য্যন্তধারি দশ যুদ্ধজাহাজ এবং সেই জাহাজেতে পতিছাড়া ছয়

শত পদাতিক নিকোল্সনের কর্ত্তৃত্বাধীন প্রেরিত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় পঁহুছিলে তত্রস্থ কুঠিপতিরা ঐ সৈন্যের পতিরূপ নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রামে যাইয়া সেই নগরাক্রমণ করিলেন এবং ঐ স্থানহইতে নবাবের ও মুসলমানীয় অন্যং রাজবর্গেরদের উপর চড়াউ করিয়া পূর্ব্বপ্রাপ্ত হানিজন্যে তাহারদের প্রতীকার করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন পরবৎসরে কোম্পানি ইংগ্লণ্ডীয় রাজার নিকটে রাজার নিজসৈন্যপতিসুদ্ধ এক শত লোকের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলেন এবং তাহা সিদ্ধি হইল এবং রাজা আরো কুঠির প্রধানপতিকে অনুমতি লিখিয়া পাঠাইলেন যে তুমি সামান্য সেনাহইতে উপযুক্ত লোক বাছিয়া পতিত্বরূপে নিযুক্ত করিবা। কিন্তু অতিবৃহৎ এবং বহুকালে নিষ্পন্ন কার্য্যেতে যে দৈব হয় তাহা এই স্থানে ঘটিল। ঐ সকল সেনা এককালে বাঙ্গালার নদীতে পঁহুছিল না এবং কতকগুলিন বাঙ্গালাদেশস্থেরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয় সেনার এক ক্ষুদ্র বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঐ রাজদত্ত সৈন্য পঁহুছনপূর্ব্বে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা হুগলি নগরে যুদ্ধজাহজহইতে কতকগুলিন তোপ চালাইয়া পূর্ব্বেতে ছোটনতী কিন্তু পরেতে কলিকাতা নামে প্রসিদ্ধ এক ক্ষুদ্র গ্রামে আশ্রয় লইলেন এবং সন্ধিদ্বারা বা অন্য সৈন্য প্রাপণদ্বারা নবাবের সহিত ঐক্য করিয়া যাবৎ তাহারা পুনর্ব্বার স্বস্বকুঠিতে যাইতে পারিলেন না তাবৎ সেই স্থানে রহিলেন। অঙ্গবঙ্গদেশেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ঐ অশুভ বিষয় কোম্পানির প্রতি বড়দুঃখের বিষয় হইয়াছিল তাহাতে তাহারা অতিশক্তরূপে বাঙ্গালাস্থিত আত্ম ভৃত্যেরদের নিকটে লিখিয়া এই দোষ দিলেন যে তোমরা কেবল ভীত নও কিন্তু অতিবিশ্বাসঘাতক হইয়া আমারদের সহিত নবাবের এবং বাদশাহের অসন্তোষ জন্মাইয়াছ। পরে নবাবের সহিত সন্ধি হইল কিন্তু তাহাতে কোনো সার ছিল না যেহেতুক ঐ সন্ধির ছলেতে নির্ভর করিয়া নবাব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপর সফলতা সম্পাদক চড়াউ হওনার্থে গুপ্তরূপে মহায়োজন করিলেন। পরে চার্ণকনামে কুঠিপতির কর্ত্তৃত্বাধীন ইংগ্লণ্ডীয়েরা অতিসফলতা সম্পা

দকে যুদ্ধ করিলেন। অনেক সংগ্রামে তাহারা নবাবের সেনারদি গকে হুটিয়ামাত্র দিলেন না কিন্তু থানার দুর্গেতে চড়াউ করিলেন। পরে হিঞ্জলিনামক উপদ্বীপ আক্রমণ করিয়া তাহাতে গড় বাঁধিয়া আপনারদিগকে সুরক্ষণ করিলেন এবং সে স্থানহইতে যাইয়া বালেশ্বর বন্দর এবং নবাবের চল্লিশ জাহাজ অগ্নি দিয়া দাহ করিলেন। কিন্তু অন্য পক্ষে কাশিম্‌বাজারের এবং পাটনার কোম্পানির কুঠি নবাব হস্তগত করিয়া লুঠ করিলেন। অপর ১৬৮৭ শালে মুসলমানেরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পুনরৈক্য হওয়াতে এবং আত্ম পুরাতনানুমতি পাওয়াতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা পুনর্ব্বার হুগলিতে যাইয়া কার্য্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির নিকট চার্ণক্ সাহেব এবং অন্যং ভৃত্যবিষয়ে অনেক অপবাদ ইংগ্লণ্ডে পঁহুছনপ্রযুক্ত তাহারদের অত্যসন্তোষ হইল কোম্পানির আত্মভৃত্যেরদের দোষ নিবারণার্থে এবং কাশিম্‌বাজারের এবং অন্যং স্থানের কুঠি পুনঃস্থাপনার্থে সর জন্ চাইল্দ নামে বোম্বে নগরের অধিপতিকে মন্দ্রাজেতে এবং বাঙ্গালাতে প্রেরণ করিলেন। ইতোমধ্যে কোম্পানির কুঠিপতিরা বাঙ্গালাতে পূর্ব্বে যেমন স্থাপিত ছিলেন তদ্রূপে আপনারদিগকে পুনঃস্থাপনার্থে বহূদ্যোগ করিয়া তৎকার্য্য অনেক সুসিদ্ধ করিতেং হিথ্‌নামে এক জাহাজপতি ইংগ্লণ্ডহইতে যুদ্ধারম্ভ করিবার আজ্ঞা পাইয়া দিফেন্স নামে এক বড় যুদ্ধজাহাজ এবং অন্য এক ক্ষুদ্র যুদ্ধজাহাজ লইয়া বাঙ্গালায় পঁহুছিয়া অবিবেচনাপূর্ব্বক যুদ্ধারম্ভ করিলেন ও বালেশ্বরবন্দর লুঠ করিয়া চট্টগ্রামে গেলেন কিন্তু ঐ নগর হস্তগত না করিতে পারিয়া আপনার অধীন ভৃত্যেরদিগকে এবং তাহারদের ধনাদি লইয়া মন্দ্রাজে চলিয়া গেলেন তাহাতে কিয়ৎকাল জন্যে বাঙ্গালাদেশ ইংগ্লণ্ডীয় বণিক কর্ত্তৃক চ্যুত হইল।

অতিশয় খ্যাত্যাপন্ন সাইস্তাখাঁ এই সকল ঘটনাকালে বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ঐ সমস্ত কার্য্য এবং অঙ্গবঙ্গদেশের পশ্চিমতটে সর জন চাইল্দকর্ত্তৃক কৃত অবিবেচিত কার্য্য আওরঙ্গজীব বাদশহ অবগত হওয়াতে ভারতবর্ষস্থ

কোম্পানির তাবৎ কুঠির সংহার হওনের উপক্রম হইল বিশেষতঃ সুরাট্ নগর মুসল্মানীয়েরদের হস্তগত হইল এবং সিদ্দি জাতীয়েরা কতকগুলিন জাহাজ লইয়া বোম্বে নগরেতে চড়াউ করিল তাহাতে প্রায় তাবন্নগর তাহারদের হাতে পড়িল এবং ঐ নগরস্থ ইংগ্লণ্ডীয়াধ্যক্ষ গড়েতে বদ্ধ হইলেন। অপর আওরঙ্গজীব আপন তাবদধিকারহইতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে বাহির করিয়া দেওনে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে মসলিপটামনগরস্থ কোম্পানির কুঠি আক্রান্ত হইল এবং বিজগাপটাম নগর আক্রান্ত হইয়া তত্রস্থ কোম্পানির কুঠিপতি এবং তাহারদের অন্যং কতকগুলিন ভৃত্য মারা পড়িল।

কিয়ৎকাল পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা অনেক কষ্ট এবং বহুদ্যোগানন্তর সুরাট্ নগরস্থ কুঠিতে বাণিজ্য করণানুমতি এবং বোম্বে হইতে নবাবের সৈন্য বহিষ্করণানুমতি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ঐক্য স্থাপনে বহুদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অপর মুসল্মানীয় রাজভাণ্ডারেতে কোম্পানিকর্তৃক আনীত ধনের হ্রাস প্রযুক্ত মুসল্মানীয় রাজবর্গেরা পুনর্ব্বার ঐক্য করণে বড়একটা অসম্মত ছিলেন না।

মুসল্মানীয় রাজবর্গেরদের এবং কোম্পানির মধ্যে ঐ সকল বিরোধ হইতেছিল ইত্যবসরে ফ্রাঁসীয়েরা ভারতবর্ষে আপনারদিগের স্থাপনে চেষ্টা পাইতে লাগিল বিশেষতঃ তাহারা ফুদ্চেরি নগর হস্তগত করিয়া তাহাতে গড়াদি বাঁধিয়া আপনারদিগকে দৃঢ় করিল।

অপর ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানিকর্তৃক এতৎ সময়ে স্থিরীকৃত হইল যে এই অবধি করিয়া ভারতবর্ষে বিলক্ষণরূপে আপনারদের অধিকার স্থাপন কর্ত্তব্য। তাঁহাতে কোম্পানি ১৬৮৯ শালে প্রেরিত আজ্ঞাপত্রের মধ্যে আত্মকুঠিপতিরদের নিকটে এই কথা লিখিয়া পাঠাইলেন যে বাণিজ্য বর্দ্ধনবিষয়ে আমারদের যেমত চেষ্টা ভারতবর্ষে অধিকার বর্দ্ধনেও সেমত চেষ্টা তাহার কারণ কহি বাণিজ্যবিষয়ে আমারদের আশাভঞ্জনকারি কখন কি ঘটিবে ইহা আমরা কহিতে পারি না কিন্তু ভারতবর্ষস্থ আমারদের

অধিকারমাত্র আমারদের সেনার প্রতিপালন করিতে পারে এবং ঐ অধিকারবর্দ্ধনদ্বারা কেবল আমরা ভারতবর্ষে স্বরাজ্যস্বরূপ স্থাপিত হইতে পারিব। জ্ঞানবান হলণ্ডীয়েরা আপন কুঠিপতিরদের প্রতি প্রেরিত আমারদের কর্তৃক দৃষ্ট তাবৎ পরামর্শপত্রেতে বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে একবাক্য লিখন স্থানে অধিকার প্রাপণবিষয়ে এবং কর্তৃত্ব স্থাপনবিষয়ে দশ বাক্য লিখে।

ঐ রীতিরূপ আচরণ যে উত্তম ইহা ঐ সময়ে নিশ্চিত হইয়াছিল বিশেষতঃ তৎপ্রমাণার্থে কহি ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঐ বৎসরে করমণ্ডলতটস্থ অথচ ফুলচেরি নগরের কিঞ্চিদ্দক্ষিণে তিগ্নাপত্তন নামে এক বন্দর তদ্দেশীয় রাজবর্গহইতে ক্রয় করিয়া তাহারদের অনুমতিপূর্ব্বক দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করিলেন এবং সেন্ত দাউদ নামে ঐ দুর্গ প্রসিদ্ধ করিলেন।

অপর ঐ সময়ে এতদাখ্যায়িকার মধ্যে বহুগণ্য এক বিষয় উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ ঐ সময় আরমাণী লোকেরা অনেকে স্বদেশান্তর হইয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে আপনারদের নিপুণতা প্রকাশ করিল। সেইকালে ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানি অর্থাভাবে বহুক্লিষ্ট হওয়াতে এবং ধনার্হ না হইলে অন্যেরা উপকার করিবেন না ইহা অবগত হওয়াতে নিয়ামকেরা ভারতবর্ষে আত্ম বাণিজ্যকার্য্য চালানে যে অল্প ধন ব্যয় হয় এমত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। অতএব ঐ নিয়ামকেরা ভারতবর্ষস্থ কুঠিপতিরদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপতি বর্দ্ধন না করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ভারতবর্ষে জাতি আর্মাণী জাতীয়েরদের দ্বারা কার্য্য চালাইলে উপকার দেখিতে পারে যেহেতুক ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপতিরা ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরদের স্থানে কঠিন অনুমতি পাইলেও তাহারদের অপেক্ষা ঐ আরমাণী জাতীয়েরা ভারতবর্ষে জনিতপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয় বনাৎ এবং অন্যং বাণিজ্যদ্রব্যাদি অধিক সুগমরূপে বিক্রয় করিতে পারে এবং ইউরোপদেশপ্রভৃতিতে প্রয়োজনার্হ মল্‌মল্ এবং অন্যং বহুমূল্যক বস্ত্র দ্রব্য ইত্যাদি অতিসুগমরূপে ক্রয় করিয়া বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

[৬ অধ্যায়।] [১৬৮৯ শাল।]

অপর ইংগ্লণ্ডদেশস্থ মহাসভা কোম্পানির প্রতিকূলা হইতে লাগিলেন। এবং কোম্পানির কার্য্য বিচারার্থে ও নিষ্পন্নার্থে আপনারদের মধ্যে এক কোম্পানি করিলেন ঐ কোম্পানি ১৬৯০ শালে জানুআরি মাসের ১৬ তারিখে আপনারদের যুক্তি অবগতা করাইয়া কহিলেন যে রাজাজ্ঞাদ্বারা এক নূতন কোম্পানি স্থাপন করা কর্ত্তব্য কিন্তু ঐ নূতন কোম্পানি স্থাপিত হওয়াপর্য্যন্ত বর্ত্তমান কোম্পানি একাকী বাণিজ্য ভোগ করুক। অতএব ১৬৯১ শালে মহাসভা পুরানত কোম্পানির পদ লোপ করিয়া নূতন কোম্পানি স্থাপনে রাজানুমতি প্রার্থনা করিলেন তাহাতে রাজা নিজমন্ত্রির দের এক সম্প্রদায় নিযুক্ত করিয়া তদ্বিষয় বিবেচনা করণে আজ্ঞা দিলেন।

১৬৯৩ শালে এইং বিরোধ শুভপূর্ব্বক সমাপনার্থে রাজাজ্ঞাদ্বারা এক নূতন সন্ধিপত্র কৃত হইল। তাহার মূল বিষয় এইং যে কোম্পানির তৎকালীন ৭৫৬০০০০ টাকা মূল্যক সংস্থান আরো ৭৪৪০০০০টাকা মূল্যক সংস্থানদ্বারা বর্দ্ধিত হইবে ইহাতে কোম্পানির সংস্থান ১৫০০০০০০ টাকা মূল্যক হইবে। তদ্ভিন্ন স্থিরীকৃত হইল যে ঐ কোম্পানির প্রাপ্ত নিজানুমতি ২১ বৎসরপর্য্যন্ত স্থিরীকৃতা হইবে এবং তাহা ছাড়া তাহারা ইংগ্লণ্ডদেশনির্ম্মিত ১০০০০০০ টাকা মূল্যক বাণিজ্যদ্রব্য প্রতিবৎসর দেশবহিঃ করিবেন।

কিন্তু সে যাহা হউক মহাসভার পরাক্রমেতে ঐ মহাকার্য্য কিঞ্চিৎপরে অন্যরূপে স্থিরীকৃত হইল বিশেষতঃ ঐ বৎসরের অন্তে মহাসভা ইহা স্থির করিলেন যে মহাসভা নিষেধ না করিলে কোনো ইংগ্লণ্ডীয় প্রজা ভারতবর্ষে বা পৃথিবীস্থ অন্য কোন স্থানে অনিবার্য্যরূপে বাণিজ্যব্যবসায় করিতে পারিবে।

অপর মহাসভাদ্বারা ১৬৯৮ শালের মধ্যে অন্য এক সন্ধিপত্র কৃত হইল তাহাতে স্থিরীভূত প্রধানং বিষয় কহি রাজকার্য্যের নিমিত্তে চাঁদার দ্বারা ২০০০০০০০ টাকা সংগৃহীত হইবে এবং ঐ চাঁদাতে কি দেশী কি বিদেশী সকলে স্বাক্ষর করিতে পারিবে এবং ঐ চাঁদাতে সংগৃহীত টাকার শুদ সম্বৎসর শতকরা ৮ টাকা হই

বে। আরো স্থিরীকৃত হইল যে ইংগ্লণ্ডীয় রাজা আত্ম অনুমতিপত্র দ্বারা স্বাক্ষরকারি বণিকেরদিগকে সাধারণ সম্প্রদায়নামে রাজো পকারার্থক সমাজরূপে বা যুক্তবণিকসমাজরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন স্থিরীকৃত হইল যে স্বাক্ষরকারি প্রত্যেক জন স্বস্বসামর্থ্যানুসারে স্বাতন্ত্রিক ভারতবর্ষে বাণিজ্যব্যবসায় করিতে পারিবেন এবং ঐ স্বাক্ষরকারিরা যদি কেহ সম্মিলিতরূপে বাণি জ্যেচ্ছুক হন তবে তাহাও করিতে পারিবেন এবং আরো স্থি রীকৃত হইল যে ঐ সমুয়সংস্থানবিষয়ে তৎস্বাক্ষরকারিরা মাত্র ভারতবর্ষে বাণিজ্যব্যবসায় করিবেন। আপর ১৭১১ শালের সেপ্তেম্বর মাসের ২৯ দিবসের পরে আপনারদের কর্ম্ম সম্পন্ন করণবিষয়ে আগামি তিন বৎসরের সম্বাদ দিলে এবং চাঁদার ২০০০০০০০ টাকা মূল্যক দেনা শোধ করিলে এই সন্ধিপত্র ব্যর্থ হ ইবে এবং পুরাতন বা লণ্ডন্‌নগরস্থ কোম্পানির নিয়মিত তিন বৎ সর অর্থাৎ ১৭০১ শালপর্য্যন্ত তাহারা বাণিজ্যব্যবসায় করিবে কি না ইহা ঐ নূতন কোম্পানি স্থির করিতে পারিবেন এবং তৎসম য়ের মধ্যে তাহারদের দেনা শোধ না হইলে তাহারদের অধি কারাদি বিক্রীত হইবে।

কিন্তু এই নূতন কোম্পানির প্রথম বাণিজ্যোদ্যোগ অতিশয় দুর্ব্বল ছিল এবং তাহারা তিন জাহাজে কেবল ১৭৮০০০০ টাকামূল্যক বাণিজ্যদ্রব্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতে সমর্থ ছিলেন কিন্তু পুরা তন কোম্পানির বাণিজ্য ব্যবসায় অতি সবলরূপে চলিল এবং সেই বৎসরে তাহারা তের জাহাজে ৫২৫০০০০ টাকামূল্যক বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরণ করিলেন এবং তাহারা কোনরূপে মুসলমানীয় রা জবর্গের আনুকূল্য প্রাপ্ত্যর্থে বহুচেষ্টা করিলেন কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফলা হইল না। বিশেষতঃ ১৬৯৮ শালে মুসলমানীয় রাজবর্গ কর্ত্তৃক ছোটনতী ও গোবিন্দপুর ও কলিকাতা নামে তিন গ্রাম পা ইলেন এবং ক্রমেং ঐ স্থানে গুপ্তরূপে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম ফোর্ট উলিয়ম রাখিলেন।

এই নূতন কোম্পানি এতদ্রূপ স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষে এবং ইংগ্লণ্ডে উভয় কোম্পানির স্বাতন্ত্রিকতাপ্রযুক্ত অনেক বিভ্রাট ঘটি

তে লাগিল অতএব ১৭০২ শালে ঐ দুই কোম্পানির সম্মেলনার্থে নানা উদ্যোগ হইতে লাগিল এবং ১৭০৫ শালের ২২ জুলাই তারিখে ঐক্য হইয়া সম্মিলিত কোম্পানি নামে খ্যাত হইল তদবধি অদ্যাপি সেই কোম্পানিদ্বারা তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে এবং সেই নামও নিত্য রহিয়াছে।

সপ্তমাধ্যায়।

কোম্পানির ধারাবদ্ধপ্রভৃতি বিবরণ।

অপর ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যবিষয়ে পৃথকং বাণিজ্যকারিরা ঐক্য শালী হইয়া এক কোম্পানি হইলে এবং রাজকর্ত্তৃক তাহারদের বিশেষানুমতি স্বরীকৃতা হইলে ভারতবর্ষে বাণিজ্যব্যবসায়কারি কোম্পানির কার্য্যের সুধারা এবং সুগম হইতে লাগিল এবং চাঁদা বিষয়ে স্বাক্ষরকারিরদিগহইতে উৎপন্ন মূলধনও নিশ্চয় হইল। তৎকালে কোম্পানির বাণিজ্যব্যবসায় ধারাক্রমে বৎসরং প্রায় তুল্যরূপে চলিতে লাগিল তাহার রীতি এই।

ঐ কোম্পানি সমুয়সংস্থানাধিকারী নামে সভাস্থানে একত্র হইয়া বাণিজ্যবিষয়ে পরামর্শ করিয়া সাধারণরূপে কার্য্যকর্ম্ম করিতেন এবং ঐ কোম্পানির অধিপতিরা আপনারদের মধ্যহইতে কতকগুলিন লোককে সম্প্রদায়রূপে নিযুক্ত করিয়া তাহারদের হস্তে তম্মহাবাণিজ্যবিষয়ক কর্ম্ম ভাগেং অর্পণ করিলেন। তাহাতে কোম্পানির কার্য্য চালানশক্তি এবং প্রভুত্বশক্তি এই রূপে পৃথক্‌ং দলেতে বিভক্ত হইল।

॥ প্রথমতঃ ॥ কোম্পানির অংশধারিরদের সভাস্থানে একত্র হওনে অনুমতি ছিল। ॥ দ্বিতীয়তঃ ॥ পূর্ব্বে সম্প্রদায়ক নামে কিন্তু পরে নিয়ামক নামে প্রসিদ্ধ লোকেরা বিশেষং ব্যবস্থাতে সভাস্থ হইতেন।

কোম্পানির সভার মধ্যে পঞ্চ সহস্রমুদ্রার ন্যূন অংশধারিরা

কোম্পানির কোন কার্য্যে সম্মতি বা অসম্মতি দেওনের উপযুক্ত ছিলেন না।

ঐ নিয়ামকেরা চব্বিশং করিয়া নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহারা একং জন বিংশতিসহস্র টাকা মূল্যক কোম্পানির মূল ধনের অংশধারী না হইলে নিয়ামকত্বপদে নিযুক্ত হইতেন না। ঐ চব্বিশ জন কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্স নামে খ্যাত হইয়া মধ্যে এক জন প্রধানরূপে এবং এক জন তদধীনরূপে নিযুক্ত হইতেন এবং ঐ চব্বিশ জন নিয়ামকেরা আপনারদিগকে দলং করিয়া কোমিটি নামে প্রসিদ্ধ হইয়া কোম্পানির কার্য্য চালাইতেন।

তাহারদের মধ্যে প্রথম দলে কোম্পানির তাবৎ লেখাপড়া কার্য্য অর্পিত হইয়াছিল। ঐ দলস্থেরদের কার্য্য অন্য কার্য্য হইতে বিশ্বসনীয় এবং অতিপ্রশস্ত ছিল বিশেষতঃ ভারতবর্ষ হইতে আগত পত্রাদির বিষয়ে বিবেচনা করিয়া নিয়ামকস্ভেরদের নিমিত্তে তদুত্তর প্রস্তুত করণ এবং কোনং বৎসরে কত জাহাজ এবং কোনং স্থানে প্রেরণপ্রয়োজন ইহার তত্ত্ব করিয়া নিয়ামকেরদিগকে সমচার দেওয়া এবং ভারতবর্ষে কোম্পানির যুদ্ধবিষয়ে বা নাগর্য্যকার্য্যে নিযুক্ত ভৃত্যেরদের সংখ্যার সমাচার দেওন এবং কোনং স্থানে কিং নূতন কার্য্য উপযুক্ত এবং ভারতবর্ষহইতে ভৃত্যেরদের ইংগ্লণ্ডদেশে পুনরাগমনের বাঞ্ছাজ্ঞাপক নিবেদনপত্রবিষয়ে সমাচার দেওন তাহারদের কার্য্য ছিল। তদ্ভিন্ন সকল প্রকার বিরোধ বা অন্যায় জ্ঞাপক পত্র এবং কোম্পানির স্থানে বা তাঁহারদের ভাণ্ডাররক্ষক পাতিরদের স্থানে প্রেরিত টাকার হুণ্ডি প্রথমে ঐ কোমিটিতে স্থিরীকৃত হইত এবং তাঁহারা বিবেচনা পূর্ব্বক তদনুসারে আজ্ঞা করিতেন অধিক কি কহিব আবশ্যকীয় তাবৎ কার্য্য তৎকর্তৃক নির্ব্বাহ হইত অন্যং সকল কার্য্য তদপেক্ষা অল্পবিষয়ক ছিল।

দ্বিতীয় দলস্থেরদের স্থানে তাবদ্ব্যবস্থাকার্য্য অর্পিত হইয়াছিল তাহাতে বিচারসম্বন্ধীয় তাবৎনিবেদনপত্রাদি তাহারদের হস্তে পড়িত। ঐ কালে কোম্পানির বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যমাত্র সাধনার্থে

যে এক সম্প্রদায় নিযুক্ত করণের পুয়োজন ছিল ইহা অত্যাশ্চর্য্য বোধ হয়।

তৃতীয় দলস্থেরদের ভাণ্ডাররক্ষণ কার্য্য ছিল। চতুর্থ সম্প্রদায়স্থেরদের কোম্পানির গুদামরক্ষণ কার্য্য ছিল।

পঞ্চম সম্প্রদায়স্থেরদের কার্য্য এইং কোম্পানির হিসাবপত্র এবং টিপহুণ্ডি ইত্যাদির যে যথার্থাযথার্থএতদ্বিবেচনা করা এবং হিসাবরক্ষকেরদের উপরে কর্তৃত্ব করা।

ষষ্ঠ দলস্থেরদের কার্য্য ভারতবর্ষে প্রেরণার্থক বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয় করণ বিশেষতঃ বনাৎ সীসা ইত্যাদি।

সপ্তম দলস্থেরা কোম্পানির কার্য্য নির্ব্বাহকারি কুঠিপতিত্বপদে নিযোজিত ছিলেন। ঐ দলস্থেরদের কার্য্য অন্যং দলস্থেরদের কার্য্যহইতে কিঞ্চিদল্পবিষয়ক।

অপর জাহাজ পুস্তুত করণ এবং জাহাজের সামগ্রী পুস্তুত করণ ইত্যাদি কর্ম্ম অষ্টম সম্প্রদায়স্থেরদের অধিকার কিন্তু তজ্জাহাজের বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয়করণ কথিত অন্য সম্প্রদায়স্থেরদের কার্য্য ছিল।

কোম্পানি ব্যতিরিক্ত ভারতবর্ষে ব্যবসায় বাণিজ্যকারি অন্য বণিকেরদের তাবৎ কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করা নবম দলস্থেরদের কর্ম্ম ছিল।

অপর উভয় কোম্পানি সম্মিলিত হওন শালে অর্থাৎ ১৭০৮ শালে. ভারতবর্ষে তৎং কোম্পানিকর্তৃক প্রেরিত বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য ৬০৯১৫০ টাকার অধিক ছিল না। কিন্তু তাহার পর বৎসরে ১৬৮৩৫৭০ টাকা ছিল পরে বৎসরং ক্রমেং অল্প হইয়া ১৭১৫ শালে ৩৬৯৯৭০ টাকামাত্র ছিল। সেই সময়াবধি কোম্পানির বাণিজ্যকার্য্য অল্পেং বাড়িতে লাগিল তাহাতে ১৭০৮ শাল অবধি করিয়া ১৭২৮ শালপর্য্যন্ত কোম্পানির বার্ষিক প্রেরিত বাণিজ্যের মূল্য ৯২২৮৮০ টাকা এবং তত্তদ্বৎসরে প্রেরিত মুদ্রামূল্য ৪৪২৩৫০০ টাকা ছিল।

তৎকালে কোম্পানি ইংগ্লণ্ডহইতে ভারতবর্ষেতে টাকা ও সীসা ও পারা ও বনাতের থান ও চীনার বাসন প্রেরণ করিতেন। ভারতবর্ষহইতে প্রেরিত বাণিজ্যদ্রব্য এইং বিশেষঃ মলমল্ এবং

বস্ত্র এবং রেশম হীরা চা গোলমরিচ সোরা এবং কতক ঔষধীয় দ্রব্য।

১৭০৮ শালে কোম্পানির ভারতবর্ষহইতে প্রেরিত বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য ৪৯৩১৫৭০ টাকা ছিল এবং ঐ বৎসরে এবং তৎপর উনিশ বৎসরে প্রেরিত বাণিজ্যদ্রব্যের স্থূলমূল্য কম্‌বেস্ বৎসরং ৭১৮০৩২০ টাকা ছিল।

এই সকল দ্রব্য ইংগ্লণ্ডে পঁহুছিলে পর কোম্পানি তাহা ইংগ্লণ্ডদেশস্থ আপন কুঠীতে নিলামে বিক্রয় করিতেন।

তৎপূর্ব্বকালে কোম্পানি আপনারদের জাহাজ ইত্যাদি নির্ম্মাণ এবং সসজ্জ করিয়া প্রেরণ করিতেন কিন্তু কালানুক্রমে বাণিজ্যের বাহুল্যেতে তাঁহারা জাহাজ ভাড়া করিতে লাগিলেন। অতএব সেই সময়াবধি কোম্পানির ভারতবর্ষস্থ বাণিজ্যকার্য্য অতিসুগমরূপে নির্ব্বাহ পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ ইউরোপহইতে আনীত বাণিজ্যদ্রব্য ভারতবর্ষস্থ কুঠিপতিরা নিলাম করিয়া একেবারে বিক্রয় করিতেন। তৎকালপূর্ব্বে ইংগ্লণ্ডীয় এবং অন্যং ইউরোপীয় কুঠিপতিরা ইউরোপহইতে প্রাপ্তবাণিজ্য দেশান্তর্গত অন্যং নগরে প্রেরণার্থে এবং সুরক্ষণার্থে স্থানেং কুঠি অর্থাৎ ক্ষুদ্রং গুদাম বাঁধিতেন। কিন্তু মুসলমানীয় রাজনাশক উপদ্রবসময়মধ্যে তদ্রাজবর্গকর্তৃক প্রাপ্তানুমতি সকলের দৃঢ়তার অল্পেং হ্রাস পাইতে লাগিল তাহাতে উভয় কোম্পানির সম্মিলনের কিঞ্চিৎপরে স্থিরীকৃত হইল যে কোম্পানির কুঠিপতির অধীন লোকেরা বাণিজ্যব্যবসায় বিষয়ে প্রধান কুঠিপতির অনুমতিব্যতিরেকে দেশমধ্যে বহুদূর যাইবে না তাহাতে দেশাভ্যন্তরে বাণিজ্যদ্রব্য প্রেরণকার্য্য তদ্দেশীয় লোকেরদের অধিকার হইল।

কিন্তু ইংগ্লণ্ডদেশে বিক্রেয় বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয়ার্থে এবং তত্তদ্দ্রব্য সুরক্ষণার্থে উপায় করণ আবশ্যক হইল বাঙ্গালাদেশের মধ্যে এমত কোন ভারি মহাজন ছিল না যে কোম্পানির বিক্রেয় দ্রব্য একেবারে ক্রয় করিয়া মোটে বিক্রয় করিতে পারিত। জাহাজ সকল পঁহুছনে যে তাহারদের বিলম্ব না হয় এই হেতুক স্থানেং কোম্পানির কুঠি স্থাপনের আবশ্যকতা হইল এবং দে

শের নানাং উপপ্লবেতে কোন বস্তুর স্থৈর্য্য না থাকাতে কোম্পানি আপনারদের কুঠি দৃঢ়রূপে নির্ম্মাণ করিয়া তত্তৎ কুঠির সৈনাতি লোকেরদিগকে নিত্য অস্ত্র শস্ত্র সমেত সসজ্জ রাখিতেন।

অপর ঐ কালে ভারতবর্ষস্থ কোম্পানির বাণিজ্যকার্য্য তিন প্রধান কুঠির কর্তৃত্বাধীন হইয়া নির্ব্বাহ পাইত বিশেষতঃ বোম্বের এবং মন্দ্রাজের এবং কলিকাতার কুঠি। তাহার মধ্যে কলিকাতার কুঠি ১৭০৭ শালেমাত্র প্রধানরূপে নিযুক্ত হইল তৎকালপূর্ব্বে তাহা মন্দ্রাজের কুঠিপতিরদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ঐ সময়ে ঐ তিন প্রধান কুঠি স্বাধীন ছিল এবং পৃথকং কুঠিপতিরা স্বতন্ত্র হইয়া ইংগ্লণ্ডস্থিত কোম্পানির আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতেন। একং প্রধান কুঠিতে একং অধ্যক্ষ এবং তৎসহকারি কৌন্‌সেল নিযুক্ত ছিল ঐ উভয় পদস্থেরা ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির অনুমতিদ্বারা নিযুক্ত হইতেন। ঐ সভ্যেরদের সংখ্যা নিরূপিতা ছিল না কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির আজ্ঞানুসারে এবং পৃথকং কুঠির কার্য্যের বাহুল্যানুসারে কখনং নয় এবং কখনং বার এই ক্রমে নিযুক্ত হইতেন। ইংগ্লণ্ডদেশহইতে কোন বিশেষাজ্ঞা না থাকিলে ঐ সভাস্থ লোকেরা ভারতবর্ষে বাস কালানুসারে কোম্পানির প্রধানং ভৃত্যহইতে নিযুক্ত হইতেন ঐ অধ্যক্ষের এবং তাঁহার সহকারিরদের হস্তে তাবৎ কার্য্য অর্পিত ছিল এবং কোন কেহ সর্ব্বসম্মতিব্যতিরেকে কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না। কোন কেহ অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইলেও আপন পূর্ব্বপদের কার্য্যহইতে মুক্ত ছিলেন না সুতরাং ঐ কৌনসলিরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক পদ আপনারদের মধ্যে বাঁটিয়া লইতেন।

তৎকালপূর্ব্বে কোম্পানির কুঠিপতিরদের পৃথকং কুঠিতে নিযুক্ত সেনার কর্তৃত্বের নিমিত্তে কোম্পানি স্বস্বকুঠিতে যুদ্ধব্যবস্থা ব্যবহারানুমতি পাইয়াছিলেন। তাহাতে ১৬৬১ শালে ভারতবর্ষস্থ প্রধানং কুঠিপতিরা স্বস্ব অধিকারস্থানে ইংগ্লণ্ডীয় ব্যবস্থানুসারে ঐ ব্যবস্থা প্রদানানুমতি দ্বিতীয় চার্লসরাজহইতে পাইয়াছিলেন। এবং ঐ অনুমত্যনুসারে কুঠিপতিরা কার্য্য নির্ব্বাহ

করিতেন। কিন্তু পরে কার্য্যদ্বারা দেখা গেল যে অন্যং বিষয়ে রাজানুমতি পুনঃপ্রাপ্তির আবশ্যকতা আছে অতএব কোম্পানি তাবদ্বিচারকার্য্য নিষ্পন্নার্থে বোম্বেতে এবং মন্দ্রাজেতে এবং কলিকাতাতে ১৭২৬ শালে একং আদালত নিযুক্ত করণানুমতি পাইলেন। এই অদালতহইতে যদি আপিল করিতে হইত তবে ভারতবর্ষস্থ কোম্পানির পতিরদের নিকট ও তৎসভ্যেরদের নিকটে নিষ্পত্তি হইত ঐ অদালতে এক জন প্রধান ও নয় জন তৎসহকারিরূপ নিযুক্ত হইলেন এবং স্থিরীকৃত হইল যে তাহারাই বৎসরের মধ্যে চারিবার সভাস্থ হইবেন। ঋণবিষয়ে এবং অন্য অল্পং বিষয়ের বিচারার্থে অন্য এক অদালত নিযুক্ত করণানুমতি পাইলেন সে অদ্যাপি ছোট অদালত নামে কলিকাতাতে বর্ত্তমান আছে।

এইং অদালত ভিন্ন কোম্পানির কুঠিপতিরা ভারতবর্ষস্থ লোকেরদের প্রতি অঙ্গবঙ্গাদি দেশীয় ব্যবস্থানুসারে ব্যবস্থা প্রদানার্থে কলিকাতা নগরে দোষ বিচারার্থে ফৌজদারি কাছারি এবং নাগর্য্যদোষ বিচারার্থে সামন্য কাছারি এবং জমিদারেরদের জন্যে কালেক্তরি অদালত নিরূপণ করিলেন। ঐ অদালতের বিচারকর্ত্তারা কোম্পানি এবং কোম্পানির কুঠিপতিকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া দেশব্যবহারানুসারে ব্যবস্থা দিতেন। দণ্ডের মধ্যে তাঁহারা এইং দণ্ড দিতেন বিশেষতঃ অর্থদণ্ড এবং কায়দণ্ড পায় বেড়ি দিয়া কতককাল বা তাবদায়ুঃ পর্য্যন্ত রাস্তায় খাটান এবং কিয়ৎ বা মৃত্যুপর্য্যন্ত বেত্রাঘাত করণ। তৎকালে মুসলমানীয়কর্তৃত্বের বাহুল্যপ্রযুক্ত এবং তদ্রাজবর্গেরদের সম্ভ্রম রক্ষণার্থে মুসলমানের ফাঁসি দেওন নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু তদ্দণ্ড পরিবর্ত্তে তাঁহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহারদিগকে বেত মারিতে পারিতেন এবং তৎকালীন কোড়াবরদারেরাও আত্মকার্য্যে এই মত নিপুণ ছিল যে কখনং চারিঘা মাত্র দেওনেতে তাহারা মানুষকে হত করিত।

ঐ কালে ভারতবর্ষস্থ প্রধান কুঠিপতি স্বাধিকারস্থ সেনার প্রধান ছিলেন। ঐ সেনার মধ্যে কেহং ইংগ্লণ্ডদেশহইতে প্রেরিত ছিল এবং কেহং ইউরোপীয় ফ্রাঁসিস্ এবং হলণ্ড এবং

পোর্তুগীস্ জাতিহইতে এবং কতকং ভারতবর্ষস্থ স্ত্রীহইতে জাত ইউরোপীয় নানাজাতীয় সন্তানহইতে নিযুক্তা হইয়াছিল ঐ সমস্ত সেনা ইংগ্লণ্ডীয় সেনারূপে সুশিক্ষিতা ছিল। তদ্ভিন্ন সেপাহি নামে কতকগুলিন অঙ্গবঙ্গদেশীয় লোক সৈন্যরূপে নিযুক্ত হইয়া ছিল তাহারা কখনং বন্দুক ধরিত কিন্তু প্রায় সর্বদা ঢাল তলো আরে সসজ্জ হইত। তাহারা অঙ্গবঙ্গদেশের পাগুড়ী জামা ইত্যাদি পরিত এবং দেশব্যবহারানুসারে স্বদেশীয় পতিকর্তৃক চালিত ছিল কিন্তু ফলে ইংগ্লণ্ডীয় কর্তৃকত্বাধীন। ঐ কালে কুঠিপতিরা তাহারদিগকে ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধব্যবহার শিক্ষাইতেন না কিন্তু তাহারদিগহইতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির কর্তৃত্বাধীনে তাহারাও বারম্বার অনেক সাহস এবং বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। ঐ সময়ে ভারতবর্ষস্থ প্রধানং কুঠিতে কত সেনা ছিল ইহার নির্ণয় নাই কিন্তু ১৭০৭ শালে কলিকাতার কুঠি প্রধানরূপে নিযুক্ত কালে ঐ কুঠিপতি কোম্পানির তিন শত লোক চিরন্তন স্থাপনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

অপর কথিতরূপে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ভরতবর্ষে স্থাপিত হইলে কিঞ্চিদনন্তর উত্রেখৎ নগরে কৃত সন্ধির পূর্ব্বকালাবধি করিয়া ফ্রাঁসীয়েরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে যুদ্ধ নিয়ত হইতেছিল তদুপদ্রবহইতে ইংগ্লণ্ড রাজ্য মুক্ত হইল এবং ইংগ্লণ্ডদেশের বাণিজ্য ও মাঙ্গল্যপ্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজ্যের ঐ বৃদ্ধিসময়ে অর্থাৎ ১৭০৮ শালে কোম্পানির ভারতবর্ষহইতে প্রাপ্ত বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য কেবল ৪৯৩২৫৭০ টাকা ছিল পরে ১৭৩০ শালে ১০৫৯৭৫৯০ টাকামূল্যক হইল। কিন্তু সে যাহা হউক অন্যাপেক্ষা ঐ কোম্পানির প্রেরিত দ্রব্যের মূল্য কহি ১৭০৮ শালে প্রেরিত দ্রব্যের মূল্য ১৭০৯ শালে এবং তাহারপর শালে প্রেরিত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা অতিন্যূনপ্রযুক্ত আমরা ১৭০৬শাল অবধি ১৭০৯ শালপর্য্যন্ত চারি শালে প্রেরিত দ্রব্যের মূল্যের মোট ধরি অর্থাৎ অল্পদ্রব্য প্রেরিত দুই বৎসরের এবং বহুদ্রব্য প্রেরিত দুই বৎসরের বাণিজ্যের মূল্য ১০৫৭৭৩০ টাকা ছিল এবং ১৭৩০ শালে প্রেরিত দ্রব্যের মূল্য

১৩৫৪৮৪০ টাকা ছিল কিন্তু ১৭০৯ শালে ১৬৮৩৫৭০ টাকা এবং ১৭১০ শালে ১২৬৩১০৪ টাকা এবং ১৭১১ শালে ১৫১৮৭৪০ টাকা এবং ১৭১২ শালে ১৪২৩২৯০ টাকা ছিল।

অপর নির্ণীত বৎসরমধ্যে কোম্পানির ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যবিষয়ক লাভের ক্রম ব্যাখ্যা করি। ১৭০৮ শালে কোম্পানি আপন মূলধনের অংশিরদিগকে বাণিজ্যের লাভ বলিয়া শতকরা ৫ টাকা করিয়া দিলেন তৎপর বৎসরের জন্যে শতকরা ৮ টাকা তৎপর বৎসরদ্বয়ের নিমিত্তে শতকরা ৯ টাকা এবং তদ্বৎসরাবধি ১৭২২ শালপর্য্যন্ত শতকরা ১০ টাকা করিয়া দিলেন এবং ১৭২৩ শালে তাঁহারা শতকরা ৮ টাকা করিয়া দিলেন ঐ রীতিক্রমে ১৭৩২ শালপর্য্যন্ত চলিল।

অপর ১৭১২ শালে ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানি সভাতে নিবেদন করাতে বাণিজ্যবিষয়ে তাঁহারদের নিজব্যবহার্য্যানুমতি ১৭২৬ শাল অবধি ১৭৩৩ শালপর্য্যন্ত দৃঢ়ীভূতা হইল।

অপর ১৭১৬ শালে কোম্পানি আত্মভৃত্য ভিন্ন অঙ্গবঙ্গাদিদেশে বাণিজ্যকারি লোকেরদের প্রতিকূলে রাজদণ্ডানুমতি পাইলেন। আখ্যায়িকাদ্বারা বোধ হয় যে অন্যজাতীয় পতাকাধীন হইয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্যকারি ইংগ্লণ্ডীয় লোকের বাহুল্যপ্রযুক্ত কোম্পানির ঐ অনুমতি প্রার্থনা প্রথমোপস্থিতা হইয়াছিল। ঐ প্রাপ্তরাজানুমতিতে কোম্পানির ইষ্টসিদ্ধি হইল না যেহেতুক অন্যং বণিকেরা বিদেশীয় পতাকাধীন হওনে বহু হানিপ্রাপ্ত হইলেও ভারতবর্ষে বণিজ্য করণে ইংগ্লণ্ডীয় রাজার নিষেধে নিবারিত হইল না। কিন্তু ১৭১৮ শালে কোম্পানি মহাসভাহইতে তৎপ্রকার লোকেরদের দণ্ডদানানুমতি হইলেন।

অপর কোম্পানি ভারতবর্ষে ১৭০৮ শালে নূতন ধারানুক্রমে কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ঐ শালে আওরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারি শাহ্‌আলম বাদশাহ হইলেন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজীম্ হুসেন্ আওরঙ্গজীবের মরণের পূর্ব্বে বাঙ্গালার নবাবপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তৎকালে রাজসিংহাসন আক্রমণাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভাবিসংগ্রামনিমিত্তে ধনোপার্জনেচ্ছুক হওয়াতে তিনি ক্রমেং

কোম্পানির স্থানে অর্থ গ্রহণ করিয়া তত্তদর্থানুসারে অনুমতি দিতে লাগিলেন। কোম্পানি ১৬৯৮ শালে তাঁহার কর্তৃত্বাধীন সূতালুটির এবং কলিকাতার এবং গোবিন্দপুরের জমিদারি ক্রয় করিয়া লইলেন। অপর আওরঙ্গজীবের মরণানন্তর আজীম্‌হুসেন্ উপস্থিত সংগ্রামে আত্মপিতার সাহায্যার্থে বাঙ্গালাত্যাগ করণ কালে ফররুখশিয়র নামে আত্মপুত্রকে আপনপদে রাখিয়া গেলেন। ১৭১২ শালে শাহ্‌আলম্ মরিলেন এবং আজীম্‌হুসেন রাজ্য প্রাপণ চেষ্টায় অস্ত্রপ্রাণ হারাইলেন এবং ফররুখশিয়র সৈয়দকুলজাত ভ্রাতৃরদের সাহায্যদ্বারা সিংহাসনাধিকারী হইলেন। এতদ্ঘটনাপ্রযুক্ত বাঙ্গালার নবাবিপদ জাফরখাঁর হস্তে পড়িল তদ্ধেতুক কোম্পানির কার্য্যকর্ম্মের বিষয়েও অনেক বিপদ হইল। ঐ জাফরখাঁ তাতারকুলে দক্ষিণ দেশস্থ বহ্রমপুরে জন্মিয়াছিলেন এবং আওরঙ্গজীবের প্রভুত্বের শেষকালে পদে বর্দ্ধিত হইয়া বঙ্গদেশে দেওয়ানি পদে নিযুক্ত হইলেন। অপর আখ্যায়িকাদ্বারা বোধ হয় যে ঐ জাফরখাঁ শাহ্‌আলমের আজ্ঞাতে বাঙ্গালার নবাবিপদে নিযুক্ত হওনের অনুমতি পাইয়াছিলেন কিন্তু ঐ বাদশাহের প্রভুত্ব অল্প দিন ব্যাপনপ্রযুক্ত বোধ হয় যে তিনি তৎপদে নিযুক্ত হন নাই যেহেতুক ঐ শাহ্‌আলমের মৃত্যুকালে বঙ্গদেশ ফররুখশিয়রের অধিকার ছিল। কিন্তু সে যাহা হউক আত্মপিতার রাজ্য গ্রহণার্থে ঐ ফররুখশিয়র বঙ্গদেশ ছাড়িয়া যাওনকালে জাফরখাঁ বঙ্গদেশে সুবেদারপদে নিযুক্ত হইলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানি এবং অন্যং দেশস্থেরা তাঁহার কঠিন প্রভুত্বের সুখভোগ করিতে লাগিলেন।

১৭১৩ শালে অর্থাৎ ফরুখশিয়রের রাজসিংহাসনোপবেশন প্রথম শালে কলিকাতনগরস্থ প্রধান কুঠিপতি ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির স্থানে লিখিয়া পাঠাইলেন যে অধিক এবং বৃহদ্বিশেষানুমতি প্রাপণার্থে আপনারা দিল্লীর বাদশাহের দরবারে উকীল এবং তন্মর্য্যাদোপযুক্ত উপঢৌকন প্রেরণানুমতি দেন। অতএব সেরহাওদ্ নামে এক আরমাণী জাতীয় বণিককে সঙ্গে করিয়া

কোম্পানির কুঠিপতি দুই জন দিল্লীতে গেলেন এবং বাদশাহ্ তা হারদের উপঢৌকনের মহাপ্রশংসা অবগত হইয়া আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে প্রত্যেক পরগণাস্থ জমিদারেরা মর্য্যাদাপূর্ব্বক ঐ উকীলেরদিগকে অগ্রে বাড়িয়া আনিবেন।

ঐ উকীলেরা তিন মাসের যাত্রার পরে ১৭১৫ শালে জুলাই মাসের অষ্টম দিবসে দিল্লীতে পঁহুছিয়া কলিকাতাবাসি কুঠিপতিরদের ইংগ্লণ্ডদেশহইতে প্রাপ্ত অনুমত্যনুসারে বাদশাহের অতি আত্মীয় খান্‌দৌরান্ নামে এবং ইমীরজুম্লানাম্নে দুই লোকের সহিত আলাপ করণে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু ঐ খান্‌দৌরান্ নামে উজীরের সহিত মেল করাতে ঐ উকীলেরা যেং কার্য্য সম্পন্ন করিতে চাহিলেন তাহা ইমীরজুম্লাকর্ত্তৃক বাধিত হইল এবং জাফরখাঁয়ের পরাক্রম ন্যূনার্থে ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপতিরদের নিবেদনে ঐ জাফরখাঁকর্ত্তৃক অনেক বাধিত হইল এবং যদি দৈব বিষয় না ঘটিত তবে কোম্পানিকর্ত্তৃক প্রেরিত মহামূল্যক উপঢৌকন সমস্ত এবং কোম্পানির তাবৎ উদ্যোগ ব্যর্থ হইত।

হামিল্‌টন্ নামে এক চিকিৎসক ঐ উকীলেরদের সহিত গিয়াছিলেন ঐ সময়ে বাদশাহের সুখভোগভঞ্জনকারি এক রোগ উপস্থিত হওয়াতে বাদশাহের মন্ত্রিরা ঐ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণে যুক্তি দিলেন তাহাতে ঐ চিকিৎসকের দ্বারা ঐ রোগের উপশম অতিশীঘ্র হইল। পরে বাদশাহ্ পীড়াহইতে মুক্ত হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে এতদ্রোগোপশমকারি ব্যক্তি আপনার প্রার্থনা প্রকাশ করুক তাহাতে ঐ প্রশান্তচিত্ত হামিল্‌টন্ আপনার বিষয়ে কিছু প্রার্থনা না করিয়া কোম্পানির নিমিত্তে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বিশেষতঃ তৎকার্য্যের বলেতে উকীলেরা প্রার্থনা করিলেন যে বাদশাহের অধিকৃত সমুদ্রতটসমস্তেতে ঝড় দ্বারা ভগ্ন জাহাজ সকলের লুঠ না হয় এবং তাবৎ শুল্ক পরিবর্ত্তনে সুরাট নগরে তৎশুল্কমূলক নিয়মিত মুদ্রা গৃহীতা হয় তদ্ভিন্ন প্রার্থনা করিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপতিরদের প্রতি দত্ত এবং আরকাট্ রাজবর্গকর্ত্তৃক পুনরপহৃত মন্দাজ সমীপবর্ত্তি গ্রামসমস্ত চিরকালজন্যে পুনর্ব্বার অর্পিত হয় এবং মসলিপাটাম্

সমীপবর্ত্তি দেউনামক উপদ্বীপ নিরূপিত বার্ষিক কর পরিবর্ত্তনে কোম্পানির কুঠিপতিরদিগকে দত্ত হয় এবং ভারতবর্ষস্থ কোম্পানির কুঠিপতিরদের তাবদ্দণগুস্তেরা অঙ্গবঙ্গদেশীয় রাজবর্গেরদের স্থানেপ্রার্থনা করিবামাত্র অর্পিত হয়। আরো প্রার্থনা করিলেন যে কলিকাতার কুঠিপতিকর্ত্তৃক অঙ্গবঙ্গদেশাভ্যন্তরে প্রেরিত বাণিজ্যদ্রব্য তৎকর্ত্তৃক দস্তখৎ হইলে কোন রাজবর্গ তদ্দ্রব্য আটক করিতে পারিবে না এবং কোম্পানি আজীমুহুসেন বাদশাহ হইতে সুতালুটী এবং গোবিন্দপুর ও কলিকাতা যে প্রকারে ক্রয় করিয়াছিলেন তদ্রূপ অন্য সাঁইত্রিশ নগরের জমিদারি বাদশাহ ক্রয় করিতে দেন।

এই সকল প্রার্থনাতে বাদশাহ অনুমতি দিলেন কিন্তু পরেতে উকীলেরদের কার্য্যে বহুবিপদ্ জন্মিল। বিশেষতঃ তৎকর্ত্তৃক প্রাপ্ত বাদশাহের অনুমতিপত্র বাদশাহী মোহরেতে ছাপ হয় নাই কেবল প্রধান উজীরের ছাপেতে মুদ্রিত ছিল তাহাতে রাজধানীর দূর দেশবর্ত্তি রাজবর্গ পশ্চাৎ তদ্দৃঢ়ত্বাদৃঢ়ত্ববিষয়ে অবশ্য বিবাদ করিবেন ইহা নিশ্চয়বোধ হইল। অতএব কোম্পানির উকীলেরা তদনুমতিপত্র বাদশাহের মোহরদ্বারা দৃঢ় করণার্থে অনেক কষ্ট পাইবেন ইহা অবগত হইলেন তথাপি তাহারা তত্তৎপ্রাপ্তানুমতি তদ্রূপ দৃঢ়ী করণে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় অর্থাৎ ১৭১৬ শালের এপ্রিল মাসে বাদশাহ অনেক সৈন্য সামন্ত সমারোহ করিয়া শিখেরদের প্রতিকূলে লাহোরের দিগে গমন করিলেন তাহাতে ঐ উকীলেরদের রাজসৈন্যের পশ্চাদ্গমন ব্যতিরেকে অন্য উপায় ছিল না। বাদশাহের ঐ যুদ্ধ অনেক কাল ব্যাপিয়া রহিল তাহাতে প্রধান উজীরের এবং বাদশাহের অন্যং আত্মীয়লোকের সহিত বিরোধবর্দ্ধনেতে ঐ উকীলেরা আত্মকার্য্য যে নিষ্পন্ন করেন ইহা তাঁহারা প্রায় ব্যর্থ বোধ করিলেন কিন্তু দৈবাৎ ঐ সময়ে এক জন পরামর্শ দিল যে অন্দর মহলের অমুক খোজাকে অর্থপ্রদান কর তাহাতে ঐ উকীলেরা তাহাকে অর্থ দিবামাত্রেতে উজীর তাহার গন্ধ পাইয়া স্বয়ংই তাহারদের কার্য্য সম্পাদনে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং অল্প

দিবসের মধ্যে তাহাতে বাদশাহের মোহর হইল। ঐ বিষয় যে অতিশীঘ্র সম্পন্ন হয় ইহাতে রাজবিষয়ক এক গোপনীয় কারণ ছিল তদ্দ্বারা ঐ খোজা আত্ম কার্য্য সাধন করিল। তাহা বিশেষিয়া কহি সুরাটের কুঠি ঐ সময়ের কিঞ্চিৎপূর্ব্বে বাদশাহের অধীন রাজবর্গকর্ত্তৃক বহূপদ্রুত হওয়াতে বোম্বেস্থিত কুঠিপতিরা ঐ কুঠিকে নিরর্থক জ্ঞান করিয়া উঠাইয়াছিলেন। বাদশাহের উজীর ঐ বিষয় বিস্মরণ হন নাই যে ইহার পূর্ব্বে ইংগ্লণ্ডীয়েরা একবার এতদ্রূপে সুরাটহইতে আপনারদের কুঠি উঠাইবার সময়ে বাদশাহের তাবৎ জাহাজ নষ্ট করিয়াছিলেন ও রাজকরের অনেক হানি করিয়াছিলেন এবং গুজরাটস্থ অধ্যক্ষ ভাবিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বাদশাহী জাহাজ নষ্ট করিবার কারণ পুনর্ব্বার সুরাটহইতে কুঠি উঠাইয়াছে। ঐ খোজার মিত্র গুজরাটের অধ্যক্ষ এই দুঃসমাচার ও ভাবিনী বিঘ্নদুর্ভাবনা তাহার নিকট পাঠাইলেন। তিনি প্রথমে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের স্থানে অর্থ লইয়া পরে উজীরের নিকট এই দুঃসমাচার ও ভাবিবিঘ্ন দুর্ভাবনা প্রকাশ করিলেন তাহাতে উজীর মহাভীত হইয়া অতিশীঘ্র বাদশাহের মোহর করাইয়া দিলেন।

বাদশাহী প্রাপ্তাজ্ঞাদ্বারা কোম্পানির গুজরাট ও দক্ষিণদেশে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় স্থানে অর্থাৎ কলিকাতাতে তদাজ্ঞাপত্রদ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইল না যেহেতুক কলিকাতার সুবেদার তদনুমতি নিবারণের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বাদশাহের স্থানে কোম্পানির প্রাপ্ত পত্রানুসারে সাঁইত্রিশ গ্রাম যদি তাহারা প্রাপ্ত হইতেন তবে নদীর উভয় পার্শ্বে পাঁচ২ ক্রোশ অধিকার পাইতেন এবং তদধিকারস্থ তাবৎ তাঁতিরা তাঁহারদের অধিকারে পড়িত। ঐ উজীর প্রকাশরূপে বাদশাহের আজ্ঞা অবহেলন করিলেন না কিন্তু কোম্পানির প্রতি দত্তভূমির জমিদারেরদিগকে তদ্ভূমি দেওনে গুপ্তরূপে নিবারণ করিলেন তাহাতে বাদশাহী পত্রদ্বারা কোম্পানির এবং তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত উকীলেরদের চির প্রাপ্ত বাসনা ব্যর্থ হইল।

অপর কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজ বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে বি

রোধ উপস্থিত হইল বিশেষতঃ কলিকাতার প্রধান কুঠিপতি কো ম্পানির বাণিজ্যদ্রব্য থানায়২ করশুল্কহইতে মোচনার্থে মাত্র দ স্তক দিতেন না কিন্তু কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজ বাণিজ্যদ্রব্য মো চনার্থেও দস্তক দিতেন এবং ঐ বিষয় বাদশাহী রাজবর্গেরা অন বগতপ্রযুক্ত প্রথমতঃ নিবারণ করিলেন না। ঐ কালে কোম্পানি. ইংগ্লণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে তাবৎ বাণিজ্য স্বহস্তে রাখিয়া আ পনারদের ভৃত্যেরদিগকে কেবল ভারতবর্ষের নানা নগরের বাণি জ্য কার্য্য দিলেন। ঐ বাণিজ্যকার্য্য দুই প্রকার ছিল বিশেষতঃ সমুদ্রপথে ইংগ্লণ্ড ভিন্ন নানা দেশীয়েরদের সহিত বাণিজ্য বা ভারতবর্ষের গ্রামীয় বাণিজ্য। যখন প্রধান কুঠিপতি কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজবাণিজদ্রব্য করশুল্ক ইত্যাদিহইতে মুক্ত করণার্থে আপন দস্তখৎ দিলেন তখন জাফরখাঁ তৎপ্রকার কার্য্য নিবারণে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন যেহেতুক তদ্দ্বারা রাজকরের মাত্র হানি হইত না কিন্তু অঙ্গবঙ্গদেশীয় বণিকেরদেরও শুল্ক দেওনে মুক্ত না হওয়াতে তাহারদের অনেক হানি হইত। অতএব জাফরখাঁ বঙ্গীয় রাজবর্গেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে সমুদ্রপথে অন্যদেশ হইতে আনীত দ্রব্যব্যতিরেকে এবং সমুদ্রপথে প্রেরণীয় বাণি জ্যদ্রব্যব্যতিরেকে কোম্পানির কুঠিপতিকর্ত্তৃক দত্ত অন্যবাণিজ্যদ্র ব্যবিষয়ক দস্তক কোনরূপে মানিবা না। তাহা অবগত হইয়া কোম্পানি অনেক বিরোধ করিলেন কিন্তু সে বৃথা হইল এবং কোন২ বণিজ্যদ্রব্য স্বকর বা নিষ্কর এতদ্বিষয়ে কোম্পানির ভৃত্যের দের সহিত সুতরাং বাদশাহের ভৃত্যেরদের বিরোধ উপস্থিত হইল। অপর কোম্পানির ভৃত্যেরা বঙ্গদেশান্তর্গত নিজবাণিজ্য নির্ব্বাহ করণে অসফলতাপ্রযুক্ত তাঁহারা সমুদ্রপথে ভারতব র্ষস্থ নানাদেশে নিজবাণিজ্য ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। তা হাতে মুসল্মানীয় এবং আরমাণীয় জাতীয়েরাও ইংগ্লণ্ডীয় পতাকাধারি জাহাজে আপনারদের নিজবাণিজ্যদ্রব্য দেশদে শান্তর চালান করাতে দিল্লীতে উকীল যাওনের পর দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বন্দরে ৩০০০০০ মোন পর্য্যন্ত আমদানি প্তরানি হইল।

[৭ অধ্যায়।] [১৭১৬ শাল।]

অপর ১৭৩২শালে কোম্পানি প্রথমতঃ বার্ষিক হিসাব রাখনের দাঁড়া করিলেন তাহাতে ঐ সময়াবধি কোম্পানির ভারতবর্ষ হই তে আনীত দ্রব্যের মূল্যের এবং ভারতবর্ষে প্রেরিত দ্রব্যের মূ ল্যের নিশ্চয় বিবরণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ১৭৩২শালে কোম্পানির নিলামদ্বারা বিক্রীত বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য ১৯৪০৯১৬০ টাকা ছিল এবং ১৭৪৪ শালে ১৯৯৭৫০৬০ টাকামূল্যক ছিল কিন্তু তদ্বৎসরদ্বয়ের অভ্যন্তর বৎসর সকলেতে কিঞ্চিৎ ন্যূন ছিল।

১৭২৩ শালে কোম্পানির মূলধনের যে সুদ শতকরা ৮ টাকা ছিল তাহা ৭ টাকা হইল এবং ঐ রূপে ১৭৪৪ শালপর্য্যন্ত রহিল কিন্তু তৎপরে পুনর্ব্বার শতকরা ৮ টাকাপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। ইতোমধ্যে ১৭১৩০ শাল অবধি ১৭৩৬ শালপর্য্যন্ত হলণ্ডীয় কোম্পা নি আত্মমূলধনোপরি শতকরা ২৫ টাকা অংশ করিয়া দিলেন এবং ১৭৩৬ শালে শতকরা ২০ টাকা এবং তৎপর তিন বৎসরের জন্যে শতকরা বার্ষিক ১৫ টাকা এবং তৎপর চারি বৎসরের জন্যে শতকরা বার্ষিক ১২।।০ টাকা এবং ১৭৪৪ শালে শতকরা ১৫ টাকা করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া বোধ হয় যে বাদশাহের নিকটে উকীল প্রেরণেতে ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির কুঠিপতিরা কর শুল্ক দেওনে মুক্ত যে হইলেন তাহাতে কোম্পানির বাণিজ্যের উন্ন তিবিষয়ে বহুলাভ উৎপন্ন হইল না।

অপর ১৭৪০ শালে জরমণিদেশে ষষ্ঠচার্ল্স রাজার মৃত্যু হও য়াতে তদ্দেশে রাজত্বোত্তরাধিকারী কে হইবে এতদ্বিষয়ে বহু বিরোধ যুদ্ধ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ঐ যুদ্ধে তে ফ্রান্সীয়েরা এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রথমতঃ পরস্পর সহায়তা করিল কিন্তু ১৭৪৪ শালে ঐ উভয়জাতীয়েরা যুদ্ধ প্রকাশ করিলেন তাহাতে বহুদিবস গত না হইলে ভারতবর্ষস্থ উভয় জাতীয়ের দের কুঠিপতিরাও তৎফলভোগ করিতে লাগিলেন।

তদ্বিশেষ কহি ১৭৪৬ শালে সেপ্তেম্বর মাসের ১৪ তারিখে ফ্রা ন্সীয় যুদ্ধজাহাজের এক সমূহ মন্দ্রাজের দক্ষিণে বারক্রোশ অ ন্তরে নঙ্গর করিয়া পাঁচ বা ছয় শত যোদ্ধা নামাইয়া দিল ঐ যো দ্ধারা পদব্রজে এবং জাহাজসমস্ত জলপথে গমন করিয়া সন্ধ্যা

কালে নগরসম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা পঁহুছিবামাত্রে লা বোর্দোনে নামে ঐ জাহাজসমূহের সেনাপতি নগরাবরোধার্থে অবশিষ্ট সেনা লইয়া উত্তরিলেন। ঐ অবরোধে এক হাজার বা এগার শত গোরা এবং চারি শত সেপাহি এবং মরিচ ও মাদাগাস্কর উপদ্বীপহইতে আনীত চারিশত কাফরি ছিল তদ্ভিন্ন জাহাজে সত্তর বা আটার শত নানাদেশীয় লোক অবশিষ্ট ছিল।

তৎকালপূর্ব্বে একশত বৎসর প্রায় করমণ্ডলতটস্থ মন্দ্রাজ নগর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। ঐ সময়ে মন্দ্রাজস্থ ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির অধিকার সমুদ্রতটব্যাপিয়া দীর্ঘ আড়াই ক্রোশ এবং প্রস্তারে অর্দ্ধক্রোশ ছিল। ঐ নগর তিন অংশ ক্রমে অংশীভূত ছিল প্রথম অংশ গোরানগর নামে প্রসিদ্ধ তাহাতে কেবল ইংগ্লণ্ডীয়েরা বা তদধীন অন্যং ইউরোপ জাতীয়েরদের ঘর পঞ্চাশেক ছিল তদ্ভিন্ন কুঠিপতিরদের গুদাম ইত্যাদি এবং দুই ধর্ম্মশালা। নগরের ঐ অংশ চারি কোণেতে চারি বুরুজবিশিষ্ট এবং কুৎসিতরূপে গ্রথিত এক প্রাচীরেতে বেষ্টিত তদুপরি ফোর্ট সেন্ত জর্জ এই নাম লিখিত ছিল। তদুত্তরে তদপেক্ষা বৃহৎ এবং কদর্য্য অংশে আরমাণীরা এবং সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্য দেশস্থ বণিকেরা বাস করিত এবং তৃতীয়াংশে তদ্দেশস্থ প্রজারা বাস করিত সেই স্থান দেশনিবাসিরদের গৃহকুটীর ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল এই শেষ নির্ণীত অংশদ্বয় কালানগর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। মান্দ্রাজেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তিন শত লোকের অধিক ছিল না তাহারদের মধ্যে দুই শত গড়ের সেনা ছিল তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষে জাত খ্রীষ্টীয়ান মত্যবলম্বী বা পোর্ত্তুগিস্ জাতিহইতে ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন লোক হাজার তিন চারি ছল তদ্ভিন্ন সকলে আরমাণী বা মুসল্মান্ বা হিন্দু তাহার মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু। ইহাতে কোম্পানির অধিকারস্থ তাবৎ প্রজা আড়াই লক্ষের অধিক ছিল না। অধিক কি কহিব গুয়া নগর ও বাতাবি নগরভিন্ন তৎকালে ভার

তবর্ষস্থ ইউরোপ জাতীয়েরদের অধিকার মধ্যে ধনবিষয়ে বা বৃহত্ত্ব বিষয়ে মান্দ্রাজ নগর প্রধান ছিল।

ঐ মান্দ্রাজ নগরস্থেরা ফ্রান্সীয়েরদের তোপচালান পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া পরে আক্রান্ত হওন আশঙ্কাতে সন্ধি করিলেন। ঐ নগরস্থেরা রূপ্য পরিবর্ত্তনদ্বারা তন্নগররক্ষণে চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু লাবোর্দোনে তত্রস্থ কিল্লাতে ফ্রান্সীয় পতাকা উড়াইবেন ইহা মনে স্থির করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি দিব্য করিলেন যে আমি তন্নগর পরিবর্ত্তনে অত্যল্প রূপ্যদণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহা পুনর্ব্বার মুক্ত করিব ঐ প্রকার সন্ধি হওয়াতে নগরস্থেরা তাঁহাকে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দিল। তদ্যুদ্ধেতে ঐ সেনাপতি এক লোকও হারায় নাই কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মধ্যে শত্রুরদের বোম্‌নামক গোলাস্ফোটনেতে জন চারি পাঁচেক মারা পড়িয়াছিল এবং চারি পাঁচ ঘর নষ্ট হইয়াছিল। ঐ লাবোর্দোনে মান্দ্রাজ নগরবাসিরদিগকে বিশিষ্টাচারপূর্ব্বক সুরক্ষণ করিলেন কিন্তু কোম্পানির ভাণ্ডারেতে এবং গুদামেতে সাধারণ ধন যত পাইলেন সে সমস্ত হস্তগত করিলেন।

১৭৪৫ শালে লাবোর্দোনে ভারতবর্ষস্থ পূর্ব্বাঞ্চলে স্থিত উপদ্বীপ সমস্তের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইলেন। তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত লিখা উচিত দশ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি দক্ষিণ সমুদ্রগামি এক জাহাজে চাকরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অপর ১৭১৩ শালে তিনি ভারতবর্ষে এবং ফিলিপিননামক উপদ্বীপেতে গিয়াছিলেন ঐ যাত্রায় তিনি একই জাহাজে সহগামি জেজুইৎ মতাবলম্বি এক পণ্ডিতের নিকটে অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। অপর পৃথিবীর নানা অঞ্চলে সমদ্রপথে অনেক ভ্রমণ করণান্তর তিনি ১৭১৯ শালে কোম্পানির সুরাটগামি এক জাহাজে দ্বিতীয় যোদ্ধাপতি পদস্থ হইয়া চলিলেন। পরে ১৭২৩ শালে তিনি ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার প্রথমযোদ্ধা হইয়া এবং প্রত্যেক যাত্রায় কোনো এক কার্য্যে আপন বীরত্ব প্রকাশ করিয়া আপনার বহুপ্রশংসা উৎপন্না করাইয়াছিলেন। শেষ যাত্রায় তিনি আত্মসহগামি কলবিদ্যাজ্ঞাত

এক পণ্ডিতের স্থানে যুদ্ধবিদ্যা এবং দুর্গ দৃঢ়াক্রম করণ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অপর তিনি ভারতবর্ষে বাস করণে এবং আপনার এক জাহাজ চালাওনে পণ করিলেন তাহাতে ভারতবর্ষে নিজলাভার্থে বাণিজ্যব্যবসায় করণে ঐ ব্যক্তি ফ্রান্সিস্ জাতিরদের মধ্যে প্রথম ছিলেন। ঐ বাণিজ্যব্যবসায়ে তিনি এই মত নিপুণতা প্রকাশপূর্ব্বক আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন যে অল্প বৎসরের মধ্যে অনেক ধন সঞ্চয় করিলেন এবং তাঁহার চিত্ত এই মত প্রশস্ত ছিল যে তিনি যেং স্থানে যাইতেন সেইং স্থানেই বহুমান্য হইতেন।

অপর ১৭৩৩ শালে তিনি স্বদেশে গেলেন এবং তদ্দেশের উজীরেরা তাহার জ্ঞান ও চতুরতা দেখিয়া তৎপর বৎসরে তাঁহাকে মরিচ উপদ্বীপের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিলেন।

মরিচ্ উপদ্বীপেতে লাবোর্দোনের এগার বৎসর ব্যাপিত কর্ত্তৃত্ব কালে কেবল এক মোকদ্দমা হইল যেহেতুক উপস্থিত তাবদ্বিরোধের উৎপত্তি হইবামাত্রে তিনি সে সমস্ত আত্মবুদ্ধিদ্বারা নিষ্পত্তি করিতেন।

অপর ভারতবর্ষসমুদ্রস্থিত উপদ্বীপেতে ঐ লাবোর্দোনেকর্ত্তৃক বহুলাভজনক কার্য্য নির্ব্বাহ হইলেও তিনি আত্মকর্ত্তৃরদের সাক্ষাৎ তুচ্ছাস্পদ হওনবিষয়ে এড়াইলেন না। বিশেষিয়া কহি ভারতবর্ষ উপদ্বীপগামি ফ্রান্সীয় নানা জাহাজপতিরদের এবং অন্যং বণিকেরদের অন্যায় কার্য্যবিষয়ে তিনি তাহারদের বাধক হওয়াতে এবং তাহারদের স্থানে সম্পূর্ণ করস্তল্ক গ্রহণেতে তাহারা অল্পকালমধ্যে ফ্রান্সীয় কোম্পানির কর্ণ নিবেদনপত্র নালিস ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ করিল এবং ঐ নিয়ামকেরা ন্যায্যরূপে বিচার করণে অল্পজ্ঞান ধারণপ্রযুক্ত তাঁহাকে দোষী করিলেন তাহাতে তিনি আত্মকর্ত্তৃরদের অন্যায্যশাসনেতে অশুদ্ধ হইয়া ১৭৪০ শালে তত্তৎ উপদ্বীপের কর্ত্তৃত্ব পদ ত্যাগকরণে পণ করিয়া ফ্রান্সদেশে ফিরিয়া গেলেন কিন্তু ফ্রান্সীয় উজীর তাঁহার তৎপদ্ ত্যাগবিষয়ে সম্মত ছিলেন না। অপর কোন এক সময়ে তিনি ফ্রান্সীয় কোম্পানির কোন এক নিয়ামককর্ত্তৃক জিজ্ঞা

সিত হইয়াছিলেন যে তোমার নিজ তাবৎ কার্য্য এই মত মাঙ্গল্যপূর্ব্বক সিদ্ধ হয় কেন এবং কোম্পানির কার্য্য বা এমত মন্দ হয় কেন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে আমি আত্মকার্য্য আত্মবুদ্ধ্যনুসারে করি কিন্তু কোম্পানির কার্য্য কোম্পানির বুদ্ধ্যনুসারে চালাই।

অপর ইউরোপীয় রাজবর্গেরদের এবং ফ্রান্সীয়েরদের পরস্পর যুদ্ধ হইবে ইহা লাবোর্দোনে অনুমান করিয়া তাঁহার প্রশস্তচিত্ত মধ্যে উপস্থিত হইল যে ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বাণিজ্য কার্য্য আমি একেবারে দমন করিব এই বিষয় আপন আত্মীয় কতক গুলিন লোকেরদিগকে প্রথমতঃ অবগত করাইয়া কহিলেন যে আমি আট যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করণার্থে প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইতে পারিলে ইংগ্লণ্ডদেশহইতে কোম্পানির কুঠিপতির সাহায্য প্রাপণের পূর্ব্বে ভারতবর্ষস্থ সমুদ্রকে জাহাজ শূন্য করিব।

ঐ লাবোর্দোনে ১৭৪১ শালে আগষ্ট মাসের ১৪ তারিখে মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছিয়া অবগত হইলেন যে ফুদ্‌চেরি বন্দর মহারাষ্ট্রীয়েরদেরকর্তৃক আক্রান্ত হয় এই মত অবস্থায় আছে এবং মরিচ এবং বর্ব্বোঁ নামে উপদ্বীপস্থ কুঠিপতিরা ঐ ফুদ্‌চেরি বন্দর রক্ষার্থে সেনা প্রেরণ করিয়াছেন। অপর লাবোর্দোনে মরিচ উপদ্বীপাদি সৈন্যদ্বারা সুরক্ষণ করিয়া আগষ্ট মাসের ২২ তারিখে ফুদ্‌চেরি বন্দরে প্রস্থান করিয়া সেই স্থানে সেপ্তেম্বর মাসের ৩০ তারিখে পঁহুছিলেন। পঁহুছিবামাত্রে তিনি অবগত হইলেন যে আপদ্‌ অতীতা হইয়াছে কিন্তু মাহি বন্দর তদ্দেশীয় লোককর্তৃক অষ্টমাসব্যাপিয়া বেষ্টিত হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তিনি সেই শত্রুরদিগকে দমন করিয়া ঐ কুঠি পুনঃস্থাপনানন্তর ফ্রান্সীয়েরদের ও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পরস্পর যুদ্ধ প্রকাশ হইবে এই আশয়ে পুনর্ব্বার মরিচ উপদ্বীপে ফিরিয়া গেলেন। সেই উপদ্বীপে পঁহুছনের কিঞ্চিদনন্তর ফ্রান্সীয় কোম্পানিহইতে তিনি এই দুর্ভাগ্য সম্বাদ পাইলেন যে আত্মকর্তৃত্বাধীন যুদ্ধজাহাজসমস্ত তুমি আমারদের নিকটে প্রেরণ করিবা তাহাতে তিনি ফ্রান্সীয় কুলীন সভ্যেরদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন যে আমাকে আত্মপদ

পরিত্যাগ অনুমতি দিউন কিন্তু তাহাতে, তাহারা সম্মত হইলেন না অতএব তাহার কার্য্য ঐ উপদ্বীপসকলেতে নিবদ্ধ হওয়াতে তদবধি তত্তদুপদ্বীপ মঙ্গলার্থে তিনি আত্মপ্রশস্ত চিত্তানুসারে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। অপর ১৭৪৪ শালে সেপ্তম্বর মাসের ১৪ তারিখে ঐ সেনাপতি তত্তৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধ প্রকাশ হইয়াছে এই সম্বাদ শুনিয়া তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন যে এইক্ষণে আমি আত্মদেশের মঙ্গলার্থে কি না করিতে পারিতাম যদি আমার কর্ত্তৃরদের কুকর্তৃত্বপ্রযুক্ত বা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত নিবারিত না হইতাম। আত্মবাঞ্ছামত কর্ম্ম করণে অক্ষম হইলেও তিনি আত্ম সাধ্যপর্য্যন্ত কার্য্য নিষ্পান্ন করণে পণ করিলেন অতএব তিনি কোম্পানির কার্য্য সাধনার্থে উপদ্বীপেতে আগত তাবৎ ফ্রান্সীয় জাহাজ আটক করিলেন।

ঐ সমস্ত জাহাজ পুনর্গমনে প্রস্তুত হইবামাত্র তিনি তাহারদিগকে মাদাগাস্কর উপদ্বীপেতে প্রেরণ করিলেন যেহেতুক সে স্থানে পঁহুছিলে জাহাজপতিরা যদ্যপি আত্মখাদ্যসামগ্রী বর্দ্ধন করিতে না পারে তথাপি যাহা আছে তাহা সুরক্ষণ করিতে পারিবে পরে তিনি শেষ জাহাজ লইয়া মার্চ মাসের ২৪ তারিখে নঙ্গর তুলিলেন।

অপর মাদাগাস্কর ত্যাগ করিয়া সিংহলদ্বীপ লঙ্ঘিয়া যাওনসময়ে সমাচার পাইলেন যে ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজসমূহ নিকটবর্ত্তী আছে তাহাতে তিনি আত্মকর্ত্তৃত্বাধীন জাহাজপতিসমূহের দিগকে ডাকাইলেন তাহারদের মধ্যে অনেকে স্বদেশহিতবিষয়ক কার্য্যে অত্যলস ছিলেন কিন্তু যুদ্ধবিষয়ে সকলের বড় ব্যগ্রতা ছিল। তিনি জানিলেন যে আমি সৈন্য সংখ্যাবিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয় অপেক্ষা বলবত্তর আছি কিন্তু তোপবিষয়ে বলে অনেক ন্যূন অতএব তিনি আত্মাধীন জাহাজপতিরদিগকে আপন মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করাইয়া কহিলেন যে বায়ুকে আনুকূল্য করিয়া আমরা ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজে চড়াউ করিব। পরে জুলাই মাসের ৬ তারিখে দৃষ্ট হইল যে ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজসমূহ

ফ্রান্সীয়েরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ।

বায়ুবেগেতে সন্ধানপূর্ব্বক ফ্রান্সীয় জাহাজের উপরে আক্রমণ করিতেছে।

অপর এই ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজবিষয়ে অল্প কথিতব্য বিশেষতঃ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এবং ফ্রান্সীয়েরদের মধ্যে যুদ্ধ প্রকাশ হইবা মাত্র ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানি ৬০ তোপধারি দুই এবং ৫০ তোপধারি এক এবং ২০ তোপধারি এক জাহাজ বার্ণেট্ নামক সমুদ্রযোদ্ধা পতিকর্ত্তৃত্বাধীন ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। ঐ আয়োজনীভূত যুদ্ধজাহাজ প্রথমতঃ দুই দল হইল তাহার মধ্যে এক দল সন্দা নামক সুঁড়িপথেতে গমনাগমন করিতে লাগিল এবং অন্য দল ফ্রান্সীয় জাহাজ গমনাগমনপথে গমন করিয়া ফ্রান্সীয় চারি জাহাজ হস্তগত করিল। পরে ঐ জাহাজ বাতাবি উপদ্বীপেতে দলদ্বয়রূপে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক সম্মিলিত হইয়া ১৭৪৫ শালে জুলাই মাসে করমণ্ডলতটে উপস্থিত হইল। তাহা অবগত হইয়া ফুদ্‌চেরি বন্দরের অধ্যক্ষ আপনার অধীন ৪৩৬ গোরার অধিক না থাকাতে তিনি ভীত হইয়া মুসল্মানীয় রাজবর্গেরদিগকে কহিলেন যে আপনারা এই কথামাত্র প্রকাশ করুন যে এই ফুদচেরি বন্দর আমারদের পতাকাধীন এবং আমারদের অধিকারস্থ কোন স্থানে যদি ইংগ্লণ্ডীয়যুদ্ধজাহাজ দৌরাত্ম্য করে তবে আমরা মন্দ্রাজবন্দরে চড়াউ করিব। ঐ বাক্য শুনিয়া মন্দ্রাজের কুঠিপতিরা ভীত হইয়া বার্ণেট সাহেবকে কহিলেন যে তুমি সমুদ্রব্যতিরেকে তটের প্রতি আক্রমণ করিবা না। তাহাতে তিনি বায়ুবৃষ্টিপ্রযুক্ত তৎক্ষণে করমণ্ডলতট ত্যাগ করিয়া মৃগয়ানামাক পূর্ব্বতটস্থ এক বন্দরে ঐ বর্ষা কাটাইয়া ১৭৪৬ শালে মন্দ্রাজে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইলেন। সেই স্থানে পঁহুছিয়া তাঁহার যুদ্ধজাহাজসমূহ ইংগ্লণ্ডদেশহইতে আগত ৫০ তোপধারি দুই এবং ২০ তোপধারি এক জাহাজেরদ্বারা বর্দ্ধিত হইল কিন্তু ঐ জাহাজসমূহের মধ্যে ৬০ তোপধারি এক জাহাজ পুরাতন হইয়া কার্য্যে অক্ষমপ্রযুক্ত তাহা এবং পূর্ব্ব কথিত বিংশতি তোপধারি এক যুদ্ধজাহাজ ইংগ্লণ্ডদেশে পুনঃ প্রেরণ করিলেন। অপর বার্ণেট্ সাহেবের ঐ শালের এপ্রিল মাসে সেন্ত দাউদ্

দুর্গেতে মৃত্যু হওয়াতে পেটন্‌নামক দ্বিতীয় পদস্থ ব্যক্তি তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেই সময় দুর্গের দক্ষিণে নেগাপত্তন্‌ বন্দরসমীপে জাহাজেতে গমনাগমন করিতেছিলেন ইত্যোমধ্যে পূর্ব্বোক্ত শত্রুর আগমন দেখিতে পাইলেন।

অপর ঐ লাবোর্দোনে আত্মযুদ্ধজাহাজ সমস্ত বিন্যস্ত করিয়া ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজসমস্তের আগমনাপেক্ষায় রহিলেন কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজস্থেরা বায়ুপক্ষ থাকাতে তাঁহার চড়াউ করণ বাঞ্ছা ব্যর্থা হইল। পরে তিন প্রহরের সময়ে দূরে থাকিয়া কতকং লঘু যুদ্ধ হইয়া ঐ যুদ্ধজাহাজসমূহ দলদ্বয় আলোর অভাবপ্রযুক্ত সন্ধ্যা কালে পৃথক্‌ হইয়া রহিল। অপর প্রভাতে পেটন্‌ সাহেব আত্মজাহাজ সর্কলের তাবৎ সেনাপতিরদিগকে ডাকাইয়া যুদ্ধবিষয়ে পরামর্শ করিলেন যে ৬০ তোপধারি যুদ্ধজাহাজের বাইন ছাড়াপ্রযুক্ত আমরা ত্রিংকমালিবন্দরে যাই। ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজ আসিয়া চড়াউ করিবে এই অপেক্ষায় তত্তাবদ্দিবস ফ্রান্সীয় জাহাজেস্থেরা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিল যেহেতুক বায়ু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অনুকূল ছিল কিন্তু ফ্রান্সীয়েরা যখন দেখিল যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা চড়াউ করিবে না তখন তৎপশ্চাদ্গমনে অপারকপ্রযুক্ত তাহারা ফুদ্‌চেরি বন্দরপ্রতি মুখ করিয়া ঐ মাসের অষ্টম দিবসে সেই বন্দরে উপস্থিত হইল।

অপর যুসফ ফ্রান্সিস্‌ দুপ্লিনামে অধ্যক্ষ ১৭৪২ শালে ভারতবর্ষস্থ তাবৎ কুটিপতিরদের প্রধান হইয়া ঐ সময় ফুদ্‌চেরি বন্দরের অধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ ব্যক্তি ভারতবর্ষে উপস্থিত তৎকালীন অনেক স্মরণীয় বিষয়ের কারণ ছিলেন। তাঁহার পিতা ফ্রান্সদেশে শুল্কগ্রাহক পদে নিযুক্ত এবং ফ্রান্সীয় কোম্পানির এক নিয়ামক ছিলেন। ঐ ব্যক্তি আপন পুত্র যে বাণিজ্যকার্য্যে আয়ুর্য্যাপন করে এতদ্বিষয়ে বহুমনোযোগ দিয়া তৎকার্য্যসাধনার্থে আত্মপুত্রকে তদনুযায়ি বহুশিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পুত্রের মন গণনাবিদ্যাতে এবং সৈন্য গড়াদি দঢ়ী করণ বিদ্যাতে এবং কলবিদ্যাতে বহুপ্রবেশকপ্রযুক্ত তিনি তাহাকে ১৭১৫ শালে জাহাজে প্রেরণ করিলেন তাহাতে তিনি অনেকবার ভারতবর্ষে

এবং অমেরিকা দেশে গতায়াত করিলেন। ঐ রীতিক্রমে কিঞ্চিৎ কালমধ্যে ঐ দুপ্লি সমুদ্রবিষয়ক দ্রব্যাদি বহু অনুশীলন করাতে এবং সমুদ্রকার্য্যে আপনার আয়ুঃক্ষেপণ করণে পণ করাতে তাঁহার পিতা তাহাকে ১৭২০ শালে ফুদ্চেরি বন্দরের প্রথম সভ্য পদে প্রেরণার্থে ফ্রান্সীয় কোম্পানির অনুমতি চেষ্টা পাইয়া তৎকার্য্য সিদ্ধ করিলেন। ঐ যুবব্যক্তি আপনার প্রশংসা উৎপাদনার্থে আত্মপদকার্য্যে বহুমনোযোগ করিতে লাগিলেন এবং কালক্রমে ভারতবর্ষস্থ বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে অতিশয় নিপুণ হইলেন এবং তিনি কিঞ্চিৎ ধনাঢ্যপ্রযুক্ত ফ্রান্সীয় অন্যং কোম্পানির ভৃত্যেরদের মধ্যে অন্য বিশেষ ব্যবসায়কার্য্যে আপন জন্যে মনোযোগ করিতে লাগিলেন। ঐ পদে তিনি তদ্রীতিক্রমে দশবৎসর ক্ষেপণ করিলেন পরে ভারতবর্ষীয় কার্য্যবিষয়ে এবং তদ্বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ে তাঁহার নিপুণতা অবগত হইয়া ফ্রান্সীয় কোম্পানি তাঁহাকে বঙ্গদেশস্থ চন্দননগরের কুঠিপতির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। বাঙ্গালাদেশ ভারতবর্ষস্থ সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্যস্থান হইলেও বঙ্গদেশস্থ ফ্রাঁসীয় কোম্পানির কুঠিপতিরা অর্থাভাবে বা কুকর্তৃত্ব প্রযুক্ত কার্য্যকর্ম্ম বিষয়ে তাদৃক সফল ছিলেন না। ফ্রান্সীয়েরদের ঐ নগর তৎকালেও ভালরূপে স্থাপিত হয় নাই কিন্তু নূতন আগত ঐ অধ্যক্ষের কর্তৃত্বাধীন এবং তাঁহার উপায়ের কিঞ্চিদ্বাহুল্যপ্রযুক্ত তদবধি কার্য্যকর্ম্ম অতিসুগমরূপে নির্ব্বাহ পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ চন্দননগরের বসতি এবং ফ্রান্সীয়েরদের বাণিজ্যব্যবসায়বিষয়ক চেষ্টা দিনেং বাড়িতে লাগিল এবং বঙ্গদেশীয় বাণিজ্যবিষয়ে দুপ্লি নিজলাভার্থে অতিশয় চেষ্টা পাওয়াতে তিনি পৈতৃক ধনও তদ্বিষয়ে ব্যয় করিলেন। তাহাতে সুরাট্ এবং মক্কা এবং যুদ্দা এবং মানিল্লা এবং মালদ্বীপ এবং গুআ এবং বসরা এবং মলয়াবার তট ইত্যাদি স্থানে গমনকারী তাঁহার এবং তাঁহার অনুসঙ্গিবণিকেরদের অনুমান বার জাহাজ গতায়াত করিত ঐ ক্রমে তিনি অল্প কালের মধ্যে অতিশয় ধনোপার্জন করিলেন। তাঁহার কর্তৃত্বকালে চন্দননগরে দুই হাজারের অধিক ইষ্টক গৃহ নির্ম্মিত দৃষ্ট হই

য়াছিল এবং তিনি পাটনাতে ফ্রান্সীয় কোম্পানির নিমিত্তে এক নূতন কুটি স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা বঙ্গদেশেতে ফ্রান্সীয়েরদের বাণিজ্যব্যবসায় এই মত বাড়িল যে তাহা দেখিয়া ইউরোপীয় অন্য২ কুটিপতিরদের উদ্যোগ এবং দ্বেষ বহু বৃদ্ধি পাইল।

ঐ পদে দুপ্লির সুখ্যাতি ফ্রান্সদেশে এমত বর্দ্ধিতা হইল যে তিনি ফুদচেরিনামক ভারতবর্ষস্থ ফ্রান্সীয় প্রধান কুটিতে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন। পরে তিনি অবগত হইলেন যে ফ্রান্সীয় কোম্পানি ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারা স্বদেশহইতে তাহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে বাণিজ্যব্যবসায় বিষয়ে তুমি ন্যূন ব্যয় করিবা।

ঐ দুপ্লির চিত্ত অতিশয় ধনাকাঙ্খি এবং চঞ্চল এবং কার্য্যে নিপুণ হইলেও মহাবিষয়ে তাদৃক প্রশস্ত ছিল না। তাঁহার অহঙ্কার অতিশয় এবং চিত্ত অতি অপ্রশস্ত ছিল এবং অন্যের বৃদ্ধি দেখিয়া দ্বেষও করিতেন। ঐ সময়ে ফ্রান্সীয়েরা যে যুদ্ধজাহাজসমূহ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন সেই সকল জাহাজ প্রেরণোৎপন্ন ফল লাবোর্দোনে সেনাপতির ভোগনিমিত্তে অবশিষ্ট রহিল এবং কার্য্যে প্রথম প্রবিষ্ট হওনাবধি ঐ লাবোর্দোনে সেনাপতি ভারতবর্ষে নিযুক্ত আত্মানুসঙ্গিকার্য্যকারি দুপ্লির অহঙ্কারাদি বিষয়ে বহুবার নিবেদন করিয়াছিলেন। অপর লাবোর্দোনের অধিক বলপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজ ভারতবর্ষস্থ সমুদ্রহইতে দূরীকৃত হওয়াতে এবং জাহাজ অন্বেষণে তাঁহার লাভ না থাকাতে তিনি মন্দ্রাজবন্দর অক্রমণবিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার যোদ্ধা ভূমিস্থ হইলে তাহার জাহাজ ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজস্থ যোদ্ধৃকর্তৃক যদি আক্রান্ত হইত তবে অনেক আশঙ্কা জন্মিত এই নিমিত্তে তিনি ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজের তুল্যসংখ্যক তোপ নিজ জাহাজে ধারণ করণার্থে আর ষাইট তোপ দুপ্লির নিকটে চাহিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে দুপ্লি লিখিলেন যে ঐ তোপ যদি আমি দি তবে ফুদচেরিবন্দর সজ্জাহীন হইবে অতএব আমি দিতে পারি না। এই প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া লাবোর্দোনে অত্যল্প তোপ

এবং অত্যল্প বারুদাদি এবং রোগোৎপাদক কিঞ্চিৎ জলমাত্র লইয়া আগষ্ট মাসের ৪ তারিখে নঙ্গর তুলিয়া ১৭ তারিখে নেগাপত্তনের সম্মুখে ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধ জাহাজ দেখিতে পাইলেন এবং ছলার্থে হলণ্ডীয় ধ্বজা তুলিলেন। অপর ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজ স্থেরা ঐ ছল অবগত হইয়া আপনারদের জাহাজ অনামুখ করিয়া পলাইল। অপর লাবোর্দোনের সৈন্য তাবৎ পীড়াগ্রস্ত হওয়াতে মার্চ্চ মাসের ২৩ তারিখে নিতি ফুদচেরি বন্দরে ফিরিয়া আইলেন। সেই স্থানে পঁহুছিলে তন্নগরস্থ অধ্যক্ষ এবং সভ্যেরা যে তাহার সহিত ঐক্য হইয়া কার্য্যকর্ম্ম চালায় এতদ্বিষয়ে পুর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভগ্নাশ হইলেন। অপর দুপ্লি এবং তাঁহার সভ্যেরা লাবোর্দোনের সহিত বহুকালব্যাপিয়া বিরোধ করিতেছিল কিন্তু তাবদ্বিষয়ে লাবোর্দোনে আত্ম প্রশস্তচিত্ততা দর্শাইলেন এবং অতিশয় অনিচ্ছাপুর্ব্বক দুপ্লির আজ্ঞানুসারে আপন জাহাজহইতে ফুদচেরির সৈন্য তৎস্থানে নামাইলেন এবং স্বয়ং বহুপীড়িত হইলেও তিনি দুই বিষয় বিশেষতঃ মন্দ্রাজস্থ কুঠিপতিরা মন্দ্রাজহইতে আপনারদের সংস্থান স্থানান্তর করণের উদ্যোগ করিতেছে এতজ্জন্যে তৎসংস্থান আক্রমণার্থে এবং আমি যাহা করিতেছি এতদ্বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা আমার তত্ত্ব লইতেছে কি না এতদ্বিষয় জ্ঞাপনার্থে পণ করিয়া মন্দ্রাজ গমন স্থির করিলেন।

ঐ যুদ্ধযাত্রায় তিনি অনেক জাহাজ ধরিতে পারেন নাই কিন্তু অবগত হইলেন যে ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজ তত্তট ছাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে তিনি আলোচনা করিয়া সেপ্তেম্বর মাসের ১২ তারিখে ফুদ্চেরি ছাড়িয়া ১৪ তারিখে মন্দ্রাজে পঁহুছিয়া যুদ্ধায়োজন আরম্ভপুর্ব্বক পুর্ব্বকথিত বাক্যানুসারে ঐ বন্দর হস্তগত করিলেন।

অপর লাবোর্দোনে ফ্রান্সদেশহইতে বিশেষানুমতি পাইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের স্থানে মন্দ্রাজ বন্দর পুনরর্পণ করিলেন কিন্তু ঐ নগর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের স্থানে পুনরর্পণে দুপ্লি অধ্যক্ষ অত্যসম্মত ছিলেন অধিক কি কহিব তিনি পরামর্শ দিলেন এবং ভয়প্রদর্শন করাইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ঐ নগর পুনরর্পিত হইলে

আমি তাঁহাতে সম্মত হইব না তথাপি লাবোর্দোনে দৃঢ়চিত্ত হই য়া প্রাপ্তাজ্ঞানুসারে কার্য্য সম্পন্ন করাণের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাহাতে দুপ্লি তৎকার্য্য ত্বরায় নিষ্পন্ন করণার্থে এবং ফ্রান্সীয়ের দের সংস্থান মন্দ্রাজহইতে শীঘ্র বহিঃ করণার্থে এবং বায়ুর পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে মন্দ্রাজহইতে ফ্রান্সীয় জাহাজ প্রেরণে ত্বরা করণার্থে সাহায্য করণে অসম্মত মাত্র ছিলেন না কিন্তু সাধ্যপ র্য্যন্ত বাধা জন্মাইয়া লাবোর্দোনের লোকের মধ্যেও বিরোধ জন্মা ইয়া তাঁহাকে যে আক্রমণ করিয়া ফুদচেরি নগরে পাঠাইয়া দেন এমত চেষ্টাও পাইলেন। অপর অক্তোবর মাসের ১৩ তারিখে এক মহাঝড় উৎপন্ন হওয়াতে সমস্ত জাহাজ নঙ্গর তুলিয়া বা হির হইয়া সমুদ্রগমনের প্রয়োজন হইল তাহার মধ্যে দুই জা হাজ নষ্ট হইল এবং ঐ নষ্ট জাহাজের চৌদ্দ লোক মাত্র বাঁচিল এবং অন্য এক জাহাজ বায়ুকর্ত্তৃক দক্ষিণ দিকে এই মত চালিত হইল যে পুনর্ব্বার মন্দ্রাজ তট ধরণে অক্ষম প্রায় হইল. সকল জাহাজের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া গেল এবং অন্যং অনেক ক্ষতি হইল। অপর সাহায্যার্থে ঐ লাবোর্দোনে দুপ্লি অধ্যক্ষের স্থানে অনেক প্রার্থনা করিলেন কিন্তু সকল বিষয়ে তিনি আপ নার শত্রুতা প্রকাশ করিলেন। অনেক কালের পরে ঐ উভয় অধ্যক্ষেরা সম্মত হইলেন যে মন্দ্রাজ নগর ইংগ্লণ্ডীয়কর্ত্তৃক পুন র্ব্বার ক্রয় করণ সন্ধিপত্রের বাক্য এই মত অন্যথা করা যাইবে যে ফ্রাঁসীয়েরা মন্দ্রাজহইতে আপনারদের সংস্থান ১৫ আক্তোবর তারিখে না উঠাইয়া জানুআরি মাসের ১৫ তারিখে উঠাইবে ই হাতে দুপ্লি অতিসন্তুষ্ট ছিলেন যেহেতুক লাবোর্দোনে সেই স্থানহইতে গেলে ঐ বন্দর তাঁহার হস্তে অর্পিত হইবে এবং তিনি কোন সন্ধিপত্রদ্বারা যে বদ্ধ হইবেন ইহার কিছুই ভয় ছিল না।

লাবোর্দোনের ভাবি আখ্যায়িকা অল্পের মধ্যে কহি। তিনি ফুদচেরি বন্দরে ফিরিয়া আইলে দুপ্লি অধ্যক্ষের সহিত কথিত বিরোধ অতিশয় প্রকাশ পাইতে লাগল তাহাতে ঐক্যার্থে তাঁ হার তাবৎ চেষ্টা দুপ্লিকর্ত্তৃক তুচ্ছপূর্ব্বক অগ্রাহ্য ছিল। ইত্যবসরে

ফ্রান্সীয় জাহাজত্রয় মরিচ উপদ্বীপহইতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কথিত ঝড়েতে ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজ নষ্ট হইলেও তার তৈবর্ষস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তাবৎ বন্দর নষ্ট করণে যদি ফ্রান্সীয়েরদের প্রবল বল না ছিল তথাপি তাহারদের অনেক হিংসা করণে সামর্থ্য ছিল। অপর কার্য্যবিষয়ে পরের প্রাতিকূল্যপ্রযুক্ত আমি আপন মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি করিতে পারিব না ইহা লাবোর্দোনে অবগত হইয়া এবং দুপ্লির পরামর্শে সম্মত হইয়া সমুদ্রগমনে সমর্থ জাহাজসমস্ত লইয়া আচীন্ দেশে গেলেন ও ঐ জাহাজ মেরামত করিয়া পুনর্ব্বার ফুলচেরি নগরে ফিরিয়া আসিয়া ফ্রান্সীয় কোম্পানির পরবৎসরের বাণিজ্যদ্রব্য ফ্রান্সদেশে লইয়া যাওনার্থে পাঁচ জাহাজ দুপ্লি অধ্যক্ষের স্থানে অর্পণ করিলেন। ঐ জাহাজসমূহ ফুলচেরি নগরহইতে গমনসময়ে সপ্তসংখ্যক ছিল তাহার মধ্যে চারি জাহাজ কতক ভাল ছিল অন্য জাহাজসমস্ত অপটু আচীন্ নগরে যাইতে পারিবে কি না এবিষয়ে অনেক সন্দেহ ছিল তাহাতে স্থিরীকৃত হইল যে ঐ জাহাজ যদি আচীন্ বন্দরে পঁহুছনে অক্ষম হয় তবে উপদ্বীপসমূহের প্রতি গমন করিবে। ঐ মন্ত্রণানুক্রমে লাবোর্দোনে ঐ জাহাজসমূহকে দুই দল করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মের জাহাজ সমস্ত অন্য জাহাজের অপেক্ষা না করিয়া সরলপথে আচীন দেশে যাইবে এই আজ্ঞা দিয়া অবশিষ্ট অপটু জাহাজে তিনি পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ জাহাজসমূহের মধ্যে প্রথম দল অল্পক্ষণের মধ্যে অন্য দলের দৃষ্টির অগোচর হইল তাহা দেখিয়া এবং তাহারদের সঙ্গ প্রাপ্তিবিষয়ে নিরাশ হইয়া তিনি উপদ্বীপসমূহের প্রতি গমন করিলেন। পরে লাবোর্দোনে ইউরোপ দেশেতে আত্মশত্রুকর্ত্তৃক প্রেরিত অপবাদের উত্তর দেওনার্থে ইউরোপে গমনে পণ করিয়া হলণ্ডীয় এক জাহাজে আরোহিত হইলেন। অপর হলণ্ডীয়েরদের এবং ফ্রান্সীয়েরদের সহিত যুদ্ধ প্রকাশ হওয়াতে ঐ জাহাজ ইংগ্লণ্ডীয় এক বন্দরেতে আশ্রয় লইল তাহাতে ঐ লাবোর্দোনে ইংগ্লণ্ডদেশে পঁহুছিবামাত্র ধৃত হইয়া বন্দি হইলেন কিন্তু অনেকে তাঁহারে চিনিল এবং মান্দ্রাজে তৎকর্ত্তৃক কৃত সকল কার্য্য

স্মরণ করিল। তাহাতে প্রধান লোকেরা তাঁহার অতিমর্য্যাদা করি লেন এবং স্বদেশগমনবিষয়ে যে তাঁহার বিলম্ব না হয় এই জন্যে *ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির নিয়ামক এক জন আপন শরীর এবং সমস্ত সংস্থান বন্ধক রাখিতে উদ্যত হইলেন। ইংগ্লণ্ডীয় মহারাজ ঐ প্রশস্তচিত্ত নিয়ামকের এতদ্রূপ কোমল বাক্যেতে উপদিষ্ট হই* য়া কহিলেন যে লাবোর্দোনের বাক্যভিন্ন আমরা অন্য কোনো বন্ধক চাহি না ইহাতে ঐ নিয়ামকের তদুপকার করণ বাঞ্ছা ব্যর্থা হইল। কিন্তু ফ্রান্সদেশে উপস্থিত হইলে তদ্দেশীয় রাজ বর্গেরা ঐ লাবোর্দোনের প্রতি অন্যরীত্যাচার করিলেন। ঐ সময়ে ভারতবর্ষহইতে তাঁহার প্রতিকূলে অপবাদপত্র প্রেরিত হইয়াছিল এবং ঐ কালে দুপ্লির এক ভ্রাতা ফ্রান্সীয় কোম্পানির এক নিয়ামক ছিলেন। দুপ্লি অতিদৃঢ় এক সন্ধিপত্র খণ্ডন করিয়াছিলেন লাবো র্দোনে অতিবিশ্বস্তরূপে এবং বলপ্রকাশপূর্ব্বক অ.ত্ম দেশের হিত মাত্র চেষ্টা করিয়াছিলেন তথাপি তিনি তদ্রাজবর্গকর্ত্তৃক বাস্তীল্ নামক কারাগৃহে বদ্ধ হইলেন। তিনি সেখানে তিন বৎসর ছি লেন কিন্তু ঐ স্থানে থাকিয়া তাহার অপবাদ সপ্রমাণ না হওয়াতে এবং কার্য্যে তাঁহার নিপুণতার সম্বাদ প্রকাশ হওয়াতে তিনি নির্দোষী হইয়া মুক্ত হইলেন। তাঁহার মুক্তির পরে তিনি অল্প দিবস মাত্র বাঁচিলেন। অজ্ঞান ফ্রান্সীয় রাজবর্গেরা যে আত্মভৃ ত্যেরদের নিপুণতার যথার্থ প্রতিফল দেন ইহার অতিসুদৃষ্টান্ত তিনি হইলেন।

ঐ লাবোর্দোনে মন্দ্রাজ নগরহইতে বহুদিবস প্রস্থান করেন নাই ইতোমধ্যে তদ্দেশীয় নবাব সৈন্যসমভিব্যাহারে আসিয়া উপ স্থিত হইলেন কিন্তু দুপ্লি নবাবের হস্তে মান্দ্রাজ অর্পণের অঙ্গী কারে নবাবকে স্বপক্ষ করিয়াছিলেন কিন্তু মুসলমানেরা শীঘ্র দেখি লংযে ঐ অঙ্গীকার মিথ্যা অতএব মান্দ্রাজহইতে ফ্রান্সীয়েরদিগকে দূর করণে পণ করিল। অপর কথিত লাবোর্দোনে সেনাপতির যুদ্ধ জাহাজসমস্ত মান্দ্রাজ বন্দর ত্যাগ করিবামাত্র বহুসৈন্যসামন্ত সহকারে নবাব ও তাহার পুত্র আসিয়া মান্দ্রাজ বেষ্টন করিলেন। এই স্থানে উপদ্রব ঘটাতে লাবোর্দোনে জাহাজসমূহহইতে আ

স্বকর্ত্তৃক সুশিক্ষিত অনুমান ১২০০শত সেনা মন্দ্রাজে রাখিয়া গিয়া ছিলেন তাহাতে ফ্রান্সীয়েরা নবাবের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ দিয়া শত্রু অপেক্ষা অতিশয় শীঘ্র২ তোপ চালনদ্বারা তাহারদিগকে পরাস্ত করিলেন ঐ যুদ্ধেতে ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরদের কর্ত্তৃত্বশক্তি প্রথম ভঞ্জন করিল।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত ফ্রান্সীয়েরদের পূর্ব্বকৃত সন্ধি ভঞ্জনেতে দুপ্লি অধ্যক্ষ আপন কদাচরণ প্রকাশ করিলেন কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রকাশ করিতে তাহার সাহস হইল না অতএব তিনি ফুদ্‌চেরি বন্দরস্থ তাবৎ ফ্রান্সীয়েরদিগকে সন্ধিপত্র ভঞ্জন প্রার্থনা পত্র লিখিতে লওয়াইলেন। তাহারদের ঐ পত্র পাইলে তিনি কহিলেন যে সর্ব্বসম্মতিতে আমি এই সন্ধি ভঞ্জন করিয়াছি অতএব মন্দ্রাজে আজ্ঞা পাঠাইলেন যে পূর্ব্বকথিত সন্ধিপত্র ব্যর্থ করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তাবৎ গুদামের চাবি গ্রহণ এবং তাঁতিরদের গাত্রবস্ত্র এবং তাহারদের গৃহস্থিত দ্রব্য এবং স্ত্রীলোকেরদের অলঙ্কারব্যতিরেকে সকল প্রকার ধন গ্রহণ করিবা। ঐ আজ্ঞানুসারে তদধ্যক্ষাধীন লোকেরা অতিনিষ্ঠুরতাপূর্ব্বক সম্পন্ন করিল এবং মন্দ্রাজস্থ ইংগ্লণ্ডীয়াধ্যক্ষ এবং প্রধান২ লোকেরা দুপ্লিকর্ত্তৃক বন্দি হইয়া ফুদ্‌চেরি নগরেতে পরাস্তব্যক্তির ন্যায় আনীত হইয়া সর্ব্বজন দর্শনার্থে দেখান গিয়াছিল।

অপর মন্দ্রাজের দুর্গভ্রষ্ট হইলেও করমণ্ডলতটস্থ সেন্ত দাউদ দুর্গ তাহারদের অবশিষ্ট রহিল ঐ বন্দর ফুদ্‌চেরি বন্দরের দক্ষিণে ছয় ক্রোশ এবং তদধিকার দেশ মন্দ্রাজস্থাধিকারহইতে অধিক ছিল। ঐ দুর্গেতে কোম্পানির কুটিপতিরদের এবং অন্যা২ ইউরোপীয়েরদের ঘর তদ্ভিন্ন ঐ অধিকারেতে ভারতবর্ষস্থ বণিক এবং অন্যা২ তদ্দেশীয় লোকেরদের বাসস্থান কদলূর নগর এবং অন্যা২ দুই তিন গ্রাম ছিল। ঐ দুর্গ ক্ষুদ্র কিন্তু ভারতবর্ষস্থ তৎকালীন অন্যা২ দুর্গাপেক্ষা দৃঢ়াক্রম ছিল।

অপর দুপ্লি অধ্যক্ষ মন্দ্রাজ বন্দর হস্তগত করিলে অনেক কাল গত হয় নাই ইতোমধ্যে তিনি সেন্ত দাউদ বন্দর হস্তগত করণে বহুদ্যোগ করিতে লাগিলেন ঐ গড় হস্তগত করিতে পারিলে

ভারতবর্ষে ফ্রান্সীয়েরদের অন্য কোনো ইউরেপীয় শত্রু থাকিত না। অতএব দুপ্লি ১৭০০ গোরা সৈন্য এবং ৬০ অশ্বারূঢ় এবং লাবোর্দোনেকর্ত্তৃক শিক্ষিত দুই শত কাফরি লইয়া দিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখে রাত্রিযোগে ফুদ্‌চেরি বন্দরহইতে নির্গত হইয়া প্রভাত সময়ে ইংগ্লণ্ডীয় অধিকারসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সেন্ত দাউদ দুর্গেতে কেবল মন্দ্রাজহইতে পলাতক দুই শত গোরা ও ভারতবর্ষস্থ নীচজাতি সৈন্য এক শত ছিল। তৎকালে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষে সিপাহিরদিগকে ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধব্যবস্থায় শিক্ষা করান নাই কিন্তু ফ্রান্সীয়েরা ফুদ্‌চেরি নগরেতে চারি পাঁচ শত লোককে শিক্ষা করাইয়াছিল। কিন্তু সে যাহা হউক ঐ সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঢালতলোআর বল্লম তীর কামান পলিতার বন্দুক ইত্যাদিধারি তদ্দেশস্থ কুশিক্ষিত দুই হাজার বরকন্দাজ বেতন দিয়া রাখিয়াছিল। ঐ লোকেরদের মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা আট শত বা নয় শত লোকের হাতে বন্দুক দিয়া কদালুর নগর রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন তদ্ভিন্ন ইংগ্লণ্ডীয়েরা তদ্দেশস্থ নবাবের স্থানে সাহায্যার্থে প্রার্থনা করিলেন তাহাতে নবাব মন্দ্রাজ বন্দরে ফ্রান্সীয়েরদেরকর্ত্তৃক পরাস্ত হওয়াতে কহিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা কিঞ্চিৎ অর্থ দিলে আমি সেন্ত দাউদ বন্দর সুরক্ষণার্থে আপন সেনা প্রেরণ করিব। অপর ফ্রান্সীয়েরা আত্মকার্য্য নিষ্পন্নার্থে উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণেককাল আত্মশ্রম নিবৃত্ত্যর্থে বিশ্রাম করিল এবং আমরা স্বচ্ছন্দে এই দুর্গ হস্তগত করিব এই শ্লাঘা করিতেছিল ইতোমধ্যে ১০০০০ নবাবের সেনা আসিয়া তাহারদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া ফ্রান্সীয়েরা যুদ্ধ না দিয়া পাশ্চাদ্গমনে উদ্যোগ করিতে লাগিল তাহাতে বার গোরা মারা পড়িল এবং এক শত বিংশতি লোক আঘাতী হইল। পরে দুপ্লি নবাবের সহিত ঐক্য করণে বাঞ্ছা করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষহইতে তাহাকে পরাবৃত্ত করণে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি কদলুর বন্দরে অকস্মাৎ চড়াউ হওনে পণ করিয়াছিলেন এবং ঐ কার্য্য সিদ্ধ্যর্থে তিনি জানেওয়ারি মাসের ১০ তারিখে রাত্র্যবসানে ৫০০ লোক

নৌকাদ্বারা পূরণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা নগরের অসুরক্ষিত অংশে অরুণোদয়সময়ে চড়াউ করিবা কিন্তু বায়ুর প্রাবল্যজন্য তরঙ্গের অতিশয় বলবত্তাপ্রযুক্ত তাহারদের ফিরিয়া আসিতে হইল।

অপর জানেওয়ারি মাসের ২০ তারিখে মেরামতির নিমিত্তে আচীন্দেশ গমনকারি লাবোর্দোনের জাহাজ চতুষ্টয় ফুদ্চেরি বন্দরে ফিরিয়া আইল। তাহা অবগত হইয়া দুপ্লি মধ্যক্ষ নবাবের নিকটে অহঙ্কারপূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলেন যে আমি অনেক সেনাসাহয্য প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা অত্যল্পপ্রযুক্ত তুচ্ছ বস্তু। এই স্থানে এক পণ্ডিতের বাক্য অতিকথিতব্য যে ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরা আত্মমর্য্যাদা অবগত নহেন যেহেতুক যে পক্ষের সহিত তাহারা পক্ষ করেন ঐ পক্ষ যদি বলে ন্যূন হয় তবে কোন বিবেচনা না করিয়া বিপক্ষ হয় এইরূপে তৎক্ষণে উৎপন্ন লাভমাত্র দেখিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন। দুপ্লির পত্র পাইয়া তৎক্ষণে ঐ নবাবের সৈন্য ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে ত্যাগ করিল এবং নবাবের পুত্র অতিসমারোহপূর্ব্বক ফুদ্চেরি নগরে যাইয়া দুপ্লিকর্তৃক অতিশুভপূর্ব্বক গৃহীত হইয়া অনেক উপঢৌকন পাওয়াতে অতিতুষ্ট হইলেন।

অপর ঐ শুভাবস্থায় ফ্রান্সীয়েরা সেন্ত দাউদ দুর্গ আক্রমণার্থে গৌণ করিল না তাহাতে মার্চ্চ মাসের ১৩ তারিখে ফ্রান্সীয় সৈন্য সমস্ত কদলূর বন্দরের নিকটে দৃষ্ট হইল। পরে ঐ সৈন্য সমস্ত অত্যল্প বাধা পাইয়া সেন্ত দাউদ দুর্গের কিঞ্চিদ্দূরে নদী পার হইয়া পূর্ব্ব কথিত শুভস্থানে ছাউনি করিল। ইতোমধ্যে ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজসমূহ বন্দর নিকটবর্ত্তি হইতেছে ইহা দেখিয়া ফ্রান্সীয়েরা তৎক্ষণে নদী পুনর্ব্বার পার হইয়া ফুদ্চেরি নগরে সত্বর ফিরিয়া গেল।

অপর পেটন্ সাহেবের কর্তৃত্বাধীন যুদ্ধজাহাজসমূহ আগস্ত মাসের ১৮ তরিখে নেগাপত্তনের সম্মুখে লাবোর্দোনে তাহারদের দৃষ্টির অগোচর হইলে মন্দ্রাজ নগরস্থ লোকেরদের বহু আশা জন্মাইয়াছিল যেহেতুক তিনি সেপ্তেম্বর মাসের ৩ তারিখে মন্দ্রাজ

নগরের ১৫ ক্রোশ উত্তরদিগে পুলিকাট নগর সম্মুখে দেখা দিয়া চলিয়া গেলেন। পেটন্ সাহেবের অধীন ৬০ তোপধারি জাহাজ আত্ম তোপের বেগ সহ্য করিতে পারিবে না এতদাপদ্গ্রস্ত হওয়াপ্রযুক্ত তিনি বাঙ্গালায় আইলেন।

সেস্থানে পঁহুছিলে ঐ যুদ্ধজাহাজসমস্ত গৃফিন্নামে প্রধান সমুদ্রযোদ্ধাকর্ত্তৃত্বাধীন ইংগ্লণ্ডদেশহইতে আগত ৬০ এবং ৪০ তোপধারি জাহাজদ্বয়েতে বর্দ্ধিত হইল। তিনি পঁহুছিবামাত্র তাবৎ যুদ্ধজাহাজের কর্ত্তৃত্ব আত্মাধীন করিয়া সেন্ত দাউদ দুর্গ রক্ষার্থে এবং ফুদ্চেরি বন্দরে ভয়প্রদর্শনার্থে তাবৎ যুদ্ধজাহাজ লইয়া গেলেন। সেন্ত দাউদ দর্গে ঐ সময়ে এক শত গোরা এবং দুই শত এতদ্দেশীয় নীচজাতি লোক এবং বোম্বেহইতে একশত সিপাহির আগমনেতে বল বৃদ্ধি পাইয়াছিল তদ্ভিন্ন তিল্চেরি বন্দরহইতে চারিশত সেপাহি আসিয়াছিল এবং ঐ বৎসরে ইংগ্লণ্ডদেশহইতে কোম্পানির আগত জাহাজহইতে একশত পঞ্চাশ গোরার সেনা নামান গিয়াছিল এবং ১৭৪৮ শালে জানেওয়ারি মাসে লারেন্স সাহেব ভারতবর্ষস্থ তাবৎ সৈন্যের কর্ত্তা হইয়া আইলেন।

অপর দুপ্লি অনুমান করিলেন যে বায়ু প্রতিকূলপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজসমূহ হঠাৎ বঙ্গালাহইতে সেন্ত দাউদ বন্দরে যাইতে পারিবে না অতএব তিনি কদলূর বন্দরে পুনর্ব্বার চড়াউ করণে চেষ্টা পাইলেন। পরে ফ্রান্সীয়েরা ঐ নগরে উপস্থিত হওয়াতে মেজর লারেন্স সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরা গড় ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে এতদ্বোধ জন্মানার্থে ছলরূপে শত্রুর দিগকে দুর্গের ভিত্তির উপরি উত্থান করিতে দিলেন ইত্যবসরে তিনি কতকগুলিন বন্দুকধারি সৈন্য লইয়া তাহারদের উপরে অকস্মাৎ গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন তাহাতে ফ্রান্সীয়েরা চতুর্দ্দিগে পলায়ন করিল।

অপর ভারতবর্ষস্থ ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপতিরদের উপদ্রব এবং ভারতবর্ষস্থ ফ্রান্সীয়েরদের মহাযুদ্ধায়োজন বিষয় অবগত হইয়া ইংগ্লণ্ডীয় রাজবর্গেরা ভারতবর্ষে প্রেরণার্থে অনেক যুদ্ধজাহাজ

প্রস্তুত করিলেন বিশেষতঃ রাজকীয় যুদ্ধজাহাজ ৭৪ তোপধারি এক ৬৪ তোপধারি এক ৬০ তোপধারি দুই ৫৮ তোপধারি দুই ২০ তোপধারি এক ১৪ তোপধারি এক বোমের আঘাত সহ্য করিতে পারে এই মত এক এবং তাহার সহকারি এক তদ্ভিন্ন পীড়িত লোকেরদের চিকিৎসানিমিত্তে এক এবং খাদ্যসামগ্রী এবং ১৪০০ সেনাধারি কোম্পানির এগার জাহাজ বস্কাওবেন্‌নামক প্রধান সমুদ্রযোদ্ধাপতির কর্তৃত্বাধীন ১৭৪৭ শালের অন্তে ইংগ্লণ্ডদেশহইতে প্রস্থান করিল। ঐ সমুদ্রযোদ্ধার প্রতি আজ্ঞা হইয়াছিল যে তুমি পথে ফ্রান্সীয়েরদের বহুকার্য্যোপযুক্ত মরিচ উপদ্বীপ হস্তগত করিবা কিন্তু সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তদুপদ্বীপ অতি সুরক্ষিত দেখিয়া এবং তদুপদ্বীপ আক্রমণ করণে বহুকাল নিবারিত হইব ইহা অনুমান করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। পরে আগস্ত মাসের ৯ তারিখে ঐ জাহাজসমূহ সেন্ত দাউদ্ দুর্গে উপস্থিত হইয়া গৃফিন্ সেনাপতির যুদ্ধজাহাজের সহিত মিলিত হওয়াতে ভারতবর্ষে ইউরোপজাতীয়কর্তৃক তৎকালপূর্ব্বে তদপেক্ষা সমারোহী বর্দ্ধিত সেনা ছিল না।

দুপ্লি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মহাযুদ্ধায়োজনের বিষয় ফ্রান্সদেশহইতে ত্বরায় অবগত হইয়া ফুদ্চেরি নগরেতে এবং মন্দ্রাজেতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহার্থে নবাবের সহিত অধিক মিল করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন যেহেতুক তিনি অবগত ছিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিক সেনা দর্শন দিলে ঐ নবাব বলবন্তরের পক্ষ হইবেন তাহাতে ফ্রান্সীয়েরদের অধিকারে কি সমুদ্রপথে বা স্থলপথে পুনর্ব্বার অন্নজল রহিত হইবে।

তৎসময়ে বস্কাওবেন্ সাহেবের নিরূপিত কার্য্য ত্বরায় সম্পন্নার্থে সেন্ত দাউদ দুর্গেতে অনেক আয়োজন হইয়াছিল তাহাতে ঐ যোদ্ধা অত্যল্পসময়মধ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত্যর্থে প্রস্তুত হইলেন এবং তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরা এই আশয়ে আত্মান্তঃকরণ সান্ত্বনা করিতেছিলেন যে এখন আমরা মন্দ্রাজ আক্রমণ প্রতিফল ফুদচেরি নগর আক্রমণ করিয়া আত্মাক্লেশ নিবৃত্তি করিব কিন্তু অন্য সমস্ত আয়োজনমধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ফুদচেরি বন্দরসমীপস্থানের

তত্ত্ব লওনে ত্রুটি করিলেন। বিশেষতঃ ফুদচেরি বন্দরের দক্ষিণে এক ক্রোশ দূর আরিআংকোপান্ নামে স্থানে ফ্রান্সীয়েরা এক গড় গ্রন্থন করিয়াছিল ঐ স্থানে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য উপস্থিত হইলে তৎস্থানবিষয়ে কেহ যে কিছু সম্বাদ দিতে পারে এমত এক জনও ছিল না তথাপি তাহার উপর চড়াউ করিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা উদ্যোগ করিলেন কিন্তু সে নিষ্ফল হইল এবং মেজর লারেন্স সাহেব ফ্রান্সীয়েরদের হস্তগত হইলেন কিন্তু কিঞ্চিৎকালানন্তর ঐ দুর্গের মধ্যস্থ বারুদেতে কোন সঙ্গতিতে অগ্নি সংযোগ হওয়াতে দুর্গের এক পার্শ্ব উড়িয়া গেল তাহাতে তত্রস্থ ফ্রান্সীয়েরা পলায়নপূর্ব্বক ফুদ্চেরি নগরে গেল।

পরে ঐ বস্কাওবেন্ ফুদ্চেরি দুগের ভিত্তিহইতে ৩০০০ হাত দূরে পঁহুছিয়া গড়খাই খনন করিয়া তোপ চালানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু ঐ কালে ১৬০০ হস্ত দূরে গড় খননের ব্যবহার ছিল। জাহাজহইতে যে তোপ এবং বোম্ ক্ষেপ করা গেল তাহাতে বড়একটা কার্য্য নির্ব্বাহ হইল না এবং যুদ্ধবিষয়ে নিপুণতার ন্যূনতাপ্রযুক্ত অনেক শ্রম করিলেও তৎকার্য্য অতিশয়েঃ নির্ব্বাহ পাইল। কতককাল পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা দুর্গের ১৬০০ হস্ত দূরে গড়খাই খনন করিতে লাগিল কিন্তু দুর্গের অন্যপার্শ্বে যদি ইংগ্লণ্ডীয়েরা গড়খাই খুদিতেন তবে গড়ের গড়ানিয়াস্থানপর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিতেন। অতএব ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঐ পক্ষের পার্শ্বে গড়হইতে ১৬০০ হাত দূরে গড়খাই খুদিয়া বুরুজ ইত্যাদি বাঁধিলেন কিন্তু চড়াউকারি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের গোলা ক্ষেপণাপেক্ষা গড়স্থ শত্রুরদের তোপ বন্দুক ইত্যাদির গোলা ক্ষেপণ দ্বিগুণ ছিল। কিঞ্চিৎপরে বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে এবং ছাউনিতে লোকেরদের পীড়ার বৃদ্ধি হওয়াতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা শত্রুরদের দুর্গাদিতে বহু হিংসা করিতে পারে নাই এবং অল্পকাল মধ্যে বর্ষার উপস্থিতিপ্রযুক্ত পথ অতিদুর্গম হইবে এবং বায়ুবৃষ্টি উপস্থিত হওয়াতে জাহাজেরদের তত্তটে থাকা অসাধ্যপ্রযুক্ত পূর্ব্বকথিত গড়খাই খননানন্তর ১৩ দিবস পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধসভা আহ্বান করিয়া ছাউনি উঠাইতে স্থির করিলেন। অপর

ঐ দুপ্লি অধ্যক্ষ আপন অহঙ্কারি স্বভাবানুসারে ঐ বিষয়ে অনেক দর্প করিতে লাগিলেন বিশেষতঃ তিনি ফ্রান্সদেশে লিখিয়া পাঠাইলেন যে নির্ণীত তাবদ্যুদ্ধাখ্যায়িকার মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় যুদ্ধ করিয়াছি এবং ভারতবর্ষস্থ বাদশাহের নিকটেও তদ্রূপ বাক্য লিখিয়া পাঠাইলেন তাহাতে তিনি কথিত রূপে আত্মবীর্য্য প্রকাশ করণেতে আত্মবিষয়ক এবং আত্মজাতি বিষয়ক অতিশয় প্রশংসাপ্রাপ্ত হইলেন কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা নীচ লোকস্বরূপ মান্য হইলেন।

অপর নবেম্বর মাসে সম্বাদ পঁহুছিল যে ফ্রান্সীয়েরদের এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ক্ষণেক মিল হইয়াছে এবং আইলা সাপেল্‌নামক নগরস্থ সন্ধি স্থিরীভূত হইয়াছে তদ্বিষয়ক সম্বাদও অল্পদিবস পরে আসিয়া পঁহুছিল। ঐ সন্ধিপত্রে এই স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে ফ্রান্সীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে মন্দ্রাজবন্দর পুনরর্পণ করিবে অতএব উত্তমরূপে মেরামতি করা তদ্দুর্গসুদ্ধ ঐ বন্দরইত্যাদি আগস্ত মাসে পুনরর্পিত হইয়াছিল। কথিত যুদ্ধ ব্যাপনের কএক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অন্যং কুঠিতে কোন বহুনির্দ্দেতব্য বিষয় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু বঙ্গদেশীয় নবাব ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে এবং ফ্রান্সীয়েরদিগকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে তোমরা আমার অধিকারের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বিরোধ করিতে পারিবা না এবং আমি উভয়জাতীয়েরদের সুরক্ষণ করিব ইহা কহিয়া তাহারদের উপর এক কর নিরূপণ করিলেন তাহার মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগহইতে সকলসুদ্ধ যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ১০০০০০০ অধিক ছিল না। তদ্ভিন্ন কোম্পানির তিন শত গাঁটি রেশম মহারাষ্ট্রজাতিকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল এবং ঐ জাতীয়েরা তৎপ্রদেশে বহুদৌরাত্ম্য করাতে বাণিজ্যব্যবসায় বিষয়ে বহূপদ্রব জন্মিয়াছিল।

[৭ অধ্যায়।] [১৭৪৭ শাল।]

অষ্টমাধ্যায়।

কর্ণাট্ দেশের নবাব মহম্মদআলীকে তদ্দেশস্থ সিংহাসনেতে স্থাপনার্থে যুদ্ধের আরম্ভের এবং বৃদ্ধির এবং ক্ষণেকের জন্যে ক্ষান্তির বিবরণ।

কথিত ঘটনার পর ভারতবর্ষে কোম্পানির আখ্যায়িকার মধ্যে নির্দেতব্য অনেক নূতন বিষয় উৎপন্ন হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে কোম্পানি নম্রতাপূর্ব্বক এবং পরাধীন হইয়া বঙ্গদেশীয় রাজবর্গকর্ত্তৃক কখনং সুরক্ষিত বা কখনং উপদ্রুত হইয়া কেবল বণিকরূপে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু পশ্চাৎ দেখা যাইবে যে তাহারা যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইয়া ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরদের সহিত বিরোধ বিসম্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ কালে দুপ্লি অধ্যক্ষের মনোবাঞ্ছা ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির তাবদ্ভৃত্যেরদের মনোবাঞ্ছাপেক্ষা অতিশয় বর্দ্ধিতা হওয়াতে তিনি ফ্রান্সজাতীয়েরদের জন্যে ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপনে মনস্থ করিয়া ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরদের ন্যায় ছল করণে বহুনিপুণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ উভয় জাতীয়েরদের মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা করমণ্ডলতটস্থ কেবল এক ক্ষুদ্র স্থানের নিমিত্তে প্রথমতঃ করবাল নিষ্কোষ করিলেন তাহার বিশেষ শুন।

ঐ সময়ে করমণ্ডলতটস্থ এক জন অধ্যক্ষ তৎকালীন বিরোধে তঞ্জাউরের রাজসিংহাসন পুনঃং প্রাপণেতে এবং পুনঃং চ্যুত হওনেতে সেন্ত দাউদ্ দুর্গেতে পলায়ন করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন যে আমার প্রজারা আমার পুনঃস্থাপনবিষয়ে সাহায্য করিবে এক্ষণে তোমারদের সাহায্যদ্বারা যদি আমি আত্মাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হই তবে যুদ্ধের তাবৎ ব্যয় এবং দেবীকোটা দুর্গ তদধিকার সুদ্ধ তোমারদিগকে দিব।

সেন্ত দাউদ দুর্গস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা তঞ্জাউরের ঐ পলায়িত রাজার পক্ষ হইয়া ১৭৪৯ শালে এপ্রিল মাসের আরম্ভে ৪৩০ গোরা এবং ১০০০ সিপাহি এবং ৮ তোপ লইয়া তাহার সহিত তঞ্জাউর নগরে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

ভারতবর্ষে মুসলমানেরদের প্রথম আক্রমণ সময়ে তঞ্জাউর অধিকার অতিক্ষুদ্র এবং কাবেরী নদীর বহুমোহনাব্যাপ্ত স্থান মাত্র ব্যাপিয়া ছিল। কোলেরুণনামক ঐ নদীর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তর খাল তদ্দেশের উত্তর সীমা এবং তদধিকার সমুদ্র তটে ক্রোশ পঁয়ত্রিশ ব্যাপিয়া ছিল এবং তট ছাড়িয়া দেশাভ্যন্তরেও তৎক্রমে। আখ্যায়িকাদ্বারা অনুমান হয় যে দক্ষিণে মুসলমানীয়েরদের রাজ্য স্থাপনপূর্ব্বে ঐ রাজ্য বিজয়নগরের বলবত্তর হিন্দু রাজার অধীন ছিল কিন্তু পরে বিজাপুরের মুসলমানীয় রাজ্যের কর্তৃস্বাধীন হইল তথাচ আত্মব্যবস্থাধীন এবং স্বস্ব জমিদারেরদের অধিকারস্বরূপ রহিল। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি যে আওরঙ্গজেবের কালে শিবাজীর অতিখ্যাত্যাপন্ন পিতা কর্ণাট্‌দেশ করতল করিয়া ও মধুরার রাজার সহিত ঐক্য করিয়া তঞ্জাউরের রাজার প্রতিকূলে গমনপূর্ব্বক তাহাকে পরাস্ত করিয়া হত করিল। পরে ঐ শিবাজীর পিতা তদধিকৃত দেশের বিভাগবিষয়ে মধুরার রাজার সহিত বিরোধ করণেতে মহারাষ্ট্রেরা আসিয়া মধুরা এবং তঞ্জাউর অধিকার হস্তগত করিয়া তত্তাবদ্দেশ আপনার উত্তরাধিকারিরদিগকে দিলেন। পরে ঐ ব্যক্তির পৌত্র শাহুজী জুল্‌ফকার খাঁ নবাবকর্তৃক বন্দি হইল ঐ জুল্‌ফকার খাঁ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে আত্মপক্ষ দৃঢ় করণার্থে তাঁহাকে আপন অধিকার ফিরাইয়া দিলেন। সরফোজী এবং তুকোজীনামে শাহুজীর দুই ভ্রাতা ছিল তাহারা ক্রমশঃ তদধিকারী হইল কিন্তু শেষ কথিত তুকোজী ব্যতিরেকে অন্য সকলে নিঃসন্তান মরিল। ঐ তুকোজীর বাবাসাহেব এবং নানা এবং শাহুজী নামে তিন পুত্র ছিল তাহার মধ্যে বাবাসাহেব আত্মপিতার উত্তরাধিকারী হইয়া নিঃসন্তান মরিল তাহায় পূর্ব্বে নানা তাহার ভ্রাতা মরিল কিন্তু তাহার এক সন্তান ছিল এবং তা

হার মাতা সৈয়্যদনামক তদ্দেশের দুর্গাধিপতির পরাক্রমেতে রাণীপদে নিযুক্তা হইলেন কিন্তু ঐ অতিবলবান ভৃত্য কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ রাণীকে পদচ্যুতা করিয়া তাহাকে কারাগারে রাখিয়া সরফোজীর উপপত্নীজাত এক পুত্রকে রাজপদে নিযুক্ত করিলেন এবং আত্মবাঞ্ছা নিষ্পন্নার্থে তাহাকে অত্যল্প দিবসের মধ্যে বধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে ঐ সৈয়্যদ্ তুকোজীর কনিষ্ঠ পুত্র শাহুজীকে রাজসিংহাসনে নিযুক্ত করিয়া অল্প দিবসের মধ্যে তাহাকেও পদচ্যুত করিলেন। তার পরে সৈয়্যদ্ ১৭৪১ শালে তুকোজীর উপপত্নীজাত প্রতাপসিংহনামে এক পুত্রকে রাজসিংহাসনে বসাইলেন। ঐ প্রতাপসিংহ রাজ্যাধিকারী হইবামাত্র সৈয়্যদ্কে হত করিলেন তৎকালে শাহুজী ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সাহায্যের চেষ্টা পাইতেছিলেন।

অপর সৈন্যসামন্ত সমস্ত স্থলপথে গমন করিল কিন্তু তোপ বারুদ এবং সৈন্যেরদের খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি সমুদ্রপথে প্রেরিত হইল। ঐ সেনা সকলের গমনের কিঞ্চিৎ পরে বর্ষা উপস্থিতা হইল তাহাতে মহাঝড়বৃষ্টি হইতে লাগিল। পরে সৈন্য সকল অনিবার্য্যরূপে কোলেরুণ নদী পার হইয়া এক মহারণ্য প্রতি গন্তব্য এক পথে গমনে প্রায় উদ্যত হইল ইতোমধ্যে দৈবাৎ এক সেনা নদী তীরস্থ এক পথ দেখিতে পাইল। পূর্ব্বদৃষ্ট পথে গেলে তাহারা শীঘ্র নির্গত হইতে পারিত না কিন্তু ঐ দৈবপ্রকাশিত পথ দিয়া তাহারা দেবীকোটা নগরহইতে পাঁচ ক্রোশ দূর এক স্থানে পঁহুছিল। ঐ তাবৎ পথে তঞ্জাউরদেশনিবাসিরা তাহারদের অনেক বাধা জন্মাইল কিন্তু শাহজীর পক্ষীয় এক লোকও দেখা দিল না এবং আখ্যায়িকার দ্বারা বোধ হয় যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কার্য্যের কোন এক বিষয় শত্রুরা অবগত ছিল না এবং ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধ জাহাজ দুই ক্রোশ অন্তরে নদীর মোহনায় নঙ্গর করিয়া থাকিলেও ইংগ্লণ্ডীয় স্থলস্থ সৈন্য তাহারদের কোন সমাচার পাইতে পারিল না। পরে ঐ সেনা আপনারদের তদ্দুর্গস্থ তাবৎ তোপ গোলা ইত্যাদি ক্ষেপ করিয়া হটিয়া আইল।

হটিয়া আসা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বড় লজ্জার বিষয় হওয়াতে

মন্দ্রাজের কুটিপতিরা ঐ দুর্গে পুনর্ব্বার চড়াউ করণে পণ করি লেন। তাহাতে ঐ যুদ্ধায়োজন ইত্যাদি লারেন্স সেনাপতিকর্ত্তৃ স্বাধীন পুনর্ব্বার প্রেরিত হইল কিন্তু এবার তাবৎ যুদ্ধায়োজন সমুদ্র পথে চলিল এবং নদীর মোহনাহইতে সৈন্য এবং খাদ্যদ্র ব্য এবং যুদ্ধসামগ্রী ইত্যাদি নৌকাদ্বারা দেবীকোটা নগরে চালিত হইল পরে সেনা সমস্ত দুর্গের সম্মুখে পারে উত্তরিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা উক্তি করিল যে দুর্গপারস্থ ভূমি হ্রদ এবং দলদ লিয়া পঙ্গেতে এবং বনেতে এবং তঞ্জাউর দেশবাসি সৈন্যেতে পরিপূর্ণপ্রযুক্ত দুর্গের অন্য পারে গড়খাই দুর্গ ইত্যাদি খনন উত্তম। অপর ঐ দুর্গের প্রতিকূলে তিন দিবস যুদ্ধ করণানন্তর তাহার ভিত্তি ভেদ করিল কিন্তু নদী পার হইতে না পারিলে তদ্ভেদে কোন উপকার দেখিল না। ঐ নদী অতিপ্রশস্তাপ্রযুক্ত এবং তাহার স্রোতের অতিপ্রাবল্যপ্রযুক্ত এবং নদীর অন্য পারের ঝাড়ঝোপেতে তঞ্জাউরদেশবাসি সৈন্যেরা লুক্কায়িত থাকনপ্রযুক্ত তন্নদী পার হওন অত্যাপদ্বিশিষ্ট কার্য্য ছিল। দৈবাৎ সৈ ন্যের মধ্যে এক জন সূত্রধর আত্মজ্ঞানপূর্ব্বক তদ্বাধা সমাধা করিল বিশেষত ঐ ছূতার ৪০০ শত সেনাধারণক্ষম এক বৈলা নির্ম্মাণ করিল কিন্তু কি প্রকারে ঐ বেলা পার করিবে এ বিষয়ে কেহ উপায় করিতে পারিলেন না ইতোমধ্যে জান্ মোর না মে ঐ বেলা নির্ম্মাণকারি ছূতার পুনর্ব্বার আপন বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া ঘোরনিশাসময়ে এক রজ্জু দন্তে করিয়া সন্তরণদ্বারা পার হইয়া শত্রুরদের অগোচর এক গাছে বাঁধিয়া ফিরিয়া আইল। অপর ঐ রজ্জু আকর্ষণ করিয়া পার করণসময়ে ইংগ্লণ্ডীয় সৈ ন্যেরা কথিত রজ্জুবদ্ধ স্থানে কতকগুলিন বন্দুকের দেওড় করিল যে তঞ্জাউরীয়েরা সেস্থানহইতে বেলার গমনাগমন দেখিতে না পায়। ঐ ক্রমে সেই বেলা যাবৎ সমস্ত সৈন্য পার না হইল তাবৎ গমনাগমন করিল পরে সৈন্য সমস্ত পারে উত্তীর্ণ হইবা মাত্র মেজর লারেন্স সাহেব দুর্গের কথিত ভগ্ন স্থানে তৎক্ষণে চড়াউ করণে স্থির করিলেন এবং ফুদচেরি দুর্গেতে যুদ্ধ সময়ে আত্ম সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন যে লিপ্তেনন্ত ক্লাইব সাহেব তি

নি এই দুর্গের ভগ্ন স্থানে প্রথম প্রবেশ করিতে প্রার্থনা করিলেন অতএব কতকগুলিন গোরা সৈন্য ও সাত শত সিপাহি লইয়া তাহারদের অগ্রগামী হইয়া চলিলেন কিন্তু দৈবাৎ সিপাহিহইতে কিঞ্চিৎ অন্তর হওয়াতে অল্পেতে তিনি এবং তাবৎ সৈন্য বাঁচিয়া গেল। ঐ আপদ দেখিয়া লারেন্স সাহেব অবশিষ্ট তাবৎ সৈন্য লইয়া একেবারে চড়াউ করিলেন তাহাতে অল্প বাধামাত্র পাইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন।

অপর ঐ ঘটনার পর অল্প কাল উভয়জাতীয়েরদের এই রূপে সন্ধি হইল যে তদ্দেশাধিকারি রাজা বিরোধবিষয়ক দুর্গ এবং বার্ষিক ৯০০০ পগোড়া অর্থাৎ ৩১৫০০ মুদ্রোপযুক্ত অধিকার দিবে এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা যাহার জন্যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন সে রাজার পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার বিষয়ে এই নিয়মমাত্র করিল যে তিনি প্রতাপসিংহের সঙ্গে আর বিরোধ না করিয়া আত্ম পোষণার্থে বার্ষিক ৪০০০ টাকা পাইবেন।

আখ্যায়িকার দ্বারা আমরা অবগত আছি যে বস্কাওবেন নামে কথিত সমুদ্রযোদ্ধাপতি যদি অতিশয় দয়ালু না হইতেন তবে ঐ অভাগা শাহজী প্রতাপসিংহের হস্তে অর্পিত হইত। কিঞ্চিৎ কাল রাজা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তহইতে মুক্ত হইয়া পলাইলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার পিতৃব্যকে ৯ বৎসরপর্য্যন্ত বন্দি করিয়া রাখিলেন পরে ১৭৫৮ শালে সেন্ত দাউদ দুর্গ ফ্রান্সীয়কর্তৃক অধিকৃত হওয়াতে তিনি মুক্ত হইলেন।

অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরা দেবীকোটা অধিকারবিষয়ে যে সময় উদ্যোগ করিতেছিলেন সেই সময়ে ফ্রান্সীয়েরা কর্ণাট্‌দেশে অন্য বহুকার্য্যার্হ বিষয়ে উদ্যোগ করিতেছিল তৎকর্ম্মের অন্য অনেক বহুগণনীয় পর্য্যায় হইতে লাগিল এবং ঐ পর্য্যায় সকলেতে ইংগ্লণ্ডীয় ভারতবর্ষস্থ বিবরণ অতিশয় নির্ভর করণপ্রযুক্ত তাহার বৃত্তান্ত কহি। কর্ণাট্‌দেশ করমণ্ডলতটস্থ কৃষ্ণানদী অবধি কাবেরী নদীর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তর মোহনাপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে এবং সমুদ্রাবধি পশ্চিমদিগে ব্যাপ্ত স্থান দুই অংশে প্রসিদ্ধ আছে প্রথমতঃ সমুদ্রাবধি পর্ব্বতপর্য্যন্ত সমভূমিদেশ তাহার নাম ঘাটের

অর্থাৎ পর্ব্বতের অধস্থ দেশ দ্বিতীয়তঃ দুই পর্ব্বতের শ্রেণীর মধ্যস্থ দেশ তাহার নাম ঘাটোর্দ্ধ্ব কর্ণাট তদ্ভিন্ন কাবেরী নদীর উত্তর মোহনাবধি সেতুবন্দ রামেশ্বরপর্য্যন্ত দেশও কখন দক্ষিণ কর্ণাট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই কর্ণাট রাজ্য বিজয়নগর এবং বাহ্মণ রাজ্যের মহাবিরোধসময়ে পরাধীন হইয়াছিল। ঐ হিন্দু রাজারদের নাশের পরে ঐ রাজ্য বিজাপুরের এবং গোলকুণ্ডার মুসল্মানীয় নবাবেরদের হস্তে পড়িল। আওরঙ্গজেবের কালে তদঞ্চল মুসল্মানীয়েরদের অধীন হওয়াতে তাহা দক্ষিণ সুবাতে সম্মিলিত হইল।

তৎকালে ঐ কর্ণাট দেশ দক্ষিণ মহাসুবার এক প্রধানাংশ ছিল। মুসল্মানীয়েরদের রাজ্যের বাহুল্যসময়ে কর্ণাটদেশের নবাব বা উকীলসমস্ত মুসল্মানীয় সুবাদারের অধীন ছিল কিন্তু সর্ব্বদা তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইত না তাহাতে ঐ সুবাদারের উপরে চক্ষু রক্ষণার্থে কখনং ঐ নবাব সমস্ত মুসল্মানীয় সম্রাটকর্ত্তৃক স্বং পদে নিযুক্ত হইতেন কিন্তু যখন সুবাদারেরা বলবান হইত এবং দিল্লীর বাদশাহ দুর্ব্বল তখন তাহারা সুবাদারকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইত।

অপর নিজামুলমুল্ক দক্ষিণের সুবাদার পদে যখন নিযুক্ত ছিলেন তখন সাদাতুল্লানামে এক জন প্রধান ব্যক্তি কর্ণাটের নবাবিপদে নিযুক্ত হইয়া নিজামের অধীনে ১৭৩২ শালপর্য্যন্ত তৎ পদ ধারণ করিয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। ঐ সাদাতুল্লার পুত্রসন্তান না থাকাতে দোস্তআলি এবং বাকরালিনামে আপনার ভ্রাতৃ পুত্রদ্বয়কে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন। বাকরালিকে তিনি বেলউর নগরের অধ্যক্ষ করিলেন এবং তাহার মৃত্যুকালে তিনি উপাসনা করিয়া বাদশাহি আজ্ঞাদ্বারা দোস্তআলিকে নবাবিপদে নিযুক্ত করিয়া গেলেন। ঐ কালে নিজামুল্মুল্ক কহিলেন যে কর্ণাটের অধ্যক্ষ পদে আমি আপন প্রতিনিধিকে পদস্থ করণ স্বত্ব রাখি অতএব দোস্তিআলি যে তাঁহার আজ্ঞাব্যতিরেকে তৎ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ইহাতে বড় অসন্তুষ্ট ছিলেন কিন্তু ঐ সময়ে বাদশাহের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে

তিনি তদসন্তুষ্টিকর কার্য্যের প্রতিকার করিতে পারিলেন না। দো স্তিআলীর দুই পুত্র এবং চারি কন্যা ছিল ঐ কন্যারদের মধ্যে এক জন বেলূড়ের অধ্যক্ষ বাকরআলীর ভ্রাতৃপুত্র মোর্ত্তিসূআ লীর সহিত বিবাহিতা হইয়াছিল আর এক জন চন্দাসাহেব নামে দূরস্থ এক কুটুম্বের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিল ঐ ব্যক্তি আপ নার শ্বশুর দোস্তিআলীর অধীন হইয়া দেওয়ানপদে নিযুক্ত হই য়াছিল।

ত্রিচিনাপল্লী রাজ্য তঞ্জাউর রাজ্যের কিঞ্চিৎপশ্চিমপার্শ্বে। ১৭ ৩৬ শালে ত্রিচিনাপল্লীর রাজার মৃত্যু হওয়াতে তদ্রাজ্য তাঁহার রাণীর হস্তগত হইল। রাণীর কর্ত্তৃত্বের দৌর্ব্বল্য অবগত হইয়া চন্দাসাহেব মনোমধ্যে ভাবিলেন যে অবশিষ্ট করের টাকা প্রার্থ না করিবার কিম্বা না দিলে তজ্জন্যে রাজ্য গ্রহণ করিবার উত্তম সময় এই। অপর চন্দাসাহেব প্রজাকর্ত্তৃক নগরেতে গৃহীত হইয়া রাণীকে কারাগৃহে রাখিলেন তাহাতে ঐ রাণী শোকেতে শীঘ্র মরিলেন পরে নিনি আত্মশ্বশুরকর্ত্তৃক তদ্দেশের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন।

অপর কর্ণাটের নবাবের এবং তাঁহার জামাতার বৃদ্ধি এবং অ তিরিক্ত কার্য্য দেখিয়া হিন্দুরাজবর্গেরা অতিভীত হইয়া আত্মম তাবলম্বি মাহারাষ্ট্রেরদের আপনারদের সাহায্য করণবিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন। ঐ সময়ে হিন্দুস্থানেতে বহূদ্যোগ করিয়া মহাউপদ্রবজনক যুদ্ধকারি নাদরশাহের কার্য্যকর্ম্মের তত্ত্ব লওনে বা অনুসন্ধান করণে নিজামুল্‌মুল্ক এমত নিমগ্ন ছিলেন যে মহা রাষ্ট্রেরদের প্রতিকূলে যুদ্ধে গমনে তাহার অবকাশ ছিল না। কথিত আছে কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং হইতেও পারে যে ঐ নিজামুল্‌মুল্ক দোস্তিআলীর কার্য্যে এবং তিনি যে তৎ পদে নিযুক্ত হন এতদ্বিষয়ে অসন্তুষ্টপ্রযুক্ত তাহার অহঙ্কার ভঙ্গ নার্থে তদ্দেশে চড়াউ করণে মহারাষ্ট্রেরদের প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছি লেন।

অপর রাঘবজী ভোস্‌লা অধিপতির অধীন মহাসৈন্যসামন্ত ১৭৪০ শালে মে মাসে কর্ণাট্ রাজ্যসমীপে উপস্থিত হইল। ঐ দেশস্থ

পর্ব্বতীয় পথ সমস্ত অল্প লোকদ্বারা স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক সুরক্ষিত হইতে পারিত কিন্তু হিন্দুজাতীয় দোস্তিআলীর এক জন সেনাপতি যাঁহার অধীনে তত্তৎ পথরক্ষণ পদ অর্পিত হইয়াছিল সে বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া মহারাষ্ট্রেরদের সেনার জন্যে তৎপথ সমস্ত মুক্ত রাখিল। তথাচ আক্রমণকারি মহারাষ্ট্রেরদের সহিত দোস্তিআলী যুদ্ধ করিলেন ও তদ্যুদ্ধে আত্মপ্রাণ হারাইলেন তাহাতে সুবাদার আলী নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলূউরনামে দুরাক্রম গড়ে যাইয়া মহারাষ্ট্রেরদের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা পাইলেন। পরে মহারাষ্ট্রেরা যে সন্ধি করে এতজ্জন্যে তিনি অনেক অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিয়া কতক দিলেন এবং চন্দসাহেবের উপর বিরক্ত হওয়াতে গুপ্তরূপে কহিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা যদি অধিকার কর তবে আমি ত্রিচিনাপল্লী নগরও তোমারদিগকে দিব। অল্প কালের পরে মহারাষ্ট্রেরা ফিরিয়া আসিয়া ত্রিচিনাপল্লী নগর বেষ্টন করিল তাহাতে চন্দাসাহেব অনেক মাসপর্য্যন্ত অত্যাশ্চর্য্যরূপে আপনাকে দুর্গেতে সুরক্ষণ করিল কিন্তু ১৭৪১ শালে মার্চ্চ মাসের ২৬ তারিখে পরাস্ত হইয়া সেতারা নগরে বন্দিরূপে চালিত হইলেন এবং মুরারিরাও এক মহারাষ্ট্রসেনাপতি ত্রিচিনাপল্লীর অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন।

অপর সুবাদারআলী আর্কাট্ দেশস্থ প্রাচীররহিত কর্ণাট্ রাজধানীতে বাস করণে ভীত হইয়া বেল্উর নগরে বাস করিলেন। ঐ সময়ে নবাবের খুড়া বেল্উর নগরের অধ্যক্ষ বাকরআলী মরিয়াছিলেন এবং মোর্ত্তিসআলীনামক তাঁহার পুত্র তাঁহার প্রতিনিধি অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ ব্যক্তি অতিশয় দুশ্চরিত্র এবং দুরাত্মা ছিলেন এবং তাহার পরামর্শে সুবাদারআলী গুপ্তরূপে হত হওয়াতে তিনি তদ্রাজ্যেতে আপনাকে স্থাপন করণে বাঞ্ছা করিলেন কিন্তু আপনার উদ্যোগ ব্যর্থ দেখিয়া তিনি বেল্উর দুর্গেতে বদ্ধ হইয়া রহিলেন তাহাতে প্রজারা সুবাদারআলীর কনিষ্ঠ পুত্রকে নবাবী পদে প্রকাশ করিলেন।

ঐ কালে নিজামুল্মুল্ক দিল্লী রাজধানীহইতে দক্ষিণের প্রভুত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং কর্ণাট্ রাজ্যের

কর্ত্তৃত্ব শাসনার্থে ১৭৪৩ শালে মার্চ্চ মাসে আর্কাট নগরে উপস্থিত হইলেন। পঁহুছিবামাত্রেতে তিনি সুবাদারআলীর কনিষ্ঠ পুত্রের অতিমর্য্যাদা করিলেন কিন্তু খ্বাজে আবদুল্লানামে তাঁহার প্রধান সেনাপতিকে কর্ণাট রাজ্যের প্রভুত্বপদে নিযুক্ত করিলেন এবং মুরারি রাওকে এবং মহারাষ্ট্রেরদিগকে ত্রিচিনাপল্লী দুর্গ ত্যাগ করাইলেন। পরে খ্বাজে আবদুল্লা আত্মরাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বে বিষভক্ষণদ্বারা বা অন্য কোন প্রকরণদ্বারা বা হউক অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিল তাহাতে নিজাম তাঁহার পদে অন্‌বরুদ্দীন্‌খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। ঐ অন্‌বরুদ্দীন্‌খাঁ বিদ্যাতে এবং ধর্ম্মেতে অতিখ্যাত্যাপন্ন এক জনের পুত্র ছিলেন তদ্ধেতুক নিজামুল্‌মুল্কের পিতার কর্ত্তৃত্ব কালে তিনি কোন এক খ্যাত্যাপন্ন পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার মৃত্যুর পরে নিজামুল্‌মুল্কের সুখদুঃখের ভাগী হইলেন। অপর নিজামুল্‌মুল্ক দক্ষিণের সুবাদার পদে নিযুক্ত হইয়া ঐ অন্‌বরুদ্দীন্‌খাঁকে এলোরের এবং রাজমন্দিরের নবাবপদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ পদে তিনি ১৭২৫ শাল্ অবধি ১৭৪১ শালপর্য্যন্ত রাজ্য করিলেন এবং সেই কালাবধি খ্বাজে আবদুল্লার মৃত্যুপর্য্যন্ত গোলকুণ্ডার অধ্যক্ষপদে কার্য্য করিলেন। আখ্যায়িকাদ্বারা বোধ হয় যে নিজামুল্‌মুল্ক কর্ণাট রাজ্যের প্রভুত্ব অনবরুদ্দীনের স্থানে কেবল কিয়ৎকালের জন্যে অর্থাৎ সফ্দরালীর কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ্ মহম্মদ্ যাবৎ যৌবনাবস্থাপ্রাপ্ত না হয় তৎকালপর্য্যন্তমাত্র অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাবদ্যৌবনাবস্থাপ্রাপ্ত না হইল তাবৎ নিজামুল্‌মুল্ক ঐ সৈয়দ্ মহম্মদ্‌কে অন্‌বরুদ্দীনের স্থানে প্রতিপালনার্থে অর্পণ করিলেন। পরে অল্প দিবসের মধ্যে ঐ যুবনবাব কতকগুলিন পাঠান সৈন্যকর্ত্তৃক হত হইলেন। ইহাতে কথিত অনবরুদ্দীন নবাব তদ্দোষের জন্যে কোন২ লোককর্ত্তৃক দূষ্য হইলেন কিন্তু তিনি নিজামুল্‌মুল্ককর্ত্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়াতে ঘটাপূর্ব্বক ঐ নবাবপদে নিযুক্ত হইলেন। যখন ফ্রান্সীয়েরা এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা মন্দ্রাজের কঠির নিমিত্তে বিরোধ করিতেছিল তখন অন্‌বরুদ্দীন্ কর্ণাটের অধ্যক্ষ ছিলেন

এবং ফুদ্চেরির অধ্যক্ষ দুপ্লি তাঁহাকে কখনং বন্ধুরূপে এবং কখনং শত্রুরূপে জ্ঞান করিতেন।

ঐ নিজামুল্মুল্ক দক্ষিণেতে আপনার তাবৎ বাঞ্ছানুসারে কার্য্য সিদ্ধ করণে আত্মনিপুণতা দর্শাইয়া এবং ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গানুসারে ধনপ্রশংসা ইত্যাদি উপার্জনবিষয়ে আয়ুঃক্ষেপণানন্তর ১০৪ বৎসর বয়ঃক্রমে লোকান্তরগত হইলেন। ঐ কালে কর্ণাট্ দেশে সাদাতুল্লার প্রভুত্ব এবং তাহার বংশ অতিপ্রশংসনীয় ছিল কিন্তু অনবরুদ্দীন্ খাঁর প্রভুত্ব এবং তাহার বংশ অতিঘৃণাস্পদ ছিল অতএব তদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে প্রধান চেষ্টা এই যে অন্বরুদ্দীনের প্রভুত্ব নষ্ট হইয়া সাদাতুল্লার বংশের প্রভুত্ব পুনঃস্থাপিত হয়। নিজামুল্মুল্কের মৃত্যু হওয়াতে তৎপথ পরিষ্কার হইল সাদাতুল্লার কুলে জাত সকলের মধ্যে চন্দাসাহেবের রাজকর্ম্মে নিপুণতা ছিল ঐ সময়ে দূরদর্শি দুপ্লি অধ্যক্ষ চন্দাসাহেবকে সিংহাসনোপরি স্থাপনাশয়ে ভাবিলেন যে যদি ঐ নবাব আমারদের সাহায্যদ্বারা কর্ণাট্ রাজ্যের প্রভুত্বে স্থিরীকৃত হইতে পারেন তবে তাঁহাহইতে আমারদের অনেক উপকার দর্শিবে। মহারাষ্ট্রেরদের সহিত প্রথম বিরোধ উপস্থিত হওন সময়ে দোস্তিআলীর তাবৎ পরিবার তৎকালীন তদ্দেশস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা দুরাক্রম ফুদ্চেরি নগরে প্রেরিত হইয়াছিল ইহাতে জানা যায় যে তৎকালে ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরা ইউরোপীয়েরদের বলেতে অনেক প্রত্যয় রাখিতেন। ঐ স্থানে চন্দাসাহের সপরিবার আপন বন্দিত্বের তাবৎ সময়ে দুপ্লিকর্তৃক বহু মর্য্যাদাপূর্ব্বক রক্ষিত হইয়াছিলেন এবং উপায় হইলে প্রত্যুপকার করিব তাহারদের অন্তঃকরণে এতদ্বাঞ্ছা জন্মাওনপর্য্যন্ত দুপ্লি অতিস্তবপূর্ব্বক তাহারদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অধিক কি কহিব ঐ চন্দাসাহেবের বন্দিত্বের তাবৎকালে দুপ্লি তাঁহার নিকট পত্র লিখিতেন এবং তাঁহার মুক্তিজন্য মহারাষ্ট্রকর্তৃক প্রার্থনীয় টাকা কর্জ্জ দেওনে সম্মত হইয়াছিলেন। ঐ চন্দাসাহেব ১৭৪৮ শালের আরম্ভে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণে ৩০০০ মহারাষ্ট্র

সৈন্যের পতি হইলেন এবং নিজামুল্‌মুল্কের মৃত্যুসময়ে তিনি ৬০০০ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন।

নিজামুল্‌মুল্ক রাজধানী ছাড়িয়া স্থানান্তর গমন সময়ে রাজধানীতে এবং আত্মরাজ্যে আপনার গৌরব স্থাপনার্থে আমীরুল্‌ ওমরানামক মহাপদ গাজিউদ্দীন্‌খাঁ নামে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ঐ গাজিউদ্দীন্‌খাঁ সর্ব্বদা বাদশাহের নিকটে থাকিতেন। নাজীরজঙ্গনামক অন্য পুত্র প্রায় সর্ব্বদা দক্ষিণে থাকিয়া রাজ্যের যুদ্ধপ্রযুক্ত বা রাজধানীর চঞ্চলতাপ্রযুক্ত আপনার পিতার রাজ্যান্তর যাওনকালে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইলেন ঐ নাজিরজঙ্গ কার্য্যে ত্রুটিপ্রযুক্ত কএদ হইলেও আপন পিতার মরণকালে তাঁহার নিকটে ছিলেন। তাঁহার পিতার সেনা সমস্ত তাঁহার অধীনা হইয়া সর্ব্বদা কার্য্য কর্ম্ম করণ প্রযুক্ত তিনি আত্মপিতার ভাণ্ডার গ্রহণ করিলেন। ঐ কালে দিল্লীর বাদ্‌শাহ্‌ এমত দুর্ব্বল ছিলেন যে তাহার অনুমতিব্যতিরেকে নাজিরজঙ্গ দক্ষিণের সুবাদারী এবং তত্তৎপদস্বত্ব গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু সে যাহা হউক ঐ সময়ে শাহজাহানের উজীর সাদাতুল্লাখাঁর কুলে জানিত নিজামুল্‌মুল্কের এক অতিপ্রিয়তম দৌহিত্র ছিল তাহার নাম হেদায়েৎ মহীউদ্দীন্‌ তিনি মীর জাফরজঙ্গের খ্যাতিপ্রাপ্ত হইলেন। ঐ ব্যক্তি আত্মমাতামহের জীবৎকালে কতক বৎসর বিজয়পুরের নবাব ছিলেন তৎসময়ে সর্ব্বত্র খ্যাত ছিল এবং সকলে প্রত্যয় করিল যে তাহার মাতামহ মৃত্যুকালে দানপত্রদ্বারা তাহাকে স্বপদার্পণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তির দক্ষিণের প্রভুত্বে নিযুক্ত হওন চন্দাসাহেবের অতিসন্তুষ্টিকর ছিল এবং তিনি তাহার কর্ত্তৃত্ব প্রাপণের অনেক আশ্বাস জন্মাইলেন এবং মীরজাফরজঙ্গ চন্দাসাহেবের সাহায্যে অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। পরে ঐ দুই ব্যক্তি ভাবিলেন যে আমরা যদি দুপ্লির সাহায্য পাইতে পারি তবে অত্যুত্তম। এবং দুপ্লিও ভাবিলেন যে আমার সাহায্যদ্বারা যদি দক্ষিণের সুবাদার এবং কর্ণাটরাজ্যের নবাব নিযুক্ত হন তবে আমার এবং আমার দেশের

কত উপকার না হইবে। চন্দাসাহেব মীরজাফরজঙ্গকে পরামর্শ দিলেন যে কর্ণাট রাজ্যের বিষয়ে আমারদের প্রথমোদ্যোগ করণ উপযুক্ত যেহেতুক তদ্দেশস্থিত আমার পরিজন হইতে বহুপকার পাওয়া যাইবে ঐ সময়ে ঐ উভয় ব্যক্তির সেনা ন্যূন্যাধিক ৪০০০০ ছিল ঐ সেনা লইয়া তাঁহারা কর্ণাটের প্রতিকূলে চলিলেন।

ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দোতৈল নামে ফ্রান্সীয় সেনাপত্যধীন ৪০০ গোরা ও ১০০ কাফরি এবং ১৮০০ সিপাহি দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া তৎক্ষণে ১৭৪৯ শালে আগস্ত মাসের ৩ তারিখে আর্কাট্ বন্দরহইতে পঁচিশ ক্রোশ দূর আন্দুরনামক দুর্গসমীপে ছাউনি কৃত অন্বরুদ্দীনের প্রতিকূলে গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ফ্রান্সীয়েরা কহিল যে আমরা শত্রুরদের দুর্গ আক্রমণ করিব পরে দুইবার পরাস্ত হইয়া তৃতীয়বার আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিল। ঐ সংগ্রামে অন্বরুদ্দীন্ এক শত সাত বৎসরবয়সে হত হইলেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বন্দি হইলেন কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র মহম্মদ্আলী অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ত্রিচিনাপল্লী দুর্গে পলায়ন করিয়া সেই স্থানের অধ্যক্ষ হইলেন।

দুপ্লি কহিল যে যদি ঐ জয়ি চন্দাসাহেব ও মীরজাফরজঙ্গ বিপক্ষেরদের ব্যাকুলতাহইতে মুক্ত হওনের পূর্ব্বে ত্রিচিনাপল্লীর প্রতিকূলে যাত্রা করিতেন তবে অবশ্য সেই নগর হস্তগত করিতে পারিতেন ও তাহারদের উদ্যোগ সফল হইত কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া প্রথমত আর্কাট নগরে গিয়া সুবাদারি পদের জাঁকজমক দর্শাইলেন। পরে দুপ্লির সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে ফুদচেরি নগরে গিয়া অতিসমাদরপূর্ব্বক তৎকর্তৃক গৃহীত হইলেন এবং তাহারা ফুদচেরির চতুর্দ্দিক্স্থ একাশী গ্রাম তাহাকে দান করিলেন। অপর ঐ নবাবেরা ফুদচেরিহইতে আক্টোবর মাসের শেষপর্য্যন্ত যুদ্ধযাত্রা করিলেন না এবং দুপ্লির সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন তদনুসারে সরল পথ হইয়া ত্রিচিনাপল্লী বন্দরের প্রতিকূলে না যাইয়া তঞ্জাউর নগরের প্রতি গমন করিলেন। টাকার অভাবপযুক্ত এবং তঞ্জাউর রাজবর্গেরদের স্থানে যথেষ্ট টাকা পাইব

এই সকল আলোচনাতে তাহারা গৌণবিষয়ে বড়একটা মনো যোগ দিলেন না। সেখানে তাহারা বাদশাহী কর দিতে ও যুদ্ধের ব্যয়ের অংশ দিতে তঞ্জাউরের রাজাকে আজ্ঞা করিলেন। পরে অঙ্গীকারদ্বারা বা তাঁহার শত্রুরদের দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত তঞ্জাউরের রাজা দিসেম্বর মাসপর্য্যন্ত প্রতারণা করিয়া রহিলেন ইতো মধ্যে সম্বাদ পঁহুছিল যে নাজিরজঙ্গ সুবাদার ঐ উভয়ের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন।

ঐ নাজিরজঙ্গ নবাবি পদ গ্রহণের কিঞ্চিৎকাল পরে বাদশাহ কর্ত্তৃক দিল্লীতে আহূত হইয়া নর্ম্মদানদীপর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন ইতোমধ্যে তাঁহার ফিরিয়া যাওনে বাদশাহের আজ্ঞা আসিয়া পঁহুছিল। ঐ রূপে আত্মভ্রাতৃপুত্রের বৃদ্ধি এবং অধিক বর্দ্ধনবাঞ্ছাবগত হইয়া তিনি অতিসত্বর হইয়া আওরঙ্গাবাদে আসিয়া শুনিলেন যে কর্ণাট রাজ্যের নবাব পরাস্ত হইয়া হত হইয়াছেন। অপর শত্রুরা আগমনবিষয়ে বিলম্ব করাতে তিনি তাহারদের সহিত যুদ্ধ দেওনে প্রস্তুত হইলেন এবং তাহারা তদাগমন সম্বাদ পাইয়াস্তম্ভীভূত হইয়া ত্বরায় ছাউনি ভঞ্জন করিয়া পলায়ন করিল এবং নাজিরজঙ্গের কতকগুলিন মহারাষ্ট্রসৈন্য কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ফুদ্চেরি নগরে আশ্রয় লইল।

অপর ১৭৪৭ শাল অবধি করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা ফ্রান্সীয়েরদের প্রতিকূলে নিজামুল্মুল্কের এবং নাজিরজঙ্গের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং তৎসন্ধিবিষয়ক ইংগ্লণ্ডীয় অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক এক পত্রভিন্ন গৃফিন্ নামে সমুদ্রযোদ্ধৃকর্ত্তৃক ঐ শালের মার্চ্চ মাসের ৬ তারিখে নিজামুল্মুল্কের নিকট তৎকার্য্যবিষয়ক অন্য এক পত্র প্রেরিত হইল। ঐ পত্রের এক শুভ উত্তর নিজামুলমুল্ক প্রেরণ করিলেন এবং তৎকালে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহকারিতার কারণ অনবরুদ্দিন খাঁর নিকট আজ্ঞা পাঠাইলেন।

অপর হাজিহদি নামে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এক উকীল ১৭৪৭ শালে মার্চ্চ মাসের ১০ তারিখে আর্কাট্ নগরহইতে ইংগ্লণ্ডীয় কুটিপতিরদের নিকট বক্ষ্যমাণ বাক্য লিখিয়া পাঠাইয়া অনবরুদ্দীন্ নবাবের ভাবদ্বিষয় তাহারদিগকে অবগত করাইল। বিশেষতঃ আমি

মহাশয়েরদিগকে জানাই যে এই স্থানের নবাব কেবল এক জন ইজারদার তিনি আপনার প্রজারদের মঙ্গল চেষ্টা করেন না কিন্তু সকল বিষয়ে আপনার মঙ্গল চেষ্টা করেন অতএব তাঁহারে বিশ্বাস নাই। ফ্রান্সীয়েরা কি বালক কি বৃদ্ধ পরের ধন লইয়া দান করণে অতিদানশীল অতএব আমি পরামর্শ দি যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা আত্মদানশীলতানুসারে কাহার মুখাপেক্ষা না করিয়া দানরূপে অর্থ ব্যয় করেন

অপর নিজামুল্‌মুল্কের এবং অন্‌বরুদ্দীন্‌ খাঁর মৃত্যু হইলে এবং অন্‌বরুদ্দীন্‌ খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বন্দিত্বের পরে যখন নাজিরজঙ্গ চন্দাসাহেবের এবং মীরজাফরজঙ্গের প্রতিকূলে কর্ণাট্‌ দেশে সসৈন্য চলিল তখন ঐ নাজিরজঙ্গ আত্মসাহায্যার্থে ত্রিচিনাপল্লীহইতে মহম্মদআলীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সাহায্য প্রাপণার্থে সেন্ত দাউদ দুর্গেতে ইংগ্লণ্ডীয় অধ্যক্ষের স্থানে পত্র প্রেরণ করিলেন কিন্তু ঐ সময়ে মীরজাফরজঙ্গের উপস্থিত হওয়াতে এবং তঞ্জাউর বন্দরে অন্‌বরুদ্দীন্‌ খাঁ নবাবের পরাভব হওয়াতে এবং দুপ্লির উদ্যোগের সন্দেহেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ভীত হইলেন। তথাপি নাজিরজঙ্গ যে এক অতিবৃহৎ সৈন্যসমূহ সহকারে আসিতেছেন ইহা অবগত হইয়া সাহসিক হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা ত্রিচিনাপল্লী দুর্গস্থ সৈন্যেরদিগকে প্রস্তুত করিয়া মহম্মদ্‌আলীর পশ্চাৎ চলিলেন ঐ সৈন্য ছাউনিতে বহুদিবস পঁহুছে নাই ইতোমধ্যে মেজর লারেন্স সাহেব সেন্ত দাউদ্‌ দুর্গহইতে ৬০০ গোরা লইয়া ঐ সুবাদারের সহিত আসিয়া মিলিলেন। ঐ উভয়পক্ষীয় সৈন্য সমস্ত অতিনিকটবর্ত্তী হইয়া ছাউনি করিল ইত্যবসরে তঞ্জাউর দুর্গ হস্তগত করণবিষয়ে আমরা অংশী হই নাই এই বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া ফ্রান্সীয়েরদের তের জন সেনাপতি আত্মপদ ত্যাগ করিয়া কর্ত্তৃত্বকরণীয় আত্মলোকেরদের মধ্যে শঙ্কা জন্মাইল। তাহা অবগত হইয়া ফ্রান্সীয়েরদের প্রধান সেনাপতি দোতৈল দেখিলেন যে এতদ্রূপ অসন্তুষ্ট লোক লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওন অবিবেচনা কার্য্য অতএব সংগ্রাম আরম্ভের পূর্ব্বরাত্রিতে তিনি ছাউনি ভাঙ্গিয়া আত্মসৈন্য লইয়া

চন্দাসাহেবকে নিরাশ রাখিয়া ফুদ্‌চেরি নগরপ্রতি চলিয়া গেলেন। ঐ অবস্থা অবগত হইয়া মীরজাফরজঙ্গ আপনাকে আপন পিতৃব্যের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কারাগারে রাখিলেন। পরে চন্দাসাহেব আত্মসৈন্যসহকারে ফুদ্‌চেরি নগরে আশ্রয় লইলেন। ঐ সময়ে ফ্রান্সীয়েরদের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুপ্লি অধ্যক্ষ কি করিবেন এ বিষয়ে প্রায় নিরাশ ছিলেন কিন্তু আত্মবুদ্ধি বিবেচনাতে ক্ষণেকের নিমিত্তে নিযুক্ত নবাবেরদের অল্পস্থায়িত্ব জানিয়া আমি ঐক্য করণে অতিশয় বাঞ্ছা করি এই বাক্য লিখিয়া জয়ি সুবাদারের ছাউনিতে উকীল প্রেরণ করিলেন এবং ঐ জয়ি সুবাদারের কতকগুলিন অসন্তুষ্ট সেনাপতিরদের সহিত পত্রদ্বারা গুপ্তরূপে আলাপ করিলেন। ঐ সেনাপতিরা নিজামুল্‌মুল্কের পাঠান সৈন্যের প্রধান ছিল এবং তাহারদের মধ্যে তাঁহার অতিবিশ্বাসপ্রযুক্ত তিনি ঐ সেনারদের সেনাপতিরদিগকে আপনার সুবাতে স্থানেং নবাবপদে নিযুক্ত করিলেন।

নাজিরজঙ্গ রাজপুত্রবৎ সুখভোগমাত্রে নিমগ্ন ছিলেন বিশেষতঃ তিনি নানাপ্রকার সুখভোগবিষয়ে মনোযোগী হইয়া রাজকার্য্যে অমনোযোগে অবিবেচনাপূর্ব্বক হঠাৎ বিচার নিষ্পন্ন করিতেন এবং ভ্রমে পড়িলে আলস্যপ্রযুক্ত এবং অহঙ্কারপ্রযুক্ত আত্মভ্রম দূর করণে অত্যসম্মত ছিলেন তদ্রূপ কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া পাঠান জাতীয় কুলীনেরা ভাবিলেন যে শত্রুপক্ষ হইয়া আত্মসাহায্য দিলে আমরা আপনারদের ভাণ্ডার এবং অধিকার বাড়াইতে পারিব।

ঐ সময়ে দুপ্লির উকীলেরা নাজিরজঙ্গের ছাউনিহইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল ঐ তাবৎ সময় দোতৈল দূরে থাকিয়া নাজিরজঙ্গের ছাউনির রীতি জানিয়া হইয়া এবং রাত্রিকালে তাহারদের আলস্য এবং অসাবধানতা জানিয়া এক রাত্রি এক জন সেনাপতি এবং তিন শত সেনা শত্রুর ছাউনিতে প্রেরণ করিলেন। ঐ সেনা ছাউনিমধ্যে অর্দ্ধক্রোশপর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া তাবৎ ছাউনি ভয়েতে এবং আশঙ্কাতে পরিপূর্ণ করিয়া শত্রুরদের এক

হাজার লোক হনন করিয়া আপনার কেবল দুই এক জন হানি পূর্ব্বক ফিরিয়া আইলেন। ইহাতে ইউরোপীয় জাতীয়েরদের সাহসিক চিত্তের এবং ভারতবর্ষস্থ রাজবর্গেরদের দুর্ব্বলচিত্তের অন্য এক সুপ্রমাণ জানিবেন।

অপর সুবাদার আর্কাট্ নগরেতে বাস করণে অতিশয় প্রিয়প্রযুক্ত তিনি প্রায় আপন তাবৎকাল সেই স্থানে যাপন করিলেন। ঐ সময়ে ফ্রান্সীয়েরা অন্য২ স্থানে আপনারদের বিক্রম দর্শাইতে লাগিল বিশেষতঃ পূর্ব্বে ভারতবর্ষস্থ তদঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাণিজ্যস্থান মসলিপাটাম বন্দরে ফ্রান্সীয়েরা অল্প সৈন্য লইয়া কৃষ্ণা নদীর মোহনায় নঙ্গর করিয়া রাত্র্যবসানে চড়াউ করিয়া অত্যল্প লোক হানিপূর্ব্বক তাহা হস্তগত করিল এবং অন্য এক দল সৈন্য যাইয়া সেন্ত দাউদ্ দুর্গের পশ্চিমদিগে সাত ক্রোশ অন্তরে ত্রিবেদিনামক মন্দির আক্রমণ করিল। তাহা দেখিয়া মহম্মদ্ আলী ফ্রান্সীয়েরদিগকে ঐ মন্দিরহইতে বাহির করণার্থে ছাউনি ছাড়িয়া গমনানুমতি সুবাদারহইতে পাইলেন। এই বিষয়ে মহম্মদ্আলী ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সাহায্য অত্যনায়াসে পাইলেন যেহেতুক ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেন্ত দাউদ্ দুর্গের কথিতরূপ নিকটবর্ত্তি স্থানে ফ্রান্সীয়েরদের তিষ্ঠনে অত্যসম্মত ছিলেন। পরে মহম্মদআলী এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা কথিত মন্দিরে কতক দিন চড়াউ করিয়াছিল কিন্তু অসফলতাপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত মহম্মদ্আলীর বিরোধ হইতে লাগিল বিশেষতঃ তিনি ইংগ্লণ্ডীয় সেনারদিগকে খরচ পত্র দিতে চাহিলেন না এবং আপনার সেনা ফুলচেরি বন্দরের এবং কথিত মন্দিরের মধ্যে স্থাপনে অনিচ্ছুক ছিলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে ত্যাগ করিয়া যাইবে ফ্রান্সীয়েরা এতদপেক্ষায় ছিল এবং তাহা অবগত হইবামাত্র মহম্মদ্আলীর উপরে চড়াউ করিয়া অতিস্বচ্ছন্দপূর্ব্বক তাহাকে পরাস্ত করিল তাহাতে মহম্মদ্আলী আপনার অত্যাত্মীয় দুই তিন অনুষঙ্গিমাত্র লইয়া আর্কাট নগরে পলাইয়া গেলেন।

ইহার পর ফ্রান্সীয়েরা কর্ণাট দেশের তাবৎ দুর্গাপেক্ষা দৃঢ়

জিঞ্জি নামে পর্ব্বতোপরিস্থ এক দুর্গ আক্রমণ করিল এবং আক্রমণের পর ঐ স্থানের দৃঢ়তা দেখিয়া চমৎকৃত হইল।

এই শেষ কীর্ত্তি শুনিয়া সুবাদার আপন আলস্য ও ঔদাস্যহইতে জাগৃত হইলেন এবং ফ্রান্সীয়েরদের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ফ্রান্সীয়েরদের অধিক আকাঙ্খাতে তিনি যুদ্ধসজ্জাতে সজ্জিত হইয়া গিঞ্জি নগরের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু ১৭৫০ শালের আক্টোবর মাসে তাঁহার যাত্রা হইল এবং তৎকালে বর্ষাও উপস্থিতা হইয়াছিল। অপর তিনি তদ্যুদ্ধবিষয়ে বড় অশ্রদ্ধান্বিত হইয়া যেমনি বা হউক ফ্রান্সীয়েরদের সহিত ঐক্য করণে পণ করিলেন তাহাতে দুপ্লি একই সময়ে সুবাদারের সহিত এবং সুবাদারের বিপক্ষেরদের সহিত সন্ধি করিলেন। সুবাদারের সহিত সন্ধি স্থিরীকৃত হইবামাত্র গিঞ্জিবন্দরের অধ্যক্ষ বিপক্ষেরদের সহিত মেল করিয়া তাবৎ সৈন্যসামন্ত লইয়া বাদারের ছাউনিতে চড়াউ করিলেন ঐ যুদ্ধেতে নাজিরজঙ্গ গোলার দ্বারা বক্ষস্থলে আঘাতী হইয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। দুপ্লি আপনাকে এই দোষহইতে মুক্ত করণার্থে কথিত সন্ধি নিষ্পন্ন করিবামাত্র পুনর্যুদ্ধ নিবারণার্থে তৎক্ষণাৎ গিঞ্জির অধ্যক্ষের নিকটে তৎসমাচার লিখিয়া পাঠাইলেন কিন্তু তাহার পত্র যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পঁহুছিল।

নাজীরজঙ্গের মৃত্যুহেতুক মীরজাফরজঙ্গ কারাগৃহহইতে মুক্ত হইয়া দক্ষিণের সুবাদার পদে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু যে পাঠান জাতীয় কুলীনেরদের প্রবঞ্চনাতে তিনি সুবাদার পদে নিযুক্ত হইলেন তাহারা তাঁহার স্থানে তৎক্ষণে অনেক ধন চাহিয়া তাঁহাকে বহুব্যস্ত করিল তাহাতে তিনি দুপ্লির সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্যকর্ম্ম না করিলে আমার কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না ইহা কহিয়া তাহারদিগকে ভোগা দিলেন।

ঐ সময়ে দুপ্লি অধ্যক্ষ করমণ্ডলতটস্থ কৃষ্ণানদী অবধি সেতুবন্ধ রামেশ্বরপর্য্যন্ত মুসলমানীয়েরদের অধিকারে নবাবপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং চন্দাসাহেব আর্কাটে তাঁহার নাএবরূপে নিযুক্ত হইলেন। নাজিরজঙ্গের মৃত্যুকালে ত্রিচিনাপল্লী বন্দরে

আনারমকারি মহম্মদআলী কহিলেন যে রাজ্যপরিবর্ত্তনবিষয়ে সাহায্যকারি দুপ্লি ফ্রান্সীয়াধ্যক্ষ যদি রাজ্যের কোনো প্রান্তভা গে নূতন সুবাদারহইতে আমার জন্যে কোনো বিশেষ পদ পা ইতে পারে তবে আমি নবাবী পদ বিষয়ে আপনার স্বত্ব ত্যাগ করিব।

অপর মীরজাফরজঙ্গ ১৭৫১ শালে জানেওয়ারি মাসে কথিত প্রসিদ্ধ যুদ্ধেতে অতিখ্যাত বুসিনামে ফ্রান্সীয় সেনাপতিকে কতক গুলিন সৈন্যসমভিব্যাহারে ফুলচেরি বন্দরহইতে যাত্রা করাই লেন। ঐ সেনাসামন্ত ক্রোশ ষাটি গমনানন্তর দৈবাৎ তাহারদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল তাহার কিঞ্চিৎ পরে জানা গেল যে পাঠানজাতীয় সেনাপতিরা ঐ কলহ জন্মিয়া তাবৎ সৈন্যগন্তব্য সম্মুখস্থ পর্ব্বতীয় এক পথাবরোধ করিয়া রহিয়াছে। তাহা অব গত হইয়া ফ্রান্সীয় গোলেন্দাজেরা তৎক্ষণাৎ ঐ পাঠানজাতীয়ের দের উপরে চড়াউ করিয়া তাহারদিগকে পরাস্ত করিল কিন্তু সুবা দারের উগ্রতা যৎকিঞ্চিৎ অধিক বর্দ্ধিতপ্রযুক্ত শত্রুরদের পশ্চা দ্ধাবনে তিনি মস্তকে শরদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া মরিলেন।

অপর সলাবৎজঙ্গ নামে নিজামুল্মুল্কের অবশিষ্ট একটী পুত্র ঐ সময়ে ছাউনিতে ছিলেন তিনি তৎক্ষণে মৃত সুবাদারের পদে নিযুক্ত হইলেন। ঐ সলাবৎজঙ্গ আত্মপূর্ব্বাধিকারিরদের রীত্য নুসারে ফ্রান্সীয়েরদের সাহায্য করণে স্বীকৃত হইলেন পরে সৈন্য সমস্ত গোলকুণ্ডার প্রতি চলিল।

ঐ কালে ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রায় নিরাশ হইয়া আত্মশত্রু ফ্রান্সীয়ের দের প্রতিকূলে কোন মহাচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন না বরং ইং গ্লণ্ডীয়েরদের তাবদ্ভরসার ভূমি মেজর লারেন্স সাহেব কার্য্যোপ স্থিতিসময়ে পণ করিলেন যে আমি ইংগ্লণ্ড দেশে পুনর্ব্বার ফিরি য়া যাইব এবং তৎকালে সভ্যকর্ত্তৃকও নিবারিত ছিলেন না।

অপর এপ্রিল মাসের আরম্ভে চন্দাসাহেব আর্কাট্ বন্দরহইতে যাত্রা করিলেন এবং তৎকালে ইংগ্লণ্ডীয় সেনা লইয়া গিঞ্জেস নামে সেনাপতি সেন্ত দাউদ্ দুর্গহইতে প্রেরিত হইলেন। ইং গ্লণ্ডীয়েরা যখন উপস্থিত হইলেন তখন চন্দাসাহেব ত্রিচিনাপ

ল্লী এবং আর্কাট্ নগরগামি রাজপথস্থ বল্কুণ্ডনামক দুর্গসমীপে ছাউনি করিয়া রহিয়াছিলেন। পরে উভয়পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হইল তাহাতে নবাবের সেনা পশ্চাৎ হটিয়া উটাতূর এবং পিটাকুণ্ডনামক দুই পৃথকং স্থানে ছাউনি করিলেও শত্রূপস্থিত হওয়াতে উভয় স্থান ত্যাগানন্তর ত্রিচিনাপল্লীর গড়ভিত্তির নীচে আশ্রয় লইল। তাহা দেখিয়া চন্দাসাহেব এবং ফ্রান্সীয়েরা তৎক্ষণে অগ্রে সরণে গৌণ না করিয়া নগরের অন্যপার্শ্বে ছাউনি করিয়া রহিল।

অপর সেন্ত দাউদ্ বন্দরের কুঠিপতিরা মহম্মদ্আলীকে এবং তাঁহার সৈন্যসামন্তকে কর্ণাট্দেশহইতে বহিষ্কৃত এবং কাবেরী নদীর অন্যপারে আশ্রয় লওনে প্রয়োজন দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার নিকটে প্রেরিত আত্মসৈন্যেরদিগের বর্দ্ধনে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাবৎ চেষ্টানন্তর কেবল ৬০০ লোক প্রেরণে ক্ষমতাপন্ন ছিলেন।

অপর ত্রিচিনাপল্লী নগরের অঞ্চলে যুদ্ধ ব্যাপন সময়ে ক্লাইব্ সাহেব সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপতিরদিগকে পরামর্শ দিলেন যে আর্কাট্ বন্দর চন্দাসাহেবের রাজধানী এক্ষণে অত্যল্প সৈন্যদ্বারা রক্ষিতা আছে অতএব আমাকে তন্নগরাক্রমার্থে প্রেরণ করুন। ঐ যুবব্যক্তি ইংগ্লণ্ডদেশীয় শ্রোপ্সাএর পরগনায় জাত এক ভাগ্যবান লোকের সন্তান। ঐ ব্যক্তি আপনার অস্থিরচিত্তপ্রযুক্ত বা হউক বা আপনার পিতার অস্থিরচিত্ত প্রযুক্ত বা হউক অনেক পাঠশালায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত পাঠশালাতে তিমি অতিদুর্দ্দান্ত সাহসবান্ এবং শিক্ষা করণে অনিচ্ছুক এবং পরাধীন হইয়া থাকনে অত্যসন্তুষ্ট ছিলেন। ঊনবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি ভারতবর্ষস্থ কোম্পানির নাগর্য্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মন্দ্রাজে প্রেরিত হইলেন। ঐ ব্যক্তি মন্দ্রাজে পঁহুছিয়া অন্য লোকের দ্বেষক না হইয়াও এমত কলহপ্রিয় ছিলেন যে তিনি আপনার সমানলোকের সহিত সর্ব্বদা বিরোধ করিতেন তাঁহার কার্য্যে অমনোযোগ এবং পরাধীন হইয়া কার্য্যকর্ম্ম করণে অসম্মতি দেখিয়া তাঁহার প্রভু

যেরা তাঁহাকে বড় মর্য্যাদা করিতেন না। মন্দ্রাজবিষয়ে ফ্রান্সী য়েরদের এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সন্ধি ফ্রান্সীয়জাতিকর্তৃক যখন অন্যথা হইয়াছিল তখন ঐ ক্লাইব সেনাপতি মুসলমানের বেশ ধরিয়া মন্দ্রাজহইতে সেন্ত দাউদ্ দুর্গেতে পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং যখন পুদ্চেরি নগর ইংগ্লণ্ডীয়কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল তখন তিনি কুটিপতিরদের কার্য্য ত্যাগ করিয়া অতিক্ষুদ্রপদস্থ হইয়া যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপর দেবীকোটার যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ঐ ক্লাইব্ সাহেব পুনর্ব্বার কুটিপতিরদের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু তাহার মন এমত চঞ্চল ছিল যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরদের অভাবপ্রযুক্ত তিনি আত্মচঞ্চলচিত্তানুযায়ি যুদ্ধকার্য্যে পুনর্ব্বার নিমগ্ন হইলেন। তিনি ত্রিচিনাপল্লী বন্দরে তন্নগর সুরক্ষার্থে প্রধান কুটির অধ্যক্ষকর্তৃক প্রেরিত সেনারদের সহিত গমন করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সহিত দুই শত গোরা এবং তিন শত সিপাহি গিয়াছিল। ঐ গোরা এবং সিপাহি একত্র দেওনার্থে সেন্ত দাউদ্ দুর্গের রক্ষণার্থে কেবল এক শত এবং মন্দ্রাজ দুর্গের রক্ষণার্থে কেবল পঞ্চাশ লোক অবশিষ্ট রহিয়াছিল। ঐ সেনারদের কর্তৃত্বার্থে তাহার অধীন কেবল আট জন উপাধ্যক্ষ ছিল তাহারদের মধ্যে ছয় জন কখন কোন যুদ্ধ দেখে নাই এবং চারি জন কুটির লেখকমাত্র ছিল কিন্তু তাহারদের যুদ্ধে ব্যগ্রতা তিনি প্রথম জন্মাইলেন। তোপের মধ্যে তাঁহার কেবল তিন ক্ষুদ্র তোপ ছিল কিন্তু দুই বৃহত্তোপ পশ্চাৎ প্রেরিত হইল। ঐ সময়ে শত্রুরা আর্কাট্ নগরে দুর্গস্থ হইয়া রহিয়াছিল কিন্তু সেই দুর্গ প্রশস্ত প্রযুক্ত তদ্দুর্গস্থ সৈন্য পলায়ন করাতে তিনি অনিবার্য্যরূপে যাইয়া তাহা আক্রমণ করিলেন। অপর শত্রুরা পাছে আমাকে বেষ্টন করে এই ভয়ে ক্লাইব সাহেব দুর্গেতে খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করণে অতিমনোযোগপূর্ব্বক চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিক্স্থ পলায়িত শত্রুরা পরস্পর সাহস বাঁধিয়া চড়াউ না করে এতন্নিবারণার্থে তিনি মধ্যরাত্রে বারম্বার শত্রুরদের ছাউনিতে চড়াউ করিতেন। অধিক কি কহিব শত্রুরা চড়াউ করিলে তিনি

তাহারদের উপরে অতিশয় বল প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে হটাইয়া উলটিয়া চড়াউ করিলেন ও তাহারদিগকে অনেক ব্যস্ত করিলেন। ইত্যবসরে চন্দাসাহেব ত্রিচিনাপল্লী বন্দরে স্থিত আপনার সৈন্য হাজার চারেক প্রেরণ করিলেন এবং ফুদ্‌চেরি নগরহইতে চন্দাসাহেবের পুত্রকর্তৃক প্রেরিত এক শত পঞ্চাশ গোরা এবং আর্কাট্‌ নগর নিকটস্থ ন্যূনাধিক আর তিন হাজার লোক ঐ সেনার সহিত মিলিল ও তাহারা এই সকল সুদ্ধ নগরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ বিষয় অবগত হইয়া ক্লাইব সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহারদিগের দূর করণার্থে প্রতিজ্ঞা করিয়া দুর্গস্থ প্রায় আপন তাবৎ সৈন্য সমেত বাহির হইলেন এবং আপনার যে কএক তোপ ছিল তাহা লইয়া নগরমার্গে শত্রুরদিগের উপরে পড়িলেন তাহাতে শত্রুরা নগরের নানা গৃহে গিয়া তাঁহার সেনারদের উপর এমত বন্দুক করিল যে তাহার অনেক সৈন্যহানি হইল তাহাতে তিনি আত্মরক্ষার্থে পুনর্ব্বার দুর্গে প্রবিষ্ট হইলেন। ভারতবর্ষস্থ মহাসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া অল্প সৈন্যও কতবার জয়ী হইয়াছে ইহা দেখিয়া যে লোক এমত সাহস করে যে আমি অল্প সৈন্য লইয়া মহাসৈন্যের উপরে আক্রমণ করিতে পারি তাহার উন্মত্ততা কহা যায় না কিন্তু এই বিষয় ক্লাইব সাহেব যে পরাজয় করিবেন তাহার অত্যল্প আশা ছিল কিন্তু পরাস্ত যে হইবেন ইহাতে অনেক সন্দেহ ছিল। যুদ্ধেতে তাঁহার পনের জন গোরা মারা পড়িল তাহার মধ্যে এক জন প্রথমপদস্থ। এবং আর এক জন মাত্র গোলেন্দাজি সেনাপতি তদ্ভিন্ন ষোল লোক আঘাতী হইয়া নিষ্কর্ম্মণ্য হইল।

পর দিবস বিপক্ষেরদের সাহায্যার্থে বেলউরহইতে আরো দুই সহস্র সৈন্য আসিয়া পঁহুছিল ঐ দুর্গের চতুর্দ্দিগের মাপ অর্দ্ধ ক্রোশাধিক ছিল এবং তাহার স্থানেং প্রাচীর ভগ্ন ও বুরুজ সকল অনুপযুক্ত ও ভগ্নপ্রায় ও সর্ব্বথা অরক্ষণীয় তথাপি ক্লাইব সাহেব বিপক্ষ নিবারণ করিতে পথ পাইলেন ঐ দুর্গের দুই স্থান ভগ্ন ছিল এক স্থান ষাটি হস্ত আয়ত ও অন্য স্থান তেত্রিশ হস্ত আয়ত যখন শত্রুরা ঐ দুই ভগ্ন স্থান দিয়া আসিতে চেষ্টা করিল তখন ক্লাইব সাহেব

অশীতিসংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য ও এক শত বিংশতি সি পাহি এই অল্পমাত্র সৈন্যের অতিশয় সাহস জন্মাইয়া বিপক্ষের দিগকে পরাস্ত করিলেন তাহাতে পঞ্চাশ দিবস যুদ্ধ করিয়া তৎ পর দিন রাত্রিতে বিপক্ষেরা পলায়ন করিল। তাহার পর দিবস মন্দ্রাজহইতে কতক সৈন্য আসিয়া ক্লাইবের সহিত মিলিত হইলে তিনি তাহার কতক সৈন্য আর্কাটের দুর্গে রাখিয়া বিপক্ষেরদের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। ইতোমধ্যে লুঠকরণ প্রত্যাশাতে কতক মহারাষ্ট্র সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহকারী হইল তাহারদিগকে লইয়া তিনি আর্ণিনগরে শত্রুরদিগকে জয় করিলেন ও ফ্রান্সীয়েরা যেখানে সৈন্য স্থাপিত করিয়াছিল এমত কঞ্জিবেরাম নামে দুর্গ পুনর্ব্বার পাইলেন।

এই সকল প্রধান কর্ম্ম করণানন্তর দিসেম্বর মাসের শেষে ক্লাইব সাহেব সেন্ত দাউদ দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন বিপক্ষেরা এতৎ সম্বাদ অবগত হইয়া পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়ে রদের অধিকার লুঠ করণার্থে পুনরাগমন করিল। পরে বঙ্গভূমি হইতে ক্লাইবের সাহায্যার্থে কতক সৈন্য আসিয়া পঁহুছিলে ঐ সৈন্য লইয়া ফেব্রুআরি মাসের শেষে তিনি তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহিরে গেলেন ও তিনি তাহারদের নিকটে পঁহুছিবা মাত্র তাহারা হঠাৎ আপন সৈন্যস্থান ত্যাগ করিল কিন্তু আর্কাটন গরে আশ্রয় পাইতে চেষ্টা করিল যেহেতুক আর্কাট নগরহইতে প্রায় সকল সৈন্য ক্লাইবের সাহায্যার্থে বাহিরে গিয়াছিল।

পরে ক্লাইব তাহারদের পলায়নবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও বেগে আ র্কাট নগরের প্রতি গমন করিলেন কিন্তু সূর্য্যাস্তকালে অকস্মাৎ শ ত্রুরা তাঁহার অগ্রগামি সৈন্যের প্রতি তোপ করিলে হঠাৎ এক তু মলযুদ্ধারম্ভ হইল। তাহারদের তোপ কোন মতে যদি ধরা না যা ইত তবে ক্লাইবের জয়বিষয়ে কিছুমাত্র ভরসা থাকিত না যেহে তুক ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অপেক্ষায় তাহারদের সৈন্যবাহুল্য ছিল অ তএব দশ ঘণ্টা রাত্রির সময় অন্ধকার সহকারে ক্লাইব সাহেব বি পক্ষেরদের পশ্চাদ্ভাগে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা হ ঠাৎ গিয়া তোপরক্ষকেরদিগকে পরাভূত করিয়া মহোদ্দিশ্য কর্ম্ম সা

ধ্বংস করিল। শত্রুরা এই দুরবস্থাপাপ্ত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইল কিন্তু অন্য কোন অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পন্ন না হইতেং ক্লাইবের প্রতি রাজধানীগমনে আজ্ঞা হইল পরে স্বকর্তৃত্বাধীন সৈন্য সমভিব্যাহারে ত্রিচিনাপল্লীতে তাঁহার যাত্রা স্থির হইল।

আর্কাট দেশে এই সকল সত্বর কর্ম্ম হওন সময়ে ফ্রান্সীয়েরা যে ত্রিচিনাপল্লীর প্রতি আক্রমণ করিবে এ বিষয়ে মহম্মদআলীর অধিক ভয় করিবার আবশ্যক ছিল না কিন্তু তাঁহার অপ্রতুলজন্য ভয় জন্মিতে লাগিল। তিনি তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের ব্যয় দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা না হইয়া তাহারা আপন রাজধানীহইতে প্রতিপালিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার নিজ সৈন্য সকলের বেতন বাকী ছিল এবং তাহারা যে বহুদিবসপর্য্যন্ত স্বরাজদ্রোহ করে কিম্বা ছিন্নভিন্ন হয় ইহা নিবারণ করণের কোন উপায় ছিল না।

এই দুর্দ্দশাতে মহম্মদআলী মহিসুরের রাজার নিকটে নিজ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিজানগর রাজ্য ভগ্ন হইলে এই মহিসুর নামে হিন্দুরাজ্য উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এই সময়ে চন্দাসাহেবের পরাক্রম দেখিয়া মহিসুরের রাজা ভীত হইল যেহেতুক পূর্ব্বে চন্দাসাহেব মহিসুরের রাজ্য জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিল অতএব মহম্মদআলী মহিসুরের রাজার কাছে সহায়তা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন যে তুমি যাহা প্রার্থনা কর আমি তাহা করিব। ইহাতে ঐ রাজা এ বিষয় স্বীকার করিল ও তাঁহার উপকারার্থে আপনার সৈন্য পাঠাইল। আর্কাট নগর বেষ্টনকরণ কালে যে মহারাষ্ট্র সৈন্য ক্লাইবের সহকারী হইয়াছিল তাহারা এবং অন্য কতক মহারাষ্ট্র এই সর্ব্ব সুদ্ধ ছয় হাজার মহারাষ্ট্র মহিসুরের বেতনগ্রাহী হইয়া মহিসুরস্থ চৌদ্দ হাজার সৈন্যের সহিত মিলিয়া ফেব্রুআরি মাসের অর্দ্ধেকে ত্রিচিনাপল্লীতে আগত হইল। এ কালপর্য্যন্ত তঞ্জাউরের রাজা কাহারও পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু মহিসুরস্থ সৈন্যাগমনেতে তিনিও মহম্মদআলীর সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ক্লাইব সেন্ত দাউদ্ দুর্গেতে আহূত হইয়া কিয়ৎ কালানন্তর যুদ্ধোদ্যোগ

করিলেন। ইতোমধ্যে ২৬ মার্চ তারিখে মেজর লারেন্স সাহেব ইংগ্লণ্ডহইতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অন্য চারি শত ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য ও এগার শত সিপাহী ও আট তোপ ও যুদ্ধোপযুক্ত অনেক সামগ্রী ইত্যাদি সকলের অধ্যক্ষ হইয়া তিনি ক্লাইবের সহিত মিলিতে যাইতেছিলেন। লারেন্স সাহেবের সৈন্যের প্রতি উভয়ের দৃষ্টি ছিল দুপ্লি পুনঃ২ ফ্রান্সীয় সৈন্যের নিকটে আজ্ঞা পাঠাইল যে কোন প্রকারে ঐ সৈন্যের পথ রোধ কর কিন্তু তাহারদের চেষ্টা সফলা না হওয়াতে লারেন্স নিরুদ্বেগে ইংগ্লণ্ডীয় ছাউনিতে আসিয়া পঁহুছিলেন।

অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরা বিপক্ষেরদের ছাউনিতে তাহারদের উপরে আক্রমণ করিতে স্থির করিলেন। তখন যুদ্ধ করণে ফ্রান্সীয়েরদের সাহস কিম্বা শক্তি হইল না এই নিমিত্তে তাহারা সিরিংঘাম উপদ্বীপে যাইবার কারণ নিশ্চয় করিল এবং এমত কথিত আছে যে চন্দাসাহেব তদ্বিষয়ে অনেক প্রতিবাদ করিল তথাপি তাহারা তাহা না মানিয়া সেখানে গেল। তাহারা এমত সত্বর প্রস্থান করিল যে আপনারদেরসমুদায় দ্রব্য লইয়া যাইবার অবকাশ পাইল না অতএব যে ভক্ষ্যদ্রব্য তাহারা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার মধ্যে যত লইতে পারিল তাহা লইয়া গেল ও যাহা অবশিষ্ট থাকিল তাহা অগ্নিসাৎ করিল।

ইংগ্লণ্ডীয়েরা তৎকালে বিলম্ব করিলে তাঁহারদের সহকারিরদের অস্থৈর্য্য হওয়াতে আপদ ঘটিত তৎপ্রযুক্ত অল্পকালের মধ্যে বিপক্ষেরদিগের উপরে আক্রমণ করণ তাঁহারদের অত্যাবশ্যক হইল এইহেতুক ফ্রান্সীয়েরদের নানা সাহায্যনিবারণার্থে ক্লাইব কোলেরুণের ওদিকে কতক সৈন্য রাখিতে পরামর্শ দিলেন।

লারেন্স সাহেব সে পরামর্শ গ্রাহ্য করিয়া ক্লাইবের সহিত কতক সৈন্য কোলেরুণের ওদিকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি আপনার সাধারণ সতর্কতা ও সাহসিকতাতে সফলতাপূর্ব্বক উদ্দিশ্যাসিদ্ধি করিলেন। দুপ্লি আপন সৈন্যবৃদ্ধি করিবার কারণ ও তাহারদের আহারীয় দ্রব্যাদি আনয়নার্থে অনেক যত্ন করিল কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল। এবং দুপ্লির সহকারি দৌতৈল সেনাপতির

বহুযুদ্ধায়োজনসূক্ত আগমন নিরোধ হওয়াতে সে এক দুর্গেতে আশ্রয় লইল পরে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা ঐ দুর্গাক্রমণ করিয়া তাহাকে বন্দি করিল।

অপর খাদ্যদ্রব্যাভাবে শত্রুরদের অনেক ক্লেশ হইতে লাগিল এবং তাহারদের ছাউনির মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তোপ প্রবিষ্ট হইল ও চন্দাসাহেবের সৈন্যেরা তাহাকে ত্যাগ করিলে তঞ্জাউরের সৈন্যাধ্যক্ষ তা কে া শ্রয় দিতে স্বীকার করিল তাহাতে তিনি তাহার আশ্রিত হইলেন। পরে ফ্রান্সীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে আপনারদিগকে সমর্পণ করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ বন্দিত্ব স্বীকার করিল।

অপর চন্দাসাহেবের অতিশয় দুর্দ্দশা হইল যেহেতুক তঞ্জাউরের সৈন্যাধ্যক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহার পায়ে বেড়ি দিল পরে কাহার অধীনে চন্দাসাহেব থাকিবেন এ বিষয়ে মাহিসুরাধ্যক্ষ ও মহারাষ্ট্রসৈন্যাধ্যক্ষ ও তঞ্জাউরের অধ্যক্ষ ও মহম্মদ আলী এই কএক জনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল তাহাতে মেজর লারেন্স সাহেব এই বিবাদ ভঞ্জনার্থে পরামর্শ দিলেন যে এহাঁকে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এক দুর্গেতে বন্দি করিয়া রাখ কিন্তু উভয় পক্ষ তাহাতে সম্মত না হওয়াতে তঞ্জাউরের সৈন্যাধ্যক্ষ গুপ্তরূপে তাহাকে নষ্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন।

ত্রিচিনাপল্লীর প্রতি উভয়ের ঐক আশা ছিল। ইংগ্লণ্ডীয়েরা অনুমান করিলেন যে ঐ নগর প্রাপ্ত হইলে সকলেই আমারদের অধীন হইবে এবং কর্ণাটদেশের সর্ব্বত্র আমারদের শাসন চলিলে স্রোতোবৎ অসংখ্য ধন আমারদের নিকটে আসিবে এই মিথ্যা ভরসাতে প্রফুল্ল হইয়া মেজর লারেন্স সাহেব জয়শীল আপন নবাবকে পদস্থ করিবার কারণ দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে সত্ত্বর হইলেন তখন জিঞ্জিনামক স্থানব্যতিরেকে তাহার গমন রোধক স্থান আর দৃষ্ট হইল না।

অপর পূর্ব্বে ঐ নবাব মহিসুরের অধ্যক্ষের সহকারিতা প্রার্থনা কালে অন্যং অঙ্গীকারের মধ্যে এই এক অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে যদি তুমি আমার সহকারিতা কর তবে ত্রিচিনাপল্লী ও

তৎপ্রদেশ আমি তোমাকে দিব। এই সময় ঐ অঙ্গীকার পূর্ণ করি বার নিমিত্তে মহিসুরের অধ্যক্ষ ব্যগ্র হইল এবং ঐ ত্রিচিনাপল্লী প্রাপ্ত্যর্থে অবকাশান্বেষক ছিল যে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ সেও মহিসুরের অধ্যক্ষকে আশ্বাস দিতে লাগিল তৎপ্রযুক্ত ঐ নবাবের আগমনে বিলম্ব হওয়াতে মেজর লারেন্স সাহেব কিছু ভাবিত হইলেন।

লারেন্স সাহেব ঐ অঙ্গীকারের কথা শুনিয়া অতিবিস্ময়াপন্ন হইলেন। ত্রিচিনাপল্লী হস্তগত করিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বহু ধন ব্যয় হইয়াছিল কিন্তু এখন লারেন্স সাহেব দেখিলেন যে যাঁহার নিমিত্ত এই স্থান জয় করা গিয়াছে তাঁহার হস্তে ঐ স্থান থাকিবে না এবং যদি থাকে তথাপি তাঁহার সম্ভ্রম ও বিশ্বাস লোপ হইবে যেহেতুক নবাব ঐ স্থান মহিসুরের রাজাকে দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু নবাব ভারতবর্ষীয়রীত্যনুসারে আপন অঙ্গীকৃত রক্ষা করণে অতিতুচ্ছ জ্ঞান করিলেন ও কহিলেন যে মহিসুরাধ্যক্ষ অবশ্য জ্ঞাত আছে যে আমি পূর্ণ করণের অভিপ্রায়ে ঐ অঙ্গীকার করি নাই যেহেতুক এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে কেহ এমত ভাবেও না যে কোন লোক আপন লাভ না দেখিয়া কিম্বা অন্য কোন দায়গ্রস্ত না হইয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করে। কিয়ৎকাল এতদ্রূপ বাদানুবাদ হইলে শেষে নবাব দুই মাসের মধ্যে ত্রিচিনাপল্লীর দুর্গ দিতে স্বীকার করিলেন তাহাতে মহিসুরাধ্যক্ষ অগত্যা তাহাই স্বীকার করিল।

পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঐ দুর্গেতে কতক সৈন্য রাখিয়া আপনারদের নবাবকে স্থির করিতে চলিলেন কিন্তু তঞ্জাউরের ও তন্দিমানের সহকারি সৈন্যেরা স্বস্বস্থানে গমন করিল এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা ও মহিসুরস্থেরা ত্রিচিনাপল্লীহইতে প্রত্যাগমন করিতে অস্বীকার করিল।

ইংগ্লণ্ডীয়েরা যাহাতে আপনারদের আশার সাফল্য বোধ করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া দুপ্লি নিরাশ হইলেন না যেহেতুক তিনি অত্যসম্ভবরূপ কল্পনা করিয়া তাহা সফলা করিতে অতিক্লেশ হইলেও তাহাতে নিবৃত্ত হইতেন না এবং তিনি উপায়ের কোষ

স্বরূপ ছিলেন সেইহেতুক এক বিষয় দুঃসাধ্য হইলে অন্য এমন উপায় করিতেন যে তদ্দ্বারা তৎকর্ম্ম সিদ্ধ হইত।

ফ্রান্সীর সৈন্যকর্ত্তৃক রক্ষিত গিঞ্জি স্থানব্যতিরেকে অন্য কোন স্থান এমত ভাবমাজনক ছিল না ঐ স্থান প্রথমাক্রমণ করিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা অবিবেচনাপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্তু মেজর লারেন্স সাহেব এই কল্পেতে দোষজ্ঞানপূর্ব্বক তৎপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া কর গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন কিন্তু বড় সাহেব সাণ্ডর্স সাহেব কর্ত্তৃক এই পরামর্শ অগ্রাহ্য হইল। এই সময়ে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের প্রবেশ নিবারণার্থে ও তাহারদের আহার রোধ করিতে দুপ্লি সৈন্য পূরণ করিয়া গিঞ্জির চতুর্দ্দিক্স্থ পর্ব্বতীয় পথরোধ করিলেন তাহাতে ঐ সৈন্যেরদিগকে দূর করিবার কারণ কতক ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য প্রেরিত হইল কিন্তু তাহারা তৎকর্ম্মে কৃতকার্য্য না হইয়া আপনারাই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

পরে ফ্রান্সীয়েরা এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া অপর যত সৈন্য পাইল সে সকল আপন জয়ি সৈন্যের সহিত সম্মিলিত করিল এবং ঐ সৈন্য লইয়া জয়িরূপে সেন্ত দাউদ দুর্গের সীমাপর্য্যন্ত গেল। এই দুর্দ্দশা সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়াধীন স্বিৎজের্লাণ্ড দেশের কতক সৈন্য লারেন্স সাহেবের উপকারার্থে নিযুক্ত হইয়া মন্দ্রাজহইতে সেন্ত দাউদ দুর্গপর্য্যন্ত প্রেরিত হইল। লারেন্স সাহেব এই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে ঐ সৈন্য বৃহজ্জাহাজদ্বারা আমার নিকটে আসিবে কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া ক্ষুদ্র২ নৌকাতে আরোহণপূর্ব্বক আগমন করিতে লাগিল এবং ইংগ্লণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত যে সন্ধি ছিল তাহা না মানিয়া দুপ্লি ফুদ্চেরিহইতে আগত এক জাহাজে তাহারদিগকে বন্দি করিয়া আনিলেন। লারেন্স সাহেব চারি শত ইউরোপীয় সৈন্য ও সতর শত সিপাহী ও চারি হাজার নবাবী সৈন্য ও নয়টা তোপ লইয়া ফ্রান্সীয়েরদের প্রতিকূলে গমন করিলেন তখন ফ্রান্সীয়েরদের চারি শত ইউরোপীয় সৈন্য ও পনের শত সিপাহী ও পাঁচ শত অশ্বারূঢ় সৈন্য ছিল। প্রথমতঃ ফ্রান্সীয়েরা যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিল তাহাতে ল্যারেন্স ছলক্রমে আপনারদের পলায়নের উদ্যোগ দেখাইলেন

তাহাতে ফ্রান্সীয়েরা সাহসিক হইয়া তাহারদের পশ্চাৎ দৌ ড়িল। পরে সেন্ত দাউদ দুর্গহইতে এক ক্রোশ অন্তর বাহুরের নিকটে যুদ্ধ হইল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা জয়ী হইলেন কিন্তু এই যুদ্ধেতে যদি নবাবের অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা আপনারদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিত তবে ফ্রান্সীয়েরদের আরো অপচয় হইত কিন্তু তা হারা বিপক্ষের প্রাতিকূল্য না করিয়া বিপক্ষের ছাউনির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর কাপ্তান ক্লা ইব সাহেব কতক সৈন্য লইয়া কোবলং ও চিঙ্গলিপটাম নামে দুই দুর্গ আয়ত্ত করিতে প্রেরিত হইলেন এই কর্ম্ম তিনি স্বাভাবিক সাহসেতে সিদ্ধ করিয়া আপন স্বাস্থ্যের কারণ ইউরোপে প্রস্থান করিলেন। এই সময় গ্রীষ্মঋতুর পরিবর্ত্ত হওয়াতে যুদ্ধস্থান হইতে সৈন্যেরদের প্রত্যাগমনাবশ্যক হইল।

অপর যে সময়ে এই সকল কর্ম্ম হইতেছিল তখন মহিসুরস্থ নঞ্জীরাজনামে সৈন্যাধ্যক্ষ ত্রিচিনাপল্লীর সম্মুখে নিষ্কর্ম্মান্বিত না হইয়া দুর্গের মধ্যে যাইতে ও বিপক্ষীয় সৈন্য স্বপক্ষে আনি তে বারম্বার চেষ্টা পাইতে লাগিল তাহার এই সকল চেষ্টা করা তে সেখানকার দুর্গরক্ষক কাপ্তান ডাল্টন সাহেব সর্ব্বদা সতর্ক ছি লেন। নঞ্জীরাজ ফ্রান্সীয়েরদের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা করি ল ও তাহারদের সহিত এপর্য্যন্ত মেল হইল যে সে তাহারদের নিকটে তিন হাজার মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য প্রেরণ করিল তাহারা ফ্রান্সীয়েরদের সহিত মিলনার্থে যাইতেছিল কিন্তু বাহুরের যু দ্ধেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের জয় শ্রবণ করিয়া আপনারদের মনস্থ অন্যমত করিয়া তাহারা যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত মিলন করিতেই ত্রিচিনাপল্লীহইতে আসিয়াছে এইরূপ জানাইয়া গি য়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত মিলন করিল। শীত ঋতুতে যুদ্ধ নিবৃত্তকালে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত সন্ধির নির্দ্ধারণ হইল। ই হার পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা ফুল্‌চেরিতে গমন করিল এবং মহি সুরস্থ লোকেরা আপনারদিগকে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের স্বপক্ষ ন্যায় দর্শাইয়া অবকাশাপেক্ষাতে ত্রিচিনাপল্লীর সম্মুখে রহিল কিন্তু যুদ্ধ পুনরারম্ভের পূর্ব্বে ইহারা ফ্রান্সীয়েরদের পক্ষরূপে আপনার

দিগকে প্রকাশ করিয়া কাপ্তান ডাল্টন সাহেবের কর্তৃত্বাধীন সম্মুখবর্ত্তি ষাটি জন ইংগ্লণ্ডীয় যোদ্ধা ও কতক সিপাহীরদের উপরে চড়াউ করিয়া প্রত্যেক জনকে হত করিল।

এই সময় ভারতবর্ষস্থ ফ্রান্সীয় কোম্পানি ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানি অপেক্ষা দরিদ্র ছিল তাহাতে আপনার দিগে অধিক সৈন্য সংগ্রহবিষয়ে দুপ্লি কৃতকার্য্য হইলেন বটে কিন্তু রণসামগ্রীর অভাবে অতিশয় ক্লেশ পাইলেন। এই সকল দুর্দ্দশাতে দুপ্লি স্বধন সকল দিয়া শেষে আপনি কর্জ করিয়া সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিলেন না। তাহাতে উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে বেলোরের অধ্যক্ষ মর্ত্তিজআলীর নিকটে সহকারিতা প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে এমত জনরব ছিল যে মর্ত্তিজআলীর যথেষ্ট ধন আছে অতএব সেই ধন লইবার কারণ দুপ্লি ফুদ্চেরি নগরের নবাবী তাহাকে দিতে অঙ্গীকার করিলেন ইহাতে মর্ত্তিজআলী ফুদ্চেরিতে আসিয়া অনেক অর্থ দিল কিন্তু এতদ্ভিন্ন অধিক অর্থের আবশ্যকতা যে হইবে ইহা নিশ্চয় জানিয়া তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া আপন দুর্গেতে প্রস্থান করিল।

ফ্রান্সীয়েরা পাঁচ শত ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্য ও ষাটি জন অশ্বারূঢ় ও দুই হাজার সিপাহী ও মুরারিরাওনামক সেনাপতির কর্তৃত্বাধীন চারি হাজার মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য লইয়া এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা সাত শত ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্য ও দুই হাজার সিপাহী ও পনের শত নবাবী অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া উভয়ে জানুআরি মাসের আরম্ভে পুনর্যুদ্ধারম্ভ করিল। ফ্রান্সীয়েরা আপনারদের অশ্বারূঢ় সৈন্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত প্রকৃতরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধসামগ্রীরক্ষক সৈন্যের উপরে বারম্বার আক্রমণ করিবার জন্যে থাকিল তাহাতে তাহারা এমত কৃতকর্ম্মা হইল যে সেন্ত দাউদ দুর্গহইতে যে সকল খাদ্যদ্রব্যাদি আসিত তাহার রক্ষার্থে মেজর লারেন্স সাহেবের সৈন্যের বারম্বার যাইবার আবশ্যকতা হইল।

২০ এপ্রিলপর্য্যন্ত এতদ্রূপে যুদ্ধ হইল ঐ তারিখে কাপ্তান ডাল্টন সাহেবের নিকটহইতে ধাবকদ্বারা সমাচার আইল যে

কেবল তিন সপ্তাহের ব্যয়োপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য শ্রীরঙ্গম দুর্গেতে আছে।

শ্রীরঙ্গম স্থানে ফ্রান্সীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকটে আপনার দিগকে নিয়মানুসারে সমর্পণ করিলে পর ইংগ্লণ্ডীয়েরা ত্রিচিনা পল্লীহইতে প্রত্যাগমন কালে কাপ্তান ডাল্টন সাহেবকে সেখান কার দুর্গের অধ্যক্ষ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তৎসময়ে নবা বের এক ভ্রাতা নগরের অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত ছিলেন ভ্রমক্রমে ঐ ব্যক্তির হস্তে তাবদ্ভক্ষ্য সামগ্রী রাখা গিয়াছিল। কাপ্তান ডা ল্টন সাহেব কখনং তাহাকে ঐ সকল দ্রব্যের ন্যূনাধিক্যবিষয়ে জিজ্ঞাসামাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন কিন্তু যখন মহিসূরস্থ লো কেরা দুর্গ বেষ্টন করণেতে ডাল্টন সাহেবকে নজরবন্দী করিল ও আপনারদের অশ্বারূঢ় সৈন্যদ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম সকলহইতে আহারীয় দ্রব্যের নির্গমনরোধ করিল তখন কাপ্তান ডাল্টন সা হেব মনে করিলেন যে নবাবের ভ্রাতার জিম্মাতে যে সকল ভক্ষ্য সামগ্রী ছিল তাহা আছে কি না ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করা উপ যুক্ত। এবং এ বিষয় অনুসন্ধান করণেতে তিনি জ্ঞাত হইলেন যে ঐ নবাবের ভ্রাতা নগরস্থ লোকেরদের নিকটে এত খাদ্যদ্রব্য বহুমূল্যেতে বিক্রয় করিয়াছে যে কেবল তিন সপ্তাহের ব্যয়োপ যুক্ত আছে অতএব তিনি মেজর লারেন্স সাহেবের নিকটে এই সমাচার শীঘ্র প্রেরণ করিলেন।

ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ ত্রিচিনাপল্লী রক্ষার্থে আপন গমনব্যতিরেকে উপায়ান্তর না দেখিয়া সসৈন্য সেই স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই গমনেতে সৈন্যের পলায়নে ও পীড়াতে তাঁহার এমত ক্ষতি হইল যে সেস্থানে পঁহুছিয়া তিনি দেখিলেন যে দুর্গরক্ষার্থক সৈন্য রাখিয়া যুদ্ধোপযুক্ত সৈন্য কেবল পাঁচ শত গোরা ও দুই হাজার সিপাহীমাত্র থাকিল। নবাবী তিন হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্য ছিল বটে কিন্তু তাহারা উপযুক্ত বেতন না পাও য়াতে যুদ্ধে অমনোযোগী ছিল এবং আজ্ঞাও মানিল না। ফ্রান্সী য়েরাও মহিসূরস্থেরদের সহায়তার জন্যে দুই শত ইউরোপীয় সৈ

ন্য ও পাঁচ শত সিপাহী আনিল এবং ত্রিচিনাপল্লী পুনর্ব্বার বৈ রক্ত্য ও ক্লেশজনক যুদ্ধের স্থান হইল।

মেজর লারেন্স সাহেব ১৭৫৩ শালের ৬ মে তারিখে পুনর্ব্বার ত্রিচিনাপল্লীতে আগমন করিলেন এবং তদ্দিবসাবধি ১৭৫৪ শালের ১১ আকটোবরপর্য্যন্ত ঐ স্থানে মহাযুদ্ধ হইল। ফ্রান্সীয়েরা আপ নারদের সহকারিরদের সাহায্যেতেও ত্রিচিনাপল্লী অধিকার করি তে সমর্থ ছিল না এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদেরও তাহারদিগকে দূর করিবার উপযুক্ত সৈন্য ছিল না।

দুপ্লি আপন কর্ত্তৃরদের সন্ধি করণেচ্ছাবগত হইয়া ও ইউ রোপে লোকেরা যে তাঁহার উচ্চাভিলাষ ও যুদ্ধক্ষমতাতে বিরাগ করিয়াছে ইহা বুঝিয়া ১৭৫৪ শালের জানুআরি মাসে মন্দ্রাজের অধ্যক্ষ সাণ্ডর্সসাহেবের সহিত মেল করিতে উদ্যোগ করিলেন। মহম্মদআলী কর্ণাট রাজ্যের নবাবী পদে গৃহীত হইবে কি না এই বিষয় যুদ্ধের মূল কারণ ছিল। ফ্রান্সীয়েরা যে তাঁহার নবাবী স্বী কার করে এ বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ইচ্ছা ছিল কিন্তু ফ্রান্সীয়ের দের ইচ্ছা যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা এ বিষয়ে মনোযোগ না করেন।

ইউরোপে এই বিবাদভঞ্জনার্থে যাহারদের উপর ভার ছিল তা হারা ইহারদের অপেক্ষা এই বিষয় শীঘ্র সমাধান করিতে ইচ্ছুক ছিল এই যুদ্ধের প্রায় আরম্ভাবধি ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানি ইংগ্লণ্ডীয় রাজসভাতে এই দরখাস্ত করিলেন যে ইংগ্লণ্ড ও ফ্রান্স এই উভ য়ের মধ্যে সন্ধির নিয়ম থাকিয়াও আমারদের উপরে আপদ্ জনক যুদ্ধের ভার পড়িয়াছে এবং এই যুদ্ধের আদিকারণ ভার তবর্ষস্থ এক ফ্রান্সীয় অধ্যক্ষের উচ্চাভিলাষমাত্র।

ফ্রান্সীয় কোম্পানি ও রাজমন্ত্রিরা ভারতবর্ষে ফ্রান্সীয়েরদের বা ণিজ্যবিষয়ে অত্যল্প অবগত ছিলেন। সেখানে যাহারা দুপ্লির বিরুদ্ধ ছিলেন তাঁহারা তাহার এই দোষ বলিতে লাগিলেন যে তিনি আপনার সম্মানাকাঙ্খায় নিরর্থক যুদ্ধেতে কোম্পানির অনেক ধন অপব্যয় করিতেছেন। ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানি ও ইংগ্লণ্ডীয় রাজম ন্ত্রিরা তাহার এই দোষ দিলেন যে তিনি ভারতবর্ষে দুই রাজ্যেতে বিরোধ জন্মাইতেছেন। এইরূপ ইংগ্লণ্ডেতে ও ফ্রান্সদেশেতে

তাহার বিষয়ে ও তাঁহার কর্ম্মের বিষয়ে সাধারণ অপবাদ হইয়াছিল। যখন লণ্ডন নগরে এই সন্ধিবিষয়ক পরামর্শ হইতেছিল তখন ইংগ্লণ্ডীয় রাজমন্ত্রিরা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করিয়া কতক জাহাজ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। ইহা দেখিয়া ফ্রান্সীয় রাজমন্ত্রিরদের শঙ্কা জন্মিল কিন্তু জাহাজ প্রেরণ করিতে তাহারদের শক্তি ছিল না। ফ্রান্সীয় কোম্পানি সন্ধি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন যেহেতুক তদ্দারা যে বাণিজ্য হইয়া বহুলাভ হইবে ইহা ভাবিয়া তাঁহারা অধিক যুদ্ধলব্ধ বস্তু ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু শেষে বিবেচনা হইল যে বিবাদস্থানব্যতিরেকে ইহার স্থির নির্দ্ধারণ হইতে পারিবে না। দুপ্লি যে মেল করিবার পরামর্শে থাকেন ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা সম্মত ছিলেন না যেহেতুক তাঁহারা কহিলেন যে দুপ্লির চাতুরী ও উচ্চাভিলাষ মিলনের বাধা নিত্য জন্মাইবেক। ফ্রান্সীয় রাজমন্ত্রিরাও এরূপ বিতর্ক করিলেন এবং শীঘ্র এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন যে ভারতবর্ষস্থ দুই দেশের বিরোধে সন্ধি করিবার জন্যে উকীল পাঠান যায়।

ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষে এক উপায় পাওয়া গেল এবং যদি তাহা না পাওয়া যাইত তবে হিন্দুস্থানে তাহারদের ভবিতব্য মঙ্গল স্থির হইতে পারিত না যেহেতুক অত্যল্প দিন পরে অর্থাৎ দুই বৎসর পরে যখন ইংগ্লণ্ডীয় ও ফ্রান্সীয়েরদের মধ্যে পুনর্ব্বার যুদ্ধ প্রবৃত্তি জন্মিল এবং বঙ্গভূমিহইতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা দূরীকৃত হইল এবং সুবাদারের মন্ত্রণার মধ্যে সকল হইতে ফ্রান্সীয় অধ্যক্ষ বুসির কথা অধিক গ্রাহ্য হইল তখন যদি ভারতবর্ষে ফ্রান্সীয়েরদের কর্ম্মের উপরে দুপ্লি থাকিতেন তবে ঐ নিপুণ অধ্যক্ষের চেষ্টা পূর্ণা হইতে পারিত। তিনি চেষ্টা করিলেন যে কর্ণাটদেশের উপরে ফ্রান্সীয়েরদের পরাক্রম সর্ব্বত্র চলে ও বঙ্গভূমিতে বাঙ্গালার সুবাদার কর্ত্তৃত্ব করে।

১৭৫৪ শালে ২ আগস্ত তারিখে গডহিউ সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত সন্ধি করিতে নিযুক্ত হইয়া ও দুপ্লির পরীবর্ত্তে ভারতবর্ষস্থ ফ্রান্সীয়েরদের অধিকারের উপরে বড় সাহেবী পদে নিযুক্ত হইয়া ফুদচেরিতে পঁহুছিলেন।

[৮ অধ্যায়।] [১৭৫৪ শাল।]

পরে গডহিউ সাহেব আসিয়া আপন পদের তাবৎ কর্ম্ম করি তেও সাণ্ডর্স সাহেবের সহিত সন্ধির নিয়ম করিতে বিলম্ব করি লেন না। গডহিউর ফ্রান্সীয় কর্ত্তৃরা সন্ধি করিতে অধিক চে ষ্টান্বিত ছিলেন এবং তাঁহারও অতিশয় উৎসাহ ছিল এবং তদর্থে তিনি প্রথমাবধি অনেক যুদ্ধলব্ধ বস্তু ত্যাগ করিতে আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তাহাতে ১১ আকটোবর তারিখে এই নি য়ম করা গেল যে তিন মাসপর্য্যন্ত যুদ্ধ বিরত থাকিবেক। তৎ পরে ২৬ দিসেম্বর তারিখে ফুলচেরি নগরে এক সন্ধির নিয়ম করা গেল কিন্তু সে সময়ে এই অপেক্ষা থাকিল যে ইংগ্লণ্ডীয় ও ফ্রান্সীয় বাদশাহেরা যদি ইহার কোন স্থানে অন্যমত করেন কিম্বা ইহাই স্থির রাখেন তবে সেই মঞ্জুর। এই নিয়মেতে ইং গ্লণ্ডীয়েরদের বাঞ্ছা পূর্ণা হইল এবং ফ্রান্সীয়েরা যুদ্ধেতে যত পা ইয়াছিল সে সকলি তাহারা ত্যাগ করিল। এই সন্ধিদ্বারা মহ ম্মদআলী কর্ণাটদেশের নবাবী পদে নিযুক্ত রহিলেন।

ইতোমধ্যে জাহাজের অধ্যক্ষ বট্সন সাহেব তিন জাহাজ ও এক সুলুপ লইয়া ইংগ্লণ্ডদেশহইতে আইলেন ঐ জাহাজে এক পল্টন অর্থাৎ সাত শত বাদশাহী সৈন্য ও চল্লিশ জন গোলেন্দাজ ও দুই শত নূতন ইংগ্লণ্ডীয় যোদ্ধা আইল বটে কিন্তু গডহিউর সহিতও ফ্রান্সীয় পনের শত যোদ্ধা আসিয়াছিল। তদনন্তর দুপ্লি তদ্বিষয়ে কহিতেন এবং সে সত্যও বটে যে যদি তৎকালে আমার কর্ত্তৃত্ব থাকিত তবে আমি ঐ ফ্রান্সীয় সৈন্যের সহিত মহারাষ্ট্রসৈন্য ও তঞ্জাউরের সৈন্য ও মহিসুরীয় সৈন্য সম্মিলিত করিতে পারিতাম। সেই সময়েও ফ্রান্সীয়েরদের বন্ধু বুসি শ লাবজঙ্গের সহিত এমত মিলিলেন যে আপনি সেই দক্ষিণের সুবাদারের দরবারেতে থাকিয়া কর্ত্তার মত আজ্ঞাদ্বারা প্রায় সকল কর্ম্ম চালাইলেন।

পরে রাজদ্রোহি পাঠানেরদিগকে জয় করিয়া নিরস্ত করণেতে বুসি এমত আশ্চর্য্যরূপে ইউরোপীয় যোদ্ধার গুণ প্রকাশ করিলেন যে শলাবজঙ্গ বুসিকে সন্তুষ্ট রাখিবার কারণ তাঁহার প্রার্থনাতে ফ্রান্সীয়েরদের বন্ধু যে শেষ সুবাদার মুজফ্ফরজঙ্গ তাহার পুত্রকে

আপন পিতার অধিকারে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাহাকে আ দোনি ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ দেশ ও তৎপিতার বধপ্রয়োজক দুই পাঠান অধ্যক্ষের দেশও দিলেন। ভারতবর্ষের বিবরণকর্ত্তা অর্ম সাহেব এই বিষয়ে এমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে এই বিবরণ যদি সত্য হয় তবে আপন বন্ধু পুত্রের উপকার করণেতে বুসির উত্তম গুণ প্রকাশ হইল বটে যেহেতুক ভারতবর্ষে পুত্র পিতার গুণেনে প্রায় ফলবান্ হয় না।

শলাবতজঙ্গের অধিকারের বন্দোবস্ত করিতে মহারাষ্ট্রেরদের দ্বারা অনেক বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল যেহেতুক নিজামুল্মুল্কের মরণা নন্তর দেশরক্ষার বিষয়ে তাহার অমনোযোগ দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা দক্ষিণ সুবার অন্তঃপাতি দেশ জয় করিতে অনেক চেষ্টা করিল। বালাজীরাও নামে এক মহারাষ্ট্রাধ্যক্ষ পঁচিশ সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণানদী ও গোলকুণ্ডা নগরের মধ্যপথে সুবাদারের সৈন্যের অগ্রগমন রোধ করিল কিন্তু উকীলের কথাক্রমেতে ও কিঞ্চিৎ উৎকোচ প্রাপ্তিতে সে তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইল। কএক মাসপরে সে পুনর্ব্বার তাহার বিপরীতে বহুসৈন্য লইয়া আইল এই যাত্রায় সে অনায়াসে জয় করিতে পারিত কিন্তু বুসির যুদ্ধনৈপুণ্যেতে ও ইউরোপীয় যুদ্ধসামগ্রীর বাহুল্যেতে সে বিষয় রহিত হইল। অপর যখন এতদ্দেশীয় লোকেরা ইউরোপীয় যুদ্ধসামগ্রীর গুণ দেখিল তখন সকলে অত্যন্ত চমৎকৃত হইল এবং তৎপরে সেই সামগ্রীর গুণেতে অনেক যুদ্ধ সফল হইল। কিন্তু আপদ কেবল এক দিকহইতে উৎপন্ন হইল না নিজামুলমুল্কের জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজিউদ্দিন খাঁ আপন পিতৃপদের অর্থাৎ দক্ষিণ সুবার সুবাদারির অপেক্ষাতে ছিলেন কিন্তু দিল্লীর বাদশাহের দরবারে আপন বংশের অধিকার রক্ষার্থে আপন পিতৃকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলেন। পরে নিজামুল্মুল্কের মরণানন্তর তাঁহার মধ্যম পুত্র নাজিরজঙ্গের ঐ সুবাদারী লাভে গাজিউদ্দীন খাঁ অগত্যা স্বীকার করিলেন। কতক কাল পরে গাজিউদ্দীন খাঁ দিল্লীর দরবারে কষ্ট পাইয়া এবং এই সময়ে নাজিরজঙ্গ মরিলে তিনি নিজামুল্মুল্কের জ্যেষ্ঠ পুত্রত্বপ্রযুক্ত দক্ষিণ সুবার সুবাদারীতে নিযুক্ত

হইবার নিমিত্ত বাদশাহের নিকটে প্রার্থনা করিলেন এবং তৎ ক্ষণাৎ বাদশাহের অনুমতি পাইয়া ১৭৫২ শালে ১ আকটোবরে আওরঙ্গাবাদে দেড় লক্ষ সৈন্য সমেত আগমন করিলেন এই সৈ ন্যের মধ্যে অনেক মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য ছিল তাহারা মলহাররাও হোলকরের আজ্ঞাধীন। এই সময়েও এবং বালাজীরাও অন্য এক মহারাষ্ট্রাধ্যক্ষ রাঘবজী ভোসলা গাজিউদ্দীন খাঁয়ের সহায় হইয়া এক লক্ষ অশ্বারোহি সৈন্য সমেত গোলকুণ্ডা দেশে প্রবেশ করিল এই বৃহৎ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে শলাবজঙ্গ ও বুসি অল্প সৈন্য লইয়া বাহিরে গেলেন এই কালে অকস্মাৎ গাজিউ দ্দীন খাঁ মরিলেন।

মহারাষ্ট্রাধ্যক্ষেরা তথাপি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল না কিন্তু প্রত্যেক সম্মুখযুদ্ধেতে ফ্রান্সীয়েরদেরকর্তৃক তাহারা এত আঘাত পাইল যে শীঘ্র সন্ধি প্রার্থনা করিল। পরে মহারাষ্ট্রীয়েরা যে স্বদেশে প্রত্যাগমন করে এ বিষয়ে শলাবজঙ্গ অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বালা জীরাওকে বুরহানপূরের নিকটে কতক দেশ দিলেন এবং রাঘ বজী ভোসলাকেও বিরাটের নিকটে কিছু দেশ দিয়া তাহারদিগ কে আপন দেশে ফিরিয়া যাইতে স্বীকার করাইলেন। এই সকল আপদহইতে বুসি শলাবজঙ্গকে রক্ষা করিলেন। তিনি বুসির সহায়তাপ্রাপ্ত না হইলে সিংহাসনে বসিতে পারিতেন না অতএব এই সর্ব্ব বিষয়ে বুসির উপকারে উপকৃত হইয়া শলা বজঙ্গ বুসির পরামর্শবহির্ভূত হইলেন না। কিন্তু সুবাদারের দরবারে বুসির পরামর্শ অবাধিতরূপে চলিতে দেখিয়া অন্যং মন্ত্রি রা ঈর্ষা করিতে লাগিল তাহাতে ঐ দরবারে বুসির পরাক্রম অনেকবার ন্যূন হইল বিশেষত একবার যখন বুসি আপন বি শ্রাম জন্যে দূর দেশে গেলেন তখন প্রায় তাহার পরাক্রম লোপ হইল কিন্তু বুসি এমত বুদ্ধিমান্ ও পরিণামদর্শী ছিলেন যে এত প্রতিকূল লোক সত্ত্বেও তিনি জয়ী হইলেন। ১৭৫৩ শালের শেষে বুসি আপন দেশের বাদশাহের নিমিত্তে এই ভারি চারি সুবা অর্থাৎ মুস্তোফানগর ও এলুর ও রাজমহেন্দ্র ও শিকাকোল পাই লেন এই সকল দেশ উত্তর সরকার নামে খ্যাত ছিল। ভারতব

র্ষের বিবরণকর্ত্তা অর্ম সাহেব এই বিষয়ে কহেন যে এতৎসময়ে ফ্রান্সীয়েরা করমণ্ডল তটেও উড়িস্যাতে তিন শত ক্রোশ সমুদ্রতী রস্থ দেশ পাইয়াছিল অর্থাৎ মেদাপিলি অবধি জগন্নাথের মন্দির পর্য্যন্ত দেশ। এই সকল সমুদ্রতীরস্থ দেশ প্রাপ্তিহেতুক ফ্রান্সীয়ে রা সমুদ্রের পথে ফুলচেরি ও মরিসিয়সহইতে যুদ্ধকালে সৈন্য ও যুদ্ধসজ্জা অবাধিতরূপে পাইত। এই শুভাদৃষ্টপ্রাপ্ত হইয়া বুসির এমত চেষ্টাজন্মিল যে দক্ষিণের সকল দেশের উপরে ফ্রান্সীয়েরদের পরাক্রম চলে এই পর্য্যন্ত অর্ম সাহেবের ব্যাখ্যা। কিন্তু এই সৌ ভাগ্যপ্রাপ্ত হইলে পর ফ্রান্সীয়েরদের বড় সাহেব গডহিউ সা হেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত সন্ধি করণেচ্ছাতে এই সকল দেশ ত্যাগ করিলেন তাহাতে সকলে এমত স্বীকার করিবে যে ফ্রান্সী য়েরা ঐ সন্ধি করিতে এইকালে আপনারদের যত অপচয় করিল এমত অন্য কেহ প্রায় করে না। এই সন্ধির নিয়মের কতক দিন পরে সাণ্ডর্স সাহেব ও গডহিউ সাহেব এই উভয়ে ইউরোপে গেলেন কিন্তু তাহারদেরহইতে যে ভারতবর্ষের দুই দেশ সন্ধির ফলপ্রাপ্ত হইল ইহাতে তাহারদের অধিক আনন্দ জন্মিল এবং ঐ উভয় দেশ যে বহুদিনপর্য্যন্ত তৎসন্ধির ফল ভোগ করিবে এই প্রত্যাশাও তাঁহারা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রত্যাশা তৎক্ষণাৎ লুপ্তা হইল যেহেতুক যুদ্ধের ক্লেশপ্রযুক্ত এক পলমাত্রও বিশ্রাম পাওয়া গেল না। ইংগ্লণ্ডীয়েরা তৎক্ষণাৎ মধুরা ও তিন্নবল্লী এ দুই দেশ আপনারদের নবাবের হস্তগত করিতে সৈন্য পাঠাইলেন। এই বিষয়ে ফ্রান্সীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে অনুযোগ করিল যেহেতুক এমত করিলে গডহিউ সাহেবের সহিত কৃত নিয় মোল্লঙ্ঘন করা হয়। এই অনুযোগে কোন ফল না জন্মিলে ফ্রান্সী য়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মত কর্ম্ম করিতে লাগিল এবং টেরিওর রাজ্য জয় করিতে সৈন্য প্রেরণ করিল।

ত্রিচিনাপল্লীর দক্ষিণে মধুরা নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল ও তিন্ন বল্লীও সেইরূপ ক্ষুদ্র রাজ্য ঐ রাজ্যের সীমা মধুরার দক্ষিণ সীমা বধি কুমারী অন্তরীপপর্য্যন্ত।

ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য মধুরা নগরপর্য্যন্ত আসিয়া তন্নগর আয়ত্ত

করিলে পর দেশের পালেগারেরা অর্থাৎ জমীদারেরা ইউরোপী য়েরদের ভয়ে তাহারদের বশীভূত হইতে এবং স্বং ভূমির রাজস্ব দিতে স্বীকার করিল কিন্তু কহিল যে এখন আমারদের রাজস্ব দি বার সঙ্গতি নাই অতএব নবাব ও ইংগ্লণ্ডীয়েরা যেমত ধনের আ শা করিয়াছিলেন সেমত পাওয়া গেল না এবং যৎকিঞ্চিৎ যে পা ওয়া গেল তাহাতে তাহারদের সৈন্যের খরচ কুলাইল না ইহাতে তাঁহারা অধিক খেদিত ও রাগী হইলেন। ইংগ্লণ্ডীয়াধ্যক্ষের এই এক দোষ জন্মিল যে তিনি মধুরা নগরের পূর্ব্ব তটস্থ অথচ তদুত্তর রাজ্যাবধি তিন্নবল্লীপর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ মালবার দেশের দুই পালে গারের সহিত সন্ধি করিলেন এবং এই সন্ধিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপকার জন্মিতে পারিত কিন্তু তন্দিমানের পালেগার ও তঞ্জাউরের রাজা ঐ সন্ধিতে অসন্তুষ্ট হইল তৎপ্রযুক্ত ঐ সন্ধি ইংগ্লণ্ডী য়েরা ত্যাগ করিলেন।

এই সময় শলাবজঙ্গ ও বুসি ফ্রান্সীয় সৈন্য সঙ্গে করিয়া ম হিসুর রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রস্থান করিলেন যেহেতুক দক্ষিণ সুবার সুবাদারকে মহিসুরের রাজা লালবন্দি দিতে তাহার কএক বৎস রের টাকা বাকী পড়িয়াছিল। এইকালপর্য্যন্ত মহিসূরীয় সৈন্য সুবাদারের অঙ্গীকারানুসারে ত্রিচিনাপল্লী করতল করিতে সেখা নে ছিল কিন্তু ফ্রান্সীয়েরদের ও শলাবজঙ্গের আগমনবার্ত্তা শুনি য়া মহিসুরের রাজা আত্মরক্ষার্থে তাহারদিগকে আপন নিকটে আনাইলেন কিন্তু ঐ সময় বালাজীরাও মহারাষ্ট্রসৈন্য লইয়া মহিসুরের প্রতিকূলে আগমন করিতে লাগিল অতএব মহিসূরের রাজা যত টাকা দিতে পারিলেন তত টাকা শলাবজঙ্গকে দিয়া তাহার সহিত মেল করিলেন।

ত্রিচিনাপল্লীহইতে মহিসূরীয় সৈন্য প্রস্থান করিলে পর ক র্ণাটদেশের মধ্যে মহম্মদআলীর কোন প্রকাশিত শত্রু থাকিল না অতএব আর্কাট নগরে তিনি বহুসমারোহপূর্ব্বক স্বপদে অভিষিক্ত হইলেন।

ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য যতক্ষণ থাকিল ততক্ষণ মথুরা ও তিন্নব ল্লীর পালেগারেরা রাজকর দিতে স্বীকার করিল কিন্তু ঐ সৈন্য

গেলে পর সে দেশের অধ্যক্ষ মাফজ খাঁর প্রতিকূলে সে দেশের জমীদার সকলে একবাক্য হইয়া কর দিতে অস্বীকার করিল। সে সকল লোক বশ করিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা অনেক সিপাহী পাঠা ইলেন কিন্তু সে সিপাহী দেশে পঁহুছিলে পর দেশের জমীদারেরা পরাজিত হইল না কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র রণ ব্যাপিল তাহাতে সেখানে কোন ফল হইতে পারিল না। ইংগ্লণ্ডীয়েরা অনুমান করিয়াছিলেন যে কার্ণাটের নবাবের জিত তাবৎ দেশের মধ্যে এই দেশহইতে অধিক কর পাওয়া যাইবে কিন্তু কিছুই না পাওয়াতে তাহারা কোন দোষজ্ঞান করিলেন এবং আপনারদের হস্তে ঐ দেশ রাখিতে নিয়ম করিলেন ও ত্রিচিনাপল্লীতে পুনরাগমন করিতে মাফজখাঁকে আজ্ঞা করিলেন কিন্তু সেঅধ্যক্ষ তাহা না মানিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ পালেগারের সহিত ঐক্য করিল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিপরীতে উঠিয়া ছলক্রমে মধুরা নগর ও দুর্গ স্বহস্তগত করিল।

শলাবজঙ্গের আত্মীয় ও অমাত্য লোকেরদের মধ্যে অনেকে বুসির শত্রু ছিল সে শত্রুরা অনেক ও পরাক্রান্ত এবং বুসির উপরে আপনারদের দুর্ব্বল মুনিবের যে বিশ্বাস ও প্রীতি তাহা নাশ করিতে ও তাঁহার মনে অবশ্বাস ও দ্বেষ জন্মাইতে তাহারা এক বাক্য হইয়া অতিশয় চেষ্টা করিল। ইহার আড়াই বৎসর পূর্ব্বে সুবাদার ফ্রান্সীয়েরদিগকে উত্তর সরকার নামে খ্যাত দেশ দিয়াছিলেন কিন্তু এখন বুসির শত্রুরা উপযুক্ত অবকাশ পাইয়া সুবাদারের মনের মধ্যে এমত সন্দেহ ও শত্রুতা জন্মাইল যে তিনি ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদিগকে অতিশীঘ্র দেশত্যাগ করিতে আজ্ঞা করিলেন। বুসি অপেক্ষা করিলেন যে সুবাদারের শীঘ্র কোন প্রয়োজন হইলে আমাকে অবশ্য আনয়ন করিবেন। ইহা বুঝিয়া বুসি প্রস্থান করিলেন ও অবাধিতরূপে আট দিনপর্য্যন্ত গমন করিলেন কিন্তু তাহার শত্রুরদের মনে কখনও ছিল না যে ইনি নিরাপদে চলিয়া যাইবেন অতএব তিনি হয়দরাবাদ শহরের নিকটে পঁহুছিলে তন্নিকটস্থ দেশহইতে অনেক লোক আসিয়া তাহার পথাবরোধ করিল।

[৮ অধ্যায়।] [১৭৩৫ শাল।]

ইহা দেখিয়া বুসি আত্মরক্ষার্থে হয়দরাবাদের নিকটবর্ত্তি এক দৃঢ় স্থানে ছাউনি করিতে মনস্থ করিলেন এবং সেখানে থাকিয়া তিনি ফুল্‌চেরিহইতে আপন সাহায্যার্থে সৈন্যাগমন প্রতীক্ষা করিলেন। ইতোমধ্যে কখনং যুদ্ধ করিলেন ও বিপক্ষ অধ্যক্ষেরদের মধ্যে কাহাকেং আপন পক্ষে আনিতে অনেক উদ্যোগ করিলেন এই সময়ে সুবাদারের বহুসৈন্য তাঁহাকে চতুর্দ্দিগে ঘেরিল এবং তাঁহার অপ্রতুলপ্রযুক্ত সৈন্যেরা আপনং বেতন না পাইয়া তাঁহার কর্ম্মত্যাগ করিতে লাগিল এবং তাহারা পাছে বিপক্ষ পক্ষাশ্রিত হয় এই ভয়ে তাহারদিগকে বাহিরেও পাঠাইতে পারিলেন না। এই সকল দুর্দ্দশাপন্ন হইলেও তিনি যাহাতে আপন সৈন্যের আহারীয় দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে আহরণ হয় এমন উপায় করিলেন। এবং যাবৎপর্য্যন্ত ফুল্‌চেরিহইতে আপন সহকারি সৈন্য না আইল তাবৎপর্য্যন্ত বিপক্ষেরা যতবার আক্রমণ করিল ততবার তিনি তাহারদিগকে নিবারণ করিলেন। তাঁহার সহকারি সৈন্য পঁহুছিলে পর সুবাদার পুনর্ব্বার মিলন করিতে তাহাকে পত্র লিখিলেন তাহাতে উভয়ের মিলন হইল এবং বুসি সুবাদারের দরবারে পূর্ব্বাপেক্ষায় অত্যধিক পরাক্রান্ত হইলেন।

শলাবজ্জঙ্গ ফ্রান্সীয়েরদিগকে যে বিদায় করেন এই নিমিত্তে মন্ত্রিগণের মধ্যে ফ্রান্সীয়েরদের শত্রুরা তাঁহাকে এমত কহিয়াছিল যে ফ্রান্সীয়েরা গেলে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সঙ্গে আমারদের মেল হইতে পারিবেক। বুসির বিরুদ্ধে এই পরামর্শ স্থির হইলে পর শলাবজ্জঙ্গ মান্দ্রাজের বড় সাহেবের কিনট কতক সৈন্যের কারণ পত্র লিখিলেন কিন্তু ইহারি পূর্ব্বে বঙ্গভূমিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এমত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল যে সুবাদারের নিকটে কিছু সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিলেন না। এবং এই কালাবধি ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভূমিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ভারি কর্ম্ম আরম্ভ হইল।

[৮ অধ্যায়।] [১৭৫৫ শাল।]

নবম অধ্যায়।

বঙ্গভূমির নবাব সিরাজদ্দৌলাকর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণ ও মন্দ্রা হইতে আগত ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যকর্ত্তৃক ঐ নবাবের সিংহাসন চ্যুত হওন ও মীরজাফরের তৎ সিংহাসনপ্রাপ্তি।

আওরঙ্গজেব বাদশাহের বাদশাহীর শেষকালে তাঁহার পৌত্র অথচ শাহআলমের পুত্র আজীমুশ্শান বাঙ্গালা ও উড়িস্যা ও এলাহাবাদ ও বেহার এই কয় সুবার সুবাদার ছিলেন ঐ শাহআলম পশ্চাৎ বাদশাহ হইলেন। আজীমুশ্শান সুবা বাঙ্গালা ও সুবা উড়িস্যার উপরে আপন নাএব সুবাদাররূপে জাফর খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। পূর্ব্বে জাফর খাঁ বঙ্গভূমির দেওয়ান অর্থাৎ রাজকরের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি তার্তার জাতীয় তাঁহার জন্মস্থান দক্ষিণ দেশীয় বুরহানপুর। এবং আওরঙ্গজেবের যুদ্ধে তিনি আত্মগুণে উচ্চপদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাহআলমের মরণানন্তর বাদশাহীর কারণ অনেক গোলমাল হইল তৎপ্রযুক্ত জাফর খাঁ এমত বর্দ্ধিষ্ণু হইলেন যে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে কেহই সমর্থ হইল না। তাঁহার এক কন্যা বিনা অন্য সন্তান ছিল না তিনি স্বজন্মস্থানে থাকিয়া তৎস্থানের এক ভাগ্যবান্ লোকের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি আত্মগুণেতে সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন তাহার নাম সুজা খাঁ। এই জামাতা সস্ত্রীক হইয়া বঙ্গভূমিতে পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। যখন জাফরখাঁ বাঙ্গালা ও উড়িস্যার সুবাদারীতে নিযুক্ত হইলেন তখন তিনি আপন জামাতা সুজাখাঁকে উড়িস্যা সুবার উপরে আপনার নাএব সুবাদার করিয়া নিযুক্ত করিলেন।

[৯ অধ্যায়।] [১৭২৫ শাল।]

আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র আজিমশাহের বিদেশি উচ্চাভি লাষি ভৃত্যেরদের মধ্যে মীরজামহম্মদ নামে এক জন তার্তার দেশীয় ছিলেন আজিমশাহের মৃত্যুর পর তাহার স্বপক্ষীয় লোক ছিন্নভিন্ন হইলে তিনি নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিলেন। এবং কতক বৎসর পরে তিনি অতিদীনহীন হইলেন কিন্তু যে স্থানহইতে শুজাখাঁর বংশ আসিয়াছিল মীরজামহম্মদের স্ত্রীও সেই স্থানবাসিনী ও শুজাখাঁর বংশজাতা। ঐ স্ত্রীর গর্ভে তাহার দুই সন্তান জন্মিয়াছিল তাহার জ্যেষ্ঠ হাজীঅহম্মদ ও কনিষ্ঠ মীরজামহম্মদআলী। যখন নিজ কুটুম্ব শুজাখাঁর উচ্চ পদলাভের সমাচার এই দুঃখি পরিজনের কর্ণগোচর হইল তখন তাহারদের মধ্যে এই নিশ্চয় করা গেল যে মীরজামহম্মদ সস্ত্রীক উড়িস্যার রাজধানী নগরে গিয়া শুজাখাঁর আশ্রয়ে থাকিয়া কোন মঙ্গল চেষ্টা করিবেন পরে সেইরূপ করা গেল তাহাতে দয়ালু ও দানশীল শুজাখাঁ তাহারদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর আত্মপিতামাতার সুখসম্পত্তি দেখিয়া তাহারদের কনিষ্ঠ পুত্র মীরজামহম্মদআলী প্রত্যাশা করিলেন যে আমি সেখানে গেলে কৃতী হইব। কিন্তু তিনি এমত নির্ধন যে তাহার পাথেয়পর্য্যন্ত সঙ্গতি ছিল না পরে তিনি কোন ক্রমে সে স্থানে যাইয়া কর্ম্ম ও সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইলেন ইহাতে অনেক আশ্বাস পাইয়া আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজীঅহম্মদকে আপন নিকটে আনাইলেন এবং আর সকল পরিজনকেও উড়িস্যাতে আনাইলেন ঐ উভয় ভ্রাতার কর্ম্ম নৈপুণ্য বিলক্ষণ ছিল। হাজীঅহম্মদ প্রবেশকস্বভাব ও নম্র ও বিবেচক ও কর্ম্মেতে নিপুণ ও কর্ম্মশীল। মীরজামহম্মদআলীরও সে সকল গুণ ছিল এবং ততোধিক যুদ্ধনৈপুণ্য ছিল। শুজাখাঁর মন্ত্রিরদের মধ্যে ঐ দুই ভ্রাতা সত্বর উচ্চপদপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাহারদের নৈপুণ্যদ্বারা শুজাখাঁর রাজশাসনেতে অনেক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইল।

জাফরখাঁ আপন জামাতা শুজাখাঁর প্রতি বিরক্ত ছিলেন তৎপ্রযুক্ত শুজাখাঁর পুত্র অথচ আপন দৌহিত্র সরফরাজখাকে স্বপদে অভিষিক্ত করিতে নিশ্চয় করিয়া ১৭২৫ শালে পরলোকগত হইলেন

কিন্তু ঐ উভয় ভ্রাতার প্রবেশকতা ও উদ্যোগদ্বারা জাফরখাঁর ঐ নিরূপণ অন্যথা হইল যেহেতুক দিল্লীহইতে সুবাদারীর পরবানা সুজাখাঁর নামেই আইল তাহাতে তিনি সৈন্য লইয়া বঙ্গভূমির রাজধানী ও রাজশাসন হস্তগত করিলেন তখন তাঁহার বিপরী তাচরণ করিতে কাহারো সামর্থ্য হইল না। ১৭২৯ শালে সুবা বেহারও তাঁহার অধিকারান্তঃপাতী হইল এবং মীরজামহম্মদআলী সম্প্রতি যিনি আলীবির্দ্দিখাঁ নামে খ্যাত তিনি ঐ সুবার শাসনপদ পাইলেন তিনি ঐ পদপ্রাপ্ত হইয়া ইহার পরে কি হইবে ইহা ভাবিয়া আপন সুবার মঙ্গল ও নিজ পরাক্রমবৃদ্ধিবিষয়ে অনেক চেষ্টা ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন। ১৭৩৯ শালে যে বৎসরে নাদরশাহ দিল্লী লুঠ করিলেন সেই বৎসরে সুজাখাঁ পঞ্চত্ব পাইলেন এবং তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইলেন। সরফরাজ নবাবজাদার মত প্রতিপালিত হওয়াতে অত্যন্ত অলস ও সুখী ছিলেন। তিনি ঐ দুই ভ্রাতার প্রতি দ্বেষ করিতেন কিন্তু পিতৃপদাভিষিক্ত হইলে যদি জ্ঞানের কর্ম্ম করিতেন তবে ঐ দুই ভ্রাতাকে আত্মবশ রাখা উচিত ছিল কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারদিগকে অপমানিত ও বিরক্ত করিলেন। আলীবির্দ্দিখাঁ কর্ত্তব্য বিষয় মনে স্থির করিলেন এবং দিল্লীতে তাঁহার অধিক প্রতিপত্তি ছিল সেই প্রতিপত্তিদ্বারা তিনি বাঙ্গালা ও উড়িস্যা ও বেহার এই তিন সুবার সুবাদারীপ্রাপ্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও স্বয়ং সসৈন্য সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে চলিলেন এবং এই যুদ্ধে সরফরাজ খাঁর প্রাণবিয়োগ হইল অতএব উড়িস্যাব্যতিরেকে আর২ সকল দেশ তখনি তাঁহার আয়ত্ত হইল। উড়িস্যার অধ্যক্ষও শীঘ্র তাঁহার অধীন হইল। আলীবির্দ্দিখাঁ এই সকল দেশের উপরে অসাধারণরূপে অতিশয় ক্ষমা ও ন্যায় প্রকাশ করিলেন এবং শত্রুহইতে যুদ্ধসময়ে দেশরক্ষার্থে বহু নৈপুণ্য ও দৃঢ়তা এই দুই গুণপ্রকাশ করিলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপিল এবং মোগল রাজ্যের উত্তম ভাগ অর্থাৎ বঙ্গভূমি জয় করিতে নিশ্চয় করিল। কখন২ অতিক্ষুদ্র কারণহইতেও মহাফল নিষ্পন্ন

হয় ইহার অনেক প্রমাণ ভারতবর্ষের বিবরণে আছে। যদি
সরফরাজ খাঁ বঙ্গভূমির সুবাদারী কর্ম্মে থাকিতেন তবে মহারাষ্ট্রী
য়েরা তাহা এবং তন্নিকটস্থ সকল সুবা আপনারদের রাজ্যের স
হিত সম্মিলিত করিতে পারিত এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ও অন্য
সকল ইউরোপীয়েরদের বাণিজ্যকুঠী নষ্ট হইত এবং মহারাষ্ট্রী
য়েরদের পরাক্রম সর্ব্বত্র চলিবার কোন বাধা থাকিত না ও মুসলমা
নের রাজ্য সকল লোপ হইত এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরদের শা
সন কাবোল অবধি কুমারী অন্তরীপপর্য্যন্ত পুনর্ব্বার স্থাপিত।

আলীবৃদ্দী খাঁ উড়িস্যার অধ্যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রত্যা
গমন করিলে এবং যুদ্ধকালের সুখভোগ অনেক করিবার কারণ
ভারি সৈন্য সকল বিদায় করিলে পরে শুনিতে পাইলেন যে রাঘ
বজী ভোসলা এক ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বাধীন অনেক সৈন্য বঙ্গভূমির
প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এবং বহু মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য বঙ্গভূমির
রাজধানী মুরশেদাবাদের পশ্চিমে আট দিনের পথে পর্ব্বতীয়
ত্র্যবান্তরে উপস্থিত হইয়াছে। আলীবির্দিখাঁ আপন নিকটবর্ত্তি
যে অল্প সৈন্য ছিল তাহা লইয়া তাহারদের বিরুদ্ধে যাত্রা করি
য়া অসমসাহসেতে তাহারদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন কিন্তু তাঁ
হার যে আফগান সৈন্য ছিল তাহারা তাঁহার প্রতি কর্ম্মক্রমে
অসন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহার এই প্রয়োজনের কালে তাহারা
আপনারদের লাভাকাঙ্ক্ষাতে রহিল ও যুদ্ধস্থলে অতিশিথিল ও দু
র্ব্বলের মত কর্ম্ম করিল তাহাতে আলীবির্দি আপনি যে সর্ব্বথা পরা
জিত না হন এই নিমিত্তে বিস্তর ক্লেশ পাইলেন যেহেতুক তৎকা
লে প্রবল অনেক মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য তাঁহাকে ঘেরিয়াছিল। তথা
পি তিনি মনে এই নিয়ম করিলেন যে আপন রাজধানীর প্রতি
মুখ করিয়া পথে তাহারদের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু
পথের মধ্যে তাঁহার সৈন্য করবালেতে ও দুর্ভিক্ষেতে ও অধিক
শ্রান্তিতে অতিশয় যন্ত্রণা পাইল ও অনেকে মারা পড়িল তথাপি
তিনি মুরশেদাবাদপর্য্যন্ত আগমন করিলেন কিন্তু আসিয়া দেখি
লেন যে বিপক্ষেরা রাজধানী নগরের উপনগর আক্রমণ করিয়া
লুঠ করিয়াছে।

[৯ অধ্যায়।] ৫পং [১৭৫৫ শাল।]

মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া বর্ষার শেষপর্য্যন্ত বাঙ্গলায় রহিতে মনে স্থির করিল এবং গঙ্গার দক্ষিণে যত দেশ প্রায় সে সকল দেশের রাজকর আদায় করিল। আলীবির্দ্দি সৈন্য সংগ্রহ করিতে বিস্তর চেষ্টা করিলেন এবং বর্ষোপরমে যুদ্ধার্থে প্রস্থান করিলেন পরে ছাউনিতে মহারাষ্ট্রীয়েরদের উপরে অকস্মাৎ এমন পড়িলেন যে তাহারা অতিবেগে পলাইল এবং তিনি তাহারদিগকে স্থানং হইতে উদস্ত করিলেন এইপ্রকারে আপন রাজ্যহইতে তাহারদিগকে দূর করিলেন। যদি তখন আলীবির্দ্দি এমন ভরসা করিতেন যে আমি আপদ্জনক শত্রুহইতে মুক্ত হইয়াছি তবে বুঝি তিনি মহরাষ্ট্রীয়েরদের স্বভাব জানিতেন না যেহেতুক পর বৎসর রাঘবজী ভোসলা মহারাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ হইয়া সসৈন্য পুনর্ব্বার আইলেন এবং আর এক সৈন্যসমূহ অর্থাৎ গড়সেতারার সৈন্য বঙ্গভূমিতে আইল। তাহারা শত্রু কি মিত্রের মত আইল এমত কিছু বোধ হইল না পরন্তু এই নিশ্চয় যে আলীবির্দ্দি ঘুস দিয়া আপন শত্রুরদেরহইতে আপনাকে রক্ষা করিলেন। তাহারা এই ঘুস পাইয়া আপনারদের দেশে প্রত্যাগমন করিল।

কিঞ্চিৎ কাল পরে রাঘবজীর সৈন্যের অধ্যক্ষ সসৈন্য আরবার উড়িস্যার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বঙ্গভূমির দিগে আসিতে লাগিল। পরে অনেক প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাতে পরামর্শচ্ছল করিয়া সে অধ্যক্ষকে আলীবির্দ্দির তাম্বুতে আনান গেল পরে ঐ অধ্যক্ষ সেখানে আসিয়া গুপ্ত আঘাতে হত হইল। তাহার মৃত্যু সমাচার শুনিয়া তাহার সৈন্য প্রস্থান করিল। ইহার পরে আলীবির্দ্দির এক প্রধান অধ্যক্ষ আপন মুনিবের বিপরীতে উঠিল ইহা দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য পুনর্ব্বার বঙ্গভূমিতে আইল কিন্তু সে অধ্যক্ষ যুদ্ধে মারা পড়িল তাহাতে আলীবির্দ্দির সৈন্য মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরদিগকে দূর করিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরদের এই ধারা যে তাহারা বারং পরাস্ত হইয়া দূর হয় তথাপি দেশাক্রমণ করিতে নিবৃত্ত হয় না। এবং তাহারদের নিত্য আগমনেতে শত্রুর বল ক্রমেং ক্ষীণ হইয়া যায়। এই সময়ে আলীবির্দ্দির প্রজারদের বিস্তর দুঃখ হইল এবং

বারম্বার দেশের আক্রমণেতে দেশোৎপন্ন দ্রব্য অতিন্যূন হইল এবং শত্রুরদের দমনের কারণ খরচেতেও দেশ ভারগ্রস্ত হইল। বাঘবজীর পুত্র জানোজী অনেক মহারাষ্ট্রসৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া প্রায় সমুদায় উড়িস্যা দেশ জয় করিল। সেই সময়ে আর এক স্থানে আপদ্ উপস্থিত হওয়াতে তন্নিবারণার্থে সুবাদারের চেষ্টা ছিল যেহেতুক সুবাদারের প্রতি তাঁহার আফগান ও তার্ত্তার অধ্যক্ষের মনোভঙ্গ হইয়াছিল এবং সে মনোরঞ্জন করিতে অনেক চেষ্টার আবশ্যকতা ছিল। সুবাদারের ভ্রাতৃপুত্র আপন সকল জ্ঞাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষায় জ্ঞানেতে নিপুণ এবং তাহাকে সুবাদার সুবা বেহারে আপন নাএব সুবাদার করিয়াছিলেন এবং এই কালে আলীবির্দির চাকর আফগান ও তার্ত্তার অধ্যক্ষ এই উভয় জন তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার চাকরি ত্যাগ করিল এবং বেহারের নাএব সুবাদার ঐ দুই জনকে চাকর রাখিলেন কিন্তু কিছু কাল পরে ঐ দুই জন সুবাদারের ভ্রাতৃপুত্রকে অর্থাৎ আপনারদের যুবা মুনীবকে হত করিয়া আলীবৃর্দ্দীর বিরুদ্ধে নিশান তুলিল। এবং কতক মহারাষ্ট্রসৈন্য যে ঐ উভয়ের সাহায্যের নিমিত্তে দেশে প্রবেশ করিয়াছিল তাহারদিগকে লইয়া এবং এই সময়ে হিন্দুস্থানের উত্তর দেশ ব্যাপিয়াছিল যে অহম্মদশাহ্ আবদালীর সৈন্য তাহারদের হইতে অনেক সৈন্য লইয়া আলীবির্দির বিপরীতে রণ করিতে লাগিল। আলীবির্দি সুবাদার নামে খ্যাত ছিলেন বটে কিন্তু তিনি এমন পরাক্রান্ত যে দিল্লীর সিংহাসনের অধীনতা ব্যবহার প্রায় করিতেন না কেবল নাম মাত্র তত্রাপি মহারাষ্ট্রীয়েরদের বারং দৌরাত্ম্যেতে তাহার উপরে এই সময়ে যেমন দুরবস্থা পড়িল এমত আর কখন হয় নাই। অত্যল্প সৈন্য লইয়া শত্রুরদের সম্মুখে তাঁহার গমন আবশ্যক হইল তথাপি তিনি তাহারদের উপরে সম্পূর্ণ জয়ী হইলেন এবং আফগান অধ্যক্ষেরা রণে মারা পড়িল ও মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাভূত হইয়া উড়িস্যার গমনপথপর্য্যন্ত প্রস্থান করিল কিন্তু তাহারা পর্ব্বত পার না হইয়া মেদিনীপুরে থাকিল। আলীবির্দি তাহারদের পশ্চাৎ গেলেন এবং তাহারদের বিস্তর সৈন্য সংহার

পূর্ব্বক্ত উড়িস্যাপর্য্যন্ত তাহারদিগকে দূর করিলেন এবং তাহারদের হাতহইতে কটক পুনর্ব্বার পাইলেন কিন্তু তৎকালে অন্য স্থানে সৈন্য রাখনের প্রয়োজন হওয়াতে উড়িস্যাতে অত্যল্প সৈন্য পূর্ব্ব মত রাখা গেল তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার উড়িস্যার উপরে আক্রমণ করিল।

আলীবির্দ্দি ১৭৫৬ শালে ৯ এপ্রিল তারিখে অশীতিবৎসরবয়স্ক হইয়া লোকান্তরগত হইলেন তাঁহার পুত্র ছিল না কিন্তু তিন কন্যা মাত্র আর ভ্রাতৃপুত্র যে তিন জন ছিলেন ঐ তিনের সহিত আপন তিন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার তিন ভ্রাতৃপুত্রই গুণবান তাহার মধ্যে কনিষ্ঠ পূর্ব্ব কথিত আফগানকর্ত্তৃক হত হইলেন। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম আলীবির্দ্দির মরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব মরিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রায় জন্মকালাবধি তাঁহার নিকটে প্রতিপালিত ও তাঁহার স্নেহপাত্র ছিলেন তিনি এই যুবা ব্যক্তির সিরাজদ্দৌলা খিতাব দিয়াছিলেন এবং সিরাজদ্দৌলার দুই জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য মরিলে পর সকলে জ্ঞান করিয়াছিল যে ইনি সুবাদার হইবেন। পরে সুবাদার মরিলে সিরাজদ্দৌলা অনায়াসে সিংহাসনাধিকারী হইলেন।

তিনি অজ্ঞান ও সুখাভিলাষী ছিলেন এবং আপন সুখ দুঃখের বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিতেন কিন্তু অন্যের সুখ দুঃখের কথা অতিতুচ্ছজ্ঞান করিতেন তিনি অধৈর্য্যশীল ও অতিরাগী ও একগুঁয়া ছিলেন তিনি সিংহাসনে বসিলে তাঁহার প্রথম কর্ম্ম এই যে আপনার জ্যেষ্ঠপিতৃব্যের বিধবা স্ত্রী অথচ আলীবির্দ্দির জ্যেষ্ঠা কন্যার অনেক ধন লূঠ করিলেন। সিরাজদ্দৌলার মধ্যম পিতৃব্য পূরণীয়ার নবাব ছিলেন তিনি আলীবির্দ্দির পীড়ার সময়ে মরিলে তাঁহার পুত্র তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন ঐ ব্যক্তির কর্ম্ম অবিবেচনীয় এবং তাহার মন দুষ্ট। সিরাজদ্দৌলা ঈর্ষার কারণ অথবা হিংসাদ্বারা আপন পরাক্রম প্রকাশ করিবার কারণ আপনার ঐ জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যপুত্র পূরণীয়ার নবাবকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন এবং তৎকর্ম্ম সম্পাদনার্থে রাজমহলপর্য্যন্ত গেলেন কিন্তু সেখানে গিয়া সমাচার পাইলেন যে ঢাকাতে

আপন মৃত জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের খাজাঞ্চী কএদহইতে পলাইয়া কলি কাতাতে আশ্রয় লইয়াছে।

সিরাজদ্দৌলা আপন মাতামহের জীবৎকালে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপরে বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন অতএব যখন শুনিতে পাই লেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা আপনার এমত দোষগ্রস্ত চাকরকে আশ্রয় দিয়াছে তখন তিনি অতিশয় রাগাপন্ন হইলেন। ঐ ব্যক্তির বিষয় এমত জনরব হইয়াছিল যে সে অনেক ধন লইয়া পলা ইয়াছে অতএব তিনি এই সমাচার পাইবামাত্র আজ্ঞা করিলেন যে সৈন্য ফিরিয়া মুরশেদাবাদে যাউক। পরে কলিকাতার বড় সাহেবের নিকটে হরকরাদ্বারা শাসনপূর্ব্বক এক পত্র পাঠাইলেন সেই হরকরা প্রচ্ছন্নবেশে কলিকাতাতে প্রবেশ করিল। বড় সা হেব ঐ হরকরাকে সুবাদারের প্রকৃত লোক জ্ঞান না করিয়া কো ম্পানির অধিকারহইতে অর্থাৎ কলিকাতাহইতে বাহির করিয়া দি লেন। বড় সাহেব ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ফ্রান্সীয়েরদের সহি ত যুদ্ধ সম্ভাবনাতে কলিকাতা নগরে গড়বন্দী করিয়াছিলেন ইহা শুনিয়া সুবাদার ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন পরে বড় সাহেব সুবাদারের নিকট পত্র লিখিয়া নগর দুরাক্রম করিবার উদ্দিশ্য জ্ঞাত করি লেন তাহাতে তিনি আরো অসন্তুষ্ট হইলেন যেহেতুক তিনি ঐ পত্র পড়িয়া কহিলেন যে এই দুই বিদেশী এমত বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে যে পরস্পর যুদ্ধে আমার অধিকারের মধ্যে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। অত এব ১৭৫৬ শালে মুরশেদাবাদের নিকটে কাশীমবাজারের কুঠী প্র থম আক্রমণ করা গেল ও ঐ কুঠীর পতি বাটস্ সাহেব কএদ হইলেন। ইহা শুনিয়া কলিকাতার বড় সাহেব সুবাদারের ক্রোধ শান্তিনিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন ও কহিলেন যে নবাব সাহেব যেমন আজ্ঞা করিবেন তেমন আমরা তাঁহার বশীভূত। এইরূপ নম্রতা ও প্রার্থনাতে নবাব আমারদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন তাহারা ইহা নিশ্চয় ভাবিয়া যুদ্ধদ্বারা আপনারদের রক্ষার নিমিত্ত আর কোন চেষ্টা পাইলেন না। কিন্তু সুবাদার ইহারদিগকে জয় করা অতিসহজ জ্ঞান করিলেন এবং কলিকাতার মধ্যে যে অধিক ধন আছে ইহাতে বহুধনাশা করিয়া মুগ্ধ হইলেন।

১৭৫৬ শালের ১৮ জুন তারিখে কলিকাতা নগরের চতুর্দিকস্থ সকল চৌকীর উপরে সুবাদার আক্রমণ করিলেন। তৎকালে নগরের মধ্যে এমন কোন নিপুণ যোদ্ধা ছিল না সুতরাং নগররক্ষার নিমিত্তে উপযুক্ত চেষ্টা করা গেল না। ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রথমতো যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা নিন্দনীয় দেখিয়া শেষে পরামর্শ করিয়া এইরূপে আপনারদের পলায়ন স্থির করিলেন যে ধন ও জিনিসপত্র ও স্ত্রীলোক জাহাজে রাখা যাইবে এবং নগররক্ষকেরা রাত্রিকালে পলাইয়া জাহাজের উপরে যাইবেক। এই পরামর্শ মন্দ হইল না যেহেতুক এতদ্দেশীয় সৈন্য কখনও রাত্রিতে যুদ্ধ করে না কিন্তু ভ্রমক্রমে এই বিষয়ের সম্পাদনকর্ত্তা পূর্ব্বে কিছুই ধারা স্থির করিলেন না ইহাতে সকলে জ্ঞাত হইল যে পলাইতে হইবে। কিন্তু তাহার পর দিন প্রত্যূষে সকলকে যখন জাহাজের উপরে যাইতে হইল তখন প্রত্যেক জন বুঝিল যে আপনং উপায়দ্বারা পলাইতে হইবেক। এবং একং জন গোলমালের মধ্যে ডিঙ্গী করিয়া জাহাজের উপরে চড়িতে লাগিল। জাহাজের লোকেরা এই সকল গোলমাল দেখিয়া ভাবনা করিল যে পলায়নকারিরদের উপরে ডাঙ্গাতে আপদ অতিনিকট হইয়াছে অতএব ইহারা এত শীঘ্র জাহাজে আসিতেছে। ইহাতে আপনারাও ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে জাহাজ তীরের এত নিকটে রাখা কর্ত্তব্য নয় অতএব তাহারা জাহাজ খুলিয়া বাহিরে যাইতে লাগিল। তখন তীরস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা জাহাজের বাহিরগমন দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে আমরা জাহাজ না পাইলে নিরাশ্রয় হইব অতএব তীরের ক্ষুদ্রং নৌকা তাহারদের কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ পরিপূর্ণ হইল ও তাহারা তীর ছাড়িলেন। এইরূপে অবিবেচনাপূর্ব্বক কুঠীর গবর্ণর ড্রেক সাহেব এবং মার্কেট সাহেব এবং কুঠীর অধ্যক্ষ মিঞ্চিন সাহেব ও কাপ্তান গ্রান্ট সাহেব কুঠীত্যাগ করিলেন। যে লোকেরা কুঠীর মধ্যে রহিল তাহারা এই সকল প্রধান লোকেরদের পলায়ন দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইল। হলবেল্ সাহেব আরং সকলহইতে কোম্পানির পুরাতন চাকর নহেন তথাপি সকলে পরামর্শ করিয়া

তাঁহার উপরে আজ্ঞা করিবার ভার অর্পণ করিলেন এবং হলবেল
সাহেব গোলমাল নিবারণের ও নগর রক্ষার বিস্তর চেষ্টা করি
লেন। এই বিষয়ে কুক সাহেব লিখিয়াছেন যে তৎকালে সূর্য্যের
সকল স্থানে নিশান তুলিয়া পুনর্ব্বার জাহাজ ডাকিলাম যেহেতুক
আমরা ভাবিলাম যে প্রথম চমক দূর হইলে তাহারদের মনে এই
বিবেচনা জন্মিবে যে সেখানে আমারদের দেশস্থ লোককে অতি
দুরন্ত বিপক্ষের হস্তে ত্যাগ করা অতিনির্দ্দয় ও লজ্জাকর কর্ম্ম।
আমরাও ভরসা করিলাম যে তাহারা জাহাজের উপরে গিয়া
আপনারা রক্ষা পাইয়া জাহাজমুক্ত ফিরিয়া আসিবে ও আমার
দের জাহাজে পঁহুছনের কালে আমারদের হিংসাকারির দিগকে
নিবারণ করিবে কিন্তু তাহাতে আমরা ভ্রান্ত হইলাম কেননা
তাহারা দুর্গ ছাড়িলে পর দুই দিনপর্য্যন্ত দুর্গ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের
হস্তে ছিল কিন্তু এই দুই দিনের মধ্যে দুর্গস্থ লোকেরদের রক্ষার
নিমিত্ত তাহারা এক নৌকাও পাঠাইল না এবং এক বিন্দু চেষ্টাও
করিল না। অর্ম সাহেব লিখেন যে দয়া ও বীর্য্য প্রকাশ করি
বার এমত অবকাশ অন্য কেহ কখনও ত্যাগ করে নাই যেহেতুক
এক সুলুপ ও পোনর লোক যদি চেষ্টাপূর্ব্বক আসিত তবে দুর্গের
নীচে নঙ্গর ফেলিয়া সকল লোককে রক্ষা করিতে পারিত ও শত্রু
রা কোন বিঘ্ন জন্মাইতে পারিত না।

এই দুই দিবস অবকাশের মধ্যে হল্‌বেল্‌ সাহেব প্রাচীরের উ
পর দিয়া বারং আপনারদের পরাজিতত্ব স্বীকার করিয়া পত্র ফে
লিয়া দিলেন কিন্তু শেষে তাহার উত্তর অপেক্ষাহেতুক কুঠির
তোপ বন্দ হওয়াতে প্রাচীরের নিকটে বহু শত্রুসমাগম হইল ও
কুঠির উপর চড়াউ করিয়া তাহা আপনারদের হস্তগত করিল।
সুবাদার অতিদয়াশীল ছিলেন না বটে কিন্তু এই সময়ে ইংগ্ল
ণ্ডীয়েরদের উপরে কঠিন ব্যবহারও করিতে চাহিলেন না যেহে
তুক যখন হল্‌বেল্‌ সাহেবে সুবাদারের সাক্ষাৎকারে বদ্ধহস্ত আ
নীত হইলেন তখন তিনি তাহাকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা দিলেন
এবং বীরের ধর্ম্ম ধরিয়া কহিলেন যে তোমার ও তোমার সঙ্গি
লোকেরদের মস্তকের এক কেশও নষ্ট করিতে কেহ পারিবে না।

কিন্তু সায়ংকাল হইলে চৌকীদারেরা জানিল না যে রাত্রিকালে কএদি ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে কোথা রাখা যাইবে। তাহাতে এক কুঠরী চেষ্টা করিল কিন্তু পাওয়া গেল না ইতোমধ্যে এক জন সমাচার দিল যে যাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বন্দুক্‌ রাখিতেন সেই কুঠরী খালী আছে অতএব কোন বিবেচনা না করিয়া ঐ কুঠরীর মধ্যে তাহারদিগকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। ঐ কুঠরী ক্ষুদ্র ও পীড়াদায়ক ইংরাজীতে তাহার নাম ব্লাক হোল অর্থাৎ অন্ধকূপ সায়ংকালে এক শত ছয়চল্লিশ দুর্ভাগ্য লোক তন্মধ্যে রাখা গেল কিন্তু পর দিন প্রাতঃকালে তাহারদের মধ্যে কেবল তেইশ জন জীবৎ বাহির হইল। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সেই অতিঘোর আপদ্‌ যদ্যপি চিত্তে আনা যায় তথাপি কলমে লিখা দুষ্কর। প্রথমতো দ্বার বদ্ধ করিবামাত্র অনেকে পঞ্চত্ব পাইলেন এবং কেহ২ হতজ্ঞান হইয়া মরিলেন এবং যাঁহারা অবশিষ্ট রহিলেন তাঁহারা চৌকীদারকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া অধিক পারিতোষিক দিতে চাহিলেন কিন্তু চৌকীদারেরা কোন উপায় করিতে পারিল না। তাঁহারা যদি কিঞ্চিৎ ঘুস দিয়া সুবাদারের অধীন কোন অধ্যক্ষের নিকটে আপনারদের এই মহাসঙ্কটের সমাচার দিতে পারিতেন তবে কিছু ফল জন্মিত কিন্তু অনুমান হয় যে এমন প্রক্রিয়া কাহারো মনে হইল না।

কাশীমবাজার পরাজয়ের সমাচার ১৫ জুলাই তারিখে এবং কলিকাতা পরাজয়ের সমাচার ৫ আগস্তে মন্দ্রাজে পঁহুছিল। এই সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বড় সৌভাগ্যক্রমে জাহাজের অধ্যক্ষ বাট্‌সন সাহেব ও কর্ণল ক্লাইব সাহেব করমণ্ডলতটের সম্মুখে সমুদ্রে ছিলেন। ১৭৫৪ শালে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত সন্ধি করণকালে ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহকর্তৃক যে জাহাজ ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিল সে এই সময়ে সেখানে পঁহুছিল কিন্তু উত্তরীয় বায়ুবশের পালি উঠাইয়া ঐ জাহাজের বোম্বে গমনাবশ্যক হইল। সেখানে সেইকালে অতিভারি কর্ম্মের বিষয়ে পরামর্শ হইতে লাগিল।

কাপ্তান ক্লাইব সাহেব ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহহইতে লিপ্তেনন্ত

কর্ণল পদ ও সেন্তদেবিদ দুর্গের অধ্যক্ষের নাঞ্ঝী পদ পাইয়া ইং-গ্লণ্ডহইতে আসিয়াছিলেন। এবং তিমি তিন চারি শত বাদশা-হী সৈন্য ও তিন চারি শত গোলন্দাজ সঙ্গে করিয়া বোম্বেতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন যেহেতুক তাঁহার উপর এই ভার ছিল যে তিনি মহারাষ্ট্রসৈন্য সঙ্গে করিয়া শলাবজঙ্গের বিপরীতে উঠি-বেন ও দক্ষিণদেশহইতে ফ্রান্সীয়েরদিগকে দূর করিবেন। ইং-গ্লণ্ডীয় কোম্পানির নিয়ামক ভারতবর্ষেতে কাপ্তান ক্লাইবের যুদ্ধ নৈপুণ্য সুখ্যাতি শুনিতে পাইয়া এই ভারি ও দুষ্কর কর্ম্ম করণের ভার তাঁহার উপর সমর্পণ করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়েরা অনেক দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ শিবাজীর কালে সি-দ্ধিরদেরহইতে আপনারদিগকে রক্ষা করিতে কতক জাহাজ প্র-স্তুত করিয়াছিল। তাহারদের চাকুরিতে এক জন মল্ল এমন শক্তি প্রকাশ করিল যে সে ক্রমে২ উচ্চ পদ পাইতে২ শেষে জাহাজের অধ্যক্ষতাপ্রাপ্ত হইল। অবশেষে শিবননামক দৃঢ় দুর্গের অধ্যক্ষ তাতে নিযুক্ত হইল সে দুর্গ দাবুলহইতে চারিক্রোশ উত্তর ও তট হইতে এক গোলার পথ অন্তর এক দ্বীপে স্থিত। ঐ অধ্যক্ষের নাম কোনাজী অঙ্গরীয়া সে এই সময় মাহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত বিরোধ করিয়া প্রায় তাবৎ জাহাজ স্বাধীন করিয়া তাহারদের আজ্ঞার বহির্ভূত হইল এবং তানা অবধি রাজপুরপর্য্যন্ত অর্থাৎ নব্বই ক্রোশ সমুদ্রতীরবর্ত্তি দেশে তাহার পরাক্রম চলিল। শে-ষে সে মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে কিঞ্চিৎ২ বার্ষিক কর দিতে স্বীকার করিলে উভয় দিগে যুদ্ধ বিরত হইল। কিন্তু সমুদ্রের উপরে সে অন্য২ দেশীয় জাহাজ লুঠ করিতে লাগিল তাহাতে ভারতবর্ষের পশ্চিম সমুদ্রে যত বাণিজ্যজাহাজ গমনাগমন করিত সে সকলের উপরে তদ্বিষয়ক ভয় পড়িল।

অপর জাহাজের বহরসুদ্ধ জাহাজের অধ্যক্ষ বটসন সাহেব এবং সসৈন্য কর্ণল ক্লাইব সাহেব বোম্বে আইলে ঐ বোম্বেটিয়ারদিগকে পরাস্ত করণে নিশ্চয় হইল। ১৭৫৬ শালে ১১ ফে-ব্রুআরি তারিখে ঘেরিয়াতে চতুর্দ্দশ জাহাজ পঁহছিল তাহার মধ্যে ছয় যুদ্ধজাহাজ যুদ্ধসজ্জাতে পূর্ণ ঐ সকল জাহাজে কর্ণল

ক্লাইব সাহেবের অধীন অষ্ট শত গোরা ও এক সহস্র যোদ্ধা আসিয়াছিল। তৎকালে ঘেরিয়ার ওপারে কতক মহারাষ্ট্রীয় সেনা থাকাতে। অঙ্গরীয়ার রাজধানী ঘেরিয়া সমুদ্রমধ্যবর্ত্তি পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত ছিল কিন্তু বহুসৈন্যের আক্রমণেতে ও তোপের ধমকেতে তাবদ্দুর্গস্থ লোকেরা ভীত হইয়া দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিল পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঐ দুর্গ হস্তগত করিয়া আপনারদের যুদ্ধ যাত্রার ফলসিদ্ধি করিলেন।

অপর বাদানুবাদের পর এই স্থির হইল যে সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বঙ্গভূমিতে কোম্পানির পরাক্রম পুনর্ব্বার স্থাপিত করা উচিত কিন্তু কি ধারাতে ও কোন ব্যক্তি সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া বঙ্গভূমিতে যাইবে ও তাহার উপরে কিপর্য্যন্ত ভার অর্পণ করা যাইবে ইত্যাদি বিবেচনাতে দুই মাস গত হইল।

শেষে এই স্থির হইল যে কর্ণল ক্লাইব সাহেব প্রেরিত হউন এবং আরো নির্দ্ধারিত হইল যে কলিকাতা রাজধানী তাঁহার স্বাধীন হউক এবং তাঁহার প্রতি যে সকল আজ্ঞা দেওয়া গেল তাহার মধ্যে এই নিশ্চিতাজ্ঞা যে তিনি এপ্রিল মাসে পুনর্ব্বার সকল সৈন্যসুদ্ধ মান্দ্রাজে ফিরিয়া আইসেন যেহেতুক তৎকালে সে স্থানে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত ফ্রান্সীয়েরদের সমর সম্ভাবনা ছিল এবং ফ্রান্সীয়েরদের এক জাহাজের বহর সেখানে আসিয়া পঁহুছিবে এমন কথা ছিল।

পরে ১৬ আক্টোবর তারিখে মান্দ্রাজের পথ হইয়া ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য ও জাহাজ যুদ্ধযাত্রা করিল তাহার মধ্যে বাদশাহী পাঁচ জাহাজ ও তাহার সাহায্যকারণ কোম্পানির পাঁচ জাহাজ তাহাতে নয় শত গোরা ও পোনর শত সিপাহী ছিল এই সকল জাহাজের অধ্যক্ষ বটসন সাহেব হইলেন। ২০ দিসেম্বর তারিখে দুই জাহাজব্যতিরেকে তাবৎ জাহাজ গঙ্গার মোহনাতে পঁহুছিল এবং কলিকাতাহইতে পূর্ব্ব পলায়িত লোকেরদের সহিত কলিকাতার আটো ফলতাতে তাহারদের সাক্ষাৎ হইল।

পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকটে ভয়পূর্ব্বক নানা পত্র লিখিয়া এই নিয়ম করিলেন যে ফলতা ও কলিকাতার

মধ্যবর্ত্তি দুর্গাক্রমণোদ্যোগে শুদ্ধ পুষ্পমাত্র হইবে এবং ২৭দিসে ম্বর তারিখে জাহাজ সকল ঐ দুর্গ আক্রমণ করিল তৎসময়ে ক্লাইব সাহেব শত্রুরদের দুর্গ প্রবেশপথ রুদ্ধ করিতে অধিক ভাগ সৈন্যসমেত যাত্রা করিলেন এবং সেখানে পঁহুছিলে তাঁহার সৈন্য ক্লান্ত হওয়াতে স্বস্ব অস্ত্রত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিতে আজ্ঞা পাইল। এই স্থলে অর্ম সাহেব কহেন যে এরূপ অবিবেচনীয় ও উন্মত্ত কর্ম্ম কোনরূপে নিষ্কলঙ্ক নয়। অল্পেক্ষকা লানন্তর তাবৎ সৈন্য নিদ্রিত হইল ইত্যবসরে বিপক্ষেরদের এক দল সৈন্য অকস্মাৎ তাহারদের উপর পড়িল কিন্তু আবশ্যক স ময়ে ক্লাইব সাহেবের অন্তঃকরণহইতে স্থৈর্য্য এবং যুদ্ধসাহস কখন দূর হইত না অতএব অকালে এমন দুরবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াও তিনি বিপক্ষ সৈন্যেরদিগকে দূর করিলেন।

পরে জাহাজ আসিয়া দুর্গের প্রতি গোলাক্ষেপ করিতে লাগিল ইহাতে কর্ণল ক্লাইবের চতুরতা দেখিয়া দুর্গস্থেরা নিরাশ হইয়া রাত্রিকালে পলায়ন করিল এবং তৎসন্নিহিত অন্যং দুর্গস্থ লো কেরাও ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পলায়ন করিল। ১৭৫৭ শালের ২ জানুআরি তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য কলিকাতায় পঁহুছিয়া দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত দুর্গের প্রতি অবিশ্রান্ত গো লাক্ষেপ করিল তাহাতে শত্রুরা দুর্গত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

পরে কলিকাতায় আগত এতদ্দেশীয় কতক লোকদ্বারা সমাচার পাওয়া গেল যে কলিকাতাহইতে বার ক্রোশ অন্তর গঙ্গাতীরে হুগলি নগর এই তোপের শব্দেতে ব্যাকুল হইয়াছে ইহাতে তাঁ হারা বিবেচনা করিলেন যে এই সময় সেখানে গিয়া সে স্থান যদি আক্রমণ করা যায় তবে অনায়াসে আয়ত্ত হইতে পারে অতএব এই কর্ম্মের নিমিত্তে জাহাজসমূহ পাঠান গেল কিন্তু তাহার মধ্যে এক জাহাজ পথের মধ্যে এক বালির চড়াতে লাগিয়া রুদ্ধ হও য়াতে অগ্রগমনে পাঁচ দিন বিলম্ব হইল। অপর ১০ জানুআরি তা রিখে তাহারা সেখানে পঁহুছিল এবং রাত্রি প্রভাত না হইতেই তাহারা গোলাদ্বারা ভিত্তিভেদ করিয়া অতিশীঘ্র মুরচার উপর আরোহণ করিল তাহাতে দুর্গমধ্যস্থ লোকেরা পলায়ন করিয়া

রওয়া পাইল। হুগলিতে এই যুদ্ধ হইতেছে ইতোমধ্যে সমাচার পঁহুছিল যে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত পুনর্ব্বার ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বিবেচনা করিলেন যে ফ্রান্সীয়েরদের তিন শত গোরা ও যুদ্ধের তোপ যে বঙ্গভূমিতে আছে তাহা যদি সুবাদারের সৈন্যের সহিত মেল করে তবে তাহাকে জয় করা কঠিন হইবে। অতএব তাঁহারা ঐ পুবল সুবাদারের সহিত সন্ধি করিতে বাসনা করিলেন কিন্তু হুগলি জয় করাতে ও লুট করাতে সুবাদারের ক্রোধ এমন পুজ্বলিত হইয়াছিল যে ইহারদের সহিত সন্ধির কথা শুবণ করিতেও তখন তাঁহার মন সুস্থির ছিল না এবং যুদ্ধযাত্রা করিতে আজ্ঞা করিলেন।

সুবাদারের পরাক্রমেতে ক্লাইব সাহেবের শঙ্কা জন্মিল কিন্তু তিনি তাহার ক্রোধশান্তির সম্বাদ পাইয়া পুনর্ব্বার সন্ধিনিমিত্তে নিবেদন করিলেন। সবাদার তাহার পত্র পাইয়া কথোপকথনের নিমিত্তে সাক্ষাৎ করিবার পুসঙ্গ করিলেন তথাপি তাহার সৈন্যের গমন রহিত হইল না এবং তাহারা আসিয়া ৩ ফেব্রুআরি তারিখে কলিকাতা ঘেরিল। ক্লাইব সাহেব এই সমাচার পাইয়া অরুণোদয়কালে অহারদের পুতি আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করিলেন এই সংকল্প উত্তম বিবেচনাসিদ্ধ ও সাহসযুক্ত যেহেতুক নবাবের সহিত এত অশ্বারূঢ় ছিল যে তাহারদের কর্ত্তৃক ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে আহারীয় দ্রব্যের আগমন রোধ হইল। কিন্তু যুদ্ধের ব্যতিক্রম হইল এবং পুত্যূষে কুজ্ঝটিকাতে অধিক অশুভ ঘটিল তথাপি সৈন্যেরা সুবাদারের ছাউনির উপর আগমন করিল এবং অপেক্ষানুসারে সুবাদারের ও তাহার সৈন্যের মনে উদ্বেগ জন্মিল এই মত কীর্ত্তিক্রম বিপক্ষের নিকটে স্থিতি সুবাদার অনুচিত বুঝিলেন এবং তিনি পুনরৈক্য করণে চেষ্টা করিলেন অতএব অনেক কথোপকথনের পর ৯ ফেব্রুআরি তারিখে নবাবের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সন্ধি হইল তাহাতে এই স্থির হইল যে কোম্পানি আপন তাবৎ কুঠি ফিরিয়া পাইবেন এবং কোম্পানির যে সকল পরাক্রম পূর্ব্বে ছিল সে সকল

পুনঃ স্থাপিত হইবে। আরো স্থির হইল যে তাঁহারা কলিকাতায় স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন এবং নবাবের রাজকোষেত কোম্পানিহইতে যত লুটিত ধন আসিয়াছিল সে সকল পুনর্ব্বার কোম্পানি পাইবেন। এই সন্ধিতে নবাব সাহেব এমত সন্তুষ্ট ছিলেন যে তাহার দুই দিবস পরে তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধোপকারিতাবিষয়ে পরস্পর অন্য এক সন্ধি হইল।

অপর চন্দননগরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা আক্রমণ করিবেন কিনা এত দ্বিষয়ে বিবেচনা হইতেং সুবাদারের নিকট সমাচার পঁহুছিল যে অহম্মদশাহ আশাহদালি দিল্লী আয়ত্ত করিয়াছেন এবং দিল্লীর অন্তঃপাতি তাবৎ দেশ স্বাধীন করিতে মনস্থ করিয়াছেন ইহা শুনিয়া তিনি ভীত হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকট পত্র দ্বারা পূর্ব্বকৃত পরস্পর সাহায্যার্থক সন্ধিপত্র স্মরণ করাইলেন। ঐ পত্র যে দিবস পঁহুছিল সেই দিবস বোম্বেহইতে সৈন্যপূর্ণ তিন জাহাজ ও মান্দ্রাজহইতে কতক জাহাজ কলিকাতায় পঁহুছিল এই রূপে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বলবান হইয়া ১৪ মার্চ তারিখে চন্দন নগরের প্রতি আক্রমণ করিলেন ফ্রান্সীয়েরা অতিসাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিল এবং নবাব সাহেব ও ফ্রান্সীয়েরদের বলহীনতাতে অনিচ্ছুক হইয়া চন্দন নগর আক্রমণে ক্ষান্ত হওন বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকটে ভীষণ পত্র প্রেরণ করিয়া ফ্রান্সীয়েরদের সাহায্যার্থ আপন সৈন্যও প্রেরণ করিলেন কিন্তু জাহাজহইতে যে সকল গোলাক্ষেপ করা গেল তাহাতে শত্রুরা তিষ্ঠিতে পারিল না এবং দুর্গ অতিশীঘ্র হস্তগত হইল। নবাব ইহাতে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন কিন্তু আবদালীরদের ভয়েতে তিনি সেই রাগ প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

ইহার পর ফ্রান্সীয়েরা কাশীমবাজারে আপনারদিগকে একত্র করিল এবং তদ্বিষয়ে নূতন বিরোধ উপস্থিত হইল যেহেতুক ইংগ্লণ্ডীয়েরা নবাবের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে আমারদের হস্তে ইহারদিগকে সমর্পণ কর কিন্তু নবাব সাহেব তাহা না করিয়া ফ্রান্সীয়েরদের কুঠীপতি লা সাহেবকে মুদ্রা ও অস্ত্র ও যুদ্ধ সজ্জাসমেত বেহারে প্রেরণ করিলেন। সের মুতাখ্যারেন নামে

পুস্তকলেখক এতদ্বিষয়ে কহেন যে লা সাহেব বিদায়ের পূর্ব্বে ন বাব সাহেবকে কহিলেন যে তোমার চাকর লোকেরা তাবৎ অবি শ্বসনীয় এবং তাহারা অবশ্য তোমার সংহার কারণ ইংগ্লণ্ডী য়েরদের সহিত যোগ করিবে যদি তদুপদ্রব হইতে রক্ষা পাইতে চাহ তবে ফ্রান্সীয়েরদিগকে আপন নিকটে রাখ কিন্তু আমলা লো কেরা নবাবের এই প্রবৃত্তি জন্মাইল যে জিত ফ্রান্সীয়েরদের নিমিত্ত জয়ি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত বিরোধ করা অনুচিত। অতএব ফ্রান্সীয়েরদিগকে বিদায় কর ইহাতে নবাব তাহারদিগকে বি দায় করিয়া লা সাহেবকে কহিলেন যে যদি কোন নূতন বিষয় ঘটে তবে আমি তোমাকে পুনর্ব্বার ডাকাইব। লা সাহেব উত্ত র করিলেন নবাব সাহেব কি আমাকে পুনর্ব্বার ডাকিবেন ইহা কদাচ হইবে না আমারদের এই শেষ দর্শন আমার কথা স্মরণে রাখুন আমারদের পরস্পর আর কদাচ সাক্ষাৎ হইবে না।

ইহার পর তদ্বিষয়ে যেং ঘটিল তাহা লিখনের আবশ্যকতা নাই। নবাব সাহেবের চাকর লোকের মধ্যে য়্যার খাঁলটী নামে এক জন তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিল কিন্তু তাহারা পশ্চাৎ শুনিল যে মীরজাফর খাঁ নবাব সাহেবের পদচ্যুতির কারণ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যোগ করিতে প্রস্তুত আছেন ঐ মীরজাফর খাঁ অতিশয় পরাক্রান্ত ও খ্যাত ছিলেন তি নি যৌবনকালে আলিবির্দ্দি খাঁর ভগিনীকে বিবাহ করিয়া সৈন্যের মধ্যে উচ্চপদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু আলিবির্দ্দির সহিত তাহার তাদৃক্ ঐক্য ছিল না এবং একবার মীরজাফর আলিবির্দ্দির বিরুদ্ধে উঠিতে বাসনা করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে যে উভয়ের গ্লানি হই বে ইহা উভয়েই জানিয়া আপনারদের বৈরক্য সম্বরণ করিয়া রাখিলেন। আলিবির্দ্দির মরণসময়ে মীরজাফর সৈন্যের খাজা ঞ্চি ছিলেন সৈন্যের মধ্যে সকলহইতে উচ্চপদ এই। সিরাজ দ্দৌলাকে মীরজাফর অতিশয় ঘৃণা করিতেন এবং তিনি এমন অনভিজ্ঞ ছিলেন যে তাহা গুপ্ত রাখিতে পারিলেন না অতএব সিংহাসনারোহণের কতক দিন পরে মীরজাফরকে পদচ্যুত ক রিলেন কিন্তু এতদ্দেশীয় সৈন্যের ব্যবস্থানুসারে সৈন্যের কতক

ভাগ মীরজাফরের পক্ষে রহিল এবং তিনি আপন সৈন্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও আগন্তুকেরদিগকে বেতন দিয়া রাখিতে লাগিলেন।

মীরজাফরের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে সন্ধিপত্র হইল তাহার বিস্তারিত এই। প্রথমতঃ কলিকাতায় যে সকল ধনাপচয় হইয়াছিল তদ্ধেতুক এবং স্থলস্থ ও জলস্থ সৈন্যের ও কোম্পানির প্রধান ভৃত্যেরদের নিজ লাভার্থে কতক লক্ষ টাকা দিতে মীরজাফর স্বীকার করিলেন। কোম্পানির বিষয়ে এই নির্দ্ধারণ হইল যে ফ্রান্সীয়েরদের তাবৎ কুঠি ও সরকারি সম্পত্তি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে অর্পিত হইবে এবং ফ্রান্সীয়েরা এতদ্দেশে আর বসতি করিতে পারিবে না। আরো নির্দ্ধারণ হইল যে কলিকাতার চতুর্দ্দিগে মহারাষ্ট্র গড়খাই নামে প্রসিদ্ধ খাতের বাহিরে নয় শত হাতপর্য্যন্ত তাবদ্ভূমি এবং কলিকাতার দক্ষিণে কালপিপর্য্যন্ত তাবদ্ভূমি কোম্পানি ইজারা পাইবেন এবং পূর্ব্ব জমীদারেরা যেরূপ রাজকর দিত কোম্পানি সেইরূপ রাজস্ব দিয়া ভোগ করিবেন।

সিরাজদ্দৌলার দমনের নিমিত্তে এই নিয়ম হইল যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা রণভূমিতে প্রবেশ করিবেন এবং মীরজাফর আপন সৈন্য ও যত সেনাপতিরদিগকে স্বপক্ষ করিতে পারেন তাহারদিগকে লইয়া কাটোয়াতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত মিলিবেন। কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা কাটোয়াতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সেস্থানে মীরজাফর কিম্বা তাহার কোন সৈন্য নাই কিন্তু পরে মুরশেদাবাদ হইতে এই পত্র আইল যে নবাব সাহেবের নিকট মীরজাফরের মন্ত্রণা প্রকাশ হওয়াতে তিনি এই অঙ্গীকারে রক্ষা পাইয়াছেন যে তিনি নবাবের পক্ষ হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিবেন। পরে মীরজাফরহইতেও এই পত্র পঁহুছিল যে আমার বিষয়ে নবাব সাহেবের সন্দেহ জন্মিয়াছে এবং নবাব সাহেব আমাকে কোরাণস্পর্শপূর্ব্বক শপথ করাইয়াছেন যে আমি বিশ্বাস ঘাতকতা করিব না অতএব যুদ্ধ দিবসের পূর্ব্ব আমি তোমারদের সহিত মিলিতে পারিব না কিন্তু যুদ্ধারম্ভ হইলে তোমারদের সহিত

মিলিতে কিছু বাধা থাকিবে না। ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির মনে কিঞ্চিৎ উদ্বেগ জন্মিল যেহেতুক মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাতে কিছু অসম্ভব বোধ হইল না।

এই উদ্বেগে ক্লাইব সাহেব অন্য সেনাপতিরদিগকে একত্র করিলেন ও যুদ্ধসভা করিয়া সকলকে স্বংমনঃ প্রকাশ করিতে কহিলেন তাহাতে সভাস্থ অধিক লোক যুদ্ধ অকরণে পরামর্শ দিলেন। অর্ম সাহেব কহেন যে এইরূপ যুদ্ধসভা প্রায় কখন যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন না। পশ্চাৎ ক্লাইব সাহেব আপনি কহিলেন যে এই সভার পরামর্শ যদি আমি গ্রহণ করিতাম তবে কোম্পানি নির্নাম হইতেন। এই সভাবিষয়ে আশ্চর্য্য এই যে ক্লাইব সাহেব আপনি যুদ্ধ নাকরিতে পরামর্শ দিলেন কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে স্থিরীকৃত পরামর্শ হেয় জ্ঞান করিয়া আপনার উপর তাবৎ ভার লইয়া যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্সাফ্তান সাহেব কহেন যে এই সভা ভঙ্গ হইলে পর মীরজাফরের অন্যপত্র ক্লাইব সাহেবের নিকট পঁহুছিল তাহা পাইয়া তিনি এক ঘণ্টাপর্য্যন্ত বাগানে ভ্রমণ করত বিবেচনা করিয়া ছাউনিতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কাটোয়াহইতে সৈন্যেরদিগকে পার হইতে আজ্ঞা দিলেন তাহাতে পর দিবস প্রাতঃকালে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য পার হইয়া রাত্রিযোগে পলাসিতে উপস্থিত হইল।

পলাসিতে নবাব সাহেবের পূর্ব্বকালাবধি কতক সৈন্য ছাউনি করিয়া রহিয়াছিল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে রাত্রিতে সে স্থানে পঁহুছিলেন ঐ দিবস নবাব সাহেব স্বয়ং সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক ও অষ্টাদশ সহস্র অশ্বারূঢ় ও পঞ্চাশটা তোপ আসিয়াছিল। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কেবল নয় শত গোরা তাহার মধ্যেও এক শত গোলন্দাজ ও পঞ্চাশ জন মল্ল তদ্ভিন্ন এক শত জন টোপস ও দুই হাজার এক শত সিপাহী সর্ব্বসুদ্ধা তিন সহস্র এক শত সৈন্য ছিল। তাবৎ দিবস ব্যাপিয়া সংগ্রাম হইল এবং যুদ্ধ প্রায় গোলাক্ষেপেতে নিষ্পন্ন হইল তাহাতে সুবাদার অত্যন্ত ভীত হইয়া অনিষ্টচেষ্টকেরদের পরামর্শেতে বেলাবসানে আপন সৈন্যেরদিগকে পশ্চাৎ হটি

ত্তে আজ্ঞা দিলেন ইহা দেখিয়া মীরজাফর আপন সৈন্য পৃথক করিলেন তাহাতে ক্লাইব সাহেবের মনে নিশ্চয় হইল যে মীরজাফর আমারদের পক্ষে হইবেক অতএব তিনি ইংগ্লণ্ডীয়সৈন্যের দিগকে অগ্রসর হইয়া রণভূমিস্থ নবাব সাহেবের অবশিষ্ট সৈন্যের উপর আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই দুই দুর্ঘটনাতে অর্থাৎ মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাতে ও ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের অগ্রসরণ দেখিয়া নবাব সাহেবের মন যে কিঞ্চিৎ দোলায়মান ছিল সে স্থির হইল এবং তিনি দুই সহস্র লোক লইয়া অতিবেগগামি উষ্ট্রারোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। নবাব সাহেবের পলায়ন দেখিয়া সকলেই যুদ্ধেতে অমনোযোগী হইল অতএব ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময় বিপক্ষেরদের ছাউনিতে প্রবেশ করিল। এইরূপে কুড়ি জন গোরা হত ও আঘাতী হওয়াতে এবং ষোল জন সিপাহী হত ও ছত্রিশ জন আঘাতী হওয়াতে অতিবৃহদ্রাজ্যের ও ছয় কোটি লোকের অধিপতির পরিবর্ত্তন হইল।

অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য সাড়ে চারি ক্রোশ অগ্রসর হইয়া সেই রাত্রিতে দাদপুরেতে ছাউনি করিল। বিপক্ষেরদের পশ্চাদ্ধাবনের কোন প্রয়োজন হইল না যেহেতুক তাহারা আপনারাই ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল। দাদপুরেতে মীরজাফর ক্লাইব সাহেবের নিকটে এই সংবাদ পাঠাইলেন যে আমি ও অন্যং সেনাপতিরা এক্ষণে তোমার আজ্ঞার অপেক্ষায় আছি। তৎপরদিবস প্রাতঃকালে ক্লাইব সাহেব সিপাহী পাঠাইয়া অতিসমারোহ পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার শিবিরে আনাইলেন। মীরজাফর আপনার পূর্ব্ব দিবসের কার্য্য স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইয়া ক্লাইব সাহেবের নিকট আগমন করিলেন কিন্তু ক্লাইব সাহেব ভাবিলেন যে এ অনুযোগ করিবার উপযুক্ত সময় নয় অতএব শীঘ্র তাঁহার উদ্বেগ শান্তি করিলেন। পরে উভয়ে এই নিয়ম হইল যে মীরজাফর শীঘ্র মুরশেদাবাদে যাইবেন যে সিরাজদ্দৌলা আপনাকে ও আপনার ধনাদি স্থানান্তর করিতে না পারেন।

ঐ দুর্ভাগ্য নবাব যুদ্ধের পর রাত্রিতে আপন রাজগৃহে উপস্থিত

হইয়া অবগত হইলেন যে তথাতে আর কোন মিত্র নাই অতএব ভবিতব্যবিষয়ে ভাবিত হইয়া সমস্ত দিবস রাজগৃহে থাকিলেন। সেই রাত্রিতে মীরজাফর মুরশেদাবাদে উপস্থিত হইলে সিরাজদ্দৌলার উপায়ান্তর চেষ্টা করণের আবশ্যকতা হইল অতএব তিনি কদর্য্য পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া এক প্রিয়তমা সৈলিনীকে ও এক খোজাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি দশ দণ্ডের সময় রাজগৃহের এক ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া নীচে নামিলেন এবং সুবাবেহারে গিয়া লা সাহেবের সহিত মিলনাশাতে ও সেখানকার অধ্যক্ষের সহায়তা প্রাপণাশাতে নৌকাযোগে বেহারের অভিমুখে গমন করিলেন। নাবিকেরা সমস্ত রাত্রি দাঁড় ক্ষেপ করত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে প্রাতঃকালে রাজমহলের নীচে নৌকা লাগাইল অতএব সিরাজদ্দৌলা অগত্যা উত্তীর্ণ হইয়া এক বাগানে আশ্রয় লইলেন। তিনি পূর্ব্বে এক ব্যক্তি সামান্য লোকের অপমান করিয়াছিলেন তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে সেস্থানে ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেন তাহাতে সে ব্যক্তি পূর্ব্ব রাগ স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজমহলের অধ্যক্ষকে সমাচার দিল এবং ঐ অধ্যক্ষ অবিলম্বে তাহাকে বদ্ধ করিয়া মুরশেদাবাদে মীরজাফরের নিকট প্রেরণ করিল এবং মীরজাফর তাহাকে আপন পুত্রের জিম্মাতে রাখিলেন। ঐ অতিশয় নির্দয় ও কঠিনস্বভাবক পুত্র রাত্রিযোগে তাঁহাকে সংহার করিল। ইহার পূর্ব্বে নবাব সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধসম্ভাবনা দেখিয়া বেহারহইতে লা সাহেবকে আপন নিকট আসিতে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। লা সাহেব পত্র পাঠমাত্র সসৈন্য মুরশেদাবাদের প্রতি যাত্রা করিয়া তেরিয়াঁগলিতে আসিয়া পলাসির যুদ্ধের সমাচার পাইয়া সেই স্থানে স্থকিত হইলেন। যদি তিনি আর দশ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া রাজমহলপর্য্যন্ত আসিতেন তবে অনুমান হয় যে সিরাজদ্দৌলার রক্ষা হইত।

২৩ জুন তারিখে পলাসিতে যুদ্ধ হইল এবং ২৫ তারিখে কর্ণল ক্লাইব সাহেব সসৈন্য মুরশেদাবাদে আগমন করিলেন এবং নবাবের অমাত্য লোকেরদের সহিত পূর্ব্বে অর্থের বিষয়ে যে নি

র্দ্ধারণ হইয়াছিল তদ্বিষয়ক কথোপকথন করিবার কারণ তৎপর দিবসে তাহারদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অপচয়ের নিমিত্তে বাইশ লক্ষ টাকার দাওয়া ছিল কিন্তু তত্তুল্য মুদ্রা কোষে ছিল না। পরে যখন তাহারা নিশ্চয় জ্ঞাত হইল যে কোষেতে প্রচুর ধন নাই তখন এই নিয়ম হইল যে দাতব্য মুদ্রার অর্দ্ধেক এক্ষণে দেওয়া যাউক ও অবশিষ্ট মুদ্রা তিন বৎসর পরে দেওয়া যাইবে।

সিরাজদ্দৌলার মৃত্যুসম্বাদ শুনিয়া লা সাহেব বেহারের রাজধানী পাটনা নগরে গমনপূর্ব্বক ঐ নগরাধ্যক্ষের সহিত মিলিলেন। সিরাজদ্দৌলার পিতার মৃত্যুর পর আলীবির্দ্দি তাহাকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু আপনার অতিবিশ্বাসপাত্র রাজা রামনারায়ণকে তাঁহার নায়েবসুবাদারী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলীবির্দ্দির জীবদবস্থাতে রামনারায়ণ সেই যুবব্যক্তির তাবৎ কর্ম্ম চালাইয়াছিলেন এবং তাহার সিংহাসনোপবিষ্ট হওনের পরও তিনি তৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেন। তাহাহইতে মীরজাফর কিছু সহায়তা অপেক্ষা করিলেন না এবং সেখানে আশ্রিত ফ্রান্সীয়েরদিগকে ধরিতে অতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইলেন কিন্তু স্বসৈন্য প্রেরণ করিতে তাহার ভরসা হইল না অতএব মেজর কুট সাহেবের কর্তৃত্বাধীন কতক ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য প্রেরিত হইল। তাহারদের প্রস্তুত হওনেতে অনেক কাল গত হইল এবং পথেতে তাহারদের এমত পরিশ্রম হইল যে তাহারা প্রায় আজ্ঞাবর্ত্তী থাকিতে অসম্মত হইল। তাহারদের পাটনায় আগমনের পূর্ব্বে ফ্রান্সীয়েরা সেখানে পঁহুছিল এবং রাজা রামনারায়ণ তাহারদের রক্ষার কারণ তাহারদিগকে অযোধ্যাতে প্রেরণ করিলেন। মেজর কুট সাহেব ছলদ্বারা বা বলদ্বারা ঐ সুবা রামনারায়ণের হাতহইতে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহার পর সদরের পত্র পাইয়া তাহার সহিত সন্ধি করিলেন এবং ১৩ সেপ্তম্বর তারিখে মুরশেদাবাদে উপস্থিত হইলে তাহার সঙ্গি সৈন্য কাশীমবাজারে ছাউনি করিল ও অবশিষ্ট ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য চন্দন নগরেতে থাকিল। মেজর কুট

সাহেব যে দিন মুরশেদাবাদে পঁহুছিলেন তাহার পর দিবসে ক্লাইব সাহেব কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

দশম অধ্যায়।

মীরজাফরের প্রথম নবাবী। দক্ষিণদেশস্থিত উত্তরসরকার নামে প্রসিদ্ধ দেশের প্রতি আক্রমণ। বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র ও অযোধ্যার ও এলাহাবাদের নবাবেরদের বঙ্গভূমির প্রতিকূলে আগমন। ক্লাইব সাহেবের রাজকর্ম্মত্যাগ ও বানসিটার্ট সাহেবের তৎপদপ্রাপ্তি। মীরজাফরের পদচ্যুতি ও মীরকাশীমের তৎপদপ্রাপ্তি। কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজবাণিজ্যবিষয়ে বিঘ্ন। মীরকাশীমের সহিত যুদ্ধ। তাঁহার সিংহাসনচ্যুতি ও মীরজাফরের সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তি। অযোধ্যার নবাবের সহিত যুদ্ধ। মীরজাফরের মরণ। তৎপুত্রের নবাবীপদ প্রাপ্তি। বঙ্গভূমির কর্ত্তৃত্বার্থে ক্লাইব সাহেবের পুনরাগমন।

ভারতবর্ষীয় রাজবর্গের বিপত্তির মূল কোষের শূন্যতা সম্প্রতি মীরজাফর তদ্দুরবস্থাপন্ন হইলেন। পলাসির যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহার নিজ ধন অত্যল্প ছিল। আলীবির্দ্দির দানেতে ও মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত যুদ্ধের ব্যয়েতে ও তাহারদের পুনঃ২ আক্রমণেতে কোষে ধনের অল্পতা হইয়াছিল তাহাতে সিরাজদ্দৌলা আপন পূর্ব্ব পদস্থ ব্যক্তিহইতে অত্যল্প ধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনিও এমত অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন যে যদি এক বৎসরের অধিক কাল তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকিত তথাপি রাজকোষ পূর্ণ হইত না। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহায়তা ক্রয় করিবার কারণ মীরজাফর এতদ্দেশের দানশীল প্রতিজ্ঞানুসারে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থপ্রদানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং আলীবির্দ্দির যে সকল অমাত্যের দিগকে তিনি অর্থদানাঙ্গীকার করিয়া স্বপক্ষ করিয়াছিলেন তা

হারাও এই সময় স্বং অংশ গ্রহণে ব্যগ্র হইল এবং সৈন্যের বেতনও বিস্তর বাকী ছিল এতাদৃশ নানা দুর্দশাতে প্রায় কোন মনুষ্য সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না বিশেষতঃ মীরজাফর তদ্বিষয়ে সকলহইতে অধিক অপটু ছিলেন।

ভারতবর্ষীয় রাজারদের প্রায় এই রীতি আছে যে তাহারা কোন বাঞ্ছনীয় বস্তুর নিমিত্তে যে অঙ্গীকার করে সে অঙ্গীকারের মধ্যে কেবল যাহা না করিলে নয় তাহাই পূর্ণ করিতে উদ্যোগ করে এবং আরো এই রূপ অনুমান করে যে ছলদ্বারা অঙ্গীকৃত বিষয়ের অনেক পণ্ডিত হইবেক। কিন্তু যখন মীরজাফর দেখিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন তিনি কিঞ্চিৎ চমৎকৃত হইয়া শেষে রাগাপন্ন হইলেন এবং ভরসা করিতে লাগিলেন যে কোন সৌভাগ্যক্রমে এতদ্রূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ বৈরক্ত্যজনক সহায় হইতে মুক্তি পান।

কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রতি তাঁহার প্রথম দ্বেষ প্রকাশ হইল না। আলীবির্দ্দিখাঁ আপন রাজত্বকালে সকল রাজকর্ম্ম মুসলমানেরদিগকে না দিয়া কতক হিন্দুরদিগকেও সমর্পণ করিয়াছিলেন অতএব রামনারায়ণকে তিনি সুবা বেহারের অধ্যক্ষতা দিয়াছিলেন এবং দুর্ল্লভরামকে দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং বাণিজ্য ব্যবসায় ও কুঠির কর্ম্মের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে মুরশেদাবাদের অতিশয় খ্যাত্যাপন্ন শেঠেরা তাহারাও আপৎসময়ে তাহার সহায়তা করণের নিমিত্ত আলীবির্দ্দির পরামর্শেতে রাজকর্ম্মের অংশী হইল। আলীবির্দ্দি এই পথ সিরাজদ্দৌলাকে শিক্ষাইয়াছিলেন এবং তিনিও তদ্রূপ কর্ম্ম করিলেন অর্থাৎ হিন্দুরদিগকে কর্ম্মভার অর্পণ করিলেন।

দুর্ল্লভরাম মীরজাফরের অতিশয় উপকার করিয়াছিলেন ইহার পূর্ব্বে মীরজাফর স্বপদে অত্যাচার করিয়া আপন প্রভুর ক্রোধপাত্র হইয়াছিলেন তখন দুর্ল্লভরাম মধ্যস্থ হইয়া তাঁহার ক্রোধশান্তি করিয়াছিলেন। আরো গত উপপ্লবেতে দুর্ল্লভরাম মীরজাফরের পক্ষ হইয়াছিলেন তৎকালে দুর্ল্লভরামের রাজ্যের মধ্যে এমন বসতি ছিল ও ধনের এত প্রাচুর্য্য ছিল যে তৎকালে যদি তিনি ইচ্ছা

করিতেন তবে অন্য ব্যক্তিকে তৎপদে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু মীরজাফর যখন সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন তখন রাজ কর্ম্মসংক্রান্ত হিন্দুরদের পরাক্রমের ভয়েতে বা তাহারদের ধন গ্রহণেচ্ছুক হইয়া তাহারদিগকে সংহার করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং তাহারদের মধ্যে সকলহইতে পরাক্রান্ত যে দুর্ল্লভরাম প্রথমতঃ তাহার প্রাতিকূল্যাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন অতএব মুরশেদাবাদহইতে ক্লাইব সাহেবের প্রস্থানের পূর্ব্বে মেদিনীপুরের অধ্যক্ষ এবং গোএন্দাদপ্তরের অধ্যক্ষ যে রামরাম সিংহ তাহার বকেয়া খাজনার নিমিত্ত তাহাকে হুজুরে তলপ করিলেম। কিন্তু সে অতিশয় ভীত হইয়া ছল করিতে লাগিল ও আপন দুই জন কুটুম্বকে প্রেরণ করিল। মীরজাফর তৎক্ষণাৎ তাহারদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া ক্লাইব সাহেবকে কহিলেন যে রামরাম সিংহ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের শত্রু এবং তাহার দ্বারা সিরাজদ্দৌলা ফ্রান্সীয়েরদের অধ্যক্ষ বুসির সহিত ঐক্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামরাম সিংহ ও দুর্ল্লভরামের পরস্পর বহুকালাবধি ঐক্য ছিল এবং দুর্ল্লভরাম যখন রামরাম সিংহের দুরবস্থা দেখিলেন তখন তিনি ভাবিলেন যে আমাকে নষ্ট করিবার কারণ যে উদ্যোগ করিয়াছেন তাহার প্রথমাঙ্কুর এই।

ইতোমধ্যে প্রদেশের নানাস্থানে উৎপাত ঘটিতে লাগিল মেদিনীপুরের রাজা আপন কুটুম্বেরদের বন্দিত্ব শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধোদ্যোগ করিলেন এবং যে সরফরাজ খাঁকে আলীবির্দ্দি পদচ্যুত করিয়াছিলেন তাহার এক পুত্রকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিবার মানসে ঢাকা নগরে লোকেরা উদ্যোগ করিতে লাগিল এবং পূরণীয়ার মৃত অধ্যক্ষের দেওয়ান আপনার এক ব্যাপ্য লোককে প্রধানপদে নিযুক্ত করিলেন এবং মীরজাফর আপনি বেহারের অধ্যক্ষতাহইতে রামনারায়ণকে দূর করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু ক্লাইব সাহেব নবাবের সহিত রাজা রামরাম সিংহের ঐক্য করাইলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহায়তাতে ঢাকাতে যে উপপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তাহার শান্তি হইল। কিন্তু যখন নবাবের সৈন্য পূরণীয়া যাইতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল তখন তাহারা

কহিল যে আমারদের বাকি বেতন না পাইলে আমরা যাত্রা করিব না। অতএব ক্লাইব সাহেব নবাবের সহিত যোগ করিতে আপনি শীঘ্র প্রস্তুত হইলেন কিন্তু পলাসির যুদ্ধের পর ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা যে ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল তন্মত্ততাতে কেহ২ পীড়িত ও কেহ২ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল অতএব সৈন্যেরা নবেম্বর মাসের ১৭ তারিখের পূর্ব্বে যাত্রা করিতে পারিল না।

নবাবের সৈন্য পুনর্ব্বার ৬ আক্তোবর তারিখে যাত্রা করিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল এবং তাহারদের বাকি টাকার কতক দেওয়াতে ও নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যেতে তাহারা যাত্রা করিতে স্বীকৃত হইল। অপর ৭ তারিখে নবাব সাহেব ছাউনিতে পঁহুছিলেন এবং মুরশেদাবাদ নগরের মধ্যে মীরণকে আপন প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে মীরণ কৌশলক্রমে নগরে প্রকাশ করিলেন যে দিল্লীর বাদশাহের আনুকূল্যেতে অযোধ্যার নবাব রামনারায়ণের সহিত দুর্ল্লভরামের এমন ঐক্য হইয়াছে যে তাঁহারা সিরাজদ্দৌলার কনিষ্ঠভ্রাতৃপুত্রকে তৎপদাভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন ইহা কহিয়া রাত্রিকালে রাজগৃহে কতক দস্যু প্রেরণ করিলেন সেই গৃহে সিরাজদ্দৌলার মাতা ও মাতামহী থাকিতেন. ঐ দুষ্ট লোকেরা সেখানে গিয়া সেই বালককে হত করিয়া ঐ দুই স্ত্রীকে ঢাকাতে লইয়া গেল।

ক্লাইব সাহেব ২৫ নবেম্বর তারিখে মুরশেদাবাদে পঁহুছিয়া দেখিলেন যে দুর্ল্লভরাম পীড়াচ্ছল করিয়া মীরজাফরের সঙ্গে না গিয়া সেই স্থানে সসৈন্য রহিয়াছেন পরে তিনি ৩ দিসেম্বর তারিখে রাজমহলে গিয়া নবাবের সহিত মিলিলেন। মীরজাফর আপন আত্মীয় কদমহোসেনকে পূরণীয়ার অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত করিলেন এবং তিনি নদীপার হইয়া অতিশীঘ্র সসৈন্য তৎস্থানে গমন করিলেন। এতদ্বিষয়ে নবাব সাহেবের মন কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলে পর বেহারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় পাইয়া ক্লাইব সাহেব মীরজাফরকে কহিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে যত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলা তাহা না পাইলে আমরা যাত্রা করিতে পারিব না তখন দুর্ল্লভরামব্যতিরেকে

কাহারও টাকার সঙ্গতি ছিল না সুতরাং দুর্ল্লভরামের সহিত ঐক্য করিতে নবাব সাহেবের আবশ্যকতা হইল। এবং ক্লাইব সাহেব মধ্যস্থ হইয়া নবাবের সহিত দুর্ল্লভরামের দশ হাজার সৈন্য সমেত মিল করাইয়া দিলেন এতৎসময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ২৩০০০০০ তেইশ লক্ষ টাকা বাকি ছিল তাহার মধ্যে নবাব সাহেব অর্দ্ধেক টাকা দিতে আপন খাজাঞ্চিকে আজ্ঞা দিলেন অবশিষ্ট অর্দ্ধেক প্রদেশের রাজকরের উপর বরাত দিলেন।

১৫ মে তারিখে ক্লাইব সাহেব মুরশেদাবাদে পুনরাগমন করিয়া তদ্দিবসেই সম্বাদ পাইলেন যে ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধজাহাজসমূহ করমণ্ডলতটে আসিয়া ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। তদ্যুদ্ধে ফলসিদ্ধি না হইলেও ক্লাইব সাহেব প্রকাশ করিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা জয়ী হইয়া ফ্রান্সীয়েরদের দুই জাহাজ হস্তগত করিয়াছেন।

ইতোমধ্যে মুরশেদাবাদে বৃহদ্ব্যাপার উপস্থিত হইল। ক্লাইব সাহেব ও দুর্ল্লভরাম নগরসমীপবর্ত্তী হইলে মীরণ ভাবিবিঘ্নসম্ভাবনাশঙ্কাতে ব্যাকুলতা দর্শাইয়া নগর পরিত্যাগ করণেতে এবং আপন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করণানুরোধে তাবৎ সৈন্য ও গোলন্দাজেরদিগকে একত্র করণেতে নগরের মধ্যে উদ্বেগ জন্মাইলেন। ইহাতে ক্লাইব সাহেব অতিশয় ক্রোধপূর্ব্বক নবাব সাহেবকে পত্র লিখিলেন * তাহাতে মীরণ কোমলতাপূর্ব্বক আত্ম দোষ স্বীকার করিলেন।

* মীরজাফরের দরবারে ক্লাইব সাহেবের কিপর্য্যন্ত পরাক্রম ছিল তাহা ইহাতে দেখা যায়। মীরজাফরের সৈন্যের সেনাপতিরদের মধ্যে এক ব্যক্তি অতিরসিক ছিল। মীরজাফর আপন পদপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ঐ সেনাপতিকর্ত্তৃক অনেক উপকারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন নবাব সাহেবের সৈন্য ও ক্লাইব সাহেবের সৈন্য একত্র পাটনাতে ছিল তখন এক জন আসিয়া মীরজাফরকে কহিল যে অমুক সেনাপতি আপনকার সৈন্যের ও ক্লাইব সাহেবের সৈন্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ জন্মাইয়াছে। ইতোমধ্যে দৈবাৎ ঐ

আলীবির্দিখাঁর অনুগ্রহে ও স্বং জ্ঞানেতে যেং হিন্দুরা রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যে দেওয়ান নন্দকুমার এক জন ছিলেন। যে সময় সিরাজদ্দৌলা কলিকাতার প্রতিকূলে গমন করিলেন তখন তিনি হুগলির অধ্যক্ষ ছিলেন পরে মীরজাফরের সহিত পাটনাতে গমন করিলেন। তাহার রাজকর আদায়ের কর্ম্মে নিপুণতাপ্রযুক্ত দুর্ল্লভরামের নায়েবী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অবশিষ্ট দেনা পরিশোধার্থে প্রদেশের রাজস্বে বরাত হইয়াছিল কিন্তু তাহা যখন আদায়ের ব্যাঘাত জন্মিল তখন নন্দকুমার তদ্বিষয়ে আপন সহায়তা প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন যে যদি নবাব সাহেব আমার পক্ষে কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করেন তবে আমি তোমারদিগকে তাবৎ অর্থ আদায় করিয়া দিতে পারিব অতএব তিনি তৎকর্ম্মসাধনোপযুক্ত পরাক্রমপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এই কর্ম্মেতে আপন নিমিত্তে অধিক ধনসঞ্চয় করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল এবং এই বিষয় অবগত হইয়া দুর্ল্লভরাম যে ক্রুদ্ধ হইবেন ইহা তিনি নিশ্চয় জানিয়া ঐ সতর্ক দেওয়ানের প্রতি মীরজাফরের মনোভঙ্গ করণের উদ্যোগ করিলেন। এবং আরো দুর্ল্লভরামের প্রতি শেটেরদের যে আনুকূল্য ছিল তাহাতে তিনি ইহা কহিয়া বৈরক্ত্য জন্মাইলেন যে যদি দুর্ল্লভরাম রাজ্যের কর বাকি রাখে কিম্বা রাজব্যয়োপযুক্ত মুদ্রা প্রস্তুতা না রাখে তবে সে সকল

সেনাপতি সেস্থানে সমাগত হইলে নবাব সাহেব ঘূর্ণিতলোচনে তাহারপ্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন হে মহাশয় তুমি কি ক্লাইব সাহেবের লোকের সহিত আমার লোকের বিরোধ জন্মাইয়াছ। তুমি কি অদ্যাপি জ্ঞাত নহ যে ক্লাইব সাহেব কে ও ঈশ্বর তাহাকে কোন পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেনাপতি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া নবাবকে সম্বোধন করিয়া কহিল নবাব সাহেব আমি কি কর্ণল সাহেবের সহিত বিরোধ করিতে যাইব। এমন দিন নাই যে তাহাতে প্রাতঃকালে আমি গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমে ক্লাইব সাহেবের গর্দ্দভকে তিনবার নমস্কার না করি কি পুনঃ তাহার প্রভুর সহিত বিরোধ করিতে যাইব।

ভার তোমারদের উপর পড়িবে। তদ্ভিন্ন মীরণকে ও মীরজাফ রকে কহিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে কিস্তিবন্দি করিয়া টাকা দিলে তাঁহারা রাজব্যাপারে হাত দিবেন না। দুর্লভরাম এই স কল মন্ত্রণায় ভীত হইয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিতে নবাব সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন কিন্তু নবাব সাহেব কহিলেন যে তাবৎ সৈন্যের ব্যয়োপযুক্ত মুদ্রা না দিলে যাইতে পারিবা না। অ পর নবাব সাহেব কলিকাতায় ক্লাইব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করণস্থল করিয়া মুরশেদাবাদ ত্যাগ করিলেন কিন্তু কলিকাতায় না আসিয়া মৃগয়াচ্ছলে তন্নিকটবর্ত্তি প্রদেশে কিঞ্চিৎকাল অব স্থিতি করিলেন। তাঁহার যাত্রার দ্বিতীয় দিবসের পর মীরণ সৈন্যে রদের অবশিষ্ট বেতনের কারণ দুর্ল্লভরামের দ্বারে গিয়া তাঁহার বি রুদ্ধাচরণ করিতে কতক সৈন্যের প্রবৃত্তি জন্মাইলেন কিন্তু ইংগ্লণ্ডী য়েরদের উকীল দুর্ল্লভরামের পক্ষ হইলেন। মীরণ কোনপ্রকারে তাহাকে আয়ত্ত করিতে সৈন্যেরদিগকে কহিয়াছিলেন এইহে তুক অনেক যত্নেতে ইংগ্লণ্ডীয় উকীল তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন। অপর ক্লাইব সাহেব নবাবসাহেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাঠা ইলেন যে তিনি দুর্লভরামকে সপরিবারে কলিকাতায় আসিতে দেন এবং নবাব অনেক বিবেচনানন্তর তাহা স্বীকার করিলেন।

কলিকাতাহইতে নবাব সাহেবের প্রত্যাগমনের কিয়ৎকালান ন্তর কতক সৈন্য নবাবকে সংহার করিবার কারণ একপরামর্শ হইল পরে তাহারা ক্লাইব সাহেবকে দুর্লভরামের স্বাক্ষরিত এক পত্র দশাইল তাহাতে তিনি ঐ কুমন্ত্রণাকারি সৈন্যের সেনাপতি কে লিখিয়াছিলেন যে তুমি এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও যেহেতুক ইং গ্লণ্ডীয়েরা ইহাতে সম্মত আছেন। তাহাতে ক্লাইব সাহেব নি শ্চয় জানিলেন যে দুর্লভরামের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিরোধ জন্মাইবার কারণ এই পত্র মীরজাফর ও মীরণকর্ত্তৃক কৃত্রিম হইয়া ছে যেহেতুক দুর্লভরাম একেবারে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আশ্রয়চ্যুত হইলে তাহার তাবৎ ধন সম্পত্তি মীরজাফরের হস্তগত হইত। ক্লাইব সাহেব কহিলেন যে এই পত্র যে সেনাপতির প্রতি লিখিত তাহাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে সত্যমিথ্যা ব্যক্ত হইবেক

কিন্তু মীরজাফর ঐ সেনাপতিকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং সে কর্ম্মচ্যুত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন কালে পথেতে তৎকর্তৃক হত হইল।

ইতোমধ্যে মন্দ্রাজহইতে কলিকাতায় সমাচার আইল যে সেন্ত দাউদ দুর্গ ফ্রান্সীয়েরদের অধিকার হইয়াছে এবং উভয়দেশীয় জাহাজে পুনর্যুদ্ধ হইয়াছে ও ফ্রান্সীয় সৈন্য তঞ্জাঊর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং ফ্রান্সীয় সেনাপতি বুসি লালী সাহেবের সহিত মিলনহেতুক প্রস্থান করিয়াছেন অতএব মন্দ্রাজহইতে এই আবশ্যক পত্র আইল যে তোমরা যত সৈন্য প্রেরণ করিতে পার তাহা অবিলম্বে প্রেরণ করিবা যে কর্ণাট দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তাবৎ অপচয় না হয়। বাঙ্গালায় ক্লাইব সাহেবের প্রতিযোগী কেহ না থাকাতে তিনি ব্যাপক ছিলেন মন্দ্রাজে গেলে ব্যাপ্য হইতে হইবেক এবং মন্দ্রাজে সৈন্য প্রেরণ করিলে সেখানকার বড় সাহেব যে তাহারদিগকে কলিকাতায় পুনঃ প্রেরণ করিবেন না ইহাও অনুমান করিয়া ক্লাইব সাহেব সসৈন্য বাঙ্গালায় থাকিতে নিশ্চয় করিলেন।

অতএব মন্দ্রাজে আপনি না গিয়া তত্রস্থ ইংগ্লণ্ডয় সৈন্যের সহায়তার এই উপায় নিশ্চয় করিলেন। উত্তরসরকার নামে খ্যাত দেশের এক পালেগার অর্থাৎ জমীদার তৎপ্রদেশে নূতন অধিপতি স্থাপনে আপন লাভজ্ঞান করিয়া বাঙ্গালায় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকট পত্র প্রেরণপূর্ব্বক এই পরামর্শ দিলেন যে সম্প্রতি সুবাদারের ভ্রাতারদের যুদ্ধেতে বুসি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে অতএব যদ্যপি তোমরা এতৎসময়ে আনুকূল্য কর তবে আমরা ফ্রান্সীয়েরদিগকে দেশহইতে দূর করিতে সমর্থ হই। এই প্রসঙ্গে কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয় কৌন্সলি সাহেব লোকেরা একবাক্য হইয়া তাহা হেয়জ্ঞান করিলেন কিন্তু ক্লাইব সাহেব তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া পাঁচ শত গোরা ও দুই সহস্র সিপাহী ও এক শত লস্কর ও চৌদ্দটা বৃহত্তোপ তদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। তাবদ্যুদ্ধায়োজন কর্ণল ফোর্দ সাহেবের কর্তৃত্বাধীন ছিল এবং তিনি জলপথে যাত্রা করিলেন কিন্তু কৌন্সলের বাদানুবাদে ও জাহাজ প্রস্তুত করণের

এমন ব্যাকুল হইলেন যে তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া নগর তাহারদের হস্তে অর্পণ করিলেন। অনন্তর সুবাদার সসৈন্য সেস্থানে উপস্থিত হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করণে আপনাকে অসমর্থ দেখিয়া এবং ফ্রান্সীয়েরদের সহায়তাহীন হওনেতে তৎক্ষণাৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত মিত্রালাপকরণেচ্ছুক হইলেন। অতএব তিনি কর্ণল ফোর্দ সাহেবের ছাউনিতে আগমন করিলেন এবং অতিসমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইয়া সন্ধিপূর্ব্বক মসলিপাটামের চতুর্দ্দিকস্থ দেশ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দান করিলেন এবং অঙ্গীকার করিলেন যে উত্তরকালে ফ্রান্সীয়েরদিগকে আপন অধিকারে বসতি করিতে দিবেন না।

এতদ্রূপে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য দক্ষিণদেশে যুদ্ধ করিতেং অন্য দিগে মহাদাওয়াকারি এক প্রবল শত্রূপস্থিত হইল। যবন বাদসাহেরদের রাজ্যাবসানকালে দ্বিতীয় আলমগীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র উজীর উমদ্‌তুলমুল্কের উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাহার বিপক্ষ অথচ রাজবংশের মিত্র নজীবদ্দৌলা নামে রোহেলখণ্ডের অধ্যক্ষের অধিকারে আশ্রয় লইলেন ঐ উজীর বাদশাহকে অতিদীনহীনের ন্যায় আপন বশীভূত রাখিয়াছিলেন। এতৎসময়ে বাঙ্গালাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কর্তৃক রাজপরীবর্ত্তনহেতুক শাসনের শৈথিল্যেতে ও প্রজারদের দৌর্ব্বল্যেতে চতুর্দ্দিকস্থ রাজারা ভরসা করিলেন যে এক্ষণে বঙ্গভূমির উপর আক্রমণ করিলে আপনারদের কিছু লাভ জন্মিতে পারিবে। ইংগ্লণ্ডীয়কর্তৃক নিযুক্ত নবাবের সম্পত্তি লুঠবিষয়ে এলাহাবাদের সুবাদার অহম্মদকুলীখাঁর অধিক প্রত্যাশা জন্মিয়াছিল তাহাতে দুই অতিশয় পরাক্রান্ত জমীদার বিশেষতঃ সুন্দরসিংহ ও বলবন্তসিংহ আহূতি দিতে লাগিল। এবং অহম্মদকুলীখাঁর নিজ কুটুম্ব যে অযোধ্যার নবাব তিনিও এই প্রত্যাশাতে প্রবেশ করিলেন। ঐ নবাবের দুই দিগে দৃষ্টি ছিল প্রথমতঃ তিনি ভরসা করিলেন যে আমি বেহার ও বাঙ্গালার লুঠেতে অংশী হইব দ্বিতীয়তঃ তিনি ভরসা করিলেন যে আমার কুটুম্ব ও মিত্র যে সময় যুদ্ধেতে ব্যস্ত হইবেক সে সময় ছল বা বলদ্বারা এলাহাবাদের দুর্গ লুঠ করিব অতএব ইহারা

সকলেই আয়োজন করিতে লাগিল। এবং দিল্লীর শাহজাদা বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার সুবাদারিতে নিযুক্ত হইয়া ১৭৫৮ শালের অন্তে বেহারের সীমাবর্ত্তিনী কর্ম্মনাশা নদী পার হইলেন। মীরজাফরের পদপ্রাপ্তিসময়ে রাজকোষের শূন্যতাতে ও ইংগ্লণ্ডী য়েরদিগকে অধিক অর্থদানাঙ্গীকারকরণেতে ও প্রজারদেরহইতে সম্যক্‌প্রকারে রাজস্ব আদায় করণের শৈথিল্যেতে এবং আপনার অপরিমিত ব্যয়েতে ও আপন পুত্র মীরণের কঠিনশাসনেতে তিনি আত্মপ্রতিকূলে আগমনকারি এই মহাসৈন্য নিবারণ করিতে অ সমর্থ ছিলেন অতএব ইহার পূর্ব্বে যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে তিনি স্বদেশহইতে বহিষ্কৃত করণার্থে নানা কল্পনা করিতেছিলেন অ গত্যা তাহারদের শরণাপন্ন হইতে হইল।

সসৈন্য শাহজাদা পাটনার নিকট উপস্থিত হইলে সেখান কার অধ্যক্ষ রামনারায়ণ উভয় অগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইলেন অর্থাৎ একপক্ষে মীরজাফরের সহিত তাঁহার তাদৃক ঐক্য ছিল না অন্য পক্ষে শাহজাদার সহিতও মিলিতে ভীত হইলেন যেহেতুক শাহ জাদার সহিত মিলিলে যদি মীরজাফর জয়ী হন তবে সর্ব্বনাশ কিম্বা যদি মীরজাফরের সহিত সত্যপালন করেন এবং শাহজাদা জয়ী হন তথাপি সর্ব্বনাশ অতএব তাহার ছল করণের ও প্রবোধ দেওনের উপযুক্ত সময় এই বুঝিয়া প্রথমতঃ তিনি ইংগ্লণ্ডীয় কুঠি পতি আম্যাট সাহেবের নিকট গেলেন। আম্যাট সাহেব কহি লেন যে যদি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য পাটনায় আইসে তবে আম রা পাটনাতে স্থিতি করিব ও যদি না আইসে তবে আমরা এই সঙ্কট হইতে স্থানান্তর যাইব অতএব তিনি এই পরামর্শ দিলেন যে যত ক্ষণ পার ঐ শাহজাদাকে প্রবোধ দেওত নিরস্ত রাখ। পরে যদি নিতান্ত ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য না আইসে তবে তখন যাহাতে সুপ্রতুল হয় তাহাই করিও। অতএব রামনারায়ণ যাহাতে অনায়াসে জয়ী ব্যক্তির সহিত নিঃসন্দেহে মিলিতে পারেন এতদ্রূপ দোলায়মান থাকিয়া সহকারি সৈন্যের কারণ বাঙ্গালায় অত্যাবশ্যক পত্র প্রে রণ করিলেন এবং অন্যপক্ষে গুপ্তরূপে শাহজাদার নিকটেও এক দূত প্রেরণ করিলেন। অপর যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা ছাউনি ত্যাগ

পূর্ব্বক নৌকারোহণ করিলেন তখন তিনি স্বয়ং শাহজাদার ছা উনিতে গমন করিলেন কিন্তু তাহার ছাউনির ভাব দেখিয়া ও তাহার সৈন্যের অনৈক্য দেখিয়া পাটনায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শাহ জাদার বিরুদ্ধে পাটনার দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

তৎকালে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য অল্প ছিল তাহারা মুরশেদা বাদে গিয়া মীরণের কর্ত্তৃত্বাধীন মীরজাফরের উত্তম সৈন্যেরদের সহিত সম্মিলিত হইয়া পাটনার অভিমুখে শীঘ্র যাত্রা করিল। ক্লাইব সাহেব ও মীরণের পাটনায় আগমনের পূর্ব্বে শত্রুরা প্রস্থান করিয়াছিল এবং ঐ অভাগা শাহজাদা এমত সুখ্যাত বংশ জাত ও পূর্ব্বে পৃথিবীর মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠ সিংহাসনের উত্তরাধি কারী হইয়াও এমত দৈন্যদশাপন্ন হইলেন যে তিনি আপন নি ত্যব্যয়ের কারণ ক্লাইব সাহেবের নিকট পত্রদ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থ যাচ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন। এবং আরো কহিয়া পাঠাইলেন যে এই অল্প মুদ্রা প্রেরণ করিলে আমি প্রদেশত্যাগ করিব। এত দ্রূপে ক্লাইব সাহেব এই সঙ্কটাবস্থাহইতে বিনাযত্নে মুক্ত হই লেন। অপর রামনারায়ণ আত্ম বিশ্বস্ততা ব্যক্ত করণে ত্রুটি করি লেন না তাহাতে ক্লাইব সাহেবও সুতরাং বিশ্বাস করিলেন। তখন মীরজাফরের বিরুদ্ধে ঐক্য করিয়াছিল যে ভূম্যধিপতিরা তা হারাও অবিলম্বে আসিয়া ক্লাইব সাহেবের শরণাগত হইল। পরে তিনি জুন মাসে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

এতদ্রূপে কর্ম্মসিদ্ধি হওয়াতে মীরজাফর এমত সন্তুষ্ট হইলেন যে তিনি বাদশাহ ও ওমরারদের অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে ওমরা নামে খ্যাত করাইলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা কলিকাতার চতুর্দ্দিক্ স্থ ভূমির বার্ষিক রাজস্ব যে তিন লক্ষ টাকা দিতেন তাহা তিনি ক্লাইব সাহেবকে দান করিলেন তদবধি তাহা ক্লাইব সাহেবের জায়গীর নামে খ্যাত হইল। ভাগ্যক্রমে এতদ্রূপে শাহজাদা পরা জিত হইলে ও দক্ষিণ দেশহইতে কর্ণল ফোর্ড সাহেব সসৈন্য প্রত্যাগমন করিলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা শুনিলেন যে হলণ্ডীয়েরা বা ঙ্গালা আক্রমণার্থে বাতাবি উপদ্বীপহইতে বহু সৈন্য প্রেরণ করিতে ছে। তৎকালে হলণ্ডীয়েরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কোন যুদ্ধ

সম্পর্ক ছিল না কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ফসল সং গ্রহ করিতেছেন ইহা শ্রবণ করিয়া তাহারা লোভেতে তদংশী হইতে ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছিল অতএব আগস্ত মাসেতে সৈন্যপূর্ণ হলণ্ডীয় এক জাহাজ প্রথম গঙ্গাতে আগমন করিল এবং তাহার পরক্ষণেই আর ছয় জাহাজ সাত শত গোরা ও আট শত মা লাই লোক লইয়া উপস্থিত হইল। ক্লাইব সাহেব বিবেচনা ক রিলেন যে হলণ্ডীয়েরদের সহিত আমারদের মিত্রতা থাকিতে বিনা প্ররোচনাতে তাহারদের জাহাজ কিম্বা সৈন্যের উপর চ ড়াউ করা অবিবেচিত কর্ম্ম কিন্তু অন্যপক্ষে বঙ্গদেশে অপ্রতিযোগি রূপে থাকনের পরামর্শ অধিক গ্রাহ্য হইল অতএব তিনি সুবাদা রের নিকটহইতে এই আজ্ঞা আনাইলেন যে হলণ্ডীয়েরা গঙ্গা নদী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে এবং নবাবের সহায়তার নিমিত্তে তাহার অনুমত্যনুসারে যে হলণ্ডীয়েরদের উপর চড়াউ করিতেছেন এইরূপ দর্শাইয়া তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। হলণ্ডীয়েরা কলিকাতার কএক ক্রোশ দক্ষিণে সৈন্য উত্তীর্ণ করিয়া চুঁচুড়ার অভিমুখে যাত্রা করিল এবং ক্লাইব সাহেব তিন শত গোরা সৈন্য ও আট শত সিপাহী ও মীরজাফ রের দেড় শত ঘোটকারূঢ় সৈন্য কর্ণল ফোর্দ সাহেবের কর্তৃত্বা ধীন করিয়া প্রেরণ করিলেন এবং তৎসময়ে কোম্পানির তিন খান জাহাজে তোপ তুলিয়া হলণ্ডীয় জাহাজের প্রতিকূলে প্রে রণ করিলেন। কর্ণল ফোর্দ সাহেব যুদ্ধেতে এমন নিপুণতা ও বীর্য্য প্রকাশ করিলেন যে হলণ্ডীয়েরদের সাত শত গোরার মধ্যে কে বল চৌদ্দ জন চুঁচুড়াতে পঁহুছিল অবশিষ্ট সকলেই প্রায় হত বা বন্দি হইল। এবং জাহাজে দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়া শেষে তা হারদের যথাসর্ব্বস্ব সাত জাহাজ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল। তদনন্তর হলণ্ডীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত সন্ধিপূর্ব্বক আপনা রদের তাবৎ জাহাজ ও ধন ফিরিয়া পাইল। অপর ১৭৬০ শা লের ফেব্রুআরি মাসে ক্লাইব সাহেব কলিকাতার বড়সাহেবী কর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু তাঁহার গমনকালে দেশে শান্তিব্যবহার ছিল না যেহেতুক

তৎপূর্ব্ব বৎসরে মীরণ পাটনাহইতে প্রত্যাগমন কালে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন বিশেষতঃ তিনি অত্যন্ত খ্যাত অথচ বশীভূত অধ্যক্ষেরদের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্লাইব সাহেব দেশত্যাগ করিবামাত্র তাহারা চতুর্দ্দিকস্থ জমীদারেরদের সহিত ঐক্য করিয়া শাহজাদাকে পুনরাহ্বান করিল এবং মীরণ পূরণীয়ার যে নবাবকে ছলদ্বারা উদস্ত করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন তিনিও রণভূমিতে শাহজাদার সহিত মিশিতে প্রস্তুত ছিলেন।

ক্লাইব সাহেব ও ফোর্দ সাহেবের ইংগ্লণ্ডে গমনের পূর্ব্বে কর্ণল কালিয়াদ সাহেব বঙ্গভূমিস্থ তাবৎ সৈন্যের অধিপতি হইবার নিমিত্তে কর্ণাটদেশহইতে কতক নূতন সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রেরিত হইয়া নবেম্বর মাসের শেষে বঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ নূতন মন্ত্রণাকারিরদের উদ্যোগভঙ্গ করিবার কারণ অবিলম্বে তাঁহার পাটনায় গমনাবশ্যক হইল অতএব তিনি তিন শত গোরা ও এক সহস্র সিপাহী ও পঞ্চাশ জন গোলেন্দাজ ও ছয়টা বৃহৎ তোপ লইয়া ২৬ দিসেম্বর তারিখে মুরশেদাবাদে উপস্থিত হইলেন। ক্লাইব সাহেব ৬ জানুআরি তারিখে সে স্থানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং নবাবের সহিত সকল বিষয় সুসঙ্গত করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। অপর কালিয়াদ সাহেব মীরণের কর্তৃত্বাধীন নবাব সাহেবের পঞ্চদশসহস্র অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য এবং পঁচিশটা তোপ লইয়া ১৮ জানুআরি তারিখে যাত্রা করিলেন।

ইতোমধ্যে অযোধ্যা ও রোহেলখণ্ড আক্রমণার্থে যে মহারাষ্ট্রীয়েরা উমদতুলমুল্ক উজীরকর্তৃক আহূত হইয়াছিল তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। অপর আবদালীরদের অতিশয় পরাক্রান্ত রাজা পুনর্ব্বার হিন্দুস্থান জয় করণাশাতে আগমন করিলেন। উজীর উমদতুলমুল্ক এই অপারসঙ্কট দেখিয়া রাগাপন্ন ও ভরসাহীন হইয়া ঐ দুর্ভাগ্য আলমগীরের শিরশ্ছেদন করিল। শাহজাদা কর্ম্মনাশা নদী উত্তীর্ণ হইয়া সুবাবেহারে প্রবেশকালে এই নির্দয় কর্ম্মের সমাচার পাইলেন এবং তাঁহার

অমাত্যেরা তাঁহাকে এই পরামর্শ দিল যে আপনি এক্ষণে বাদশাহী পরাক্রম ও আখ্যা গ্রহণ করুন এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে ওজারতি কর্ম্মে নিযুক্ত করুন ও নজীবুদ্দৌলাকে আমিরুলওমরা পদ অর্পণ করুন।

মুরশেদাবাদ ও পাটনার মধ্যবর্ত্তি স্থানে নদীর বামপার্শ্বে পূরণীয়ার নবাব ছাউনি করিয়া ছিলেন তিনি কহিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যদি প্রতিভূ হন তবে আমি মীরজাফরের সহিত পুনরৈক্য করি এই কথোপকথনেতে এক সপ্তাহ গত হইল ইতোমধ্যে অভিনব বাদশাহ পাটনার নিকটবর্ত্তী হইলেন। বেহারের অধ্যক্ষ রামনারায়ণ রাজকরের কর্ম্মেতে অতিনিপুণ ছিলেন বটে কিন্তু যুদ্ধেতে অনভিজ্ঞ ছিলেন। মীরজাফরের রাজত্বকালে তিনি স্বপদের অস্থৈর্য্যানুমান করিয়া দেশরক্ষার্থে স্বধন ব্যয় করিতে তাদৃক ইচ্ছুক হইলেন না তথাপি তিনি আপন অল্প সৈন্য ও সত্তরি জন গোরা ও লিপ্তেনন্ত কক্রেণ সাহেবের কর্তৃত্বাধীন এক দল সিপাহী লইয়া নগররক্ষার্থে নগরবহিঃপর্য্যন্ত গমন করিলেন এবং সেখানে সংগ্রাম হইল তাহাতে বাদশাহের সৈন্য বলপূর্ব্বক তাহার উপর আক্রমণ করিল। তখন রামনারায়ণের কএক সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করাতে তাহার সৈন্য চতুর্দ্দিগে ভঙ্গ দিতে লাগিল ইতোমধ্যে তিনি সহায়তার কারণ ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। লিপ্তেনন্ত সাহেব যুদ্ধারম্ভের সময় আত্মরক্ষার্থে ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহীর নিকট থাকিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্ভ্রম জ্ঞান করিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। অপর ঐ লিপ্তেনন্ত সাহেব রামনারায়ণের পত্রপাঠমাত্র তাহর সহায়তার কারণ যাত্রা করিলেন কিন্তু তিনি অবিবেচনাপূর্ব্বক আপন সৈন্যের দুই দল করিলেন ইহাতে শত্রুর আক্রমণেতে তাহারা তিষ্ঠিতে পারিল না। সিপাহীরদের তাবৎ গোরা সেনাপতিরা হত হইলে তাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল কিন্তু যে অল্প গোরা সৈন্য অবশিষ্ট রহিল তাহারা অস্ত্রদ্বারা বিপক্ষেরদের মধ্য দিয়া পথ করিয়া নগর প্রবেশ করিতে নিশ্চয় করিল পরে বিপক্ষপক্ষীয়েরা তাঁহার

দের যুদ্ধনৈপুণ্য ও সাহস দেখিয়া আপনারাই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নগর প্রবেশ পথ দিল।

তৎকালে বাদশাহী সৈন্য যদি অত্যল্প মনোযোগপূর্ব্বক অগ্রসর হইত তবে তাহারা অনায়াসে পাটনা অধিকার করিতে পারিত যেহেতুক রামনারায়ণ স্বয়ং অতিশয় আঘাতী ছিলেন এবং তাহার সৈন্য সকল শঙ্কিত ও ছিন্নভিন্ন হওয়াতে নগর রক্ষকহীন ছিল কিন্তু তাহারদের ১৯ ফেব্রুআরিপর্য্যন্ত পাটনার চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামাদি লুঠ করণেতে ও রামনারায়ণের নিকট দূতের গমনাগমনেতে তাবৎ কাল গত হইল। ঐ দিবস তাহারা শুনিল যে মীরণ ও ইংগ্লণ্ডীয়েরা চব্বিশ ক্রোশ অন্তরে উপস্থিত হইয়াছেন অতএব বাদশাহ তৎক্ষণাৎ তাহারদের প্রতিকূলে গমন করিয়া যুদ্ধ করিতে পণ করিলেন এবং তৎপর দিবস উভয় সৈন্য অগ্রসরণপূর্ব্বক পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। কর্ণল কালিয়াদ সাহেব তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু গণকেরদেরকর্ত্তৃক ২২ তারিখে যুদ্ধের শুভক্ষণ নিরূপিত হওয়াতে তাহার পূর্ব্বে মীরণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইলেন না অতএব সেই দিবস প্রত্যূষে কর্ণল কালিয়াদ সাহেব আপন সৈন্য প্রস্তুত করিলেন কিন্তু মীরণের সৈন্য এমন মৃদুগমন করিল যে বিপক্ষেরদের সম্মুখে পঁহুছিতে বেলাবসান হইল। কর্ণল কালিয়াদ সাহেব আপন সৈন্যেরদিগকে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম দিতে বাসনা করিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিপক্ষেরা সমাগত হওয়াতে তিনি দুই গ্রামের মধ্যে আপন সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ করিলেন এবং মীরণকেও তদ্রূপে সৈন্যসমাবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন কিন্তু মীরণ তাহা না করিয়া ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের দক্ষিণ দিগে আপন পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য ঢিবির ন্যায় একত্র করিল। শত্রুরা প্রথমতঃ মীরণের উপরে আক্রমণ করিল কিন্তু কালিয়াদ সাহেব এক সহস্র সৈন্য লইয়া তাহার সাহায্যার্থে গেলেন এবং তাহাতে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের শুভাদৃষ্ট হইল।

সিপাহীরা বিপক্ষেরদের পশ্চাৎ আশী হাত অন্তর গিয়া আপনারদিগকে ব্যূহস্থ করিল এবং দুই বার বন্দুকের দেওড় করিয়া শেষে সঙ্গিনদ্বারা তাহারদের উপর চড়াউ করিল তাহাতে

বিপক্ষেরা পাছে হটিতেং নিবৃত্ত হইলে মীরণের অশ্বারূঢ় সৈন্য তাহারদের উপর আক্রমণ করিল তাহাতে তাহারা পলায়ন করিতে বিলম্ব করিল না। অপর কালিয়াদ সাহেব তাহারদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে ব্যগ্র হইলেন কিন্তু মীরণ অত্যল্প আঘাতী হইয়াছিলেন তদ্ধেতুক তাহাতে অসম্মত হইয়া কহিলেন যে আমি পাটনাতে গিয়া কিছু দিন বিশ্রাম করিব। কালিয়াদ সাহেব পুনশ্চ কহিলেন যে আপনি কেবল কতকগুলিন অশ্বারূঢ় সৈন্য দিউন যে আমি তাহারদের সহিত আপন তাবৎসৈন্য লইয়া শত্রুরদের পশ্চাদ্ধাবন করি তাহাতে মীরণ কহিলেন যে আমার গমনব্যতিরেকে আমার সৈন্য যাইবে না এবং আমিও কদাচ যাইব না।

বাদশাহ সেই রাত্রিতে রণভূমিহইতে পাঁচ ক্রোশ অন্তর বেহারনামক এক ক্ষুদ্র গ্রামাশ্রয় করিয়া রহিলেন এই স্থানে তাঁহার মনে অনপেক্ষিতা এক নূতন যুদ্ধকল্পনা উপস্থিতা হইল। তিনি ভাবিলেন যে যাদ্যপি আমি স্থানে মীরণকে ও ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া বেগগমনে বাঙ্গালায় গিয়া মুরশেদাবাদ আক্রান্ত করিতে পারি তবে সহজে নবাব আমার হস্তগত হয়। মীরণ ২৯ ফেব্রুআরির পূর্ব্বে পাটনার সুখভোগে বিরত হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন কিন্তু যখন তিনি ও কালিয়াদ সাহেব সসৈন্য বেহারনামক ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়া শুনিলেন যে বাদশাহ তাহারদিগকে প্রতারণা করিয়া বঙ্গভূমির প্রতি যাত্রা করিয়াছেন তখন তাহারা চমৎকৃত হইলেন এবং অবিলম্বে আপনারদের অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্যেরদিগকে নৌকাযোগে তাহার পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন এবং তাহারা অবিশ্রামে দিবারাত্রি দাঁড় ক্ষেপ করত তিন দিবসের মধ্যে আসিয়া বাদশাহি সৈন্যের সঙ্গ পাইল। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক পর্ব্বতমধ্য দিয়া গমন করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং কালিয়াদ সাহেবও সসৈন্য তাহার পশ্চাৎ২ চলিলেন। বাদশাহি অগ্রে ও কালিয়াদ সাহেব পশ্চাৎ২ এতদ্রূপে এক মাস গত হইল। মার্চ মাসের শেষে বাদশাহ পর্ব্বত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুরশেদাবাদহইতে পোনর ক্রোশ পশ্চিমে

বঙ্গভূমিতে প্রথম পদার্পণ করিলেন। ইত্যবকাশে মীরজাফরের নি কট বাদশাহের আগমন সমাচার আগত হওয়াতে তিনি আপন সৈন্য প্রস্তুত করিলেন এবং কলিকাতাহইতে দুই শত গোরা সৈন্য আনাইলেন কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা লুঠের প্রত্যাশাতে ঐ স্থানে আসিয়া বাদশাহের সহিত মিলিল। এই স্থানে কর্ণল কা লিয়াদ সাহেব কহেন যে বাদশাহ যদি সত্বর হইয়া অবিলম্বে মুরশেদাবাদে নবাবের উপর চড়াউ করিতেন তবে তাঁহার সফল তাবিষয়ে ভরসা থাকিত কিন্তু তাঁহার উদ্যোগের শৈথিল্যে মী রণ ও কালিয়াদ সাহেবের সৈন্য আসিয়া মীরজাফরের সহিত মিলিল এবং ৭ এপ্রিল তারিখে ঐ সম্মিলিত সৈন্য বাদশাহের প্রতিকূলে যাত্রা করিলে তিনি যুদ্ধপ্রসঙ্গ না করিয়া আপন শিবিরে অগ্নি দিয়া প্রস্থান করিলেন।

এতৎসময়ে পূরণীয়ার নবাব ব্যগ্রতাপূর্ব্বক আপনি বাদশাহের পক্ষ ইহা প্রকাশ করিলেন যদি তিনি তৎকালে অবিলম্বে পাটনার প্রতি যাত্রা করিতেন তবে অবশ্য সেস্থান তাঁহার আয়ত্ত হইত কিন্তু তাঁহার গমনের বিলম্ব হওয়াতে তত্রস্থ ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপ তিরা তাহারদের প্রথমাক্রমণ নিবারণোপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করি লেন এবং কর্ণল কালিয়াদ সাহেব এই ভাবি দুর্ঘটনা অনুমান করিয়া দুই শত মনোনীত গোরা সৈন্য ও এক সহস্র এতদ্দে শীয় সৈন্য কাপ্তান নক্স সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে বেগগমনে পাট নাতে প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ নগরোপান্তে আগমনপূর্ব্বক নগর বেষ্টন করিলেন তৎকালে ঐ নগরমধ্যে ফুল্লার্টননামক এক জন ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসক ও রাজা সেতাব রায় ছিলেন এবং তা হারা অতিসফলতাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন। বাদশাহের সহিত ফ্রা ন্সীয় তাৎকালিক সেনাপতি লা সাহেব কতক সৈন্য লইয়া মি লিয়াছিলেন তাহারা প্রথমাক্রমণে পরাজিত হইল বটে তথাপি তাহার দুই দিবস পরে পুনরাগমনপূর্ব্বক নগরপ্রাচীরের এক স্থান ভেদ করিয়া তৎপথে নগরপ্রবেশ করিল কিন্তু সে স্থানে পুন র্যুদ্ধ হইতেং তাহারদিগকে পুনর্ব্বার নগরত্যাগ করিতে হইল।

[১০ অধ্যায়।] [১৭৬০ শাল।]

তথাপি নগরস্থ লোকেরা আগামি রাত্রিতে শত্রুরদের পুনরাগমনাশঙ্কা করিল এবং তন্নিবারণোপায় না দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইল এতদ্রূপে তাহারা নিরাশ হইলে কাপ্তান নক্স সাহেবের সৈন্য দর্শন দিল। কাপ্তান নক্স সাহেব অতিনিদাঘ সময়ে পদব্রজে মুরশেদাবাদহইতে ত্রয়োদশ দিবসের মধ্যে পাটনাতে গমন করিলেন এবং সৈন্যের সাহসবৃদ্ধির কারণ তিনি অশ্বারোহণে না গিয়া সমস্তপথ সৈন্যের সহিত পদব্রজে গমন করিলেন। নক্স সাহেব সেই রাত্রিতে স্বয়ং শত্রুশিবিরে গমনপূর্ব্বক অনুসন্ধান লইলেন এবং তৎপর দিবস মধ্যাহ্নকালে যখন শত্রুসৈন্য বিশ্রাম করিতেছিল তৎকালে তিনি অকস্মাৎ তাহারদের উপর আক্রমণ করিলেন তাহাতে তাহারা পলায়ন করিতে একক্ষণও বিলম্ব করিল না। অপর বাদশাহ আপন দুর্ব্বলত্ব জানিয়া টিকারিনামক স্থানে গমনপূর্ব্বক দিল্লীনগরাক্রামক আবদালিরদের সহায়তার অপেক্ষায় রহিলেন ইত্যবকাশে পূরণীয়ার নাএব আত্মসৈন্য সমভিব্যাহারে বাদশাহের সহিত মিলিতে গেলেন। তাহার এই উদ্যোগ ভঙ্গের কারণ কর্ণল কালিয়াদ সাহেব ও মীরণের সৈন্য ২৩ মে তারিখে রাজমহলের নিকট উপস্থিত হইল এবং সে স্থানহইতে তাহারা গঙ্গার পশ্চিম পার দিয়া ও পূরণীয়ার নাএবের সৈন্য পূর্ব্বপার দিয়া গমন করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে কর্ণল কালিয়াদ সাহেব পাটনাতে কাপ্তান নক্স সাহেবের নিকট এই সমাচার প্রেরণ করিলেন যে যাবৎ আমরা না পঁহুছি-তাবৎ তুমি গঙ্গাপার হইয়া কোনরূপে পূরণীয়ার নবাবকে স্থকিত রাখিবা। কাপ্তান নক্স সাহেব এই পত্র পাইয়া পাটনার লোকেরদিগকে কহিলেন যে বিপক্ষেরা গঙ্গার ওপারে দর্শন দিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ আপন অল্প সৈন্য লইয়া গঙ্গাপার হইয়া তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিব! পাটনার তাবৎ লোক এই কথা উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় জ্ঞান করিল। রামনারায়ণ কর্ত্তক নিজ সৈন্য তাহার সঙ্গে দিলেন বটে কিন্তু তাহারা এই যুদ্ধযাত্রা নিতান্ত উন্মত্ততা জ্ঞান করিয়া তাহাতে উৎসুক হইল না কিন্তু রাজা সেতাব রায়ের দুই তিন শত বেতনগ্রাহি সৈন্য এই যুদ্ধের

পূর্ব্বে অতিশয় আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়াছিল এবং সেতাব রায় তাঁহারদিগকে লইয়া কাপ্তান নক্স সাহেবের সহিত যুদ্ধার্থে মিলিলেন অতএব দুই শত গোরা ও এক সহস্র সিপাহী ও তিন শত অশ্বারূঢ় ও পাঁচটা তোপ লইয়া কাপ্তান নক্স সাহেব ত্রিশ তোপেতে পরিবৃত দ্বাদশ সহস্র বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষেরদেরহইতে কেবল দুই তিন ক্রোশ অন্তর উপস্থিত হইয়া কাপ্তান নক্স সাহেব অন্ধকার রাত্রিতে আপনি সেতাব রায়ের নিকট গিয়া ঐ রাত্রিতেই শত্রুরদের উপর আক্রমণ করণের প্রসঙ্গ করিয়া দেখিলেন যে অতিবীর্য্যবান ও নির্ভয় সেতাব রায় তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন অতএব তাবৎ সৈন্যকে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম দিয়া মধ্যরাত্রে যাত্রা করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারদের পথিদর্শকেরা পথ বিস্মৃত হইল সুতরাং ইতস্ততো ভ্রমণ করত অকস্মাৎ আক্রমণকাল রজনী প্রভাতা হইয়া দিবাকর উদয়াচলাবলম্বী হইলেন। অতএব নক্স সাহেবের সৈন্য সকল স্বং বন্দুক ভূম্যুপরি রাখিয়া বিশ্রাম করণোপক্রম করিবামাত্র বিপক্ষপক্ষীয়েরা আগমন করিল তাহাতে কাপ্তান নক্স সাহেব অবিলম্বে আপন সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। অপর শত্রুরা তাহার চতুর্দ্দিগ্বেষ্টন করিল তথাপি তিনি তাহারদিগকে প্রত্যেক শ্রেণ্যপান্তে ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত যুদ্ধ করত রণভূমিহইতে তাহারদিগকে নিরাকরণ করিয়া রাত্রিপর্য্যন্ত তাহারদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন *।

* শিরমুতাখারেণনামক পুস্তকলেখক এই যুদ্ধসময়ে পাটনার নগরপ্রাচীরোপরি থাকিয়া তদ্ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন তিনি আপন গ্রন্থে এই ব্যাপার অতিবিস্তার করিয়া এতদ্রূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে দূতেরা যেমন বারম্বার রণভূমিহইতে পাটনায় আগমন করিতে লাগিল তেমন পাটনানিবাসি লোকেরা ভরসান্বিত কিম্বা নিরাশ হইতে লাগিল। শেষে তিনি লিখেন যে বেলাবসান হইলে আম্যাট সাহেবের নিকট কাপ্তান নক্স সাহেবের এই পত্র আইল যে বিপক্ষেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছে। আ

ঐ নাএব এতদ্রূপে পরাজিত হইয়া বাদশাহের সহিত পুন র্মিলনেচ্ছা ত্যাগপূর্ব্বক উত্তর দিগে প্রস্থান করিলেন এবং কালি য়াদ সাহেব ও মীরণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করত অল্প দিবসের মধ্যে গঙ্গাপার হইলেন। এবং ঐ নাএবের অনেক লওয়া জিমা দ্রব্য ও তোপাদি থাকাতে কালিয়াদ সাহেব ও মীরণ অতি শীঘ্র তাহার সঙ্গ পাইলেন এবং নাএব তৎক্ষণাৎ স্বসৈন্য শ্রেণী বদ্ধ করিয়া যুদ্ধলক্ষণ দর্শাইলেন কিন্তু ধন ও বহুমূল্যক দ্রব্যাদি উষ্ট্র ও হস্তিতে বোঝাই করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকটাগমন পর্য্যন্ত লঘু যুদ্ধ করিয়া শেষে আপন ভারি২ দ্রব্য ও তোপাদি পরি ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। যদ্যপি তৎকালে অতিপ্রবলরূপে বর্ষা উপস্থিতা হইল তথাপি কালিয়াদ সাহেব ঐ নাএবের অধিক ধনের জনশ্রুতিতে তাহার পর্ব্বতারোহণের পূর্ব্ব তাহার উপর আক্রমণ করিতে অতিশয় যত্ন করিলেন এবং চারি দিনপর্য্যন্ত

ম্যাট সাহেব তৎক্ষণাৎ নগরস্থ তাবৎ সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট এই সুসম্বাদ প্রেরণ করিলেন তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। তিনি আ রো লিখেন যে তদনন্তর আমি সাহেব লোকেরদিগকে সেলাম করি তে গেলাম ইতোমধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে কাপ্তান নক্স সাহেব ও সে তাব রায় ঘর্ম্মেতে ও ধূলিতে কর্দমাক্তকলেবর হইয়া আগমন করি লেন এবং কাপ্তান নক্স সাহেব তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের বিশেষ বিস্তার করি য়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন বিশেষতঃ সেতাব রায়ের অনেক প্র শংসা করিয়া তিনি চারিবার কহিলেন যে ইনিই প্রকৃত নবাব ইঁহার তুল্য কোন নবাবকে আমি দেখি নাই। অপর এঁহারদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজা রামনারায়ণ ও মুস্তফাকুলীখাঁ এবং সহরকোতবাল ও অন্য২ ভাগ্যবান লোকেরা অতিশীঘ্র কুঠি তে আগমন করিল কিন্তু কাপ্তান নক্স সাহেবকে ও সেতাব রায়কে শ্রান্ত ও সৈন্যহীন দেখিয়া সকলেই অনুমান করিল যে ইঁহারা রণভূমিহইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন যেহেতুক এত অল্প সৈন্য যে এরূপ মহাসৈন্য জয় করিতে পারে ইহাতে প্রায় কেহ বিশ্বাস করিল না।

তাহার পশ্চাদ্ধাবন করত ২ জুলাই তারিখে রাত্রিযোগে মহাঝড় হইয়া মীরণের তাম্বুতে বজ্রপাত হইয়া মীরণ ও তাহার অমাত্য হত হইল। এতদ্দেশীয় সৈন্যের সেনাপতির মৃত্যু হইবামাত্র সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয় অতএব মীরণের সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইলে বেহারের প্রদেশ যে বাদশাহের হস্তগত হইবে এতদ্বিষয়ে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া অতিবেগে পাটনার প্রতি গমন করিলেন এবং পাটনায় আগমনপর্য্যন্ত তাবৎ সৈন্য একত্র রাখিতে অনেক যত্ন করিলেন এবং ২৯ জুলাই তারিখে আপন তাবৎ সৈন্যকে বার্ষিক বিশ্রাম দিলেন।

কিন্তু এই সময় সুরাতে নানা উদ্বেগ জন্মিতে লাগিল যেহেতুক মীরজাফরের কর্তৃত্ব লুপ্তপ্রায় ও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কোষশূন্য হইয়াছিল। মীরজাফরের রাজ্যপ্রাপ্তির সময়ে তাহাহইতে যে অর্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা তাবৎ ব্যয় হইয়াছিল তাহাতে দুই বৎসরের পর ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপতিরদের স্থানে কর্জস্বরূপ কোম্পানিকে কতক টাকা লইতে হইল। এতৎকালে মীরজাফরের দশা অতিশয় বিবর্ণ ছিল বিশেষতঃ শূন্যকোষ ও শূন্যদেশ ও দাওয়ার বাহুল্যেতে ভারাক্রান্ত হইয়া শেষে কোনরূপে লোকেরদের স্থানে অর্থ লইতেই হইল এবং মীরজাফরের আত্মসুখেতে ও পারিসদেরদের নিমিত্ত অপরিমিত ব্যয়েতে তাহার প্রতি প্রজারদের ঘৃণার অল্পতা না হইয়া বরং দিনেং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন মীরণ ও মীরজাফর যেরূপ নির্দ্দয় কর্ম্ম করিতেন তদ্দ্বারাও তাহারা অধিক ঘৃণাস্পদ হইলেন। এবং শাসনের অসাবধানতাতে ও অস্থৈর্য্যেতে ও বিশৃঙ্খলতাতে সকলেই তাহারদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে লাগিল এবং সৈন্যের অধিক বেতন বাকী পড়াতে তাহারা রাজদ্রোহ করিতে নিত্য প্রস্তুত ছিল। অতএব মুরশেদাবাদে মীরণের মৃত্যু সমাচার আগতমাত্র সিপাহীরা রাজবাটীর প্রাচীরোল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নবাব সাহেবকে বধ করিতে উদ্যোগ করিল তখন নবাবের জামাতা মীরকাশীমআলী খাঁ যদ্যপি মধ্যস্থ হইয়া তাহারদিগকে নিরস্ত না করিতেন তবে অবশ্য তাহারা তাহাকে সংহার করিত। ঐ মীরকাশীমআলী খাঁ মীরণের পদপ্রাপ্তি প্রত্যা

শাতে আত্মকোষহইতে তাহারদিগকে কতক অর্থ দিলেন এবং মীরজাফর কিছু দিনপরে যে তাহারদের বেতনের কতক টাকা দিতেএ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারদিগকে সম্মত করাইলেন।

ক্লাইব সাহেব কলিকাতা ত্যাগ করণকালে স্বপদে অভিষিক্ত করণার্থে মন্দ্রাজহইতে বেনসিটার্ট সাহেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই নূতন আগত বড় সাহেব স্বপদগ্রহণকালে দেখিলেন যে কলিকাতার কোষ শূন্য এবং বেতনাভাবে নবাবী সৈন্য রাজদ্রোহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং কেহ২ কর্ম্মও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত আছে এবং মন্দ্রাজ ও বোম্বের রাজ্য বাঙ্গালার সংস্থানের উপর প্রত্যাশা রাখিতেছে এবং কোম্পানির বার্ষিক বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছে এবং কোম্পানির যে আয় তাহাতে কলিকাতার নিত্যব্যয় চলাই ভার ও নবাব সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য ব্যয়ের কারণ যে অর্থ দিতেন তাহাও অধিক বাকী আছে এবং সন্ধিপত্রে অঙ্গীকৃত বহুধন পাইবার প্রত্যাশাও নাই অতএব যাহাতে কোম্পানির আয় ব্যয় সমান হয় এমত উপায়ান্তর করণাবশ্যক হইল।

মীরজাফির অযোগ্য পারিসদেরদের বশীভূত এবং বৃদ্ধ ও অলস ও সুখোন্মত্ত অথচ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিপক্ষ এবং পরাক্রমহীন ছিলেন অতএব তাহার শাসনেতে যে উপদ্রব ঘটিয়াছিল এতদ্রূপ ঘটনাবিনা আর কিছু অপেক্ষা করা গেল না। বেনসিটার্ট সাহেবের কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বে হলবেল সাহেব বড়সাহেবি পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি মীরজাফরের ও তাহার গোত্রের অপ্রতীকার্য্য দোষ দেখিয়া বাদশাহের সহিত মিলন করিতে কৌন্সলকে পরামর্শ দিয়া কহিয়াছিলেন যে বাদশাহ তোমারদের সহায়তাপ্রাপ্ত্যর্থে যে২ প্রসঙ্গ করিতেছেন তাহা গ্রাহ্য কর। কিন্তু কৌন্সলীসাহেবেরা ইহা বিশ্বাসঘাতকতা জ্ঞান করিয়া মধ্যপথাবলম্বী হইয়া মীরজাফরের পরিবারের মধ্যে তাহার জামাতা মীর কাশীমকে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানবান এবং এতৎসময়ে আপদহইতে রাজ্যরক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া পরামর্শপূর্ব্বক রাজ

শাসনের তাবৎ পরাক্রম তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া মীরজাফর কে নামমাত্র নবাব রাখিতে নিশ্চয় করিলেন অতএব ১৭৬০ শালের ২৭ সেপ্তম্বর তারিখে মীরকাশীম আলীখাঁর সহিত এক সন্ধিপত্র হইল। মীরকাশীমআলীখাঁকে যে সকল পরাক্রম দেওয়া গেল তাহার প্রতিদান তিনি মেদিনীপুর বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রামের রাজস্ব ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিলেন এবং মীরজাফরের অঙ্গীকৃত অবশিষ্ট ধন দিতে স্বীকার করিয়া কর্ণাট দেশের যুদ্ধব্যয়ের কারণ পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন। অনন্তর কর্ণল কালিয়াদ সাহেব ও বেন্সিটার্ট সাহেব এই বন্দোবস্ত নবাব সাহেবকে স্বীকার করাইবার কারণ ২ আক্তোবর তারিখে মুরশেদাবাদে [illegible] গমন করিলেন কিন্তু মীরজাফর কোনপ্রকারে ইহা স্বীকার করিলেন না তাহাতে বেনসিটার্ট সাহেবের মন কিঞ্চিৎ দোলায়মান হইল। ইত্যব কাশে মীরজাফরের অধীন থাকিতে মীরকাশীমআলীখাঁ অস্বচ্ছন্দ জ্ঞান করিয়া কহিলেন যে আমার সহিত এতদ্রূপে সন্ধিপত্র করিয়া অন্যথা করিলে নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকতা হয় অতএব আমি আপন তাবৎ সৈন্য ও ধন লইয়া বাদশাহের সহিত মিলিব। তাহাতে বেনসিটার্ট সাহেব সুস্থির হইয়া উপযুক্ত সময়ে সসৈন্য মীরজাফরের রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন যে তোমার পরাক্রম বা সম্ভ্রমের কিছু হানি করিব না কেবল তোমার জামতাকে তোমার নাএবরূপে রাখিয়া রাজ্যেতে ঘটিত উৎপাতশান্তি করিতে বাসনা করিয়াছি। তিনি ইহা শুনিয়া ক্রোধাকুল হইয়া কহিলেন ইহার তাৎপর্য্য আমি জ্ঞাত আছি এবং মনুষ্যের স্বভাব বিশেষত মীরকাশীমের স্বভাব জানিয়া ইহার ভাবি ফল আমি জ্ঞাত আছি এক্ষণে যদি রাজ্যের পরাক্রম আমার হস্তে না থাকে তবে রাজ্যের ছায়া হইব না বরং কলিকাতায় গিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আশ্রয়ে বাস করিব।

রাজ্যের মূলস্তম্ভ ধন যেহেতুক তদভাবে রাজ্য স্থির থাকিতে পারে না ইহা সুজ্ঞাত হইয়া মীরকাশীমআলিখাঁ মীরজাফরের কোষ শূন্য হইলেও মহোদ্যোগপূর্ব্বক আপনি পাটনাস্থ ইংগ্লণ্ডীয়ের সৈন্যের অবশিষ্ট বেতন দিলেন এবং পাটনা ও মুরশে

দাবাদ নগরস্থ সৈন্যেরদিগকে এমত সন্তুষ্ট করিলেন যে তাহারা আজ্ঞাধীন হইয়া রণভূমিতে গমনে সম্মত হইল। এবং মীরজা ফরের দাতব্য মুদ্রার মধ্যে ছয় লক্ষ মুদ্রা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিলেন তাহাতে বড়সাহেব আড়াই লক্ষ মুদ্রা মন্দ্রাজে প্রেরণ করিলেন।

জানুআরি মাসে মেজর কার্ণাক সাহেব পাটনায় উপস্থিত হইয়া সৈন্যের অধিপতিত্ব ভার গ্রহণ করিলেন। বাদশাহের পুনঃ২ আক্রমণেতে সুবাবেহার এমত দীনদশাপন্ন হইয়াছিল এবং ঐ বাদশাহের প্রাতিকূল্যেতে কোম্পানির ও নবাবের এত ব্যয় হইয়াছিল যে শেষে তাহাকে একেবারে দেশহইতে নিরাকরণ করণাবশ্যক হইল। ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি রামনারায়ণের সৈন্য ও মীরণের যে সৈন্য ছিল তাহারদিগকে লইয়া বর্ষোপরমে গায়ামানপুরস্থিত বাদশাহের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। ঐ দুর্ভাগ্য বাদশাহ সাধ্যপর্য্যন্ত আপন দুর্ব্বল সৈন্যবৃদ্ধি করিতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু কার্ণাক সাহেব তিন দিবস গমন করিয়া তাহার ছাউনিতে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার অনিচ্ছাতে তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া আপনি জয়ী হইলেন। এই যুদ্ধেতে আর কোন স্মরণীয় কর্ম্ম হইল না কেবল লা সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি অতি সম্ভ্রম ও সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করত এতদ্দেশীয় লোক কর্তৃক প্রশংসিত হইলেন। —

এই সময় বীরভূমি ও বৰ্দ্ধমানের জমীদারেরা অস্ত্রগ্রহণ করিল। কথিত আছে যে তাহারা বাদশাহের পরামর্শে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহারা সকলেই এই কল্পনা করিল যে বর্ষা গতা হইলে কতক মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবে এবং শাহাজাদা স্বয়ং বেহারে আগমনপূর্ব্বক ইংগ্লণ্ডীয় ও নবাব সাহেবের সৈন্যেরদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া স্থকিত রাখিবেন এবং যাবৎ বাদশাহ বঙ্গভূমিতে না আইসেন তাবৎ জমীদারেরা নবাব সাহেবকে প্রতারণা করিয়া সসৈন্য প্রস্তুত থাকিবে। অপর বাদশাহ ও মহারাষ্ট্রীয়েরা ও জমীদারেরা একত্র হইয়া

একেবারে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবেন। দুর্ব্বল বাদশাহ ও তাঁহার দুর্ব্বল মন্ত্রিরদের মনে যে এমন কার্য্যসম্পাদিকা স্থিরকল্পনা উপস্থিতা হইবে ইহাতে প্রায় বিশ্বাস হয় না। সে যে হউক মেজর মর্ক সাহেবের কর্তৃত্বাধীন কতক সৈন্য বীরভূমিতে গমনপূর্ব্বক বাদশাহের সৈন্যের সহিত লঘু যুদ্ধ করিয়া দুই জিলা হস্তগত করিল এবং বঙ্গদেশাক্রমণেচ্ছুক মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে দক্ষিণ দেশে নিবারণ করিল।

বাদশাহের সহিত যুদ্ধ সমাপ্তির পর মেজর কার্ণাক সাহেব সন্ধিসূচক পত্রের সহিত রাজা সেতাবরায়কে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং আরো প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন যে যদি আপনকার সম্মতি হয় তবে আমি আপনকার শিবিরে গিয়া আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করি। তাহাতে বাদশাহ প্রথমত আপন কতক অস্থিরচিত্ত জমীদারেরদের পরামর্শেতে মেজর কার্ণাক সাহেবের বাক্য তুচ্ছজ্ঞান করিলেন কিন্তু কিয়ৎকালানন্তর অন্যং মান্য লোকেরদের পরামর্শেতে মেজর কার্ণাক সাহেবের সহিত সন্ধিকরণেচ্ছুক হইলেন। তিনি এই কালপর্য্যন্ত যে অসভ্য অথচ গর্ব্বিত অধ্যক্ষের অধীন ছিলেন সেই অধীনতাতে ভার বোধ করিয়া ভরসা করিলেন যে দিল্লীর শেষ উপপ্লবে আমার অবশ্য কোন উপকার দর্শিবে। আবদালীশাহ মহারাষ্ট্রীয়েরদের উপর জয় করিয়া তিনি এই বাদশাহকে ভারতবর্ষ হিন্দুস্থানের বাদশাহ করিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাহার পুত্রকে দিল্লীতে তাহার নাএবরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এবং বাদশাহের বিষয়ে আফগানেরদের সেনাপতিকে এবং অযোধ্যার নবাবকে আনুকূল্য করিতে কহিয়াছিলেন। মেজর কার্ণাক সাহেব তাহার ছাউনিতে গিয়া তাহার সহিত বাদশাহের মত শিষ্টাচার করণপূর্ব্বক তাহাকে পাটনাতে আনিলেন।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত বাদশাহের যে ঐক্য হয় ইহাতে মীর কাশীমআলীখাঁর অধিক তুষ্টি ছিল না অতএব বর্ত্তমান কর্ম্মের তত্ত্ব লইতে তিনি পাটনাতে গেলেন। সেখানে পঁহুছিলে তিনি বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার শিবিরে গেলেন না।

তাঁহার কারণ নিশ্চয় নাই হইতে পারে যে তিনি বাদশাহের ছল করণবিষয়ে ভীত ছিলেন কিম্বা তিনি মুতৈরবংশের হীনতা দেখিয়া আপনাকে বাদশাহের তুল্য দর্শাইতে চাহিলেন।

অনেক কথোপকথনানন্তর ইংগ্লণ্ডীয়েরা এই মধ্যপথ সৃষ্টি করিলেন। তাহারা আপনারদের বাণিজ্য কুঠির প্রধান কুঠরিতে দুইখান খানার মেজের উপর বস্ত্র বিস্তার করিয়া মসলন্দের ন্যায় করিলেন এবং সেইস্থানে বাদশাহের সহিত মীরকাশীমআলিখাঁর সাক্ষাৎ করাইলেন। অপর রীত্যনুসারে যথাযোগ্য ইস্তালাপ হইলে মীরকাশীমআলীখাঁ বাদশাহকর্ত্তৃক বাঙ্গালা বেহার ও উড়িস্যা এই তিন সুবার সুবাদারিতে নিযুক্ত হইলেন এবং ঐ তিন সুবার রাজস্ব বলিয়া বাদশাহকে চব্বিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক দিতে স্বীকার করিলেন। অযোধ্যার সুবাদার ও নজীবুদ্দৌলা এবং অন্যং আফগান সেনাপতিরদের নিকট আবদালী শাহ বাদশাহের বিষয়ে আনুকূল্য যাচ্ঞা করিয়াছিল অতএব শাহআলম বাদশাহ্ পাটনায় কিছু দিন স্থিতির পর ঐ ব্যক্তিরদের প্রসঙ্গ গ্রাহ্য করিয়া তাহারদের সাহায্যেতে স্বরাজধানীর প্রতি গমন করিলেন। মেজর কার্ণাক সাহেব সুবা বেহারের সীমান্ত পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিলেন ও সেই স্থানে বাদশাহ তাহাকে সুবা বেহার ও বাঙ্গালা ও উড়িস্যা এই তিন সুবার দেওয়ানি ও তৎপদক্ষমতা প্রসঙ্গ করিলেন এবং কহিলেন যে তোমরা এ বিষয়ে দরখাস্ত করিবামাত্র আমি ফরমাণদ্বারা এই দান দৃঢ় করিব।

অনন্তর রাজকর্ম্মদ্বারা ধনবান হইয়াছে এমত সন্দেহ যাহারদের বিষয়ে ছিল তাহারদের স্থানে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ছল করিয়া ভয়প্রদর্শন কিম্বা নির্দয়তাদ্বারা যত টাকা লওয়া যাইতে পারিত তাহা নিঃশেষরূপে গ্রহণ করিয়া আপন প্রথম প্রয়োজনীয় অর্থপ্রাপ্ত হইয়া মীরকাশীম রামনারায়ণের কল্পিত ধন ও তাহার রাজ্যের রাজস্বের উপর বিশেষ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে আয়ত্ত করিতে উদ্যোগের ত্রুটি না করিতে পণ করিলেন। কিন্তু রামনারায়ণ ইংগ্লণ্ডীয়েরদেরকর্ত্তৃক অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এইহেতুক অতিসাবধানতাপূর্ব্বক তাহার সহি

ত মীরকাশীমের ছল করণের আবশ্যকতা হওয়াতে তিনি বাকী রাজস্বের দাওয়া করিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যাহাতে রামনারায়ণ তাহার অয়াত্ত না হয় এমত কোন বন্দোবস্তেতে যে তিনি সম্মত হইবেন না ইহা নিশ্চয় করিলেন। অন্য পক্ষে রামনারায়ণ এই পণ করিলেন যে কোন প্রকারে আপন যথার্থ হিসাব দিব না এতদ্রূপে ছল করত শেষে উভয়ে নষ্ট হইল।

মীরকাশীমআলীখাঁর স্থানে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে অবশিষ্ট পাওনা ছিল তাহার কারণ ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাগাদা করিতে লাগিলেন তাহাতে মীরকাশীম কহিলেন যে রামনারায়ণের স্থানে আমার যে পাওনা আছে তাহা না পাইলে আমি কোথা হইতে তোমারদের টাকা পরিশোধ করিব। ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয় কৌন্সলস্থ সাহেব লোকেরদের মধ্যে কতক রামনারায়ণের পক্ষ ও কতক নবাবের পক্ষ হইলেন এবং অনেককালপর্য্যন্ত এতদ্বিষয়ক বাদানুবাদ হইল সে সকল লিখনের প্রয়োজনাভাব। অবশেষে বেনসিটার্ট সাহেব নবাবের পক্ষ হইয়া রামনারায়ণকে ত্যাগ করিতে নিশ্চয় করিলেন। এতদ্রূপে রামনারায়ণ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আশ্রয়চ্যুত হইবামাত্র মীরকাশীমআলীখাঁ তৎক্ষণাৎ তাহাকে বদ্ধ করিয়া তাহার গৃহ লুঠ করিলেন এবং গুপ্ত ধনের তত্ত্ব লইবার কারণ তাহার মিত্রেরদিগকে নানাপ্রকারে যন্ত্রণা দিলেন কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা পাছে ক্রুদ্ধ হন এই আশঙ্কাতে তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন না। কিন্তু তাহার গৃহানুসন্ধানে ও মিত্রেরদিগকে যন্ত্রণা দেওত যে ধন পাওয়া গেল সে কেবল তাহার রাজ্যের বার্ষিক ব্যয়োপযুক্ত অত্যল্পসংখ্যকমাত্র।

এতৎকালপর্য্যন্ত মীরকাশীমআলীখাঁ আপন তাবৎ রাজকর্ম্ম সাবধানতা ও সফলতাপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিলেন এবং রাজদ্রোহি জমীদারেরদিগকে বশীভূত করিলেন এতদ্ভিন্ন তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে যে অর্থ দানাঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা এবং আপন পূর্ব্বপদস্থ ব্যক্তিরও যে দাতব্য সৈন্যের বেতন বাকী ছিল তাহাও পরিশোধ করিলেন। জমিদারেরদের হইতে এবং অন্য২ রাজ

কর্ম্মসংক্রান্ত লোকেরদেরহইতে তিনি নিঃশেষরূপে অর্থ গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজস্বের আয়ব্যয়ের বিষয়ে অতিশয় দূরদর্শী ও সতর্ক ও কঠিন ছিলেন কিন্তু ন্যায্য ব্যয়ে কার্পণ্য ছিল না সর্ব্ববিষয়ে পরিমিতব্যয়ী ছিলেন। তাহার সৈন্যের নূতন নিয়মে সুশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল ইত্যবকাশে কোম্পানির ভৃত্যেরদের দাওয়াতে তাহার শাসনের তাবৎ রীতির বিশৃঙ্খলতা হইল।

অন্যং অসভ্য রাজ্যের ন্যায় ভারতবর্ষেও এক নগরহইতে অন্য নগরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে হইলে হাসিল লাগিত এবং তজ্জন্য তাবৎ নদীতে ও স্থলপথে চৌকি নিরূপিত হইয়াছিল এবং ঐ চৌকিদারেরা যেপর্য্যন্ত হাসিল না পাইত সেপর্য্যন্ত দ্রব্য আটক করিতে পারিত। এতদ্রূপ দেশের কঠিন শাসনেতে ও এই সকল চৌকি নিরূপিত হওয়াতে এবং দূর গমনে নানা স্থানে আটক হওয়াতে ও নানা স্থানে হাসিল দেওয়াতে বাণিজ্যবিষয়ে অনেক ব্যাঘাত জন্মিত। রাজ্যের অন্যং দপ্তরের ন্যায় এই দপ্তরেও কোন নিয়ম বা রীতির স্থৈর্য্য ছিল না স্থানবিশেষে ও সময়বিশেষে হাসিলের ইতরবিশেষ ছিল এতদ্রূপ দেশীয় বাণিজ্যেতে নানা উৎপাত ও প্রতিবন্ধক জন্মিত।

ইহার কিঞ্চিৎ কালপূর্ব্বে ইংগ্লণ্ডীয়েরা উপযুক্ত সময় পাইয়া এই সকল উৎপাত ও প্রতিবন্ধকহইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া অনুমতি পাইয়াছিলেন এবং দেশের কর্ত্তারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যের কর্ম্মেতে আপন রাজকরের বৃদ্ধি দেখিয়া তাহারা এমত এক ফর্মাণ দিলেন যে তদ্দ্বারা কোম্পানির আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য দ্রব্যসকল অবাধিত ও নিষ্কর হইত অতএব তাঁহারা বাহিরহইতে যে দ্রব্য আনিতেন তাহার কিম্বা দেশহইতে যাহা লইয়া যাইতেন তাহা কোন স্থানে আটক হইত না কোম্পানির কুঠিপতি ঐ সকল আমদানি রপ্তানি জিনিসের জন্যে যে দস্তখত দিতেন তাহা দর্শাইলে কোন স্থানে আটক হইত না কিন্তু কোম্পানি বিদেশীয় বাণিজ্য স্বাধীন রাখিয়া নিজ ভৃত্যেরদিগকে কেবল অত্যল্প দেশীয় বাণিজ্যমাত্র করিতে অনুমতি দিলেন অত

এব নিষ্কর বাণিজ্যেতে যে উপকার সে কেবল কোম্পানির সরকারির দৃষ্ট হইল। কোম্পানির ভৃত্যেরা ঐ দস্তখতদ্বারা আপনারদের নিজ বাণিজ্যও বারম্বার নিষ্কর করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু নিত্য ইহা কহত সুবাদারের নিবারণ করিয়াছিল যে ইহাতে রাজ্যের ও দেশীয় মহাজনেরদের তুল্য ক্ষতি হয়। যখন সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে তৎপদে নিযোগ কর ণেতে বঙ্গভূমির মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রাবল্য হইল তখন পূর্ব্ব সুবাদারকর্ত্তৃক বাণিজ্যবিষয়ে কোম্পানির ভৃত্যেরা যে নিবারিত ছি লেন তাহাহইতে একেবারে মুক্ত হইলেন এবং দেশীয় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নবাবের অন্যং প্রজারা যেরূপ মাসুল দিতেন প্রথ মতঃ তাহারা সেইরূপ দিলেন এবং ক্লাইব সাহেবের কর্ত্তৃত্বকালে তাহারা গুপ্ততাব্যতিরেকে যে বাণিজ্য করিলেন এমত বোধও হয় না।

কিন্তু যখন তাঁহারা আপনারদিগকে বর্দ্ধিষ্ণু দেখিলেন বিশে ষতঃ মীরকাশীমকে পদার্পিত করণানন্তর কোম্পানির যে দস্তখত দ্বারা কেবল কোম্পানির বাণিজ্য দ্রব্য নিষ্কর হইত সেই দস্তখতদ্বারা কোম্পানির ভৃত্যেরা স্বস্ব নিজ বাণিজ্যও নিষ্কর করিতে লাগিলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নাম শুনিয়া নানা চৌকিদারেরা তদ্বিষয়ে বড়একটা অনুসন্ধান করিতেও ভীত হইল। মীরকাশীম মসলন্দে বসিবামাত্র তাহার নিকট নানা স্থানহইতে এতদ্বিষয়ে নালিশ আসিতে লাগিল তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ বড় সাহেব ও কৌন্স লিরদের নিকট এ বিষয়ে অতিশক্তরূপে পত্র লিখিলেন।

প্রথমতো বড় সাহেব কোমলরূপে এই সকল অপকর্ম্ম নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন বিশেষতো নবাবের উগ্রতা শীতল করিতে চেষ্টা করিয়া কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিষ্কর বাণিজ্য নিবারণার্থে আপন পরাক্রম নবাব সাহেবের দারোগাপ্রভৃতিকে অর্পণ করি লেন কিন্তু ইহাতে উৎপাত শান্তি না হইয়া বরং দিনেং বৃদ্ধি হইতে লাগিল যেহেতুক উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ও কখনং অস্ত্রধারণাদি হইতে লাগিল। এবং বেনসিটার্ট সাহেব উভয় পক্ষের স্থিরপ্রতিজ্ঞতা দেখিয়া ভয় করিলেন যে যুদ্ধব্যতিরেকে

ইহার নিষ্পত্তি হইবেক না কিন্তু কোনপ্রকারে যে পুনর্যুদ্ধ না হয় এই কারণ তিনি স্বয়ং গিয়া মীরকাশীমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিশ্চয় করিলেন ও ভরসা করিলেন যে তৎকালের কথোপকথনেতে ও উভয়ের কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করণেতে কোম্পানির ভৃত্যেরদের দাওয়া এবং মীরকাশীমের ন্যায্য বিষয়ের কোন সুগম পথ স্থির হইবেক অতএব ৩০ নবেম্বর তারিখে তিনি ও হেষ্টিংস সাহেব মুঙ্গেরে উপস্থিত হইয়া নবাবকর্ত্তৃক অতিশয় সম্ভ্রম ও মিত্রতাপূর্ব্বক গৃহীত হইলেন। প্রথমতঃ নবাব সাহেব এতদ্বিষয়ে বিস্তর তিরস্কার করিলেন কিন্তু শেষে স্বীকার করিলেন যে এই ইষ্টালাপেতে পূর্ব্বকৃত তাবৎ অপকর্ম্ম অস্মরণীয় হউক এবং পুনর্ব্বার এই বিষয়ে বিরোধ বিসম্বাদ যে আর না হয় তজ্জন্যে এইরূপ নিয়ম করা যাউক। অপর মীরকাশীমআলীখাঁ অনুষ্ঠান করিলেন যে দেশীয় বাণিজ্য অর্থাৎ দেশমধ্যে এক স্থানহইতে অন্য স্থানে দ্রব্য লইয়া গিয়া বিক্রয় করা কোম্পানির ভৃত্যেরা একেবারে ত্যাগ করুন যেহেতুক এই বাণিজ্যেতে কোম্পানির ভৃত্যেরদের কিছু অধিকার নাই এবং মীরজাফরের কর্ত্তৃত্বের পূর্ব্বে কোন সুবাদার এতদ্রূপ বাণিজ্য করিতে দেন নাই। তিনি আরো কহিলেন যে এই বাণিজ্যদ্বারা আমার রাজ্যের মধ্যে অশেষ উৎপাত জন্মে এবং ইহাতে কেবল কোম্পানির ভৃত্যেরদের লাভব্যতিরেকে কোম্পানির কিঞ্চিন্মাত্র লাভ নাই। বেনসিটার্ট সাহেব কহিলেন যে কোম্পানির ভৃত্যেরা যদি দেশীয় বাণিজ্য করণেচ্ছুক হন তবে করুন কিন্তু অন্যং মহাজনেরা যেরূপ হাসিল দেয় এতদ্রূপ তাঁহারাও হাসিল দিবেন এবং উত্তরকালে যে বিবাদ না হয় এইহেতুক হাসিলের বিষয় একটা নিয়ম করা যাউক। মীরকাশীমঃ বিবেচনা করিলেন যে কোম্পানির ভৃত্যেরা এই হাসিল দিতে অসম্মত হইবার আটক নাই এবং যদি না দেন তবে পূর্ব্বে আমরা যে সকল আপদে বিব্রত হইয়াছিলাম পুনর্ব্বার সেই আপদ সাগরে পড়িব। যে হউক অবশেষে তিনি অগত্যা ইহাই স্বীকার করিলেন কিন্তু কহিলেন যে ইহাতে যদি সকল বিষয় সুস্থির না হয় তবে আমি দেশহইতে একেবারে তাবৎ হাসিল

উঠাইয়া দিব এবং আমার প্রজারদিগকে ও কোম্পানির ভৃত্যেরদি গকে সমভাবে রাখিব অতএব নানাস্থানে ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির ভৃত্যেরদের দ্রব্যাদি যে আটক না হয় এই কারণ দ্রব্যক্রয় স্থানে শত করা নয় টাকা হাসিল নিরূপিত হইল কিন্তু অন্যং মহাজনে রদের হাসিল অপেক্ষা এ অনেক ন্যূন ছিল। অতঃপরে ১৭৬৩ শালের ১৬ জানুআরি তারিখে বেনাসিটার্ট সাহেব কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সকল বন্দোবস্ত করিবার কারণ বড় সাহেব যখন কলিকা তাহইতে প্রস্থান করিলেন তখন তিনি বোধ করিলেন যে নবাব সাহেবের সহিত বন্দোবস্ত করণের তাবৎ ক্ষমতা আমার উপরে আছে এবং আমি যাহা করিব তাহাতে কৌন্সলী সাহেবেরা অসম্মত হইবেন না কিন্তু তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে হেষ্টিংস সাহেবব্যতিরেকে কৌন্সলের তাবৎ লোক তাহা অস্বীকার করিলেন এবং এতদ্বিষয়ে নবাব সাহেবের অধৈর্য্যেতে ততোধিক উৎপাত জন্মিল বিশেষতো বড়সাহেব এই সকল বন্দোবস্তের প্রকরণ লিখিয়া নবাব সাহেবের সহির কারণ তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। বেনসিটার্ট সাহেবের এই কল্পনা ছিল যে ঐ সকল বন্দোবস্তের প্রকরণ কৌন্সলীরদেরকর্তৃক গ্রাহ্য হই য়া ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপতিরদের নিকট যে সময় প্রেরিত হয় সেই সময় নবাব সাহেবও এই সকল প্রকরণ পত্রদ্বারা আপন চৌকি দারেরদের নিকট প্রেরণ করেন এবং এই রীত্যনুসারে কর্ম্ম চালা ইতে তাহারদিগকে আজ্ঞা দেন। কিন্তু নবাব সাহেব কৌন্সলীর দের সম্মতিপত্র পাইবার পূর্ব্বে ঐ সকল প্রকরণ আপন চৌকির দারোগাপ্রভৃতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে দারোগা প্রভৃতিরা তদ্রীত্যনুসারে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপতিরা তদ্বিষয় অজ্ঞাতপ্রযুক্ত চৌকিদারেরদের কর্ম্মেতে অস ম্মত হইলেন সুতরাং উৎপাতবৃদ্ধি হইবার অল্পতা হইল না। অপর ১ মার্চ তারিখে কৌন্সলে এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব হইলে বেনসি টার্ট সাহেব ও হেষ্টিংস সাহেবের অনভিমতে অন্যং কৌন্সলি রা এই স্থির করিলেন যে বাদশাহের যে ফরমাণদ্বারা কোম্পানির

বাণিজ্য নিস্কর হইতেছে সেই ফরমাণদ্বারা কোম্পানির ভৃত্যের দের দেশীয় বাণিজ্যও নিস্কর হইবেক এবং যদি কোম্পানির ভৃত্যরা কস্মিন কালে ঐ বাণিজ্যের কারণ কিছু দিয়া থাকেন তবে সে ন্যায়্যের উপর দেন নাই কিন্তু উপঢৌকনস্বরূপ দিয়াছেন। এতদ্রূপ অনেক কথোপকথনানন্তর তাহারদের মধ্যে এই স্থির হইল যে নবাবের তুষ্টির কারণ ও আপনারদের সৌজন্যের নিমিত্ত ঐ ভৃত্যেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কেবল লবণের উপর শতকরা আড়াই টাকা করিয়া মাসুল দিবেন এবং যদি ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপতি কিম্বা তাহারদের ভৃত্যেরদের সহিত নবাব সাহেবের চৌকিদার ও দারোগাপ্রভৃতির কোন বিরোধ জন্মে তবে ইংগ্লণ্ডীয় কুঠিপতিরা তাহার নিষ্পত্তি করিবেন।

যখন বেনসিটার্ট সাহেব নবাব সাহেবের নিকটহইতে বিদায় হইলেন তখন নবাব সাহেব নেপালের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করণোদ্যত ছিলেন। নেপালদেশ কাশ্মীরদেশের প্রায় চতুর্দ্দিগ পর্ব্বতবেষ্টিত এবং মুসলমানেরা কখন ঐ দেশ জয় করেন নাই। এমত জনরব হইয়াছিল যে সেস্থানে স্বর্ণের আকর আছে অতএব সকলেই তাহাকে ধনের ভাণ্ডার তুল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং নবাব সাহেবও তাহাতে বিশ্বাস করিয়া ঐ দেশ জয় করিতে অনিবার্য্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যে পর্ব্বতশ্রেণীদ্বারা ঐ দেশ বঙ্গভূমিহইতে বিভক্ত সেই পর্ব্বতোত্তীর্ণ হইয়া অতিশয় দুর্গম এক পর্ব্বতীয় পথে নেপালদেশীয়েরদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়াতে অবিলম্বে যুদ্ধ হইল তাহাতে মীরকাশীমআলীখাঁ ভীত হইয়া আপন ভাবিদ্যুদ্ধায়োজন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরাজধানীর প্রতি যাত্রা করিলেন। প্রত্যাগমন কালে তিনি শুনিলেন যে বেনসিটার্ট সাহেবের পরামর্শ কৌন্সলীরদেরকর্তৃক বাধিত হওয়াতে দারোগাপ্রভৃতিরা তাহার আজ্ঞা পালনে অক্ষম হইয়াছে এবং স্থানে২ তন্নিমিত্ত কেহ২ বদ্ধও হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় রাগাপন্ন হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকট এই লিখিয়া পাঠাইলেন যে সুবদারি ভারহইতে আমাকে মুক্ত কর। এতদ্রূপে তাহার সহিষ্ণুতা সকল গতা হইলে দেশীয় বাণিজ্যের

তাবৎ হাসিল একেবারে উঠাইতে যে তিনি পূর্ব্বে পণ করিয়াছিলেন তাহা সংপ্রতি সম্পূর্ণ করিলেন।

অপর এই বার্ত্তা কলিকাতায় আগতা হইলে কৌন্সলী সাহেব লোকেরা নবাব সাহেবের নিকট তদ্বিষয়ে উকীল প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করিলেন তাহাতে আম্যাট সাহেব ও হে সাহেব মনোনীত হইলেন এবং ৪ এপ্রিল তারিখে তাঁহারা কর্ত্তব্য ব্যাপার টুকিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। ইতোমধ্যে তাবদ্দেশ ব্যাপিয়া নবাব সাহেবের দারোগা লোকের সহিত কোম্পানির ভৃত্যেরদের বিরোধের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক পক্ষে কলিকাতায় এইরূপ নালিশ পঁহুছিল যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের গোমস্তারা আপন মনিবের কর্ম্ম চালাইতে কোনং স্থানে বাধিত কোথাও বা প্রহারিত হইতেছেন। অন্য পক্ষে নবাবের নিকট সমাচার পঁহুছিল যে আপনকার আজ্ঞা পালনে দারোগাপ্রভৃতি ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহী ও অমাত্যবর্গকর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়াছে। ১৪ এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে নবাব সাহেব ও কোম্পানির মধ্যে বিরোধ এমন প্রবল হইল যে তদ্দিবসের কৌন্সলের পরামর্শেতে যুদ্ধ করণ স্থির হইল। নবাব সাহেব আত্মদুর্ব্বলতা জানিয়া এবং কৌন্সলী সাহেব লোকেরা যে তাহাকে পদচ্যুত করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন ইহা অবগত হইয়া দিল্লীর বাদশাহ ও অযোধ্যার সুবাদারের নিকট সহায়তা প্রার্থনাপূর্ব্বক অনিবার্য্য যুদ্ধের কারণ আপনি প্রস্তুত হইলেন।

ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধোদ্যোগ করিতেছেন কি না এতদ্বিষয়ে নবাব সাহেবের যে সন্দেহ ছিল তাহা ২৫ মে তারিখে পাটনার সৈন্যের নিমিত্ত কতক অস্ত্রপূর্ণা নৌকা মুঙ্গেরে আগতা হইলে নবাব সাহেবের তৎসন্দেহোপনোদন হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সকল অস্ত্র স্থকিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহার পূর্ব্বে কৌন্সল হইতে প্রেরিত সাহেবদ্বয় মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলেন কিন্তু মীরকাশীম তাহারদের নূতন প্রসঙ্গ অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া আপন ভৃত্যেরদের উপর ঘটিত অত্যাচার ও আপন রাজ্যের মধ্যে জনিত উৎপাত সকল স্মরণ করিয়া কহিলেন যে যদি কোম্পানি এতদ্রূপ অন্যায় কর্ম্ম করেন তবে আমি স্থির জানিব যে তাহারা আমাকে

পরাক্রমহীন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। তিনি আরো কহিলেন যে আম্যাট সাহেব কিম্বা মাগৈয়র সাহেব অথবা হেষ্টিংস সাহেব যদি পাটনার কুঠিপতি পদে নিযুক্ত হন তবে আমি তাবৎ অস্ত্র ছাড়িয়া দিব কিন্তু আমার শত্রু ইলিস সাহেব সেখানে থাকিতে আমি কদাচ এ সকল অস্ত্র সেখানে প্রেরণ করিতে দিব না।

এই অস্ত্র স্থকিত করণেতে তাবৎ কৌন্সলী সাহেবেরা নবাব সাহেবের অতিশয় গুরু অপরাধ জ্ঞান করিয়া আপনারদের উকীলেরদের নিকট লিখিলেন যে নবাব সাহেব যদি নৌকা ছাড়িয়া না দেন তবে তোমরা অবিলম্বে সেস্থানহইতে প্রত্যাগমন করিবা ইহাতে নবাব সাহেব কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইলেন। অপর ১৯ জুন তারিখে ঐ উকীলেরা কলিকাতার কৌন্সলে লিখিয়া পাঠাইলেন যে নবাব সাহেব তাবন্নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছেন। নবাব সাহেবের এই শেষ কর্ম্মদ্বারা কৌন্সলের যে সাহেবলোকেরদের মনে শান্তিপ্রত্যাশা জন্মিয়াছিল সে প্রত্যাশা পাটনার কুঠিপতি ইলিস সাহেবের ব্যবহার ও অন্যায়দ্বারা লুপ্তা হইল। অপর নবাব সাহেবের নিকট জনরব হইল যে ইলিস সাহেব যুদ্ধের নিমিত্তে নানা যুদ্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। এবং ২০ ও ২১ তারিখে তিনি পাটনার অধ্যক্ষহইতে এই পত্রপ্রাপ্ত হইলেন যে ইলিস সাহেবের যুদ্ধায়োজন প্রস্তুত হইয়া তিনি দুর্গাক্রমণার্থে সিঁড়ি প্রস্তুত করিতেছেন। যদ্যপি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত শান্তিপূর্ব্বক বাস করিতে নবাব সাহেবের ইচ্ছা ছিল তথাপি এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাহার মনে বৈরক্তি জন্মিল এবং তৎক্ষণাৎ অস্ত্রপূর্ণ নৌকাসকল আটক করিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি আম্যাট সাহেবকে কলিকাতায় যাইতে অনুমতি দিলেন কিন্তু তাঁহার আমিল যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে ছিল তাহার জামিনস্বরূপ হে সাহেবকে আপন নিকটে রাখিলেন। ২৪ তারিখে আম্যাট সাহেবের প্রস্থানের সমাচার পাটনায় পঁহুছিলে ইলিস সাহেব সেই রাত্রিতেই অকস্মাৎ পাটনা নগর হস্তগত করিলেন। নবাব সাহেব এই আক্রমণের সম্বাদ পাইয়া রাগেতে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্বত্র

এই আজ্ঞা পাঠাইলেন যে যেখানে যত ইংরাজকে ধরিতে পার সেখানহইতে তাহারদিগকে আমার নিকট প্রেরণ কর বিশেষতঃ আম্যাট সাহেবকে ও তাহার সঙ্গি ভাবল্লোককে ধরিয়া মুঙ্গেরে আনিতে লোক প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আম্যাট সাহেব আপন নৌকা স্থগিত করিতে অসম্মত হইয়া নবাব সাহেবের লোকের প্রতি গোলাক্ষেপ করিলেন ইহাতে নবাবের লোকেরা তাহার নৌকার উপর চড়াউ করাতে তৎস্থলে সংগ্রাম হইয়া আম্যাট সাহেব ও তাহার সঙ্গিলোকেরা সেই স্থানে হত হইল।

অপর উভয়েই যুদ্ধে সসজ্জ হইলেন। পাটনাহইতে নবাব সাহেবের নিকট যে সমাচার পঁহুছিল তাহাতে তিনি ভরসাযুক্ত হইলনে বিশেষতঃ তত্রস্থ ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের সেনাপতি কাপ্তান কার্ষ্টের্স সাহেব ২৫ তারিখে পাটনার তৈনাতি সৈন্যেরদিগকে অসাবধান পাইয়া অনায়াসে নগর দখল করিলেন এবং পাটনার অধ্যক্ষ অল্প যুদ্ধের পর নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক মুঙ্গেরে পলায়ন করিলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা নগর হস্তগত করিলেন। কিন্তু নগরের দুর্গ ও অন্য এক দৃঢ় স্থানে নবাব সাহেবের এক সেনাপতি সসৈন্য আশ্রয় করিল। অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়াও সর্ব্বত্র লুঠ করিতেছে ইত্যবকাশে যে অধ্যক্ষ মুঙ্গেরের প্রতি পলায়ন করিয়াছিলেন তিনি মুঙ্গেরহইতে পাটনার প্রতি প্রেরিত সৈন্যকর্ত্তৃক পথিমধ্যে দৃষ্ট হইলেন এবং দুর্গের ঐ দৃঢ় স্থানে আশ্রিত নবাব পক্ষীয়েরদের সমাচার শুনিয়া ফিরিয়া আইলেন। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রস্তুত ছিলেন না অতএব তাহারা অল্পযুদ্ধের পর আপনারদের তোপ নষ্ট করিয়া তত্রস্থ আপনারদের কুঠিতে আশ্রয় লইলেন পরে ঐ অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ কুঠি বেষ্টন করিলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা উপায়ান্তর না দেখিয়া রজনীকালে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক নৌকাযোগে নদ্যুত্তীর্ণ হইয়া ছাপরাতে গেলেন। পরে অযোধ্যার সীমাপর্য্যন্ত যাইতেং সরকার শারণের ফৌজদার তাহারদের উপর আক্রমণ করাতে তাহারা আপনারদের অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

তৎকালে মীরকাশীমের ভৃত্যেরা কাশীমবাজারের কুঠি লুঠ

করিয়া তত্রস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে এবং যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা পাট নাহইতে পলায়ন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকেও মুঙ্গেরে প্রেরণ করিল।

ইহার পূর্ব্বে কৌন্সলে স্থির হইয়াছিল যে যদি মীরকাশীমের সঙ্গে যুদ্ধ ঘটে তবে তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করা ও অন্যকে তৎপদাভি ষিক্ত করা ও তদ্দ্বারা মীরকাশীমের প্রতি শান্তির দ্বার একেবারে রুদ্ধ করা উচিত কিন্তু বেনসিটার্ট সাহেব ও হেষ্টিংস সাহেব ই হাতে সম্মত হন নাই পরে যখন আম্যাট সাহেবের মৃত্যু সমা চার কলিকাতায় পঁহুছিল তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা মীরজাফরের স হিত সন্ধিকরণোপক্রম করিলেন। মীরজাফর আত্মরাজদণ্ড পুনঃ প্রাপ্ত্যর্থে এমত ব্যগ্র ছিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তখন যাহা কহি লেন সে সকলই তিনি স্বীকার করিলেন অতএব তাহার সহিত এই বন্দোবস্ত হইল যে রাজ্যরক্ষার্থে নিযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের দের বেতনের কারণ মীরকাশীম বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর ও চট্টগ্রা মের রাজকর যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিয়াছিলেন তাহা তিনি স্বীকার করিলেন। এবং আরো কোম্পানির ভৃত্যেরা যে আপনার দেরকারণ কেবল লবণের উপর শতকরা আড়াই টাকা মাসুল নিরূ পণ করিয়া অন্যং তাবদ্দ্রব্য নিষ্কর করিয়াছিলেন সে বিষয়ও স্বী কার করিলেন। এবং মীরকাশীম যে তাবৎ হাসিল একেবারে উঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহা অন্যথা করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়ব্যতিরেকে অন্যং মহাজনেরদের স্থানে যে কর গ্রহণ নিরূপিত ছিল তাহা লইতে স্বীকৃত হইলেন। এতদ্ভিন্ন দ্বাদশ সহস্র অশ্বারূঢ় ও দ্বাদশ সহস্র পদাতিক সৈন্য সতত প্রস্তুত রাখিতে এবং কোম্পানির ক্ষতিপূরণার্থে ও যুদ্ধের ব্যয়ের কারণ ত্রিংশল্লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বী কার করিলেন। এবং কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজ ক্ষতি পূরণ করিতে এবং ইংগ্লণ্ডীয়ব্যতিরেকে আর কোন ইউরোপীয়জা তীয়েরদিগকে ভারতবর্ষে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে না দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

অপর ২ জুলাই তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য গৌরহাটীহইতে যাত্রা করিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল তাহারমধ্যে ৬৫০গোরা ও ১২০০

সিপাহী ও মেজর আদম সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীন কতক এতদ্দেশীয় অশ্বারূঢ় সৈন্য ছিল। অপর মেদিনীপুরহইতে এক শত গোরা সিপাহী এবং এক সহস্র এতদ্দেশীয় সিপাহী আসিয়া তাহারদের সহিত মিলিয়া যাত্রা করিল। ১১ তারিখে মীরজাফর পূর্ব্ব লিখিত সন্ধিপত্র স্থির করিয়া ১৭ তারিখে অগ্রদ্বীপে গিয়া ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের সহিত মিলিলেন।

মীরকাশীম এই যুদ্ধের নিশ্চয় জানিয়া মুরশেদাবাদ রক্ষার্থে ঐ নগর ও ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের মধ্যবর্ত্তি স্থানে প্রথমতঃ আপন তিন জন সেনাপতিকে সসৈন্য প্রেরণ করিলেন। ১৯ জুলাই তারিখে ঐ সৈন্যেরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইয়া তদ্দিবসেই সেখানে যুদ্ধ হইল তাহাতে নবাবী সৈন্য পরাজিত হইয়া সূতির মোহনার নিকটবর্ত্তি গেরিয়াপর্য্যন্ত পশ্চাদ্গমন করিয়া সেই স্থানে তাহারা স্থকিত হইতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল পরে মীরকাশীমের সৈন্যের প্রধান ভাগ বিশেষত ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধরীত্যনুসারে সুশিক্ষিত সৈন্যেরা সমরু নামে সেনাপতির কর্ত্তৃত্বাধীনে তথাতে আগমনপূর্ব্বক তাহারদের সহিত মিলিল। ২৩ তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য চুনাগলিতে উপস্থিত হইল এবং ২৪ তারিখে প্রত্যূষে মতিঝিলস্থ নবাব সাহেবের সৈন্যের উপর চড়াউ করিয়া মুরশেদাবাদ হস্তগত করিল এবং ২ আগস্ত তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য সুতির নিকট গেরিয়াতে উপস্থিত হইলে তথাতে তাহারদের আগমনাপেক্ষাকারি মীরকাশীমের তাবৎ সৈন্যের সহিত যেরূপ সংগ্রাম হইল তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম বঙ্গদেশে তৎপূর্ব্বে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত কদাপি হয় নাই। মীরকাশীম ইউরোপীয় রীত্যনুসারে আপন সৈন্য চালাইতে অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় কোন সেনাপতি এইরূপে সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থিত সৈন্য লইয়া কখন যুদ্ধ করেন নাই। চারি ঘণ্টা ব্যাপিয়া যুদ্ধ হইল ইতোমধ্যে মীরকাশীমের কতক সৈন্য এক সময় ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের এক শ্রেণীভঙ্গ করিয়া দুইটা তোপ হস্তগত করিল তাহাতে ৮৪ রিজিমেণ্টের অগ্র পশ্চাৎহইতে একই সময়ে যুদ্ধ করিতে

হইল কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা এমন গাম্ভীয্যরূপে যুদ্ধ করিলেন যে শেষে বিপক্ষেরা ক্ষান্ত হইল ও ইংগ্লণ্ডীয়েরা সংপূর্ণরূপে জয়ী হইলেন। বিপক্ষেরা আপনারদের তাবৎ তোপ ও আহারীয় দ্রব্যপূর্ণ দেড় শত নৌকা পরিত্যাগ করিয়া উদুয়া নালার প্রতি পলায়ন করিল সেই স্থানে ইহার পূর্ব্বে মীরকাশীম অতিদৃঢ় এক দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ দুর্ভাগ্য নবাবের দিনেং যেমন পরাক্রম ও সৈন্যহানি হইতে লাগিল তেমন ভয় ও রাগবৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব তিনি রাগান্ধতাপূর্ব্বক পূর্ব্বাবধি কএদী রামনারায়ণ ও অন্য কতক অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট লোকেরদের শির শ্ছেদন করাইলেন এবং আপনার ধন ও পরিজন তাবৎ রোটাস গড়ে প্রেরণ করিয়া আপনি মুঙ্গের ত্যাগপূর্ব্বক উদুয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন কিন্তু আপনি পথের মধ্যে থাকিয়া কেবল কতক সৈন্য উদুয়াতে প্রেরণ করিলেন।

১ আগস্ত তারিখে উদুয়ার দুর্গের সম্মুখে ইংগ্লণ্ডীয়েরা উপস্থিত হইলেন ঐ দুর্গ নদী ও ক্ষুদ্র পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি স্থানে স্থিত এবং সে অল্প প্রস্থ কিন্তু অধিক দীর্ঘ ও তাহার চতুর্দিগে জলপূর্ণ অতিশয় গভীর একটা পরিখা ছিল। এবং তাহার সম্মুখের ভূমি এমন দলদলি যে নদীর দিগে কেবল দুই শত হাতমাত্র এক স্থানব্যতিরেকে আর কোন দিগে গমনাগমনোপযুক্ত শক্ত মৃত্তিকা ছিল না। এই দুর্গের সম্মুখে ইংগ্লণ্ডীয়েরা মীরকাশীমের অশ্বারূঢ় সৈন্যকর্তৃক অবিরত বহুকষ্টপ্রাপ্ত হইলেও একমাসপর্য্যন্ত তথাতে অবস্থিতি করিল। অপর ৫ সেপ্তম্বর তারিখে ইংগ্লণ্ডীয়েরা নদীতীরে অল্পযুদ্ধ করত শত্রুরদিগকে ভোগা দিয়া অন্য দিগে পর্ব্বতারোহণপূর্ব্বক দুর্গপ্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎকালপর্য্যন্ত সংগ্রাম করণানন্তর দুর্গাধিকার করিলেন। এই দুঃসমাচার প্রাপ্ত হইয়া মীরকাশীম গুপ্তরূপে আত্মশিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক রাত্রিযোগে মুঙ্গেরে পলায়ন করিলেন তাহাতে তাঁহার তাবৎ সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া তৎপশ্চাৎ২ প্রস্থান করিল। তিনি সে স্থানে আপন তাবদ্দ্রব্য সামগ্রী সুসঙ্গত করিয়া ও সৈন্যেরদের কিঞ্চিৎ বিশ্রামার্থে অল্প দিন অবস্থিতি করিয়া শেষে বন্দি ইংগ্ল

ণ্ডীয়েরদিগকে আত্মসমভিব্যাহারে পাটনায় লইয়া গেলেন এবং অতিশয় খ্যাত্যাপন্ন সেটবংশীয় যে দুই ব্যক্তিকে তিনি মুরশেদাবাদহইতে বদ্ধ করিয়া আনিয়াছিলেন তাহারদিগকে পথিমধ্যে বধ করিলেন।

ইতোমধ্যে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য মুঙ্গেরের নিকটাগত হইয়া নগর বেষ্টনপূর্ব্বক আক্তোবর মাসের প্রথমে গোলাক্ষেপ করত নগর প্রাচীরের এক স্থানে এমত ছিদ্র করিল যে তদ্দ্বারা নগরপ্রবেশের কোন বাধা রহিল না। ইহা দেখিয়া মীরকাশীমের তত্রস্থ দুই সহস্র সৈন্য দুর্গসমেত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে আপনারদিগকে সমর্পণ করিল। মীরকাশীম আপন রাজধানীর এই সমাচার প্রাপ্ত হইবামাত্র রাগোন্মত্ত হইয়া স্বাধীন তাবৎ বন্দি ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং এমত জনশ্রুতি আছে যে তাহার ভৃত্যেরা এই আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া ভয়প্রযুক্ত কেহই তাহারদের উপর হাত তুলিতে পারিল না শেষে মীরকাশীমের কর্ম্মকারি সমরু স্বহস্তে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে হত করিল। ঐ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মধ্যে ফুল্লার্টননামক এক জন চিকিৎসক সাহেব যে আপন ব্যবসায়দ্বারা মীরকাশীমের অতিপ্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন কেবল তিনিমাত্র রক্ষা পাইলেন। অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্যেরা পাটনার নিকটাগমন করিলে মীরকাশীম সেস্থানহইতে কিঞ্চিদ্দূরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। পাটনার তৈনাতি সৈন্যেরা অতিসফলতাপূর্ব্বক ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করত এক সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের একটা ক্ষুদ্র দুর্গ আয়ত্ত করিয়া তাহার মেগাজিনে অগ্নি দিল কিন্তু পাটনার চতুর্দ্দিক্স্থ প্রাচীর এমন প্রাচীন ও জীর্ণ ছিল যে তাহারা তাহা অত্যল্প কালও রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। অতএব ৬ নবেম্বর তারিখে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহারদের উপর আক্রমণ করিয়া ঐ নগর হস্তগত করিলেন। পাটনা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইলে মীরকাশীম ভরসাহীন হইয়া তাহারদের সহিত যুদ্ধের উদ্যোগও না করিয়া আত্মরক্ষার্থে অযোধ্যার নবাব উজীরের রাজ্যের প্রতি অতিশীঘ্র যাত্রা করিলেন। ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য তাহার পশ্চা

দ্ধাবন করত দিসেম্বর মাসের প্রথমে কর্ম্মনাশা নদীপর্য্যন্ত গমন করিল।

মীরকাশীমের স্বরাজ্যসীমাবহির্ভূত হওনপূর্ব্বে অযোধ্যার নবাব তাহার সাহায্য করণবিষয়ে কোরাণস্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিয়াছিলেন। তৎসময়ে বন্দেলখণ্ডের পূর্ব্ব প্রজারা রাজকর দিতে অসম্মত হওয়াতে বাদশাহ ও সুজাওদ্দৌলা তাহারদের দমনার্থে এলাহাবাদে আগমনপূর্ব্বক ছাউনি করিয়াছিলেন। তাঁহারা মীরকাশীমকে মোগলরাজ্যের প্রধান সুবাদার জ্ঞান করিয়া অতিশয় সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যদি শীঘ্র বন্দেলখণ্ডের প্রতি যাত্রা করিতেন তবে এত শীঘ্র মীরকাশীমের সহায়তা করিতে পারিতেন না। সে যে হউক মীরকাশীম তাহারদের কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া আপন সৈন্যদ্বারা ঐ প্রজারদিগকে দমন করিতে পণ করিলেন অতএব তিনি যমুনা নদী পার হইয়া তাহারদের এক দুর্গ আয়ত্ত করিলেন এবং আপনার গোলেন্দাজ ও ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থিত সৈন্য দ্বারা তাহারদিগকে এমন চমৎকৃত করিলেন যে তাহারা অতি শীঘ্র বাদশাহের আজ্ঞাধীন হইল এবং সুজাওদ্দৌলা আপনার সৈন্য ও আপন রাজমিত্রেরদের সঙ্গে কাশীতে প্রস্থান করিলেন। মীরকাশীমের অতিশয় ধনাঢ্য তিন সুবা স্বহস্তগত করিতে সুজাওদ্দৌলার অভিপ্রায় ছিল অতএব এই স্থানেতে তিনি মীরকাশীমের কিঞ্চিৎ সহায়তা করিলেন।

ইতোমধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার কল্পনা জ্ঞাত না হইয়া ভরসা করিলেন যে তিনি মীরকাশীমকে তাহারদের হাতে সমর্পণ করিয়া আপনি তাহার সকল ধন লইবেন অতএব সুজাওদ্দৌলা আপন রাজ্যের সীমাতে আত্ম অভিপ্রায়ের উপায়ান্তর চেষ্টা করণার্থে আপন সৈন্য রাখিলেন। ইতোমধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ছাউনিতেও এক মহোৎপাত ঘটিল বিশেষতো মীরকাশীমকে বাঙ্গালাহইতে নিরাকরণ করা অতিভারি ও দুঃসাধ্যকর্ম্ম জ্ঞান করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে সিপাহীরা তাদৃশ পারিতোষিকের অপেক্ষা রাখিল এবং বিপক্ষপক্ষীয় গোএন্দারাও

এতদ্বিষয়ে গুপ্তরূপে তাহারদের প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিল। ১১ ফেব্রুআরি তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক বন্দুকে গুলি পূরিয়া ও সাঙ্গিন চড়াইয়া এবং আপনারদের ছাউনির তাবদ্বৃহত্তোপ লইয়া কর্ম্মনাশা নদীর অভিমুখে যাত্রা করিল। সিপাহীরাও চলিষ্ণু ছিল কিন্তু তাহারদের সেনাপতির উদ্যোগেতে তাহারদের অধিক ভাগ ছাউনিতে প্রত্যাগমন করিল। ইউরোপীয় সৈন্যের মধ্যহইতে প্রায় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় লোক ফিরিয়া আইল কেবল অবশিষ্ট তিন শত জর্ম্মণী ও ফ্রান্সীয় লোকেরা কাশীর প্রতি যাত্রা করিল। এপ্রিল মাসের আরম্ভে অযোধ্যার নবাব সুজাওদ্দৌলা গঙ্গোত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা আহারাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া এবং পাছে সুজাওদ্দৌলা ঘুরিয়া পাটনা ও তাহারদের ছাউনির মধ্যবর্ত্তি স্থানে আগমন করে এই আশঙ্কা করিয়া তাহারা হটিয়া পাটনায় প্রত্যাগমন করিল। ৩ মে তারিখের অতিপ্রত্যূষে বিপক্ষেরা যুদ্ধারম্ভ করিয়া অধিক গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং মধ্যাহ্নকালে চতুর্দিগহইতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপর চড়াউ করিল। অপর সমরু কতক মনোনীত অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য লইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সম্মুখে আগমন করিল ইত্যবকাশে উজীরের অবশিষ্ট সৈন্য পশ্চাৎহইতে আক্রমণোদ্যত হইল। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য বিশেষতঃ সিপাহীরা অতিসাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করত সায়ংকালে জয়ী হইল কিন্তু ঐ যুদ্ধেতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য এমন পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে তাহারা বিপক্ষেরদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে সমর্থ হইল না। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষে অত্যল্প সৈন্য হত হইল বটে কিন্তু শত্রুরদের অনেক লোক মারা পড়িল। এই দিবসাবধি ত্রিংশদ্দিন পর্য্যন্ত বিপক্ষেরা পাটনার প্রতি লক্ষ করিয়া থাকিল ইতোমধ্যে সুজাওদ্দৌলা নূতন নাবব মীরজাফরের সঙ্গে পত্রদ্বারা আনুগত্য করিতে লাগিলেন। এক পক্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরা মীরকাশীমকে ও সমরুকে ও অন্যং পলায়িত লোকেরদিগকে সমর্পণ করণ প্রসঙ্গব্যতিরেকে অন্য প্রসঙ্গ অশ্রাব্য জ্ঞান করিলেন এবং

অন্য পক্ষে সুজাওদ্দৌলা সুবাবেহার আপনার নিমিত্তে চাহিলেন সুতরাং এইরূপ কথোপকথনেতে কোনবিষয় নির্ধার্য্য হইল না। ইত্তোমধ্যে বর্ষা উপস্থিতা হইতে লাগিল এবং রণভূমিতে বাদশাহের উজীরের সৈন্যের ব্যয়োপযুক্ত মুদ্রার অল্পতা হওয়াতে তিনি সসৈন্য স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এতৎসময়েও বাদশাহ উজীরের অন্যায় ও আত্মম্ভরিত্বেতে বিরক্ত হইয়া আপন উকীল দ্বারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকট নূতন সন্ধি নিয়মসূচক পত্র প্রেরণ করিলেন কিন্তু কর্ণল সাহেব তাহাতে সম্মত হইলেন না।

ইত্তোমধ্যে সর হেক্তর মনরো সাহেব বঙ্গভূমির তাবৎ সৈন্যের অধিপতি হইয়া বোম্বেহইতে আগমন করিলেন এবং বর্ষোপরমে ১৫ সেপ্তম্বর তারিখে তিনি তাবৎ সৈন্য একত্র করিতে দিন স্থির করিলেন। অপর সৈন্য সমভিব্যাহারে সোম নদীপর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন যেহেতুক সে স্থানে শত্রুরা কতক অশ্বারূঢ় সৈন্য একত্র করিয়া নদীর ওপারে এক দুর্গ করিয়াছিল যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা নদ্যুত্তীর্ণ হইতে না পারেন। অপর তিনি যুদ্ধচ্ছল করিয়া নদী পার হইয়া বগসরপর্য্যন্ত গমন করিলেন। সেখানে উভয় সৈন্য সন্দর্শন হইলে পথিমধ্যে মনরো সাহেবের উপর বারম্বার শত্রুরদের অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা অল্প আক্রমণ করিল কিন্তু তিনি তাহা না মানিয়া ২২ আক্তোবর তারিখে বিপক্ষেরদের শিবিরসমীপে উপস্থিত হইয়া ঐ রাত্রিতে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু তাঁহার গোএন্দারা অরুণোদয়ের পূর্ব্বে পঁহুছিতে না পারাতে তিনি সেই রাত্রিতে যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে শত্রুরা অগ্রসর হইয়া অল্পকালের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুব্যবস্থিত হইল। এবং নয় ঘন্টার সময়ে যুদ্ধারম্ভ হইয়া দুই প্রহরপর্য্যন্ত ঘোরতর সংগ্রাম হইল তাহাতে শত্রুরা পরাস্ত হইয়া আপনারদের যুদ্ধদ্রব্যাগারে অগ্নি দিয়া পাছে হটিল। মেজর মনরো সাহেব আপন সৈন্যেরদিগকে ক্ষুদ্র২ দল বদ্ধ করিয়া শত্রুরদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু শত্রুরা সে স্থানহইতে এক ক্রোশ অন্তর এক ক্ষুদ্র নদীর উপর যে সেতু করিয়াছিল তাহা দিয়া আপনারা পার হইয়া ঐ

সেতু ভগ্ন করিল তাহাতে নদী পার হইবার উপায়ান্তর না থাকাতে সুতরাং ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইল। ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আগমনাবধি ঐ সময়পর্য্যন্ত এতদ্রূপ ঘোরতর ফলজনক যুদ্ধ তৎকালপূর্ব্বে হয় নাই যেহেতুক তাহাতে উজীরের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল এবং বাদশাহ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বশীভূত হইলেন ও ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পরাক্রম অদ্বিতীয় হইল।

এই যুদ্ধের পরদিবস বাদশাহ ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি মনরো সাহেবের নিকট সন্ধিসূচক এক পত্র প্রেরণ করিলেন তাহাতে মনরো সাহেব তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করণার্থে তৎক্ষণাৎ ঐ পত্র কলিকাতায় পাঠাইলেন। কলিকাতাস্থ সাহেব লোকেরা পত্রার্থ অবগত হইয়া বাদশাহের সহিত নিয়ম করিতে অনুমতি পত্র প্রেরণ করিলেন কিন্তু কলিকাতাহইতে এই প্রত্যুত্তর পত্র না পঁহুছিতেং বাদশাহ মনরো সাহেবকে কহিলেন যে আমি বহুদিবসাবধি সুজাওদ্দৌলার নিকট বন্দিস্বরূপ থাকাতে ব্যাকুল হইয়াছি অতএব আমি তোমারদের সঙ্গেং যাত্রা করি ইহা কহিয়া বাদশাহ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যাত্রা করিলেন এবং প্রতি রাত্রিতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের ছাউনির নিকট আত্মশিবির স্থাপন করিলেন। এতদ্রূপে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য কাশীতে আগত হইলে সুজাওদ্দৌলা সন্ধিপত্র করিবার কারণ আপন উকীলকে তাহারদের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং কোম্পানিকে যুদ্ধের ব্যয় বলিয়া পঁচিশ লক্ষ টাকা ও সৈন্যেরদের পারিতোষিক পঁচিশ লক্ষ টাকা ও সেনাপতিকে আট লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু মনরো সাহেব কহিলেন যে প্রথমতো মীরকাশীমকে ও সমরুকে আমারদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবেক। ইহার পূর্ব্বে ঐ বিশ্বাসঘাতক উজীর মীরকাশীমের বিষয়ে শরণাগতপালন ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন যেহেতুক মীরকাশীমকে পুনর্ব্বার তাহার পদে অভিষিক্ত করিবার কারণ ঐ উজীর যে সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহারদের মাসিক মীরকাশীম দিতেন শেষে তিনি তাহা দিতে অসমর্থ হইলে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে উজীর

তাহাকে তাম্বু হইতে ধরিলেন ও তাহার যথাসর্ব্বস্বাপহরণ করিলেন। সে যে হউক ঐ উজীর শরণাগতকে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিতে লজ্জিত হইয়া কহিলেন যে তোমরা যদি সম্মত হও তবে বরং আমি তাহাকে পলায়ন করিতে অনুমতি দিই। এবং সমরুর বিষয়ে উজীর এই প্রসঙ্গ করিলেন যে যদি তোমারদের ইচ্ছা হয় তবে বরং আমি কোন এক দিন সমরুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া দুই জন ইংগ্লণ্ডীয় লোকের সম্মুখে তাহাকে বধ করি তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি কহিলেন যে শত্রুরদের বিষয়ে আমারদের এরূপ ব্যবহার নয় অতএব সেই প্রসঙ্গ অগ্রাহ্য হইল। কিন্তু মীরকাশীম ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কা করিয়া সপরিবারে রোহেলখণ্ডে প্রস্থান করিলেন ইহার পূর্ব্বে ঐ স্থানে তিনি আপনার কতক অলঙ্কার প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাদশাহের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সন্ধিপত্রের বিষয়ে তাদৃক বাদানুবাদ না হওয়াতে তাহার শীঘ্র নিষ্পত্তি হইল। বাদশাহের সহিত বন্দোবস্তের কিছু লেখা পড়া হইল না কিন্তু কথাতে এই স্থির হইল যে কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহের অধিকার যে গাজীপুর ও অন্য২ স্থান তাহা ইংগ্লণ্ডীয়েরা পাইবেন এবং বাদশাহও সুজাওদ্দৌলার অধিকারের মধ্যে এলাহাবাদ ও অন্য২ কতক স্থান পাইবেন এবং বাদশাহ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকট অঙ্গীকার করিলেন যে এই কর্ম্ম নিষ্পন্ন করণেতে তোমারদের যত ব্যয় হইবেক তাহা আমি রাজকোষহইতে ফিরিয়া দিব।

ইতোমধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কোষ শূন্য হইয়াছিল অতএব মীরজাফর আপন পদ পুনঃপ্রাপ্তিকালে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা কোষ পূর্ণ করিবার আবশ্যকতা হইল। মীরজাফরের সহিত শেষ যে নিয়ম হইয়াছিল তদ্ভিন্ন তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধব্যয়ার্থে পাঁচ লক্ষ টাকা করিয়া মাসে২ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন. কিন্তু তাহার পূর্ব্বের অঙ্গীকৃত মুদ্রা যে বাকী ছিল তাহা তৎকালপর্য্যন্ত তিনি দিতে পারেন নাই অতএব অন্য নূতন টাকার জন্যে তাহাকে ব্যস্ত করা মিথ্যা। এই সকল টাকা

দিবার ভাবনাতে ও বার্দ্ধক্যেতে ও দুঃখি শরীরে রোগের প্রাবল্য হওয়াতে তিনি শীঘ্র পরলোকগত হইলেন বিশেষতঃ তিনি কলি কাতায় কতক দিবস বাস করিয়া মুরশেদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সেখানে পীড়াতে অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া ১৭৬৫ শালের জানুআরি মাসে পরলোকগত হইলেন। এতদ্রূপে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপদে অভিষিক্ত হইবার কারণ দুই জন উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইল বিশেষতঃ বিংশতি বৎসরবয়স্ক নজীবুদ্দৌলা নামে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র এবং মীরণের ছয় বৎসরবয়স্ক এক পুত্র। দেশব্যবহারানুসারে তৎপদে উভয়েরি সমান অধিকার ছিল কিন্তু যথার্থ বিবেচনায় ঐ পদ কাহাকেও অর্শে না যেহেতুক মোগল রাজ্যের সুবাদারি পদসমূহ উত্তরাধিকারিক্রমে নিয়মিত ছিল না কিন্তু কোন সুবাদার মরিলে দিল্লীর বাদশাহ কোন লোককে মনোনীত করিয়া তৎপদে নিয়োগ করিতেন। মোগলরাজ্যের প্রাবল্য কালে কোন সুবাদার অধিককাল ব্যাপিয়া তৎপদে থাকিতে পারিতেন না প্রায় সকলেই আপন আয়ুর মধ্যে পরীবর্ত্তন হইতেন কিন্তু মোগলবংশের রাজ্যাবসানকালে সুবাদারেরা এমন পরাক্রান্ত হইয়াছিল যে বাদশাহ তাহারদিগকে পরীবর্ত্তনে অক্ষম ছিলেন অতএব তাহার আয়ুর মধ্যে অন্য সুবাদার নিযুক্ত করিতে না পারিয়া তাহার মরণপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন এবং সেই সুবাদার লোকান্তরগত হইবামাত্র বাদশাহ স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্য এক নূতন সুবাদারকে প্রেরণ করিতেন কিন্তু কোনং সময় মৃত সুবাদারের পুত্র কিম্বা ভ্রাতা কিম্বা অন্য কোন কুটুম্ব তৎক্ষণাৎ মৃত ব্যক্তির পদাভিষিক্ত হইয়া এমত বদ্ধমূল হইত যে বাদশাহ তাহাকে পরীবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। পরে যখন বাদশাহ দেখিতেন যে আপন পরাক্রম রাখিতে সমর্থ হইলেন না তখন কেবল নামেতে পরাক্রম বজায় রাখিয়া স্বয়ংসিদ্ধ ব্যক্তির নামে এক পরবানা দিয়া কহিতেন যে আমি তোমাকে ঐ পদ দিলাম। এতদ্রূপে তিন চারি পুরুষপর্য্যন্ত প্রায় ভারতবর্ষের সুবাদারি কর্ম্ম চলিল।

অপর কোন ব্যক্তি তৎপদে অভিষিক্ত হইবে ইহা স্থির করণ

অবশ্য বাদশাহের অধিকার বটে কিন্তু যে কালে তাঁহার নামে তে অতিবৃহৎ রাজ্যের শাসন হইত তৎসময়ে ঐ অভাগ্য অথচ বশীভূত পুরুষ আপন তাবৎ রাজ্যেতে অনধিকারী ছিলেন। তিমি ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে এই তিন সুবার দেওয়ানী অর্থাৎ কর্তৃত্ব দিতে বারম্বার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা তদ্বিষয়ে তাদৃক মনোযোগ করিলেন না অতএব তাঁহারা তাঁহার সম্মতিতে নজীবুদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইলেন।

অপর ১৭৬৫ শালে নূতন নবাবের সহিত এইরূপে নূতন সন্ধিপত্র হইল যে দেশের যুদ্ধবিষয়ক ভদ্রাভদ্রের ভার ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপর থাকিবেক এবং নবাব আপনার জাঁকের কারণ এবং ফৌজদারি কর্ম্মের কারণ ও কোষাধ্যক্ষের কর্ম্মের কারণ যত সৈন্য প্রয়োজন হইবেক তদতিরিক্ত সৈন্য রাখিতে পারিবেন না। ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের দুই অভিপ্রায় ছিল প্রথমতো নবাবের পরাক্রমদ্বারা তাহারদের কোন হানি না হয় দ্বিতীয়তো দেশ সুরক্ষিত হয় যেহেতুক মীরজাফরের কর্তৃত্বকালে ইংগ্লণ্ডীয়েরা দেখিয়াছিলেন যে ঐ কর্ম্ম স্বাধীন না রাখিলে দেশ কদাচ সুরক্ষিত হইবে না। এবং এমন কহা যাইতে পারে যে এই সময়ও নাগর্য্যরাজকার্য্যও তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আয়ত্ত ছিল যেহেতুক ইংগ্লণ্ডীয়েরা কহিলেন যে নবাব সাহেব আপন তাবৎ রাজ্যের নাগর্য্যরাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থে কলিকাতাস্থ বড় সাহেবের ও কৌন্সলের অনুমত্যনুসারে এক নাএব সুবাদার নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহারদের আজ্ঞাব্যতিরেকে তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। এই বিষয়ে নবাব সাহেব প্রথমতো অসম্মত হইলেন কিন্তু পরে কোন ব্যক্তি এই মহাপদে নিযুক্ত হইবেক ইহা আলোচনা করিতে লাগিলেন ইতোমধ্যে গবর্ণর ও কৌন্সল কর্তৃক মহম্মদরেজাখাঁ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন এবং অনুমান হয় যে তৎকালের লোকেরদের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমারকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে নবাবের ইচ্ছা ছিল কিন্তু তৎকালের লোকেরদের মধ্যে তিনি সকলহইতে অনুপযুক্ত ছিলেন। যখন সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আয়ত্ত করি

য়াছিলেন তখন রামনারায়ণ হুগলির অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত ছি লেন এবং আপন অতিশয় চাঞ্চল্যদ্বারা ও অসীম ধনাকাঙ্খাদ্বারা দেশের সর্ব্বত্র কুখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রথমত ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহাকে প্রতারক ও বিপদজনক জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিলেন পরে মীরকাশীমের নবাবী সময়ে যখন মীরজাফর কলিকাতায় ছি লেন তখন ঐ নন্দকুমার ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিপক্ষেরদের সহিত আলাপ করণদণ্ডে কলিকাতায় বদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ঐ বন্দি স্থাবস্থাতেও তিনি পদভ্রষ্ট নবাবের অত্যন্ত খোসামোদ করিয়া তাহাকে এমত বশীভূত করিয়াছিলেন যে নবাব আপন পদ পুনঃ প্রাপ্ত হইবামাত্র নন্দকুমার যে তাহার মন্ত্রী হয় প্রথম এই যাচ্ঞা করিলেন। মীরজাফরের মন্ত্রী হইয়াও তিনি ইংগ্লণ্ডীয়ের দের মনস্তুষ্ট করিলেন না বরং মীরজাফরের রাজ্যে যত বিঘ্ন ঘটিল সে সকলের মূলীভূত তিনি ছিলেন। অতএব ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার কুব্যবহার ও রীতি জানিয়া নবাব নজীবুদ্দৌলা যখন নন্দ কুমারকে তৎপদে নিযুক্ত করিতে প্রার্থনা করিলেন তখন ইংগ্লণ্ডী য়েরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। মীরজাফরের সহিত ইংগ্লণ্ডী য়েরদের যেরূপ সন্ধিপত্র হইয়াছিল নজীবুদ্দৌলার সহিতও ত দ্রূপ হইল অধিকন্তু বাঙ্গালা ও মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান এই দেশের রাজস্ব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রাপ্য হইল এবং যত দিন যুদ্ধ থাকি বেক কিম্বা যুদ্ধ সম্ভাবনা থাকিবেক ততকাল তাঁহারা পাঁচ লক্ষ টা কা করিয়া মাসিক পাইবেন। এবং বাণিজ্যবিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়ে রা যে নিয়ম করিয়াছিলেন অর্থাৎ কেবল লবণের উপর শতক রা আড়াই টাকা মাসুলব্যতিরেকে তাবৎ বাণিজ্য নিষ্করে হইবে তাহাও বজায় থাকিল। এই সময় রাজশাসন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এমন আয়ত্ত ছিল যে রাজকরের মুহুরিরপর্য্যন্ত কোন লোক তা হারদের অনুমতিব্যতিরেকে নিযুক্ত হইতে পারিত না।

তৎকালে ইংগ্লণ্ডে কোম্পানি ভাবিলেন যে বঙ্গদেশে যে সকল বিভ্রাট ঘটিয়াছে ক্লাইব সাহেবব্যতিরেকে তাহার নিষ্পত্তি হই বেক না অতএব ক্লাইব সাহেবকে কলিকাতার বড় সাহেবি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার কলিকাতায় প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করি

লেন। কিন্তু তাহার অপরিমিত পারিতোষিক লাভের বিষয় অবগত হইয়া ইংগ্লণ্ডে কোম্পানি বহাদর ১৭৬৪ শালের মে মাসে এই নিয়ম করিলেন যে বঙ্গদেশে রাজকর্ম্মে কিম্বা যুদ্ধকর্ম্মে নিযুক্ত সাহেবেরা যত পারিতোষিক পাইবেন তদ্দ্বারা কোম্পানির কোষ পূর্ণ হইবেক এবং কেহ কৌন্সলের ও বড় সাহেবের অনুমতি ব্যতিরেকে এক সহস্র মুদ্রাপর্য্যন্ত পারিতোষিক লইতে পারিবেন না।

ক্লাইব সাহেব ইংগ্লণ্ডে থাকিয়া বাদশাহকর্ত্তৃক লর্ড ক্লাইব আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়া কোম্পানিকর্ত্তৃক এই নূতন পদে বিভূষিত হইয়া ১৭৬৪ শালের ৪ জুন তারিখে ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়া ১৭৬৫ শালের ১০ এপ্রিল তারিখে মন্দ্রাজে পঁহুছিলেন। তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে যে সঙ্কট নিবারণার্থে তিনি প্রেরিত হইয়াছেন তাহা নিষ্পত্তি হইয়া সৈন্য সকল বশীভূত হইয়াছে এবং মীরকাশীম আপন পরামর্শিরদের সহিত দমন ও বাদশাহ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বশীভূত হইয়াছেন এবং মীরজাফর পরলোকগত হইয়াছেন।

---

১১ একাদশ অধ্যায়।

বঙ্গভূমিতে ক্লাইব সাহেবের পুনরাগমন। অযোধ্যার নবাব উজীরের সহিত বন্দোবস্ত। দিল্লীর বাদশাহের সহিত বন্দোবস্ত। ইংগ্লণ্ডীয়েরা বাঙ্গলা বেহার ও উড়িস্যার দেওয়ানীপ্রাপ্ত হন। সৈন্যের বেতনের ন্যূনতা ও তৎফল। ক্লাইব সাহেব স্বপদ ত্যাগপূর্ব্বক ইংগ্লণ্ডে গমন করেন এবং বেরেল্‌ষ্ট সাহেব বড় সাহেব হন। কার্টিয়র সাহেব বড় সাহেব হন।

অপর কোম্পানি নিশ্চয় করিলেন যে পূর্ব্বে যেরূপে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত তদ্রূপে আর না হইয়া কেবল বড় সাহেব ও তৎসহকারি চারি জন কৌন্সলির পরামর্শেতে তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হই

বেক। অতএব ১৭৬৫ শালের ৩ মে তারিখে লর্ড ক্লাইব সাহেব ও সমনর সাহেব এবং সৈক্‌স সাহেব কলিকাতায় আগমন করিলেন। অবশিষ্ট যে দুই জন কৌন্সলী সাহেব নিযুক্ত হইয়া ছিলেন তাহারা তৎকালে কলিকাতায় ছিলেন না বিশেষতঃ জেনেরাল কার্ণাক সাহেব সসৈন্য বেহারে ছিলেন এবং বেরেলষ্ট সাহেব চট্টগ্রামে ছিলেন। ৭ মে তারিখে ক্লাইব সাহেব এবং সমনর সাহেব ও সৈক্‌স সাহেব একত্র হইয়া অন্য দুই জন সাহেবের অপেক্ষা না করিয়া প্রকাশ করিলেন যে এক্ষণে কৌন্সল নিযুক্ত হইয়াছে এবং তাবৎ রাজকর্ম্মের ভার আপনারা গ্রহণ করিয়া পরস্পর শপথ লইয়া কোম্পানির ভৃত্যেরদিগকে নূতন শপথ দিলেন।

লর্ড ক্লাইব সাহেবের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র নজীবুদ্দৌলা অতি শীঘ্র কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং পূর্ব্ব কৌন্সলীরা তাহার উপর যে কঠিনব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া ক্লাইব সাহেবকে এক দরখাস্ত দিলেন বিশেষতঃ ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে তাহার অসম্মতিতে মহম্মদরেজাখাঁকে নাএব সুবাদারিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি আরঃ সকল বিষয়াপেক্ষা অধিক বিরক্ত ছিলেন। অতএব তিনি কহিলেন যে ঐ নাএব আপন পদপ্রাপ্তিকালে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করিয়া পদাভিষিক্ত হইয়াছেন। যদ্যপি দেশব্যবহারানুসারে এ কর্ম্ম অতি গর্হিত নয় তথাপি কোন প্রকার তাহার দোষানুসন্ধান করিয়া লর্ড ক্লাইব সাহেবকে কহিলেন যে নাএব এই বিংশতি লক্ষ মুদ্রা আমার কোষের ক্ষতি করিয়াছে।

২৫ জুন তারিখে লর্ড ক্লাইব সাহেব নবাবের সহিত তাবৎ রাজ্যের বন্দোবস্ত করণার্থে এবং সুজাওদ্দৌলার সহিত সন্ধিপত্র করণার্থে কলিকাতাহইতে যাত্রা করিলেন।

অপর নজীবুদ্দৌলার সহিত অতিসহজরূপে বন্দোবস্ত হইল যেহেতুক লর্ড ক্লাইব সাহেব যাহাং আজ্ঞা করিতে ইচ্ছুক হইলেন সে সকলই নবাব সাহেবকে সুতরাং স্বীকার করিতে হইল। ক্লাইব সাহেব কহিলেন যে নবাব সাহেবের অবশিষ্ট পরাক্রম

যে নাএব সুবাদারের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে তাহা এক ব্যক্তির সাধ্যাতিরিক্ত অতএব নবাবের তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে নাএব সুবাদার মহম্মদ রেজাখাঁর সহিত রাজা দুর্লভরামকে ও জগৎসেটকে তৎসহকারিরূপে নিযুক্ত করা যাউক। এবং এই পরাক্রমভাগিরদের মধ্যে শান্তিব্যবস্থার রক্ষার্থে তিনি তাহারদিগকে এক জন কোম্পানির ইংগ্লণ্ডীয় ভৃত্যের বশীভূত করিলেন। এবং নবাবের তাবদ্দেশের রাজকর ও সুবাদারের রাজশাসন ও তচ্ছাশন জাত ফল কেবল কোম্পানির হস্তে রাখিবার কারণ ক্লাইব সাহেব নবাব সাহেবের অনুমতিপ্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন যে কোম্পানি আপনকার নিত্যব্যয়ের কারণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বার্ষিক দিবেন। এই সকল বিষয় নির্দ্ধার্য্য করিয়া ক্লাইব সাহেব মুরশেদাবাদহইতে পশ্চিম দেশে যাত্রা করিলেন।

বগসরের যুদ্ধের পর নবাব উজীর আপনার অধিকারের স্থৈর্য্য বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া বাঁশবরেলিতে এক জন রোহেলা অধিপতির অতিদৃঢ় দুর্গেতে আপন স্ত্রী পুত্রাদি ও তাবৎ ধন প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত সন্ধিপত্র করণেতে সমর্থ প্রাপ্ত হইয়া গাজীউদ্দীন খাঁ ও রোহেলা অধিপতিরদেরহইতে এবং তৎসময়ে গড় গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তি স্থানস্থিত মলহার রাও হোলকরের যে কতক মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য ছিল তাহারদেরহইতে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করিলেন তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা এবং গাজীউদ্দীন খাঁ আপন পূর্ব্ব মহাসৈন্যের যে অবশিষ্ট ছিল তাহারদিগকে লইয়া তাহার সহিত মিলিলেন কিন্তু রোহেলারা কেবল ছলপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোগা দিতে লাগিল এবং সম্মুখেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল।

অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরা দুই সহস্র সিপাহী প্রেরণ করিয়া অযোধ্যার সুবার রাজধানী লক্ষ্ণৌ হস্তগত করণপূর্ব্বক চণ্ডালগড়ের প্রতি চড়াউ করিলেন কিন্তু ঐ দুর্গ এমত দুরাক্রম ছিল যে তদ্দুর্গস্থেরা সফলতাপূর্ব্বক ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে নিবারণ করিল। ইতোমধ্যে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি সর রাবর্ট ফ্লেচর সাহেব সুজাওদ্দৌলার যুদ্ধায়োজনের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এলাহাবাদের দুর্গের

প্রতি তাহার আগমনের পূর্ব্বে আক্রমণোদ্যোগ করিলেন। বাদ্‌শাহের সহকারি নজীফর্খাঁ বন্দেলখণ্ডহইতে সসৈন্য আসিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত মিলিয়াছিলেন এবং তিনি এলাহাবাদের দুর্গের তত্ত্ব জানিয়া তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সুগমভেদ্য স্থান দেখাইয়া দিলেন। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা গোলাক্ষেপ করত শীঘ্র সেই স্থান ভেদ করিলেন এবং তন্মধ্যস্থ সৈন্যেরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আক্রমণ অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দুর্গ সমর্পণ করিল। এই কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে কর্ণল কার্ণাক সাহেব সেস্থানে পঁহুছিয়া তাবৎ সৈন্যের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। বিপক্ষেরদের গমনাগমন দেখিয়া এবং তাহারদের কল্পনা অজ্ঞাতপ্রযুক্ত জেনেরাল সাহেব কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন যেহেতুক তাহারদের সৈন্যসংখ্যা যাহা ছিল তদপেক্ষা তিনি কিছু অধিক অনুমান করিলেন কিন্তু ইহার পর তিনি তথ্য সমাচার পাইলেন যে শত্রুরা কোরার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে অতএব তত্রস্থ ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি সর রাবর্ট ফ্লেচর সাহেবের উপর যে তাহারা আক্রমণ করিবে এমত আশঙ্কা করিয়া তাহার সাহায্যার্থে অতিবেগগমনে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। পরে উভয় সৈন্য সম্মিলিত হইলে তাহারা বিপক্ষেরদের প্রতিকূলে গমন করিল এবং ৩ মে তারিখে কোরার নিকটে যুদ্ধ হইল কিন্তু সে যুদ্ধ প্রায় গণ্য নয় যেহেতুক রোহেলারদের অবর্ত্তমানতা এবং গাজীউদ্দীন খাঁর সৈন্যের দুর্ব্বলতাহেতুক উজীর যুদ্ধেতে অক্ষম ছিলেন এবং তাহার মনহইতে বগসরের যুদ্ধের পরাজয় লুপ্ত হয় নাই এবং যে মহারাষ্ট্রেরদের উপর তিনি বিশেষ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহারাও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তোপেতে অতিশীঘ্র ছিন্নভিন্ন হইয়া বেগগমনে যমুনা নদীর প্রতি পলায়ন করিল। কিন্তু কেবল উজীরের প্রতি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিশেষ মনোযোগ দেখিয়া তাহারা প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কোরার উপর চড়াউ করিতে উদ্যোগ করিল তাহাতে জেনেরাল কার্ণাক সাহেব ২২ মে তারিখে যমুনা নদী পার হইয়া আপনারদের দৃঢ়ীকৃত স্থানহইতে তাহারদিগকে নিরাকরণ করিলেন এবং তাহারা পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিল।

[১১ অধ্যায়।] [১৭৬৫ শাল।]

অপর নবাব উজীর আপন কর্ম্মের বিষয়ে ভগ্নমনা হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কোমল ব্যবহারের উপর ভরসা রাখিয়া তাহারদের আশ্রিত হইতে নিশ্চয় করিলেন। অতএব ১৯ মে তারিখে নবাব সাহেবের স্বাক্ষরিত এক পত্র জেনেরাল কার্ণাক সাহেবের নিকট আইল। ঐ পত্রেতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে আমি স্বয়ং আপনকার সহিত স্যাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেছি। অপর নবাব সাহেবের আগমন হইলে জেনেরাল সাহেব অতিসমাদরপুরঃসর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন কিন্তু আপনি কোন বন্দোবস্ত না করিয়া ক্লাইব সাহেবের অপেক্ষায় রাখিলেন। ক্লাইব সাহেব ও কৌন্সলীরা বিবেচনা করিলেন যে নবাব উজীরের দেশে যাহা উৎপন্ন হয় তদপেক্ষা তদ্দেশ সুরক্ষণ করিতে অধিক ব্যয় হইবেক এবং বাদশাহ কিম্বা অন্য কোন অধ্যক্ষ অপেক্ষা নবাব উজীর ঐ দেশ সুরক্ষণ করিতে পারিবেন এবং তাহার হস্তে ঐ দেশ থাকিলে মহারাষ্ট্র ও আফগানেরদের আক্রমণবিষয়ে সে দেশ গণ্ডিস্বরূপ হইবেক অতএব এতদধিকারের মধ্যে কেবল এলাহাবাদ ও কোরা এই দুই প্রদেশ বাদশাহের নিমিত্তে রাখিয়া তাবদ্দেশ তাহাকে দিতে স্বীকার করিলেন।

২ আগস্ত তারিখে যখন নবাব উজীরের সহিত এতদ্বিষয়ে প্রথম কথোপকথন হইল তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে এত রাজ্য তাহাকে দিলেন এতজ্জন্যে তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকট উপকার স্বীকার করিলেন এবং স্বচ্ছন্দমনে যুদ্ধব্যয়ের কারণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করণবিষয়ক কথা প্রসঙ্গ করিলে তিনি এমন অসম্মতি প্রকাশ করিলেন যে ক্লাইব সাহেব এই সন্ধিতে তাহার নামও করিলেন না।

রাজা বলবন্ত সিংহ অযোধ্যার সুবাদারের অধীনতাতে গাজীপুর ও বানারসের জমীদারী ভোগ করিতেন বটে কিন্তু নবাব উজীরের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের গত যুদ্ধেতে তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষপাতী হইয়া তাহারদের অতিশয় আনুকূল্য করিয়াছিলেন অতএব ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহাকে উজীরের ক্রোধহইতে রক্ষাকরণা

র্থে নবাবের অনুরোধ করিলেন তাহাতে নবাব উজীর ইংগ্লণ্ডী য়েরদের অনুরোধেতে তাহার অধিকারের মধ্যে কোন অত্যা চার না করিতে শপথ করিলেন এবং ঐ রাজাও পূর্ব্ববৎ আপন রাজ্যের রাজস্ব নবাব উজীরকে দিতে স্বীকার করিলেন। নবাব উজীর ও ইংগ্লণ্ডীয়েরা আরো এই নিয়ম করিলেন যে রাজ্যের মধ্যে যদি কখন উৎপাত ঘটে তবে পরস্পর সাহায্য করিবেন। এবং উজীর মীরকাশীমকে অথবা সমরুকে আপন অধিকারের মধ্যে পুনর্ব্বার আশ্রয় না দিতে পণ করিলেন।

অপর বাদশাহের সহিত বন্দোবস্তেতে ক্লাইব সাহেব মনো যোগ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার রাজ স্বহইতে মীরজাফর ও মীরকাশীম ও নজীবুদ্দৌলা বাদশাহকে যাহা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার ত্রিশ লক্ষ টাকা বাকি ছিল তদ্বিষয়ে স্পষ্টরূপে বাদশাহের নিকট বিজ্ঞাপিত হইল যে তিনি তাহার এক কড়াও পাইবেন না। ইহার পূর্ব্বে ইংগ্লণ্ডী য়েরদের অনুমত্যনুসারেতে ঐ তিন সুবার রাজকরহইতে বাদশা হের ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক ও সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার এক জায়গীর নিরূপিত হইয়াছিল এই সময় তাহাকে জানান গেল যে ঐ জায়গীর আপনাকে পরিত্যাগ করিতে হইবেক। ইহা শুনণ করিয়া তিনি রাগাপন্ন হইলেন কিন্তু এই সময়ে তিনি দুর্দশাপন্ন হইয়া নিরুপায়হেতুক ঐ ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ও কোরা ও এলাহা বাদ দেশ প্রাপণেতে ঐ জায়গীর পরিত্যাগ করিলেন এবং তিনি আপন পক্ষে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার দেওয়ানী ইংগ্লণ্ডী য়েরদিগকে সমর্পণ করিলেন। দেওয়ানির ফরমাণের প্রাপ্তি কোম্পানির বিবরণের মধ্যে অতিশয় গণনীয় প্রকরণ যেহেতুক তদ্দারা তাঁহারা পরাক্রমেতে ও নামে এক অতিশয় খ্যাত রাজ্যের অধিকারী হইলেন অতএব সে ফরমাণের তারিখও স্মরণীয় সে ১৭৬৫ শালের ১২ আগস্ত।

এই সময়েতে ক্লাইব সাহেব ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির পুনঃ২ অন যোগেতে ভারতবর্ষে কোম্পানির সৈন্যব্যয় ন্যূন করিতে নিশ্চয় করিলেন যেহেতুক তাহার এমন বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তাহাতে তা

বৎ রাজকর শোষণ হইত। ভারতবর্ষে সংগ্রামভূমিতে প্রবিষ্ট হইলে কোম্পানির সেনাপতিরদের অধিক ব্যয় হওয়াতে পূর্ব্বাবধি কোম্পানি যুদ্ধ সময়েতে আপনার সেনাপতিরদিগকে তাহারদের মাসিক বেতন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দিতেন তাহার নাম বাটা ছিল।

পলাসির যুদ্ধের পর যখন মীরজাফরের সঙ্গে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল তখন ঐ নবাব তাহারদের তুষ্টির কারণ দ্বিগুণ বাটা দিয়াছিলেন। তদবধি যাবৎকালপর্য্যন্ত মীরকাশীম ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে দ্বিগুণ বাটা দিলেন তাবৎকালপর্য্যন্ত কোম্পানির উপর কোন ভার পড়ে নাই সুতরাং তাঁহারা তদ্বিষয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন না কিন্তু পরে যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দেশের রাজকরহইতে সৈন্যের বাটা দিতে হইল তখন তাঁহারা দেখিলেন যে তাহা রাজস্বহইতে দেওয়া অতিভার অতএব তাহাতে অসম্মত হইলেন।

অপর সুজাওদ্দৌলার সহিত যুদ্ধ সমাপ্তির পর ক্লাইব সাহেব কোম্পানির অনুমত্যনুসারে তাবৎ সৈন্য নূতন ধারাতে সুব্যবস্থিত করিলেন। বিশেষতঃ তাবৎ সৈন্যকে তিন দলে বিভক্ত করিলেন তাহার প্রত্যেক দলেতে এক সহস্র গোরা পদাতিক সৈন্য ও এক কোম্পানি গোলন্দাজ ও ছয় সহস্র সিপাহী এবং কতক এতদ্দেশীয় অশ্বারূঢ়। এতদ্রূপে দলবদ্ধ হইলেএক দল মুঙ্গেরেও এক দল পাটনার নিকটবর্ত্তি বাঁকিপুরে এবং এক দল এলাহাবাদে অবস্থিতি করিল। অপর কলিকাতাস্থ গবর্ণর ও কৌন্সল তাবৎ সৈন্যের দ্বিগুণ বাটা উঠাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। এবং কহিলেন যে অতিশয় দূর অথবা ব্যয়নীয় স্থানে স্থিতিব্যতিরেকে অন্যং স্থানস্থ সৈন্যসকল মন্দ্রাজের সৈন্যের তুল্য বেতন পাইবেক অর্থাৎ রণভূমিতে থাকিলে বাটা পাইবেক এবং যখন ছাউনিতে সুস্থির থাকিবেক তখন কিছুমাত্র বাটা পাইবেক না। এই নূতন বন্দোবস্তেতে সেনাপতিরদের সম্মতির পূর্ব্বে হঠাৎ এই আজ্ঞা প্রকাশিতা হইল এবং এপ্রিল মাসের শেষপর্য্যন্ত লর্ড ক্লাইব সাহেব এতদ্বিষয়ে অতি নিরুদ্বেগে থাকিলেন। ঐ মাসে

তিনি পত্রদ্বারা প্রথম অবগত হইলেন যে তাবৎ সৈন্যের সেনা পতিরা এতদ্বিষয়ে বিরক্ত হইয়া আজ্ঞার বহির্ভূত হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

দিসেম্বর মাসের প্রথমে মুঙ্গেরস্থ সেনাপতিরদের মধ্যে প্রথম এতদ্বিষয়ে আগুন লাগিল এবং অতিশীঘ্র অন্য দুই দলস্থেরাও উত্তপ্ত হইয়া মন্ত্রণা করিয়া এই নিশ্চয় করিল যে এককালে সৈন্যের তাবৎ সেনাপতি স্বং পদ ত্যাগ করিবেক এবং যেপর্য্যন্ত কোম্পানি দ্বিগুণ বাটা দিতে স্বীকার না করেন সে পর্য্যন্ত তাবৎ সৈন্যকে সেনাপতিহীন রাখিবে। সেনাপতিরদের এই বিষয় অনুসূচনা কালে এলাহাবাদহইতে পঁচাত্তর ক্রোশ অন্তরে পঞ্চাশ বা ষষ্টি সহস্র মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইল তাহাতে তাহারদের তত্ত্ব লইবার কারণ এলাহাবাদে স্থিত সৈন্যেরদিগকে সিরাজপুরে যাত্রা করিতে আজ্ঞা হইল। এপ্রিল মাসে লর্ডক্লাইব সাহেব ও জেনেরাল কার্ণাক সাহেব আগামি বৎসরের রাজকরের নিরূপণের নিমিত্ত এবং সুজাওদ্দৌলাহইতে বাকী টাকা প্রাপণের নিমিত্ত এবং মহারাষ্ট্রীয়েরদের দমনার্থে তাবৎ এতদ্দেশীয় জমীদার ও অধিপতিরদিগকে একপরামর্শ করণার্থে মুরশেদাবাদে গমন করিলেন। ১৯ এপ্রিল তারিখে কলিকাতাহইতে লর্ড ক্লাইব সাহেব এলাহাবাদের দলস্থ সৈন্যেরদেরহইতে এক অনুযোগ পত্র পাইলেন কিন্তু তদ্বিষয়ে বড়একটা মনোযোগ করিলেন না। পরে ২৮ এপ্রিল তারিখে রাত্রিতে তিনি মুঙ্গেরের সৈন্যের সেনাপতি সর রাবর্ট ফ্লেচর সাহেবের পত্রদ্বারা অবগত হইলেন যে তাবৎ সেনাপতিরদের মধ্যে রাজপ্রতিকূল মন্ত্রণা কতক মাসাবধি হইতেছে।

ক্লাইব সাহেব ইহা শুনিয়া প্রথমতঃ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে এত লোক ব্যাপিয়া মন্ত্রণা হইয়াছে এবং যে ব্যক্তিরা কেবল কোম্পানির কর্ম্মেতে আপনারদের জীবনাশা রাখে তাহারা যে এই রূপেতে কোম্পানির কর্ম্মভ্রষ্ট হইবে ও প্রাণদণ্ড যোগ্য কর্ম্মের উপক্রম করিবে ইহাতেও প্রায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

কিন্তু এই মহাসঙ্কট সময়ে ক্লাইব সাহেব প্রত্যুৎপন্নমতি উত্তমরূপে দর্শাইলেন তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও সাহসিক হইয়া ভয় দেখিয়া আপন কল্পনা কদাপি ত্যাগ করিতেন না এবং অতিশয় সঙ্কট ঘটিলেও ভয়েতে কখন তাঁহার মনোবিকার বা চাঞ্চল্য হইত না। তিনি ভাবিলেন যে শস্ত্রসজ্জিত লোকেরদের অন্যায় আজ্ঞা স্বীকার করা এবং আপন পদ পরিত্যাগ করা তুল্য কথা। তাহার সঙ্গে কএক জন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিল তাহারদের দ্বারা এবং কলিকাতাহইতে ও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নানাকুঠীহইতে অন্য কতক সেনাপতিদ্বারা কর্ম্ম চালাইতে প্রত্যাশা করিলেন এবং ভরসা করিলেন যে স্বাধীন ইংগ্লণ্ডীয় মহাজনেরদের মধ্যেও কেহ২ ঐ সময় সেনাপতি পদ গ্রহণ করিবে। এবং যেপর্য্যন্ত মন্দ্রাজ ও বোম্বেহইতে অন্য সেনাপতি না আইসে সেপর্য্যন্ত সিপাহীরদিগকে বশীভূত রাখিতে তাহার অধিক চেষ্টা ছিল।

অপর তাঁহার নিকট সমাচার পঁহুছিল যে এই মন্ত্রণাতে তাবৎ সেনাপতিরা ঐক্য হইয়াছে অতএব তিনি প্রধান সেনাপতির নিকট পত্রদ্বারা এই সমাচার পাঠাইলেন যে কোনপ্রকারে এই কুমন্ত্রণাকারিরদের মূলীভূত ব্যক্তিরদিগকে ধরিয়া বন্দিরূপে রাখ। এবং সিপাহী ও তাহারদের নাএক এবং জমাদারপ্রভৃতিকে আজ্ঞাধীন রাখিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্নবান হও। কলিকাতায় ও মন্দ্রাজে কৌন্সলীরদের নিকট তিনি অবিলম্বে এই পত্র প্রেরণ করিলেন যে অতিশীঘ্র তোমরা নূতন সেনাপতির চেষ্টা করিয়া আমার নিকট প্রেরণ কর অনন্তর তিনি স্বয়ং মুঙ্গেরের প্রতি প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে তিনি এলাহাবাদের সেনাপতি কর্ণল স্মিথ্‌ সাহেবের এই পত্র পাইলেন যে বালাজিরাও ষষ্টি সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে কালপিতে আগমন করিয়াছে এবং নৌকাদি প্রস্তুত করিতেছে। ক্লাইব সাহেব তাহার প্রত্যুত্তর পত্র এই লিখিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়েরদেরহইতে যদি অনিবার্য্য অশেষ ক্লেশ সম্ভাবনা হয় তবে সেনাপতিরা যাহা যাচ্ঞা করিবে তাহাই দিতে স্বীকার করিবা।

এই আপদকালে সিপাহীরা উত্তমরূপে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন

করির্ণ কেবল মুঙ্গেরেতে কতক ইউরোপীয় সৈন্যের মধ্যে বিশ্বা সঘাতকতার প্রথমাঙ্কুর দৃষ্ট হইল কিন্তু সিপাহীরদের স্থিরপ্রতি জ্ঞাতে তাহা তৎক্ষণাৎ নিবারণ হইল। পরে মুঙ্গেরের সেনাপতি রা অবাধিতরূপে কলিকাতায় প্রেরিত হইল। যদ্যপি সেনাপতি রা অধিক দূরদর্শী হইত কিম্বা ক্লাইব সাহেবের তুল্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ লোক তৎসময়ে বড় সাহেব না হইতেন তবে এইরূপ অসম্ভব ঐক্যেতে দেশের মধ্যে অবশ্য উপপ্লব হইত কিন্তু তাহা সংক্ষে পে নিষ্পন্ন হইল। অনন্তর তাহারদের মধ্যে কোনং সেনাপতি স্বং দোষ স্বীকারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কর্ম্মপ্রাপ্ত হইল এবং কেহং অপরা ধী হইয়া কর্ম্মচ্যুত হইল।

এই সঙ্কটবিশিষ্ট মন্ত্রণা এতদ্রূপে নিষ্পন্না হইলে পর ক্লাইব সাহেব ছাপরাতে গমন করিলেন এবং সেখানে সুজাওদ্দৌলা ও বাদশাহের উকীল ও মহারাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষেরা আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। সুজাওদ্দৌলা কহিলেন যে আপনি কো ম্পানির সহিত আমার যে শেষ সন্ধি করাইয়াছেন তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট আছি এবং কোম্পানির যে টাকা বাকী আছে তা হা এক্ষণে দিতেছি।

বাদশাহ আপন পৈতৃক রাজধানী ও দিল্লীর সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত্যর্থে অতিশয় অভিলাষী ছিলেন। এবং এতদ্বিষয়ে তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহকারিতা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে কিছু না বলিয়া তিনি তদর্থে মাহারষ্ট্রীয়ের দের সহিত যোগ করিলেন ও তাহারদিগকে কহিলেন যে ইং গ্লণ্ডীয়েরা ইহাতে প্রতিকূল না হইয়া বরং তোমারদের আনু কূল্য করিবেন। কিন্তু তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অসন্তুষ্টি জন্মিল যেহেতুক ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কোনপ্রকারে এমন ইচ্ছা ছিল না যে তিনি মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত যোগ করিয়া তাহারদিগকে হি ন্দুস্থানে আনয়ন করেন। অপর মহারাষ্ট্রীয়েরদের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার কারণ ইংগ্লণ্ডীয় ও রোহেলা ও জাঠ অধ্যক্ষ ও বাদশাহ ও সুজাওদ্দৌলা ইহারদের মধ্যে পরস্পর সন্ধি করিবার ভার ক্লাইব সাহেব সুজাওদ্দৌলার উপর রাখিলেন।

[১১ অধ্যায়।] [১৭৬৬ শাল।]

অপর ক্লাইব সাহেবের মুরশেদাবাদ ত্যাগের কএক দিবসানন্তর বাঙ্গালার নবাব নজীবুদ্দৌলা লোকান্তরগত হইলেন। তিনি অতিশয় লম্পট ও স্থূলকায় অথচ রোগগ্রস্ত ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে কিছু আশ্চর্য্য ছিল না তথাপি তাহার হঠাৎ মৃত্যুহেতুক লোকেরা কিছু কুতর্ক করিল। অপর ষোড়শবৎসরবয়স্ক সৈয়ফুদ্দৌলা নামে তাহার এক ভ্রাতা তৎপদাভিষিক্ত হইল কিন্তু তৎকালে ঐ পদ কেবল নামমাত্র ছিল এবং এক জন সামান্য বাণিজ্য কুটিপতিকে পরিবর্ত্তন করাহইতে ভারি বিষয় ছিল না।

১৭৬৭ শালের ১৬ জানুআরি তারিখে লর্ড ক্লাইব সাহেব কৌন্সলীরদিগকে কহিলেন যে আপনার স্বাস্থ্যের কারণ তিনি ইংগ্লণ্ডে যাইবেন। ইংগ্লণ্ডহইতে শেষ পত্রেতে কোম্পানি বহাদর তাহাকে লিখিয়াছিলেন যে তোমার সহকারি কমিটী আপন বিবেচনানুসারে বজায় রাখা যদি উপযুক্ত হয় তবে রাখিবা অতএব তিনি তাহারদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতে নিশ্চয় করিয়া বেরেলষ্ট সাহেবকে বড় সাহেবের পদে এবং কার্টিয়ার সাহেব ও কর্ণল স্মিথ্ সাহেব ও সৈক্স সাহেব ও বেয়ার সাহেবকে তাহার সহকারী কমিটিতে স্থির করিয়া আপনি ইংগ্লণ্ডে প্রস্থান করিলেন। বেরেলষ্ট সাহেবের রাজত্ব কালে প্রায় কোন ভারি কর্ম্ম হয় নাই এবং ১৭৭০ শালের ২৬ দিসেম্বর তারিখে তিনি কার্টিয়ার সাহেবকে আপন পদে নিযুক্ত করিলেন এবং সুজাওদ্দৌলার সঙ্গে এক নূতন সন্ধিদ্বারা সকল সঙ্কট নিষ্পন্ন করিয়া বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যা সশান্তিতে রাখিয়া আপনি ইংগ্লণ্ডে গমন করিলেন।

---

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

কর্ণাটদেশে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত পুনর্যুদ্ধ। ফ্রান্সদেশহইতে লালির আগমন। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অপেক্ষা ফ্রান্সীয়েরদের পরাক্রমের প্রাবল্য। ফ্রান্সীয়েরদের অপেক্ষা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের

পরাক্রমপ্রাবল্য। ফুদচেরি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আয়ত্ত হয়। ইংগ্লণ্ডীয়েরা কর্ণাটদেশহইতে ফ্রান্সীয়েরদিগকে নিরাকরণ করেন।

যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য কলিকাতা পুনরাক্রমণার্থে এবং ফ্রান্সীয় সৈন্য বুসির উদ্ধারের নিমিত্ত কর্ণাটদেশ ত্যাগ করিল তখন উভয় পক্ষীয়েরা এমত দুর্ব্বল ছিল যে তাহারা নূতন সৈন্য আগমনের অপেক্ষাতে কতককাল নিষ্কর্ম্মে থাকিতে বাসনা করিল তথাপি ১৭৫৬ শালের শেষে কাপ্তান কালিয়াদ সাহেব মথুরা ও তিন্নিবল্লী আক্রমণার্থে মন্দ্রাজহইতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন অতএব তিনি তঞ্জাউর দেশ দিয়া মারোয়াড় নদ্যুত্তরণপূর্ব্বক তিন্নিবল্লীতে উপস্থিত হইলেন। এই নূতন আগত সৈন্য এবং পূর্ব্বাবধি তদ্দেশস্থিত অন্যং ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য সকল ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষপাতি পালেগারেরদের সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইলে মহা সৈন্য দৃষ্ট হইল। কিন্তু অর্থের অপ্রতুল হইলেও তিনি ১০ এপ্রিল তারিখে তিন্নিবল্লী ত্যাগ করিয়া এক শত আশী জন গোরা ও দুই শত পঞ্চাশ জন সিপাহী ও ছয়টা বৃহত্তোপ ও পাঁচ শত অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া মথুরার প্রতিকূলে গমন করিলেন কিন্তু নগরসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ঐ নগর অনুমানাপেক্ষা দুরাক্রম এবং ভিত্তিভেদের তোপব্যতিরেকে তাহা আয়ত্ত করা অসাধ্য। তথাপি অকস্মাৎ ঐ নগর আয়ত্ত করিতে কাপ্তান কালিয়াদ সাহেব নিশ্চয় করিয়া প্রাচীরের উপর সিঁড়ি দিয়া তিনি স্বয়ং বিংশতি জন লোকের সহিত উল্লঙ্ঘনদ্বারা দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু নগরস্থ লোকেরা তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় সন্ধান পাইলে কাপ্তান সাহেবকে সুতরাং প্রত্যাগমন করিতে হইল। অপর তিনি ভিত্তিভেদকারি ত্রিচিনাপল্লীহইতে তোপ আনয়নার্থে দুই শত সিপাহীকে প্রেরণ করিলেন ইত্যবকাশে তিনি শুনিলেন যে ফ্রান্সীয়েরা ত্রিচিনাপল্লীর সম্মুখে আগত হইয়াছে।

ফান্সীয়েরা নূতন সৈন্যের আগমনপর্য্যন্ত শান্তিব্যবহারেতে থাকিতে স্বদেশহইতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেও যখন তাহারা দেখিল যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা রণভূমিতে আছে এবং তাহারদের সৈন্য সকল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। তখন তাহারা অতিসুসময় জান

করিয়া আপনারা ৬ এপ্রিল তারিখে রণভূমিতে উপস্থিত হইল। কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে তাহারদের অভিপ্রায় জানিতে না পারেন এইহেতুক অত্যল্প সৈন্য লইয়া অপ্রয়োজনক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল বিশেষতঃ এলাবানাসোরের দুর্গাধ্যক্ষ যে এতৎকালপর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কিম্বা ফ্রান্সীয়েরদের পক্ষে আপনাকে স্বীকার করে নাই তাহার দুর্গসমীপে অতিবেগগমনপূর্ব্বক তাহারা ১০ এপ্রিল তারিখে উপস্থিত হইল। ঐ দুর্গাধ্যক্ষ দুর্গহইতে বহির্গত হইয়া ফ্রান্সীয় সৈন্যের মধ্যে ভয় জন্মাইল কিন্তু তদ্যুদ্ধেতে দুর্গাধ্যক্ষ কিঞ্চিৎ আঘাতী হইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশানন্তর অল্প দিবস পরে পরলোকগত হইল। তাঁহার মৃত্যু প্রকাশ হইবামাত্র তাঁহার তাবৎ সৈন্য রাত্রিযোগে দুর্গহইতে পলায়ন করিল এবং ফ্রান্সীয়েরা তৎক্ষণাৎ তাহা হস্তগত করিয়া বিরোধকারি পালেগারেরদের প্রতিকূলে যাত্রা করিল।

ইতোমধ্যে মন্দ্রাজের বড় সাহেব ও কৌন্সলী সাহেবেরা কাপ্তান কালিয়াদ সাহেবের নিকট পত্রদ্বারা এই সম্বাদ প্রেরণ করিলেন যে ফ্রান্সীয়েরদের গতিবিধিতে বোধ হইতেছে যে তাহারা ত্রিচিনাপল্লীর প্রতিকূলে গমন করিবেক না। এতৎসময়ে বাঙ্গালাহইতে সৈন্যাগমনের কালাবশেষ হইয়াছিল যেহেতুক ঋতুর পরীবর্ত্তনেতে বিপরীত বায়ুপ্রযুক্ত সেপ্তম্বর মাসের পূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে নূতন সৈন্যাগমন অসাধ্য অতএব ফ্রান্সীয়েরা এই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আপনারদের দুর্গের তাবদ্দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফুদচেরির মধ্যে কেবল অকর্ম্মণ্য কতক সৈন্য রাখিয়া ও নগরনিবাসি কতক লোকেরদিগকে নগররক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া তাবৎ সৈন্য লইয়া ১৪ মে তারিখে ত্রিচিনাপল্লীর সম্মুখে যাইয়া অকস্মাৎ অবস্থিতি করিল। মধুরার প্রতি সসৈন্য কাপ্তান কালিয়াদ সাহেবের যাত্রা করাতে তৎকালে ত্রিচিনাপল্লীতে তন্নগররক্ষোপযুক্ত সৈন্য ছিল না এবং তৎসময়ে সেখানে পাঁচ শত ফ্রান্সীয় লোক বদ্ধ থাকাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা উদ্বিগ্ন ছিলেন। কাপ্তান কালিয়াদ সাহেব ২১ মে তারিখে দিবা তৃতীয় প্রহরের সময় মধুরার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া এই সমাচারপ্রাপ্ত হইলেন এবং তিন ঘণ্টার মধ্যে

আপন সৈন্য প্রস্তুত করিয়া অতিবেগে যাত্রা করত ২৫ তারিখে ত্রিচিনাপল্লীহইতে সাড়ে নয় ক্রোশ অন্তর এক স্থানে পঁহুছিলেন। তৎকালে তাহার সৈন্যাপেক্ষা ফ্রান্সীয়েরদের পাঁচ গুণ অধিক সৈন্য ছিল এবং তাহারা ত্রিচিনাপল্লীর তাবৎ প্রবেশ পথে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিল। ঐ নগরের এক পার্শ্বে সাড়ে তিন ক্রোশ আয়ত এক মাঠ ছিল সে মাঠের তাবদ্ভূমি শস্যক্ষেত্র ও জলপূর্ণ তাহাতে ফ্রান্সীয়েরা ঐ মাঠ অগম্য অনুমান করিয়া সে দিগে তাদৃক মনোযোগ করে নাই এবং কাপ্তান কালিয়াদ সাহেব সসৈন্য আগমন করত যেরূপ দর্শন দিলেন তাহাতেও ফ্রান্সীয়েরা অনুমান করিল যে তিনি নগরের কোন এক সদর দ্বার দিয়াই নগরপ্রবেশ করণোদ্যোগ করিবেন। কিন্তু তিনি সন্ধ্যার পর আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া হঠাৎ ঐ অগম্য মাঠের দিগে গমন করিয়া রাত্রি আট ঘণ্টার সময় তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে চারি দিবসপর্য্যন্ত সিপাহীরা পদব্রজে আগমন করত অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিল তথাপি তাহারা ঐ রাত্রিতে কর্দমপূর্ণ মাঠ দিয়া গমনপূর্ব্বক অরুণোদয়ের পূর্ব্বে ঐ দুর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং নগর মধ্যস্থ ভরসাহীন লোকেরদেরকর্ত্তৃক অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক গৃহীত হইল। পরে যখন ফ্রান্সীয় সেনাপতি তাহারদের নগরপ্রবেশ সমাচার অবগত হইল তখন নগরাক্রমণ প্রত্যাশা ত্যাগপূর্ব্বক আপন সৈন্য লইয়া তৎপর দিবস ফুদচেরির প্রতি প্রস্থান করিল।

অতঃপরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত ফ্রান্সীয়েরদের নানা বিরোধ বিসম্বাদ এবং কতক লঘুযুদ্ধ ঘটিল কিন্তু সে সকল লিখনের প্রয়োজনাভাব যেহেতুক তাহার মধ্যে স্থূল এই যে দেশের মধ্যে যখন ফ্রান্সীয়েরা দুর্ব্বল হইল তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা রাজস্ব গ্রহণ করিলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা দুর্ব্বল হইলে ফ্রান্সীয়েরা রাজস্ব লইলেন।

ইতোমধ্যে কর্ণাটদেশে অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হইল বিশেষতঃ তৎপূর্ব্ব বৎসরে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বালাজীরাও মহিসুর

দেশ লুঠ করণার্থে আগমন করিয়া পুত্যাগমনকালে আপন এক জন সেনাপতিকে তৎস্থানে রাখিয়া গিয়াছিলেন ঐ সেনাপতি দেশ মধ্যস্থ কতক দুর্গ স্বাধীন করিয়া আর্কাটহইতে ত্রিশ ক্রোশ অন্তর কর্ণাট দেশে গমনীয় এক পর্ব্বতীয় পথ হস্তগত করিল এবং নবাবের নিকট লোকদ্বারা কহিয়া পাঠাইল যে এক্ষণে তোমার তাবৎ রাজ্যের চৌথ আমাকে প্রেরণ কর। মহারাষ্ট্রীয়েরা পাছে তাহার নগরে পুবেশ করে ইত্যাশঙ্কায় তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আশ্রয়ে আপন তাবৎ পরিজনেরদিগকে মন্দ্রাজে প্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা কহিল যে নিজামুল্‌মুল্ক কর্ণাট দেশের চৌথ চারি লক্ষ ও ত্রিচিনাপল্লীর চৌথ দুই লক্ষ এই ছয় লক্ষ বার্ষিক দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু আমরা ছয় বৎসরপর্য্যন্ত তাহা পাই নাই অতএব আমারদের ছত্রিশ লক্ষ টাকা পাওনা আছে। নবাব আপন দুর্ব্বলতা জানিয়া তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ পুসঙ্গ না করিয়া নগত দুই লক্ষ টাকা দিতে ও আড়াই লক্ষ টাকা দেশের জমিদারেরদের উপর বরাত দিতে স্বীকার করিলেনএতদ্রূপে নবাব তাহারদিগের সহিত নিয়ম করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন যে এক্ষণে এই টাকা দিতে আমার সঙ্গতি নাই অতএব তোমারদিগকে দিতে হইবে তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেই টাকা দিলেন।

এই সময় মন্দ্রাজের বড় সাহেব ও কৌন্সলী সাহেব লোকেরা দুই মনোযোগী ছিলেন বিশেষতঃ কর্ণাট দেশে ফ্রান্সীয়েরদের গমনাগমন এবং মধুরা ও তিন্নিবিল্লির আক্রমণ। যখন কালিয়াদ সাহেবের ত্রিচিনাপল্লিতে গমনাবশ্যক হইল তখন মধুরার সম্মুখে তিনি যাটি জন গোরা ও এক সহস্র সিপাহী রাখিয়া গেলেন কিন্তু তাহারাও সেখানে নিষ্কর্ম্মে থাকিল না। অপর যখন তিনি দেখিলেন যে ফ্রান্সীয়েরদেরহইতে আশঙ্কা দূর হইয়াছে তখন তিনি ত্রিচিনাপল্লিহইতে মধুরার পুতি আরং সৈন্য প্রেরণ করিয়া শেষে স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহারে ২৫ জুন তারিখে মধুরার পুতি যাত্রা করিয়া ৩ জুলাই তারিখে সেস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ১০ তারিখে তোপদ্বারা ভিত্তি

ভেদ করিয়া নগরে প্রবেশোদ্যোগ করিলেন কিন্তু শত্রুকর্তৃক বাধিত হইলেন। এতৎসময়ে কালিয়াদ সাহেব আপনি কএক দিবস পীড়িত ছিলেন অপর স্বাস্থ্য পাইয়া নগর বেষ্টনপূর্ব্বক শত্রুদের আহারীয় দ্রব্যের আগমন রোধ করিলেন তাহাতে শত্রুরা নিরুপায় হইয়া অগত্যা সন্ধিপত্র করণেচ্ছুক হইল এবং এতদ্বিষয়ে নানা কথোপকথনানন্তর কালিয়াদ সাহেব ১৭০০০০ মুদ্রা দিতে স্বীকার করিলে তাহারা তাঁহাকে নগর সমর্পণ করিল। বহুদিবসাবধি ফ্রান্সীয়েরা আপনারদের দেশহইতে স্থলযোদ্ধা ও জলযোদ্ধার আগমনের অপেক্ষা করিতেছিল পরে ৮ সেপ্তম্বর তারিখে বারখান জাহাজ ফুদচেরিতে আসিয়া নঙ্গর করিল কিন্তু এক সহস্র লোকমাত্র ফুদচেরিতে নামাইয়া দিয়া পুনর্ব্বার মরিচ উপদ্বীপে প্রত্যাগমন করিল ইহাতে ফ্রান্সীয়েরা যদ্যপি হতাশ হইল তথাপি এই সহস্র সৈন্য তাহারদের পূর্ব্ব সৈন্যের সহিত মিলিত হইলে তাহারদের অনেক বলবৃদ্ধি হইল। এ.০২ ৬ নবেম্বর তারিখের পূর্ব্বে তাহারা চিত্রবেট এবং ত্রিণকমালি নামে দুই দুর্গ এবং অন্য ছয় দুর্গ আয়ত্ত করিল ।

১৭৫৬ শালে যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত ফ্রান্সীয়েরদের প্রথম যুদ্ধ হইল তখন ফ্রান্সদেশের মন্ত্রিরা ভারতবর্ষে আপনারদের পরাক্রম স্থাপনার্থে অত্যন্ত যত্নবান হইয়া লালি নামে এক জন অতিনিপুণ সেনাপতির কর্তৃত্বাধীন এক সহস্র আশী জন গোরা সিপাহী এবং পঞ্চাশ জন গোলেন্দাজ ও অনেকং নূতন সেনাপতিরদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহারা ২৫ এপ্রিল তারিখে করমণ্ডলতটে উপস্থিত হইল।

ফ্রান্সীয়েরা এই মহাযুদ্ধায়োজনেতে অধিক ফলাপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং লালিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে করমণ্ডল তটে উপস্থিত হইবামাত্র সেন্তদাউদ দুর্গ প্রথম আয়ত্ত করিবা অতএব তিনি সেখানে পঁহুছিবামাত্র ভূমিস্থ ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদের সহিত পরামর্শ না করিয়া আপন তাবৎ জাহাজ সেন্ত দাউদ দুর্গের সম্মুখেতে নঙ্গর করাইলেন। এবং আপনি দুই জাহাজ লইয়া ফুদচেরিতে গমনপূর্ব্বক সেই রাত্রিতে এক সহস্র গোরা ও এক সহ

সু সিপাহী লইয়া সেন্ত দাউদ দুর্গের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার সৈন্যের কিছু আহারীয় দ্রব্য ছিল না এবং তাহার পথদর্শকেরা পথ ভুলিয়া প্রাতঃকালে সাত ঘণ্টার পূর্ব্বে ঐ দুর্গসম্মুখে পঁহুছিতে পারিল না। সে স্থানে পঁহুছিলে তাহারা ক্ষুধাতে ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সকলেই চতুর্দিগে লুঠ করিতে আরম্ভ করিল।

এই সকল সৈন্য সেন্তদাউদ দুর্গসমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তদ্দুর্গসম্মুখবর্ত্তি ফ্রান্সীয় জাহাজস্থেরা দক্ষিণঃহইতে আগম্যমান ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আপনারদের জাহাজের নঙ্গর তুলিয়া ফুদচেরি প্রতি যাত্রা করিল ইহা দেখিয়া ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজপতি তাহারদের পশ্চাৎং আপনারদের জাহাজ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। অপর ফ্রান্সীয়েরা সমুদ্রমধ্যে গিয়া যুদ্ধার্থে আপনারদের তাবৎ জাহাজ শ্রেণীবদ্ধ করিল তখন ফ্রান্সীয়েরদের নয় এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সাত জাহাজ ছিল। অনন্তর উভয়ে যুদ্ধ হইল কিন্তু কোন পক্ষে কিছু ফল দেখা গেল না কেবল উভয় দিগের কতক লোক হানি হইল ও জাহাজের অল্প ক্ষতি হইল। অনন্তর ফ্রান্সীয় জাহাজ সকল ফুদচেরিতে গিয়া আপনারদের তাবৎ সৈন্যেরদিগকে নামাইয়া দিল ও সে সকল সৈন্য ক্রমেং সেন্তদাউদ দুর্গ আক্রমণার্থে গমন করিল।

এই সকল বর্ত্তা শুনিয়া মন্দ্রাজে ইংগ্লণ্ডীয়েরা উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন যেহেতুক এতৎ সময়ে লালির পঁহুছনেতে ফ্রান্সীয়েরদের এমন বলবৃদ্ধি হইয়াছিল যে তৎকালে যদি ফ্রান্সীয়েরদের কর্ম্মেতে দুপ্লির কর্ত্তৃত্ব থাকিত তবে অনুমান হয় যে তদ্দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বসতি থাকা ভার হইত। দক্ষিণদেশে ফুদচেরির নিকট এতদ্রূপে ফ্রান্সীয়েরদের বলবৃদ্ধি হইতেং উত্তর সরকার দেশস্থ ফ্রান্সীয় সেনাপতি বুসিও প্রবল হইলেন। অতএব আমরা ঐ বীর্য্যবান অথচ কর্ম্মশীল সেনাপতি বুসির কর্ম্মেতে সংপ্রতি দৃষ্টি পাত করিব।

১৭৫৬ শালে তিনি আপন অসমসাহস প্রকাশপূর্ব্বক সুবাদারের তাবৎ পরাক্রমহইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া এবং আপন বি

পক্ষেরদিগকে আজ্ঞাধীন করিয়া রাজস্বের বাকি আদায়ের কারণ এবং ইহার পর আর রাজস্ব বাকি না থাকে এরূপ নিয়ম করণার্থে ১৬ নবেম্বর তারিখে পাঁচ শত গোরা সৈন্য ও চারি সহস্র সিপাহী লইয়া এবং সুবাদারের নিকট অত্যল্প সৈন্য রাখিয়া উত্তর সরকারের প্রতি গমন করিলেন। বুসি এই সকল বন্দোবস্ত স্থির করিতেং বাঙ্গালাহইতে ১ এপ্রিল তারিখে সিরাজদ্দৌলার এক পত্র পাইলেন তাহাতে তিনি এই লিখিয়াছেন যে বঙ্গদেশ হইতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দূর করিবার কারণ যদি তুমি আমার সাহায্য কর তবে আমি অপরিমিত পারিতোষিক দিব। এই পত্র পাইয়া বুসি উত্তর সরকারের সীমাতে স্বসৈন্য স্থকিত করিয়া কল্পনা করিলেন যে বাঙ্গালাহইতে পুনর্ব্বার পত্র পাইলে উড়িস্যা দেশ দিয়া সসৈন্য তাহার সাহায্যার্থে যাত্রা করিব। কিন্তু শেষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কর্তৃক চন্দননগর আক্রান্ত হওন ও সুবাদারের দুর্ব্বলতার সমাচার পাইয়া বঙ্গদেশে আগমন সংকল্প ত্যাগপূর্ব্বক উত্তরসরকারদেশস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বসতির উপর আক্রমণ করিলেন।

এই সকল ঘটনা সময়ে সলাবজ্জঙ্গ সুবাদারের দরবারে ও তাহার সৈন্যের মধ্যে এক উপপ্লব সম্ভবনা হইল ঐ নবাবের অন্য দুই ভ্রাতা ছিলেন তাহারদের বিষয়ে বুসি তাহাকে পূর্ব্বে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে তুমি আপন ভ্রাতারদিগকে ধন ও সম্ভ্রম দিতে ত্রুটি করিও না কিন্তু তাহারদের হস্তে কদাচ সৈন্য কিম্বা দুর্গ অর্পণ করিও না। সলাবজ্জঙ্গ যতকাল বুসির বশতাপন্ন ছিলেন ততকাল বুসির এই সুপরামর্শানুসারে চলিয়াছিলেন কিন্তু বুসি উত্তর সরকারদেশে গেলে কুমন্ত্রিরা বুসির প্রতি সলাবজ্জঙ্গের মনো ভঙ্গ করিলেন এবং বুসির পরামর্শের বিরুদ্ধে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বশালজ্জঙ্গকে আদোনি দেশের দুরাক্রম দুর্গের অধ্যক্ষতা দেওয়াইল এবং দক্ষিণ দেশের অতিশয় বৃহৎ ও আয়ত বিরাটদেশের অধ্যক্ষতা তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজামালিকে দেওয়াইল।

১৭৫৭ শালের অন্তে সুবাদারের অওরঙ্গাবাদে বাস কালে যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা ঐ নগরের প্রতি লক্ষ করিয়াছিল তখন সুবাদারে

র সৈন্যের মধ্যে বাকি বেতনের ছলে রাজদ্রোহ হইবার উপক্রম হইল এবং তাঁহার দেওয়ান তাঁহাকে অতিশয় ভয় প্রদর্শন করাইয়া আপনি এক দুর্গেতে পলায়ন করিল ইহাতে সুবাদার নিরুপায় হইয়া ভরসাহীন হইলেন। ইত্যবকাশে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজামালীখাঁ সৈন্যের এক ভাগ স্ববশীভূত করিয়া কহিলেন যে যদি রাজ্যের পরাক্রম অর্থাৎ মহামোহর আমার হস্তে অর্পিত হয় তবে আমি এই উপপ্লব শান্তি করি। নবাব সলাবজঙ্গ অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলে নিজামালীখাঁ তাঁহাকে নামমাত্র সুবাদার রাখিয়া আপনি রাজ্যের তাবৎ পরাক্রম গ্রহণ করিলেন।

জানুআরি মাসের প্রথমে বুসি এই সমাচার প্রাপ্ত হইবামাত্র আপন তাবৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে আওরঙ্গাবাদের প্রতি যাত্রা করিলেন এবং যে পথ দিয়া কদাপি কোন ইউরোপীয় লোক গমন করেন নাই এমন এক পথ দিয়া একুশ দিবসের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তথাতে পঁহুছিয়া তিনি দেখিলেন যে নগরের চতুর্দিগে চারি দল সৈন্য পৃথকং ছাউনি করিয়া রহিয়াছে প্রথমতো বিরাটহইতে আগত নিজামালির সৈন্য দ্বিতীয়তঃ সুবাদারের নিজ সৈন্য তৃতীয়ত আদোনীহইতে আগত বসালজঙ্গের সৈন্য চতুর্থতো বালাজিরাওর অধীন মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য। বুসি আপন মুষ্টি পরিমিত গোরা সৈন্য লইয়া সেস্থানে উপস্থিত হইলে সকলেই ভীত হইয়া তাহার গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ইহাতে বুসি বিবেচনা করিলেন যে প্রথমতঃ সুবাদারের পরাক্রম পুনঃস্থাপন করা এবং সুবাদারকর্তৃক দত্ত নিজামালির পরাক্রম তাহাহইতে পুনর্গ্রহণ করা উচিত। সুবাদারের ভ্রাতৃদ্বয় যখন এই কথা শুনিলেন তখন অতিশয় গর্ব্বপূর্ব্বক আস্ফালন করিতে লাগিলেন কিন্তু বুসি যখন তাহারদের হাতহইতে রাজমোহর গ্রহণ করিয়া তাহারদিগকে কহিলেন যে তোমরা এক্ষণে যে পরাক্রমপ্রাপ্ত হইয়াছ তাহা ত্যাগ করিলে তৎপ্রতিনিধি তোমারদিগকে যথেষ্ট বৃত্তি দেওয়া যাইবেক তখন তাহারা রাগেতে পরিপূর্ণ হইয়া আপনারদের পক্ষপাতী সৈন্যের

দের মধ্যে রাজদ্রোহ জন্মাইবার উপক্রম করিলেন অতএব বুসি উপযুক্ত সময় প্রাপ্তিপর্য্যন্ত তাহারদিগকে লোভ দিয়া রাখিবার নিমিত্ত রাজমোহর বসালজঙ্গের হস্তে রাখিলেন কিন্তু তিনি তাহার হস্ত এমত বদ্ধ করিলেন যে রাজমোহর প্রাপ্ত হইয়াও তিনি কিছু করিতে সমর্থ হইবেন না।

কিন্তু সুবাদারের রাজ্যের মধ্যে আপন পরাক্রম দৃঢ়ীভূত কর ণার্থে বুসি দেখিলেন যে তাহার দূরদেশীয় জায়গীরব্যতিরেকে নিকটস্থ কোন এক দুর্গ স্বাধীন রাখা উচিত যে হঠাৎ কোন বি পদ্ ঘটিলে সেখানে যাইয়া রক্ষা পাইতে পারেন অতএব দৌল তাবাদের অতিশয় খ্যাত দুর্গের দুরাক্রমত্ব দেখিয়া ঐ দুর্গ উপযুক্ত জ্ঞান করিলেন। তৎকালে ঐ দুর্গ বুসির প্রতিকূলমন্ত্রণাকারির দের মূলীভূত অথচ চিরশত্রু সলাবজঙ্গের দেওয়ানের হস্তে ছিল। পরে দৌলতাবাদস্থ তাহার নাএবকে উৎকোচপ্রদানপূর্ব্বক স্ববশী ভূত করিলেন তাহাতে সে এক রাত্রিতে গুপ্তরূপে ঐ দুর্গে বুসির সৈন্যেরদিগকে প্রবেশ করিতে দিল। অপর সলাবজঙ্গের দেও য়ান ও নিজামালিখাঁ ঐক্য করিয়া বুসির দেওয়ান হয়দরজঙ্গকে বধ করিতে নিশ্চয় করিল এবং এক সময় যখন সলাবজঙ্গ ঈশ্ব রারাধনার্থে মসজিদে গমন করিলেন তখন ঐ নিজামালি এক দর বার বসাইয়া হয়দরজঙ্গকে আহ্বান করিল ইহাতে হয়দরজঙ্গ সেস্থানে যাইবামাত্র তাহারদেরকর্তৃক হত হইল। ইহা শুনিয়া বুসি প্রথমত ঐ দেওয়ানকে হস্তগত করিতে নিশ্চয় করিয়া আ পন অমাত্যেরদিগকে তাহার প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন এবং তাহারা যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে ঐ দেওয়ানের সাক্ষাৎ পাইল তা হাতে পরস্পর সেইখানে বিরোধ হওয়াতে দেওয়ান তাহারদের কর্তৃক হত হইল। নিজামালি ঐ দেওয়ানের মৃত্যুসম্বাদ শ্রবণ ক রিয়া রাত্রিযোগে আত্মশিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক কতক অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া এমন বেগে পলায়ন করিলেন যে বুসির অশ্বারূঢ় সৈন্য তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিল না। পরে তিনি যাইয়া বুরহানপুরে আশ্রয় লইলেন। এতদ্রূপে বুসি আপন দুই প্রধান শত্রু অর্থাৎ সলাবজঙ্গের দেওয়ান ও নি

জামালি খাঁহইতে মুক্তি পাইলে ঐ সুবার মধ্যে তাঁহার পরাক্রম অদ্বিতীয়রূপে রহিল। ইতোমধ্যে ফ্রান্সীয় অধ্যক্ষ লালি তাবৎ ফ্রান্সীয় সেনার অধিপতি হইয়া দক্ষিণদেশে আগমন করিলেন তাহাতে বুসির যেরূপ উৎসাহভঙ্গ হইল তাহা ইতিহাসক্রমে দেখা যাইবেক সংপ্রতি লালির বিষয় পুনর্ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য।

১ মে তারিখে লালি সেন্ত দাউদ দুর্গসমীপে উপস্থিত হইয়া সে খানে সৈন্যসংখ্যা করিয়া দেখিলেন যে সেনাপতিভিন্ন দ্বিসহস্র পঞ্চশত গোরা সৈন্য ও তত্তুল্য সিপাহী ছিল। তৎকালে ঐ দুর্গেতে বিপক্ষপক্ষীয় ষোড়শ শত সিপাহী ও ছয় শত ঊনবিংশতি জন গোরা তাহার মধ্যে তিরাশী জন পীড়িত এতদ্ভিন্ন দুই শত পঞ্চাশ জন মল্ল। এই সৈন্য লইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা এক মাসপর্য্যন্ত লালিকে নিরস্ত রাখিলেন কিন্তু শেষে তাঁহারদের যুদ্ধদ্রব্যের অপ্রতুল হওয়াতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লালিকে দুর্গার্পণ করিলেন। ইংগ্লণ্ডীয়েরা অনুমান করিয়াছিলেন যে ঐ দুর্গাধ্যক্ষ অধিককাল পর্য্যন্ত দুর্গরক্ষা করিতে পারিবেন অতএব যখন শুনিলেন যে কেবল এক মাস যুদ্ধ করিয়া দুর্গ সমর্পণ করিয়াছেন তখন তাঁহারা তাহাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। লালি দুর্গাধিকার করণানন্তর ফ্রান্সদেশহইতে প্রাপ্ত আজ্ঞানুসারে ঐ দুর্গের ভিত্তিপর্য্যন্ত উত্তোলন করিলেন। পরে দেবিকোটা নামে দুর্গ আয়ত্ত করিয়া ৭ জুন তারিখে অতিসমারোহ ও জয়ধ্বনিপূর্ব্বক ফুদচেরিতে প্রত্যাগমন করিলেন।

অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরা বিবেচনা করিলেন যে অতঃপরে লালি মন্দ্রাজে আসিয়া অবশ্য প্রথমাক্রমণ করিবেন অতএব ত্রিচিনাপল্লি ব্যতিরেকে আপনারদের অন্য সকল দুর্গহইতে তাবৎ সৈন্য মন্দ্রাজে আনাইয়া সসজ্জ রাখিলেন। কিন্তু ফ্রান্সীয়েরদের ধনের অপ্রতুলপ্রযুক্ত লালি কোন বৃহৎ কর্ম্মের উদ্যোগ করিতে পারিলেন না পরে অন্য২ উপায়েতে অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া শেষে যুদ্ধদ্বারা যুদ্ধের ব্যয় আদায় করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং তৎসময়ে তিনি বুসিকে উত্তরসরকারহইতে ফুদচেরিতে আসিতে আজ্ঞা দিলেন। ইংগ্লণ্ডীয়েরা আপনারদের তাবৎ পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশ

হইতে মন্দ্রাজে সৈন্য আনাইয়াছিলেন তাহাতে তাবৎ প্রদেশ রক্ষকহীন হইয়াছিল। তৎকালে লালি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তত্তাবদ্দেশের রাজকর আদায় করিতে পারিতেন কিন্তু দেশহইতে রাজস্ব আদায় করা বিলম্বসাধ্য এবং তাঁহার নগদ টাকার প্রয়ো জন ছিল অতএব তিনি তাহাতে মনোযোগ করিলেন না। ১৭৫১ শালে যখন ফ্রান্সীয়েরা ও চন্দাসাহেব তঞ্জাউরের রাজার উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন তঞ্জাউরের রাজা আত্মরক্ষার্থে উপা য়ান্তর না দেখিয়া তাহারদিগকে ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকার খত লিখি য়া দিয়াছিলেন লালি সেই টাকা আদায় করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং তিনি বুঝিলেন যে যদি কোনরূপে এক্ষণে আমি ঐ টাকা প্রাপ্ত হইতে পারি তবে সংপ্রতি আমার সুসার হয়। আরো সেন্ত দাউদ দুর্গেতে তঞ্জাউরের রাজার দায়াদ এক জন বন্দিকে পাইয়া লালি অনুমান করিলেন যে ইহারদ্বারা তঞ্জাউরের রাজা কে ভয় প্রদর্শন করিলে তিনি অতিশীঘ্র টাকা দিতে সম্মত হই বেন। অতএব লালি ১৮ জুন তারিখে ঐ ব্যক্তিকে লইয়া তঞ্জাউ রের প্রতি যাত্রা করিলেন।

কিন্তু তদ্দেশস্থ লোকেরদের ভয় এবং তদ্যাত্রাতে ফ্রান্সীয়ের দের অসম্মতি এবং অর্থাভাবপ্রযুক্ত লালির সৈন্যের দ্রব্যাদির অপ্র তুল হইল এতদ্রূপে সৈন্যেরা অতিশয় পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এক সপ্তাহের পর কারিকোলেতে উপস্থিত হইল। সেখানে তঞ্জা উরের রাজা সন্ধি করণার্থে উকীল প্রেরণ করিলেন কিন্তু লালি শুনি য়াছিলেন যে তঞ্জাউরের রাজা সন্ধিকরণ চ্ছল করিয়া তাহার পূর্ব্ব পদস্থেরদিগকে ভোগা দিয়া অনেক কাল হরণ করিয়াছে অত এব লালি কহিলেন যে আমি তাহারদের ন্যায় প্রতারিত হইব না। অপর তিনি উকীলের আগমনে স্থগিত না হইয়া এবং সন্ধিবিষয়ে উকীলের কোন কথা গ্রহণ না করিয়া ধনাঢ্যরূপে বি খ্যাত নাগর নামে নগরের প্রতি যাত্রা করিলেন কিন্তু তাহার পঁহুছনের পূর্ব্বে তত্রস্থ মহাজনেরা আপনারদের তাবৎ ধন লই য়া স্থানান্তর হইয়াছিল অতএব তিনি সেখানে প্রায় কিছু পাই লেন না। ২৮ জুন তারিখে তিনি কৈভলুরে উপস্থিত হইয়া শুনি

লেন যে তত্রস্থ এক প্রসিদ্ধ দেবায়তনে অনেক বংশের উৎসৃষ্ট বহু ধন আছে অতএব লালি ঐ দেবায়তনে ও তচ্চতুর্দিক্স্থ স্থানে অনেক ধনান্বেষণ করত পুষ্করিণীপর্য্যন্ত সেঁচিলেন কিন্তু কিছু লাভ হইল না পরে তাবৎ প্রতিমা স্বর্ণময়ীজ্ঞানে লইয়া গেলেন কিন্তু শেষে দেখা গেল যে সে তাবৎ প্রতিমা পিত্তলময়ী। ছয় জন দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরের চতুর্দিগে টৌং করিয়া বেড়াইতেছিল তাহার দিগকে লালি বিপক্ষপক্ষীয় চর জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ তোপের মুখে বদ্ধ করিয়া উড়াইয়া দিলেন। অপর তঞ্জাউরের রাজার সৈন্যেরা সসজ্জ হইয়া অত্যল্প যুদ্ধ লক্ষণমাত্র দর্শাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেল পরে লালিও ১৮ জুলাই তারিখে রাজধানী সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং সেখানে পুনর্ব্বার বন্দোবস্তের উপক্রম হইল। কিন্তু লালি যত টাকার অপেক্ষা করিয়াছিলেন রাজা তদপেক্ষা অনেক ন্যূন টাকা দিতে স্বীকার করিলেন তাহাতে লালি কহিলেন যে যদি আমাকে ছয় শত বলদ ও কতক বারুদ দেন তবে আমি টাকার দাওয়ার কিছু অল্পতা করিব। কিন্তু লালির উকীলেরা তাঁহাহইতে জ্ঞানবান হইয়া বলিল যে রাজার নিকট বারুদের নামও করা অনুচিত যেহেতুক রাজা যদি জানিতে পারেন যে তোমার বারুদের অল্পতা হইয়াছে তবে কিছুই দিবে না অতএব কেবল বলদের কথা কহা ভাল। কিন্তু তঞ্জাউরের রাজা কহিলেন যে তোমরা গোঘ্ন এইহেতুক আমি স্বধর্ম্ম রাখিয়া তোমারদিগকে বলদ দিতে পারি না অতএব লালি তাহাতে বিরক্ত হইয়া তঞ্জাউরের প্রতি গোলাক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিবসের পর রাজা পুনর্ব্বার সন্ধি করণোদ্যত হইলেন কিন্তু উকীলেরা এত ছল করিতে লাগিল যে তাহাতে লালি বিরক্ত হইয়া উকীলেরদিগকে কহিলেন যে তোমারদের রাজা যদি এত ছল করেন তবে আমি তাহাকে সপরিবারে বদ্ধ করিয়া মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যাইব। এই অপমানের কথা শুনিয়া তঞ্জাউরের রাজা ও তাহার মন্ত্রিগণ প্রাণপণপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। তঞ্জাউরের রাজা যখন লালির আগমনের বার্ত্তা প্রথমাবগত হইলেন তখন তিনি তদুপসর্গহইতে রক্ষার্থে ইংগ্লণ্ডীয়ের

দের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ত্রিচিনাপল্লীস্থিত আপনারদের সেনাপতি কাপ্তান কালিয়াদ সা হেবকে কহিয়া পাঠাইলেন যে আপন ক্ষতি না করিয়া তঞ্জাউ রের রাজার যেপর্য্যন্ত উপকার করিতে পার তাহা কর তাহাতে কাপ্তান কালিয়াদ সাহেব অবিলম্বে তাহার নিকট প্রথমতো অল্প সৈন্য প্রেরণ করিয়া অধিক সৈন্য পাঠাইবার ভরসা জন্মাইলেন কিন্তু শেষে সৈন্য প্রেরণ করিলেন না যেহেতুক তিনি ভয় করি লেন যে পাছে তঞ্জাউরের রাজা অন্যমনস্ক হইয়া ফ্রান্সীয়েরদের সহিত সন্ধি করিয়া আমার তাবৎ সৈন্য ফ্রান্সীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করেন। অপর লালি তঞ্জাউরের প্রতি গোলাক্ষেপ করত ৭ আগস্ত তারিখে এক স্থানের ভিত্তি ভেদ করিলেন কিন্তু তৎসম য়ে তাহার কামানের নিমিত্ত কেবল দেড় শত টোটা ও প্রত্যেক সিপাহীর স্থানে কুড়িটার অধিক টোটা ছিল না। এবং তৎপর দিবস প্রাতঃকালে তিনি সমাচার পাইলেন যে ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধজা হাজ ফ্রান্সীয় যুদ্ধজাহাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া এক্ষণে কারিকো লের নীচে নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে সেই কারিকোলেতে ফ্রান্সীয়ে রা আপনারদের তাবৎ ভক্ষ্যদ্রব্য এবং যুদ্ধদ্রব্য ন্যস্ত করিয়াছিল অতএব লালি এতৎসময়ে কি কর্ত্তব্য ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত যুদ্ধসভা করিলেন। তাহার মধ্যে দুই ব্যক্তি পরামর্শ দিলেন যে এক্ষণে নগরভিত্তিভেদ হইয়াছে এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আগম নের বিলম্ব আছে অতএব নগরপ্রবেশ করা উচিত কিন্তু অন্য একাদশ জন কহিলেন যে এক্ষণে এ স্থানহইতে ছাউনি উঠাইয়া প্রস্থান করা কর্ত্তব্য তাহাতে লালি শেষ পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। এই পরামর্শ স্থির হইলে ফ্রান্সীয়েরদের সৈন্য ছাউনিতে কিঞ্চিৎ অমনোযোগী হইল এবং এই সমাচার তঞ্জাউরে পঁহুছিলে তঞ্জাউরের রাজা সসৈন্য হঠাৎ আসিয়া তাহারদের উপর আক্র মণ করিলেন তাহাতে লালির সৈন্যের মধ্যে মহাসঙ্কট উপস্থিত হইল। অপর ফ্রান্সীয়েরা সেস্থানহইতে প্রস্থান করিয়া পথি মধ্যে শত্রুকর্ত্তৃক পুনরাক্রান্ত হইয়া এবং গমনের পরিশ্রমে শ্রান্ত ও আহারাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া ২৮ আগস্ত তারিখে কারিকো

লেতে পঁহুছিয়া দেখিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজসমূহ সেখানে নঙ্গর করিয়া আছে। ইহার পূর্ব্বে ২৫ জুলাই তারিখে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধজাহাজসমূহ পালু উঠাইয়া ২৭ জুলাই তারিখে ফুলচেরির সম্মুখে পঁহুছিয়া দেখিল যে সেখানে ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজসমূহ নঙ্গর করিয়া আছে। অপর উভয়পক্ষীয় জাহাজের বহর সমুদ্রের মধ্যে বাহিরে গেল এবং ২ আগস্ত তারিখে পরস্পর যুদ্ধ হইল তদ্যুদ্ধে ফ্রান্সীয়েরদের আট ও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সাত জাহাজ ছিল। তাহাতে এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া যুদ্ধ হইলে পর ফ্রান্সীয়েরদের তিনখান জাহাজ শ্রেণীচ্যুত হইলে তাবৎ জাহাজ পাল উঠাইয়া পলায়ন করিল পরে ইংগ্লীয়েরা তাহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলেন কিন্তু অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে তাহারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের গোলার সীমাবহির্ভূত হইল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহারদের পশ্চাদ্ধাবনে নিবৃত্ত হইয়া রাত্রিযোগে কারিকোলে আগমনপূর্ব্বক জাহাজের নঙ্গর করিলেন। অপর ফ্রান্সীয় সেনাপতি কহিলেন যে আমার জাহাজ সকল জীর্ণ হইয়াছে এবং মল্লেরা পরিশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়াছে অতএব আমাকে দেশে প্রত্যাগমন করিতে হইবে ইহা শুনিয়া লালি তাহার গমন নিবারণার্থে অনেক যাচ্ঞা করিলেন কিন্তু তিনি কিছু না মানিয়া ২ সেপ্তম্বর তারিখে মরিচ উপদ্বীপে গেলেন।

অপর লালি কহিলেন যে এই জাহাজের প্রত্যাগমনে মন্দ্রাজ আয়ত্ত করণপ্রত্যাশা একেবারে লুপ্তা হইল। লালি তঞ্জাউরে যে টাকার প্রত্যাশা করিয়া গমন করিয়াছিলেন তাহা না পাওয়াতে সৈন্যব্যয়ের কারণ কোনরূপে টাকা আদায় করার আবশ্যকতা হইল অতএব তিনি কর্ণাট দেশের রাজধানী আর্কাট নগরের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কর্তৃক স্থাপিত যে মহম্মদআলী তাহার সেনাপতির কর্তৃত্বাধীনে তৎকালে আর্কাট নগর ছিল এবং তাহার সহিত কতক সিপাহী ও কতক এতদ্দেশীয় অশ্বারূঢ় সৈন্য ছিল। চন্দা সাহেবের পুত্র রাজা সাহেব ফ্রান্সীয়েরদের পক্ষপাতী হইয়া তন্নগর ফ্রান্সীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিবার কারণ তদ্দুর্গাধ্যক্ষের সহিত যোগ করিতে

লাগিল। অপর তাহারদের মধ্যে সন্ধিপত্রদ্বারা এই স্থির হইল যে ঐ দুর্গাধ্যক্ষ দশ সহস্র মুদ্রা পাইবেন এবং তাহার তাবৎ সৈন্য লালির সৈন্যের সহিত মিলিত হইবেক ও তাহারদের বেতন লালি দিবেন। এবং ৪ আক্তোবর তারিখে লালি অতিশয় সমারোহপূর্ব্বক তোপধ্বনি করত আর্কাট নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যদি ফ্রান্সীয়েরা মন্দ্রাজ বেষ্টন করিত তবে তত্রস্থ ইংগ্লণ্ডীয়ের দিগকে আপনারদের প্রয়োজনক তাবৎ খাদ্যদ্রব্য চিংলিপটাম দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশহইতে আনাইতে হইত। হইতে পারে যে লালি আপন অপ্রতুলপ্রযুক্ত কিম্বা তাহার আবশ্যকতা অজ্ঞাতপ্রযুক্ত সেই দুর্গের প্রতি না গিয়া প্রথম আর্কাটের প্রতি গমন করিয়াছিলেন। লালি যখন চিংলিপটাম দিয়া আর্কাটে গেলেন তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা চিংলিপটামের বিষয়ে তাদৃক মনোযোগী ছিলেন না কিন্তু লালি আর্কাটে পঁহুছিলে হঠাৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বোধ হইল যে চিংলিপটাম সুরক্ষার্থে অধিক লোক না রাখাতে ভাল হয় নাই অতএব শীঘ্র তথাতে অধিক লোক প্রেরণপূর্ব্বক তদ্দুর্গ অতিশয় দুরাক্রম করিলেন। সেপ্তম্বর মাসে ইংগ্লণ্ডহইতে এক জাহাজ আট শত পঞ্চাশ গোরা সৈন্য লইয়া মন্দ্রাজে পঁহুছিল ঐ সৈন্যের সহিত কাপ্তান কালিয়াদ সাহেবের সৈন্য মিলিত হইয়া লালির আর্কাট নগর অধিকারিকরণপূর্ব্বে চিংলিপটাম নগর সুরক্ষিত করিল।

ইতোমধ্যে বুসি উত্তরসরকারহইতে আসিয়া লালির সহিত মিলিলেন বুসি সুবাদারের রাজ্যের মধ্যে এমত নৈপুণ্যপূর্ব্বক কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে তিনি কেবল এক মুষ্টি পরিমিত গোরা সৈন্য লইয়া তাবৎ উত্তরসরকার দেশে সর্ব্বাপেক্ষা আপন পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি যখন সুবাদারকে ত্যাগ করিয়া আগমন করিলেন তখন সুবাদার অস্থির সিংহাসনে কেবল বুসির পরাক্রমে সুস্থির ছিলেন। যখন ঐ সুবাদার বুসির গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন তখন তিনি প্রায় তাহাতে বিশ্বাস করিলেন না কিন্তু পরে যখন নিশ্চয় সমাচার পাইলেন তখন উদ্বেগ ও

জয়েতে মগ্ন হইলেন। বুসি লালির নিকট পঁহুছিয়া দেখিলেন যে তিনি কেবল ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে ভারতবর্ষহইতে দূরকরণার্থে ব্যগ্র হইয়াছেন এবং তাহারদের পরস্পর প্রথম সাক্ষাৎকালে লালি বুসিকে কহিলেন যে আমি প্রথমতো মন্দ্রাজহইতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দূর করিব পরে বঙ্গদেশে গিয়া তথাহইতেও তাহারদিগকে নিরাকরণ করিব যে ভারতবর্ষে তাহারদের নাম না থাকে। বুসি লালিকে কহিলেন যে সুবাদারের রাজ্যে আমি যে ফ্রান্সীয় পরাক্রমের বীজ বপন করিয়া আসিয়াছি তাহা প্রথম বদ্ধমূল করা কর্ত্তব্য পরে সুবাদার আপন রাজ্যে বুসির পুনরাগমনবিষয়ে যেরূপ ব্যগ্রতাপূর্ব্বক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাহাও তাহাকে দর্শাইলেন। কিন্তু লালি আপন অভিলষিত কর্ম্মেতে এমন নিবিষ্ট হইয়াছিলেন যে বুসির এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে উন্মত্ত জ্ঞান করিলেন এবং ফুদচেরিতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে বুসির পত্রাদি যে পাঠ করিয়াছি সেই যথেষ্ট অনুগ্রহ।

কিন্তু লালি যে দিগে দৃষ্টি করিলেন সেই দিগে আপনাকে সঙ্কটেতে বেষ্টিত দেখিলেন। ফুদচেরির অধ্যক্ষেরা লিখিয়া পাঠাইলেন যে কোষ একেবারে শূন্য হইয়াছে অতএব তোমার সৈন্য ব্যয়ের কারণ আমরা কিছুই দিতে পারিব না। ইহাতে লালি নিজহইতে ষষ্টি সহস্র মুদ্রা দিয়া এতদ্রূপে সরকারি ব্যয়ার্থে ফুদচেরির কৌন্সলীরদের নিজ অর্থ দেওয়াইবার প্রবৃত্তি জন্মাইলেন এবং তাঁহারা চৌত্রিশ সহস্র মুদ্রা দিলেন এই দুয়েতে চৌরানব্বই সহস্র মুদ্রা সঙ্গতি হইলে তিনি দুইসহস্র সাত শত গোরা সৈন্য ও চারি সহস্র এতদ্দেশীয় সৈন্য লইয়া মন্দ্রাজ আক্রমণার্থে গমন করিলেন।

নবেম্বর মাসের আরম্ভে তাহার সকল আয়োজন প্রস্তুত হইল কিন্তু বর্ষার বিরত্তি না হওয়াতে তিনি ১২ দিসেম্বরের পূর্ব্বে মন্দ্রাজের সম্মুখে পঁহুছিতে পারিলেন না। সেখানে পঁহুছিয়া দেখিলেন যে তাহার সৈন্যের এক সপ্তাহের অধিক আহারীয় দ্রব্য নাই। তৎকালে মন্দ্রাজের মধ্যে ১৭৫৮ গোরা সৈন্য ও ২২০০ এতদ্দেশীয় সিপাহী ও ২০০ অশিক্ষিত এতদ্দেশীয় ঘোটকারূঢ়

সৈন্য ছিল। ১৩ তারিখে লালি মন্দ্রাজের নিকটে ত্র্যবাস্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়া মন্দ্রাজের চতুর্দিগের তত্ত্ব লইলেন। এবং ১৪ তারিখে অতিপ্রত্যূষে মন্দ্রাজের কালা নগর অর্থাৎ তদ্দেশীয় লোকেরদের বসতিস্থান আয়ত্ত করিলেন। সেখানে হয় সেনাপতির অনৈপুণ্যেতে হয় তাহার শাসনের শৈথিল্যে সিপাহীরা লুঠেতে ও আপনারদের সুখাভিলাষেতে মগ্ন হইলে গোল যোগ হইল। মন্দ্রাজের দুর্গস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা এই সমাচার অবগত হইবামাত্র বিপক্ষেরদের পুনঃ সাবধান হইবার পূর্ব্বে সসৈন্য কালানগরের প্রতি চড়াউ করিলেন কিন্তু সেখানে তাহারা ফ্রান্সীয়েরদের কর্তৃক এমত বাধিত হইলেন যে দুর্গপর্য্যন্ত পাছে হটিতে হইল। যদি সে সময় বুসির সৈন্য তাহারদের পশ্চাদাগমন করিত তবে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও ফিরিয়া আসিতে পারিত না। ঐ কালানগর আক্রমণ করণোত্ত লালি সরকারি খরচের কারণ কেবল ৪৬০০০ সহস্র মুদ্রাপ্রাপ্ত হইলেন বিশেষত এক জন আর্মাণীয় মহাজনকে যে তিনি লুঠহইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাহইতে ৪০০০০ সহস্র ও এক জন এতদ্দেশীয় মহাজনহইতে ৬০০০ সহস্র। এই অল্পসংখ্যক মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া তিনি তোপাদি সুসঙ্গত করিতেং সমাচার পাইলেন যে ৫০০০০০ নগদ টাকা সমেত ফ্রান্সীয় জাহাজ ফুদচেরিতে পঁহুছিয়াছে।

লালির সঙ্গে কেবল দুই জন গোলেন্দাজের সেনাপতি ও দুই জন দুর্গাক্রমণ বিদ্যাজ্ঞ ছিল তাহারদের ব্যতিরেকে তাঁহার অন্যং সেনাপতিরা এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ কিন্তু তাবৎ সেনাপতি অসম্মত ছিল অতএব তাহার তাবৎ ভরসা সিপাহীরদের উপর রাখিতে হইল। তথাপি তিনি নগরের উপর এমত বিজ্ঞতা ও সাহসপূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন যে তত্রস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরাও তাঁহাকে শ্লাঘ্য করিয়া মানিলেন। ঐ দুর্গমধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বাঙ্গালা হইতে এমত যুদ্ধায়োজন অর্থাৎ বারুদ গোলা এবং খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি প্রেরণ করিয়াছিলেন যে তাহারদের কোন বিষয়ের অপ্রতুল ছিল না। বিপক্ষেরা যেমন ইচ্ছা বিজ্ঞতাপূর্ব্বক আক্রমণ

করুক না কেন দুর্গস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা কোনরূপে তাহার বাধা জন্মাই তেন। লালি যখন যেস্থানে মুরচা করিতেন তৎক্ষণাৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরা আপনারদের অতিশয় ব্যগ্রতা ও নিপুণতাপূর্ব্বক তাহা নষ্ট করিতেন। বিপক্ষেরা আক্রমণে যত বিজ্ঞতা প্রকাশ করিল ইংগ্লণ্ডীয়েরা তন্নিবারণে তত্তুল্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন। তথাপি লালি আপন গোলাদ্বারা ঐ দুর্গের এক স্থানের ভিত্তিভেদ করিয়া প্রবেশপথ করিলেন কিন্তু শেষে দেখিলেন যে তাঁহার সেনাপতিরা তদ্বিষয়ে অমনোযোগী হইয়াছে। তথাপি তিনি আপন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না করিয়া পূর্ণিমার রাত্রিতে কৌশলক্রমে দুর্গপ্রবেশ করণাশাতে পূর্ণিমাপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে পূর্ণিমার দিবস সৈন্যপূর্ণ ইংগ্লণ্ডীয় ছয় জাহাজ মন্দ্রাজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ঐ জাহাজের আগমন সমাচার পাইয়া লালির সেনাপতিরদের আর এক বিন্দুও যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি হইল না এবং লালির আজ্ঞা পাইবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহারা স্বং কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ছাউনিতে প্রত্যাগমন করিল এবং ১৭ মার্চ তারিখে ফ্রান্সীয় তাবৎ সৈন্য মন্দ্রাজের সম্মুখহইতে প্রস্থান করিল। এতদ্রূপে মন্দ্রাজহইতে ফ্রান্সীয়েরা পাছে হটিলে মন্দ্রাজস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা আপনারদের হৃতদেশ পুনরাক্রমণ করণোদ্যোগ করিলেন কিন্তু তাহারদের অর্থের অপ্রতুলেতে সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হইল অতএব ৬ মার্চ তারিখের পূর্ব্বে তাঁহারা যাত্রা করিতে পারিলেন না। অপর তাহারা ১১৫৬ গোরা সৈন্য ও ১৫৭০ সিপাহী ও ১১২০ অশিক্ষিত সৈন্য এবং ১৯৫৬ অশ্বারূঢ় লইয়া মন্দ্রাজহইতে প্রস্থান করিলেন। ফ্রান্সীয়েরা মন্দ্রাজহইতে পাছে হটিয়া কঞ্জিবেরামের অভিমুখে গমন করিলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরাও তদ্দিগে গেলেন তাহাতে ২২ দিনপর্য্যন্ত উভয় সৈন্য সম্মুখাসম্মুখি রহিল এবং ২২ দিন গত হইলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা হঠাৎ বন্দিবাস স্থানে গিয়া তন্নগরাধিকারপূর্ব্বক দুর্গের প্রতি আক্রমণ করিলেন ইহাতে সুতরাং ফ্রান্সীয়েরা কঞ্জিবেরামহইতে শিবির উঠাইয়া বন্দিবাসে আগমন করিল। ইহা দেখিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা রাত্রিযোগে সেস্থানহইতে আপনারদের ছাউনি উঠাইয়া অতিবেগে

দুই দিবসের মধ্যে কঞ্জিবেরামে আগমন করিয়া সেস্থান অধিকার করিলেন। অপর ২৮ মে তারিখে উভয় সৈন্য বার্ষিক বিশ্রামার্থে গেল।

এতদ্রূপে স্থলপথে যুদ্ধ হইতেং জলেতে যুদ্ধারম্ভ হইল বিশেষতঃ ১০ সেপ্তম্বর তারিখে ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজ ও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের জাহাজ সম্মুখাসম্মুখি হইল। তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের দ্বাদশ জাহাজ এবং ফ্রান্সীয়েরদে চতুর্দ্দশ জাহাজ ছিল। কিন্তু ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধজাহাজসমূহাপেক্ষা ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজে ১৭৪ তোপ ন্যূন ছিল। অপর যুদ্ধ দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া রহিল কিন্তু তাহাতে জয়াজয় নিশ্চয় হইল না যেহেতুক ফ্রান্সীয়েরা আপনারদের শ্রেণীভঙ্গ করিয়া প্রস্থান করিল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহারদের পশ্চাদ্গমন করিলেন না।

অপর ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধদ্রব্যের অপ্রতুল হইলে তাহারদের যেরূপ উৎসাহভঙ্গ হইল শেষে তাহারদের জাহাজ পঁহুছিলে ততোধিক সাহসবৃদ্ধি হইল কিন্তু ইতোমধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বিনা যুদ্ধে কোবরপাক নামে দুর্গ আয়ত্ত করিলেন। আগস্ত মাসে লালির কতক সৈন্য বাকি বেতনের নিমিত্তে অবশীভূত হইল এবং তদ্দৃষ্টে আরং সৈন্য সকলও তৎপথাবলম্বন করিল।

ঐ জাহাজসমূহ সরকারি ব্যয়ের নিমিত্ত নগদ ৬০০০০ মুদ্রা আনিয়াছিল তদ্ভিন্ন আগমনকালে পথিমধ্যে তাহারা একখান ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানির জাহাজ ধরিয়া ১৭০০০০ মুদ্রামূল্যক হীরক লুঠ করিয়া লইয়াছিল। জাহাজপতি ঐ সকল মুদ্রা ও ১৮০ লোক নামাইয়া দিয়া মরিচ উপদ্বীপে পুনর্গমন কল্পনা করিলেন এই মন্ত্রণা শুনিয়া ফুদচেরিস্থ কৌন্সলীরা ও অন্যং লোকেরা চমৎকৃত হইয়া ভয়েতে মগ্ন হইলেন। অপর রাজকর্ম্মসম্পর্কীয় কিম্বা যুদ্ধকর্ম্মসম্পর্কীয় তাবৎ সাহেব লোক বড় সাহেবের ঘরে সভাস্থ হইয়া জাহাজের গমন নিবারণের কারণ অতিব্যগ্রতাপূর্ব্বক দরখাস্ত লিখিলেন কিন্তু জাহাজপতি আপন প্রতিজ্ঞা অন্যথা না করিয়া কেবল ৫০০ গোরা ও ৪০০ কাফরি সেখানে রাখিয়া আপন তাবৎ জাহাজ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

[১২ অধ্যায়।] [১৭৫৯ শাল।]

বুসি সলাবজ্জঙ্গকে ত্যাগ করিলে সেখানে এমন উৎপাত জন্মিল যে তদধিকারে ফ্রান্সীয়েরদের যে বশতা ছিল একেবারে তাহার লোপাপত্তি হইল বিশেষতঃ আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বাঙ্গালাহইতে কতক সৈন্য প্রেরণ করিয়া উত্তরসরকারে সফলতাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন এবং তদ্যুদ্ধে বুসি যে সকল দেশ অধিকার করিয়াছিল সে সকল ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে পড়িল এবং সুবাদার স্বয়ং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আশ্রিত হইলেন এবং বুসির আগমনেতে যে নিজামালি পলায়ন করিয়া বুরহানপুরে গমন করিয়াছিল সে এই সময় প্রত্যাগমন করিয়া আপন দুর্ব্বল ভ্রাতা সলাবজ্জঙ্গের পরাক্রম স্বহস্তগত করিল। তাঁহার অন্য ভ্রাতা বসালজ্জঙ্গ বুঝিলেন যে ফ্রান্সীয়েরা যদি আমার সহকারী হন তবে এই সকল ঘটনার মধ্যে আমার কিছু মঙ্গল হইতে পারিবেক। অতএব তিনি লালির নিকট পত্রদ্বারা কহিয়া পাঠাইলেন যে আমি তোমার আশ্রিত হইতে আসিতেছি। বুসি লালিকে কহিলেন যে এক্ষণে বসালজ্জঙ্গকে কর্ণাটদেশের সুবাদারি পদে নিযুক্ত করিলে অধিক উপকার দর্শিবে কিন্তু ইহার পূর্ব্বে লালি চন্দাসাহেবের পুত্রকে অতিসমারোহপূর্ব্বক তৎপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তথাপি লালি বুসিকে কতক সৈন্য সমভিব্যাহারে বসালজ্জঙ্গের সহিত মিলিতে অনুমতি দিলেন। তৎসময়ে বসালজ্জঙ্গ কর্ণাটদেশের সীমান্তেতে ছাউনি করিয়া ছিলেন। তিনি আপন অধিকার আদোনি দেশের বন্দোবস্ত করিব বলিয়া আপন ভ্রাতার রাজ্য হয়দরাবাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু যাত্রা করিলে অতিশীঘ্র দক্ষিণ পূর্ব্বদিগে মুখ করিলেন এবং তিনি লুঠদ্বারা আপন তাবদ্ব্যয় নিষ্পন্ন করত জুলাই মাসে নেলোরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

যে দিবস ইংগ্লণ্ডীয়েরা বন্দিবাসহইতে তাড়িত হইয়াছিলেন সেই দিবসে বুসি সেখানে পঁহুছিলেন এবং বুসি সেস্থান হইতে সৈন্য লইয়া বসালজ্জঙ্গের অন্বেষণে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে লালির তাবৎ সৈন্য একেবারে অবশীভূত হইল বিশেষতঃ তাহারদের এক বৎসরের বেতন বাকি হইয়াছিল এবং

তাহারা বস্ত্রহীন ও কোনং সময় ভক্ষ্যহীনও হইয়াছিল তদ্ভিন্ন সিপাহীরদের মধ্যে জনরব হইল যে আমরা যাহা শুনিয়াছি তদধিক মুদ্রা ঐ জাহাজদ্বারা পঁহুছিয়াছে এবং লালি আমারদিগকে বঞ্চনা করিয়া সে সকল টাকা আপনার কারণ রাখিতেছে। অতএব ১৬ আক্তোবর তারিখে তাবৎ সৈন্য একেবারে অবশীভূত হইল তাহাতে সেনাপতিরা কিছুই করিতে পারিল না। বুসি আর্কাটে পঁহুছিয়া এই সকল বার্ত্তা শ্রবণমাত্র ফিরিয়া আইলেন। অপর সিপাহীরদিগকে ছয় মাসের বেতন দিলে এবং তাহারদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে তাহারা পুনর্ব্বার আজ্ঞাধীন হইল কিন্তু এই সকল বন্দোবস্ত করিতেং এত বিলম্ব হইল যে বসালজঙ্গ কর্ণাটের সীমাবর্ত্তী হইয়া যে ফ্রান্সীয়েরদের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি আর বিলম্ব সহিতে না পারিয়া ১৯ আক্তোবর তারিখে পর্ব্বতোত্তীর্ণ হইলেন এবং আপন ভ্রাতা নিজামালী যে বুসির আগমন বার্ত্তা শ্রবণে ভীত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিল যে যদি তুমি আমার পক্ষপাতী হও তবে আমি তোমার অধিকার কিছু অধিক করিয়া দিব তাহার অধিকার কর্পাতে গমন করিলেন। এবং বুসিও তাহার পশ্চাৎং গিয়া ১০ নবেম্বর তারিখে সেখানে উপস্থিত হইলেন। বুসির সহিত বসালজঙ্গের সাক্ষাৎ হইলে বসালজঙ্গ কহিলেন যে ফ্রান্সীয়েরা যদি আমাকে তাবৎ কর্ণাটদেশের নবাবরূপে খ্যাত করেন ও ৪০০০০০ টাকা দেন তবে আমি ফ্রান্সীয়েরদের সহিত গমন করিতে প্রস্তুত আছি। তাহাকে নবাবরূপে খ্যাত করিতে ফ্রান্সীয়েরদের ইচ্ছা ছিল না এবং চারি লক্ষ টাকা দিতেও বুসির সঙ্গতি ছিল না অতএব এ সকল কথোপকথন বিফল হইলে সুতরাং বুসিকে সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল কিন্তু প্রত্যাগমনকালে বুসি বেতনদ্বারা ৪০০ উত্তম অশ্বারূঢ় সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক আগমন করিলেন।

অপর লালি আপন সৈন্য লইয়া দুই ভাগ করিলেন এবং ২০ নবেম্বর তারিখে তাহার এক দল সৈন্য শ্রীরঙ্গম নামে উর্ব্বর অথচ ধনশালী উপদ্বীপ আয়ত্ত করিল। ইতোমধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধে সসজ্জ হইলেন এবং কর্ণল কুট সাহেব ২৭ আক্তোবর তা

রিখে তাবৎ সৈন্যের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন এবং বিপক্ষে
রা যে তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে না পারে এইহেতুক তিনি প্র
থম আর্কাটে যুদ্ধের ছল দর্শাইয়া বন্দিবাসের প্রতি অকস্মাৎ গমন
করিয়া ১৯ নবেম্বর তারিখে সে স্থান হস্তগত করিলেন। ইহা
শুনিয়া লালি উদ্বিগ্ন হইলেন যেহেতুক ইহার পর ইংগ্লণ্ডীয়ে
রদের আর্কাট লইবার বাধা ছিল না এবং আর্কাট লইলে তদু
ত্তরদিক্স্থ তাবৎ প্রদেশ অনায়াসে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হই
বেক অতএব তিনি যুদ্ধার্থে বিশেষ মনোযোগ করিতে লাগিলেন
এবং ইতস্ততো ভ্রমণ করত ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে ভুলাইয়া হঠাৎ
কাঞ্চিবরামের প্রতি চড়াউ করিয়া তাহা হস্তগত করিলেন।

কিন্তু ঐ স্থান আয়ত্ত করণানন্তর তিনি অনুতাপী হইলেন যে
হেতুক তিনি সেই স্থান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধদ্রব্য ও ভক্ষ্যদ্রব্যের
ভাণ্ডার জ্ঞান করিয়াছিলেন কিন্তু শেষে প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে
ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ভাণ্ডার নাই তাহারা প্রতি দিন আনয়ন করি
য়া ভক্ষণ করে। অনন্তর লালি বন্দিবাসের প্রতিকূলে গমন করি
লেন এবং সেস্থানে তাহার তোপাদি সুসঙ্গত করিতে কতক দি
বস গত হইল ইত্যবকাশে ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেস্থানে আগমন করি
লেন।

এইরূপে লালির আশাভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন যে রণভূমিতে
ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করণব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই অত
এব বন্দিবাসের সম্মুখে জেনেরাল কূট সাহেবের সহিত লালির
ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ১৯০০ গোরা ছিল তা
হার মধ্যে ৮০ অশ্বারূঢ় এবং ২১০০ সিপাহী ও ১২৫০ এতদ্দেশীয়
অশ্বারূঢ় ও ২৬ টা তোপ। ফ্রান্সীয়েরদের সহিত ২২৫০ গোরা
ও ১৩০০ সিপাহী ছিল। এই যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ লিখিবার প্র
য়োজনাভাব যেহেতুক উভয়েই প্রায় তুল্য যুদ্ধ করিল। অনেক
কাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ হইলে পর শেষে বুসি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্ত
গত হইলেন এবং ফ্রান্সীয় সৈন্য সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া পলা
য়ন করিল। লালি রণভূমিহইতে প্রথমতঃ চিত্তাপেটে গেলেন
কিন্তু সেস্থানে বিলম্ব না করিয়া তৎপর দিবস গিঞ্জিতে গমন

করিলেন। ঐ বন্দিবাসের যুদ্ধের পরদিবস কর্ণল কুট সাহেব আ র্কাটের প্রতিকূলে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে তাহারা শুনিল যে ফ্রান্সীয়েরা চিত্তাপেটেতেও কিছু সৈন্য রাখে নাই অতএব সেই নগর আয়ত্ত করিতে তাহারদের ভরসা জন্মিল এবং দুই দিবসপর্য্যন্ত যুদ্ধ করত ঐ স্থান হস্তগত করিল। ১ ফেব্রু আরি তারিখে কর্ণল কুট সাহেব আর্কাটের সমীপে উপস্থিত হই লেন এবং ৫ তারিখে তিনি তোপের তিন শ্রেণীহইতে গোলা ক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ৬ তারিখে বৈকালে সৈন্যে রা আরো অগ্রসর হইল এবং ৯ তারিখে ভিত্তির দুই স্থানে ছিদ্র হইল। তদ্দ্বারা নগরপ্রবেশ করিতে পারিতেন কিন্তু ইতোমধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেই স্থানহইতে সন্ধিসূচিকা এক পতাকা নির্গতা হইতে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। পরে নগরস্থ লোকেরা সন্ধি পূর্ব্বক সেই নগর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিল এবং লালি ফুদচেরিতে গমন করিলেন।

এতৎসময়ে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি কর্ণল কুট সাহেব তদ্দেশস্থ ফ্রান্সীয়েরদের তাবদ্দুর্গ আক্রমণ করিতে ও ফুদচেরি বেষ্টন করি তে এবং ইউরোপহইতে যদি নূতনফ্রান্সীয় সৈন্য না আইসে তবে ফুদচেরি আয়ত্ত করিতে কল্পনা করিয়া আলমপারবা ও ফুদচেরির মধ্যবর্ত্তি দেশ দখল লুঠ দগ্ধ করিলেন। ১ ফেব্রুআরি তারিখে তিমিরিস্থ দুর্গ আয়ত্ত করিলেন এবং সেই দিনে ফ্রান্সী য়েরা দেবিকোটা ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। অপর ঐ মাসের ১৯ তারিখে ত্রিণমালী এবং ২ মার্চ তারিখে পরমাকোইল ও ১২ তারিখে আলমপারবা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল। অপর ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণদেশে ফ্রান্সীয়েরদের তাবৎ জিত অধিকারের মধ্যে কেবল কারিকোল ও ফুদচেরি তাহারদের হস্তে থাকিল পরে ঐ কারিকোল নগরও ৫ এপ্রিল তারিখে ইংগ্লণ্ডী য়েরদের হস্তগত হওয়াতে ফ্রান্সীয়েরা ফুদচেরিতে বদ্ধপ্রায় র হিল। তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার চতুর্দ্দিগ্বেষ্টন করিলেন তাহা তে লালি দেখিলেন যে দক্ষিণদেশে ফ্রান্সীয়েরদের রাজ্যাবসান কাল উপস্থিত অতএব দশদিগ শূন্য দেখিয়া শেষে মহিসুর

রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তৎসময়ে হয়দর আলী মহিসুর রাজ্যের রাজারূপে খ্যাত হন নাই বটে কিন্তু তা বদ্দেশ ও মহাসৈন্য তাঁহার বশীভূত ছিল। অতএব লালি তাঁ হার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে তিনি কএক শত বলদ ও ৩০০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য ও ৫০০০ সিপাহী লইয়া ফুদচেরিতে ফ্রা ন্সীয়েরদের সহকারিতা করিতে স্বীকার করিলেন। অন্য পক্ষে ফ্রান্সীয়েরা কর্ণাটদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অথচ দুরাক্রম থিয়াগড় নামে এক দুর্গ তাহাকে দিতে স্বীকার করি লেন। এবং এমন কথাও হইল যে তাহার সহকারিতাতে যদি ফ্রান্সীয়েরা জয়ী হন তবে তাহারা মাধুরা ও তিন্নিবল্লী এই দুই দেশ অধিকার করিয়া তাহাকে দিবেন। এই বন্দোবস্তেতে ফ্রান্সীয়েরদের কিছু উপকার দর্শিল না যেহেতুক হয়দরআলীর সৈন্য তাহারদের সহিত আইল বটে কিন্তু যখন তাহারা বিপদ দেখিল এবং হয়দরআলীর উপর কিঞ্চিৎ বিঘ্ন সম্ভাবনা হইল তখন তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।

কিন্তু এই বিপত্তিকালে লালি যেরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন তাহাতে তাঁহার প্রশংসা করা উচিত যেহেতুক আট মাসপর্য্যন্ত তিনি অন্ন বস্ত্র অর্থ হীন হইয়া এমন যুদ্ধ করিলেন যে ইংগ্লণ্ডী য়েরদিগকে আপনার উপর আক্রমণ করিতে দিলেন না এবং স কল বিষয়ের অভাব হইলেও তিনি ফুদচেরিতে এত খাদ্যদ্রব্য সং গ্রহ করিয়াছিলেন যে তাহাতে কতক মাসপর্য্যন্ত তাঁহারদের অনায়াসে আহারাদি চলিল। অপর বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ফুদচেরিহইতে অল্প দূর অন্তর এক উচ্চস্থানে শিবি র সংস্থাপন করিলেন ইতোমধ্যে কোন যুদ্ধাদি হইল না কেবল ফ্রান্সীয়েরা ফুদচেরিতে পুনঃ২ ভক্ষ্যদ্রব্য লইয়া যাইবার উদ্যো গ করিল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা তন্নিবারণোদ্যোগ করিলেন এত দ্রূপে বর্ষা গতা হইল। দিসেম্বর মাসে বর্ষা বিরতা হইলে ইং গ্লণ্ডীয়েরা ৮ দিসেম্বর তারিখে গোলা ক্ষেপ করিতে আরম্ভ করি লেন এবং ১২ জানুআরি তারিখে তাহারা আরো অগ্রসর হইলে

ফুদচেরিতে বিপক্ষেরা একেবারে আশাহীন হইল। লালি উদ্বেগ ও পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া স্বয়ং শয্যাগত হইলেন। দুর্গেতে সকল সেনাপতি ও কৌন্সলী সাহেব লোকেরদের মধ্যে এমত বিরোধ হইল যে লালির কিছু পরাক্রম থাকিল না এবং যে সকল আহারীয় দ্রব্য লালি অনেক যত্নে সংগ্রহ করিয়াছিলেন সে সকল অপরিমিতরূপে ব্যয় হওয়াতে শেষে তাহারদের আহারের অপ্রতুল হইল। তাহাতে ১৪ জানুআরি তারিখে লালি এবং ফুদচেরির কৌন্সলীরদেরহইতে এক জন উকীল ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে প্রেরিত হইল এবং কতক কথোপকথনানন্তর ঐ ফুদচেরি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পিত হইল। থিয়াগড় ও গিঞ্জি নামে দুই দুর্গব্যতিরেকে ফ্রান্সীয়েরদের অন্য স্থান থাকিল না পরে ঐ দর্গাধ্যক্ষ যখন অন্য সহায়তা প্রাপণ প্রত্যাশাহীন হইলেন তখন ঐ দুই দুর্গও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পণ করিলেন তাহাতে যে দক্ষিণদেশের মধ্যে ফ্রান্সীয়েরা মহারাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সে দেশের মধ্যে তাহারদের এক গ্রামও থাকিল না।

লালির ইহার পরের বিবরণ সংক্ষেপ অথচ দুঃখজনক। পূর্ব্ব ইতিহাসেতে তাহার উদ্যোগ ও কর্ম্মদক্ষতা ও পরিশ্রম সকল প্রকাশ হইয়াছে এবং ঐ ইতিহাসদ্বারা দেখা যায় যে তিনি যে নিষ্ফল হইলেন সে অপরাধ তাঁহার নয় কিন্তু ফুদচেরির কৌন্সলীরদের যেহেতুক তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনাবধি তাহারা সহায়তা না করিয়া বরং দিনেং তাঁহার বাধা জন্মাইলেন কিন্তু যখন ভারতবর্ষে ফ্রান্সীয়েরদের রাজ্যভঙ্গের সমাচার ফ্রান্স দেশে পঁহুছিল তখন তাবদ্দোষ লালির উপর পড়িল। পরে তিনি অতিকদর্য্য এক কারাগারে বদ্ধ হইলেন এবং ইতোমধ্যে যে কৌন্সলীরা ফ্রান্সদেশে গিয়াছিলেন তাঁহারা তাহার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিলেন তাহাতে একেবারে তাহার মস্তকচ্ছেদন হইল। ভারতবর্ষে ফ্রান্সীয়েরদের অতিশয় নিপুণ ও সাহসবান যে তিন জন সেনাপতি অর্থাৎ লাবোর্দোনে ও দুপ্লি এবং লালি সে তিন জনই ফ্রান্সদেশের বাদশাহইতে পারিতোষিক না পাই

য়া বরং বাদশাহ ও তম্মন্ত্রী ও লোকেরদেরকর্ত্তৃক প্রাণ হারাই লেন।

---

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কর্ণাটদেশের বিবরণ। বেলূরের অধ্যক্ষ ও তঞ্জাউরের রাজা ও মারবাড় স্থানের প্রতি নবাব মহম্মদআলীর মন্ত্রণা। কোম্পানির সহিত তঞ্জাউরের রাজার সন্ধিপত্র। মহম্মদ যুসফের সহিত সন্ধি পত্র। কাবেরী নদীর বান্ধ।

ফ্রান্সীয়েরদের সহিত যুদ্ধারম্ভকালে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন কর্ণাটদেশহইতে ফ্রান্সীয়েরা রাজ্যভ্রষ্ট হইলে তাঁহারা তদধিক ফলপ্রাপ্ত হইলেন বিশেষতঃ তাঁহারা দেখিলেন যে তাহারা যাহার সহায়তা করিয়াছিলেন তাবৎ কর্ণাটদেশ এমত নবাবের অধীন হইল বাস্তবিক তাবদ্দেশ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের করাধীন হইল। অতঃপর এই মহাবিষয় প্রথম বিবেচনা হইতে লাগিল যে ঐ নবপ্রাপ্ত পরাক্রম ও উপকার নাম মাত্র নবাব এবং প্রকৃত নবাব অর্থাৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মধ্যে কি রূপে বিভক্ত হইবে। এক পক্ষে গত যুদ্ধের তাবৎ ভার যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপর পড়িয়াছিল এবং তাহারা যে আপনারাই যুদ্ধেতে দেশ জয় করিয়াছেন এবং মহম্মদআলী যে তাহারদের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার করেন নাই ইহা তাহারা বিস্মৃত হন নাই এবং এই সময়েও যদি তাঁহারা তাহার আনুকূল্য না করেন তবে তাহার এমন পরাক্রম নাই যে তিনি দেশ রক্ষা করিতে পারেন। অন্য পক্ষে নবাব মহম্মদআলী আপনাকে নবাবির তাবৎ পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যেতে ভূষিত এবং একাধিপতি জ্ঞান করিলেন। গত তাবদ্যুদ্ধেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা কহিয়াছিলেন যে তাহারা তাহার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছেন অতএব তিনি আপনাকে প্রভু এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে অত্যুপকারক ভৃত্যের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন তাহাতে সুতরাং উভয়দিগে বিরোধের বীজ উপ্ত হইল।

ফুলচেরি আয়ত্ত হইবার পূর্ব্বে নবাব সাহেব উভয়পক্ষের বন্দোবস্তের এক ফর্দ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিয়াছিলেন ঐ ফর্দে নবাব এইং স্বীকার করিয়াছিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধেতে যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত বৎসরং ২৮০০০০০ লক্ষ মুদ্রা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিবেন এবং ত্রিচিনা পল্লীর ভৈনাতি সৈন্যের কারণ তিন লক্ষ টাকা বার্ষিক দিবেন। তদ্ভিন্ন যদি ফুদচেরি অধিকার হয় এবং তচ্চতুর্দিকস্থ জমীদারের দের স্থানে বকেয়া রাজস্ব আদায় করিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার সহায় হন তবে এক বৎসরের মধ্যে তাবৎ ঋণ পরিশোধ করি বেন। কিন্তু যদি নেলোর ও তিন্নিবল্লী শত্রুকর্ত্তৃক লুঠিত হয় তবে ঐ বার্ষিক ২৮০০০০০ হইতে কিছু বাদ দেওয়া যাইবেক। অন্যপক্ষে তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে স্বীকার করাইলেন যে তা হারা নবাবের অবশীভূত অন্য জমীদারেরদের সহায়তা করিবেন না। এবং ইংগ্লণ্ডীয় দুর্গাধ্যক্ষেরা পুজারদের বিরোধেতে ও দেশের কর্ম্মেতে হাত দিবেন না এবং তাবৎ দুর্গেতে কোম্পানির পতাকা উড্ডীয়মানা না হইয়া নবাবের পতাকা উড্ডীয়মানা হই বেক এবং প্রয়োজন হইলে কোম্পানি আপন সৈন্যদ্বারা নবাবের কালেক্টরেরদের অর্থাৎ করগ্রাহকেরদের সহায়তা করিবেন।

মন্দ্রাজের বড় সাহেব প্রথমতো বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এ সকল বিষয় স্বীকার করিলেন কিন্তু তাহার অল্পকাল গতে যু দ্ধের ব্যয়েতে ভারাক্রান্ত হইয়া নবাবকে কহিলেন যে আমারদের পঞ্চাশ লক্ষ নগদ টাকার প্রয়োজন আছে। নবাবের ভাণ্ডারে এত মুদ্রা না থাকাতে তিনি সাধ্যপর্য্যন্ত ওজর করিতে লাগিলেন কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অতিশয় স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখিয়া শেষে অ ধিক সুদ দিয়া সেই সকল টাকা কর্জ করিলেন। অপর উভ য়ের মধ্যে এই স্থির হইল যে ফুদচেরির আক্রমণে যত ব্যয় হই বেক তাহা নবাব সাহেব দিবেন। নবাব ইহাও স্বীকার করিয়া কহিলেন যে ফুদচেরিতে যে যুদ্ধদ্রব্য হইবেক সে সকল আমার হইবেক। কিন্তু ফুদচেরি আয়ত্ত হইলে কোম্পানির ভৃত্যেরা সে সকল আপনারা সাত করিয়া কহিলেন যে আমরা ইহার মূল্য

ধরিয়া তোমার হিসাবে বাদ দিব কিন্তু যখন সেই হিসাব ইং গ্লণ্ডে কোম্পানির নিকট পঁহুছিল তখন কোম্পানি তাহা স্বীকার করিলেন না।

তৎকালে দেশের শাসনের বিশৃংখলতাতে রাজস্ব আদায় করা অতি দুঃসাধ্য ছিল যেহেতুক দেশ নানাভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক জমীদারের দুর্গ ও সৈন্য ছিল এবং যখন জমীদা রেরা বুঝিত যে রাজকর না দিলে কেহ তাহারদিগকে শাসন করিতে পারিবে না তখন তাহারা রাজকর বন্ধ করিত অতএব রাজশাসন কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইবামাত্র রাজকর আদায় করা অতি দুঃসাধ্য হইত। অনেক বৎসরাবধি কর্ণাটদেশে কোন রাজ শাসনের স্থৈর্য্য না থাকাতে নানা যুদ্ধকারিরা যুদ্ধদ্বারা যিনি যে দেশ স্বহস্তগত করিতে পারিতেন তিনি তদ্দেশের রাজস্ব ও যুদ্ধ লব্ধ সংগ্রহ করিতেন। এবং নানা প্রদেশ ও নানা দুর্গের কর্ত্তারাও রাজস্ব দিতে ওজর করিত। সৈন্যহীন মহম্মদআলী কে এইরূপে ক্ষয়িত দেশহইতে আপন রাজব্যয়োপযুক্ত ও আ পন অভিলাষ পূরণোপযুক্ত এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দাতব্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইল।

নবাব দেশের দরিদ্রতা অবগত হইয়া বেলুরের অধিপতি ম র্ত্তিজআলী এবং তঞ্জাউর দেশের এবং মারোয়াড়দ্বয়ের ধনের উপর ভরসা রাখিলেন। বেলুরের প্রদেশ এবং দুর্গ কর্ণাটদেশের অন্তঃপাতিরূপে গণ্য ছিল কিন্তু তঞ্জাউর ও মারোয়াড়দ্বয় স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল কেবল যখন চতুর্দ্দিকস্থ দেশস্থেরদেরকর্ত্তৃক ভারাক্রান্ত হইত তখন যেমন অনিচ্ছাপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে চৌথ দিত তদ্রূপ কখনং অল্প কর দিত কিন্তু এই দুই দেশ কখন মোগল রাজ্যের মধ্যে গণিত হয় নাই কেবল কখনং কাম্যরূপে তদধীন তা স্বীকার করিত।

এমত পরাক্রান্ত অধ্যক্ষেরদিগকে স্ববশীভূত করণোপযুক্ত পরা ক্রম মহম্মদআলীর ছিল না অতএব সেই কর্ম্মসম্পন্ন করণার্থে তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন।

কিন্তু দীর্ঘস্থায়ি অথচ ব্যয়সাধ্য যে শেষ যুদ্ধ তাহাতে মন্দ্রাজের

কোষ এমত শূন্য হইয়াছিল যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা নূতন যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করিতে অতি অনিচ্ছুক হইলেন। যে হউক অনেক হেতুবাদের পর ১৭৬১ সালের গ্রীষ্মকালে তাহারা বেলূর অধিকারার্থে আপনারদের সৈন্য দিতে স্বীকার করিলেন এবং তিন মাস পরিশ্রমের পর সেস্থান হস্তগত হইল কিন্তু সেখানে প্রায় কিছুই ধনলাভ হইল না।

তঞ্জাউরের বিষয়ে অধিক ভরসা ছিল য়েহেতুক বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যকর্ত্তৃক অনেক বৎসরাবধি সেস্থান লুঠিত হয় নাই অতএব সকল লোকের মনে তাহার ধনবত্তার বিষয়ে প্রত্যাশা জন্মিয়াছিল। সে দেশ ক্ষুদ্র বটে কিন্তু অতিশয় উর্ব্বর এবং তাহার ধনের বিষয়ে যে ভ্রান্তি ইংগ্লণ্ডীয় এবং ফ্রান্সীয়েরদের মনে জন্মিয়াছিল সেই ভ্রান্তি এক্ষণে মহম্মদআলীর মনেও প্রবেশ করিল। অধিকন্তু তিনি আপনাকে তাবৎ কর্ণাট দেশের প্রভু জ্ঞান করিয়া এমত উত্তম দেশ আপন অধিকারের সহিত সম্মিলিত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং বিপদকালে যে অতিভয়জনক শত্রু হইতে পারে এমত তঞ্জাউরের রাজাকে দেশ বহির্ভুত করিতে তাহার বাসনা হইল।

কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাঞ্জউর আয়ত্ত করণবিষয়ে হাত দিতে কোন মতে ইচ্ছুক ছিলেন না এবং মন্দ্রাজের বড় সাহেব নবাবকে কহিলেন যে যদি তোমরা পরস্পর ইহা নিষ্পত্তি কর তবে বরং আমি তোমারদের সন্ধিপত্রের মধ্যবর্ত্তী হই কিন্তু নবাব বন্দোবস্ত করিতে কোনপ্রকারে ইচ্ছুক না হইয়া বরং ইহাহইতে আপন দাওয়া মুলতুবি রাখা ভদ্রজ্ঞান করিলেন এবং ভাবিলেন য়ে ইহার পর কোন এমন দৈব ঘটনা হইবে যে তঞ্জাউরের রাজাকে আমি স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক বশীভূত করিতে পারিব। কিন্তু মন্দ্রাজের সাহেব লোকেরা আপনারদের পরাক্রম জানিয়া উভয় পক্ষের দাওয়া শুনিতে এবং বন্দোবস্তের প্রকরণ স্থির করিতে তঞ্জাউরেতে উকিল প্রেরণ করিলেন। এই রূপে বন্দোবস্ত করিতে কোম্পানির ইচ্ছা ছিল যে বাইশ লক্ষ টাকাতে বকেয়া রফা হইয়া পাঁচ কিস্তিতে তঞ্জাউরের রাজা তাহা পরিশোধ করিবেন এবং চারি লক্ষ টাকার উপঢৌকন ও চারি লক্ষ টাকা করিয়া বার্ষিক

কর দিবেন। এবং মহম্মদআলী কএলাদী ও ইলাঙ্গাদ প্রদেশ তঞ্জাউরের রাজাকে দিবেন এবং আরণীর দুর্গ সাবেক দুর্গাধিপতির হস্তে সমর্পিত হইবেক। মহম্মদআলীর দাওয়া বিস্তর অধিক ছিল অতএব এই বন্দোবস্তে তিনি কোন মতে সম্মত ছিলেন না এবং কথিত আছে যে মন্দ্রাজের বড় সাহেব পিগট সাহেব আপনি মহম্মদআলীর হাতে ধরিয়া এই সন্ধিপত্রে তাহাকে সহী করাইলেন।

ইংগ্লণ্ডীয় ও ফ্রান্সীয়েরদের মধ্যে যে যুদ্ধ ছিল সে যুদ্ধ ১৭৬৩ শালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখের পারিস নগরের সন্ধিপত্রেতে নিষ্পন্ন হইল। সে সন্ধিপত্রেতে ভারতবর্ষের বিষয়ে এই স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে করমণ্ডলতট ও উড়িস্যা ও মলয়াবর তটেতে ১৭৪৯ শালে ফ্রান্সীয়েরদের যেং বসতি থাকিয়া পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে সে সকল অধিকার ইংগ্লণ্ডীয়েরা ফিরিয়া দিবেন এবং ফ্রান্সীয় বাদশাহ গত যুদ্ধেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যাহা আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি ফিরিয়া দিবেন। এবং ফ্রন্সীয় বাদশাহ ঐ সন্ধিতে আরো অঙ্গীকার করিলেন যে সুবা বাঙ্গালার মধ্যে তিনি কোন দুর্গও নির্ম্মাণ করিবেন না এবং দক্ষিণ দেশ যে ইহার পর অতিশয় সশান্তিতে থাকে এইহেতুক ইংগ্লণ্ডীয়েরা ও ফ্রান্সীয়েরা মহম্মদআলী খাঁকে কর্ণাট রাজ্যের নবাব এবং সলাবজ্জঙ্গকে দক্ষিণদেশের সুবাদাররূপে স্বীকার করেন।

মহম্মদআলীর বিষয়ে এই সময় কোম্পানি কিছু উৎপাতিগ্রস্ত হইলেন বিশেষতো মন্দ্রাজের বড় সাহেব ও কৌন্সলী সাহেবেরা দেখিলেন যে নবাবের মনঃপীড়া এবং দেশের দৌর্ব্বল্য হেতুক কর্ণাটদেশের রক্ষার ভারভার তাহারদের উপর পড়িবে এবং তাবৎআক্রামকেরদের নিবারণোপযুক্ত সৈন্য তাহারদিগকে নিত্য বেতন দিয়া রাখিতে হইবেক। তদ্ভিন্ন তাঁহারা আরো দেখিলেন যে দেশের রাজকর যদি তাঁহারদের করগত না হয় তবে তাঁহারা কদাচ এ ভার সহিতে পারিবেন না। অন্যপক্ষে স্বাধীন এক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিতে তাঁহারা অসৎক্রিয়া জ্ঞান

করিলেন কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে তাহারা এমত বন্দো বস্ত করিলেন যে তাহাতে ক্রমেং কর্ণাট দেশের তাবৎ রাজ্য তা হারদের হস্তগত হইল।

অপর ২৭৬৩ শালে নবাব এবং মন্দ্রাজের বড় সাহেব ও কৌ ন্সলী সাহেব লোকেরা মধুরা ও তিন্নিবল্লীর প্রতি বিশেষ মনো যোগ করিতে লাগিলেন। ফুদচেরি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হও য়াপর্য্যন্ত মহম্মদ যুসফ বিপক্ষ পালেগার ও অন্যং ইজারদারের দিগকে স্ববশীভূত করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সম্যক প্রকারে সফলহইতে পারেন নাই। অপর তিনি মহম্মদআলীর নিকট এই প্রসঙ্গ করিলেন যে যদি তুমি আমাকে এই দেশের জ মীদারি দেও তবে আমি তোমাকে অল্প রাজস্ব দিব। মহম্মদ আলী ভাবিয়াছিলেন যে ঐ দেশহইতে আমি কখন রাজস্ব পা ই নাই বরং তাহা রক্ষা করিতে যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে অতএব তিনি ঐ অল্প রাজস্বেতেই সে দেশের জমীদারি তাহাকে দি লেন। ভারতবর্ষের অন্যং জমীদারের ন্যায় মহম্মদ যুসক যে রাজকর বাকী রাখিতে চেষ্টিত ছিল ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার বিষয় ইহাও কথয়িতব্য যে দেশের উপপ্লব হেতুক জমীদারিপদপ্রাপ্তি অবধি ১৭৬৩ শালপর্য্যন্ত তিনি কিছু রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই কিন্তু নবাব ও কোম্পানি এই বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া ১৭৬৩ শালের আগস্ত মাসে সসৈন্য মধু রার প্রতিকূলে গমন করিলেন। তাহাতে মহম্মদযুসফ প্রথমতঃ সন্ধিদ্বারা তাহারদের ক্রোধ শান্তি করিতে অতিশয় চেষ্টা করি লেন কিন্তু তিনি যখন আপনার সকল উদ্যোগ ব্যর্থ দেখিলেন তখন আত্মরক্ষার্থে প্রাণপণপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন। তিনি এমন লোক ছিলেন না যে অত্যল্প যুদ্ধেতে দমন হন অত এব ১৭৬৩ শালে আগস্ত মাস অবধি ১৭৬৪ শালেয় আক্তোবর মাসপর্য্যন্ত তিনি বিপক্ষপক্ষীয়েরদের এক কোটি টাকা ব্যয় করাইলেন। এবং যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে কিপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেন তাহা অনুভব হয় না কিন্তু তঞ্জাউরের রাজাহ ইতে তিনি যে ফ্রান্সীয় সৈন্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে

মারস্যাল নামে এক ব্যক্তি অতিশয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বিপক্ষেরদের হস্তে সমর্পণ করিল।

অপর মহম্মদআলী ও তঞ্জাউরের রাজার মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যা ও ঘৃণাপ্রযুক্ত বিরোধের নানা কারণ জন্মিতে লাগিল। তাহারদের মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে সন্ধিপত্র করাইয়াছিলেন তাহাতে টাকার বিষয় স্থিরীভূত হইয়াছিল কিন্তু অন্যং বিষয় সকল অস্থির ও বিরোধজনক রহিয়াছিল। ত্রিচিনাপল্লীর উত্তরপশ্চিম তিন ক্রোশ অন্তর কাবেরী নদী দ্বিধারা হয় তাহার উত্তর ধারা কোলেরুণ নামে খ্যাতা হইয়া দেবীকোটার নিকট দিয়া বহিয়া সমুদ্রের সহিত মিলে এবং দক্ষিণধারা কাবেরী নামে প্রসিদ্ধা হইয়া তঞ্জাউরের মাঠস্থ ভূমি দিয়া সমুদ্রে প্রবেশের পূর্ব্বে শতমুখী হইয়া তদ্দেশকে আর্দ্র ও উর্ব্বর রাখে। কিন্তু ঐ মহানদীর এই দুই ধারা পৃথক হইয়া দশ ক্রোশ বহিয়া পুনর্ব্বার নিকটবর্ত্তিনী হয় এবং সেই ব্যবধান ভূমির নাম শ্রীরঙ্গম উপদ্বীপ। শ্রীরঙ্গমের ভাটিতে ঐ দুই ধারা যেখানে অতিনিকটবর্ত্তিনী হয় সেখানে কেবল অত্যল্প ভূমিমাত্র ব্যবধান থাকে। সেই ভূমি অথবা বান্ধের যদি কিছু ক্ষতি হয় তবে তাবৎ জল কোলেরুণ দিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে অতএব তঞ্জাউরের রাজা ঐ বান্ধ সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেন যেহেতুক বান্ধ ভগ্ন হইলে তঞ্জাউরদেশ জলহীন হইয়া তাহার উর্ব্বরতার লোপাপত্তি হয়।

নবাব মহম্মদআলী আপনাকে ত্রিচিনাপল্লীর প্রভু জ্ঞান করিয়া কহিলেন যে কাবেরী নদীর ঐ বান্ধ আমার কর্ত্তৃত্বাধীন অতএব এই বিষয়ে রাজা ও নবাবের মধ্যে অতিশয় বিরোধ জন্মিতে লাগিল। অপর রাজা কহিলেন যে নবাব যদি যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা বান্ধের রক্ষা না করেন তবে আমি যে টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা কদাচ দিব না এবং মন্দ্রাজের বড় সাহেব নবাব সাহেবের নিকট এই বিষয় বারম্বারপত্র লিখনানন্তর পশ্চাৎ সে বিষয় অনুসন্ধান করিবার কারণ এক জন উকীল প্রেরণ করিলেন। অপর অনেক বাদানুবাদের পর সে বান্ধের সুরক্ষণ করা কাহার ন্যায্য কেবল এই বিষয় স্থির হইবার অপেক্ষা থাকিল। নবাব

বলিলেন যে আমি তাবদ্দেশের প্রভু অতএব তাহা আমার ন্যায্য। তঞ্জাউরের রাজা বলিলেন যে কাবেরীর তাবৎ জলের অধিকার আমার অতএব সে আমার ন্যায্য। যদি সে ন্যায্য নবাবের পক্ষে বর্ত্তিত তবে অবশ্য নবাব সে বান্ধের সুরক্ষণ না করিয়া আপন বিপক্ষ তঞ্জাউরের রাজার দেশ জলহীন করণপূর্ব্বক একেবারে নষ্ট করিতেন। তঞ্জাউরের রাজা এ বিষয়ে অতিশয় ভীত হইয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বহুনমৃতাস্বীকার ও প্রার্থনা করণানন্তর নবাব ঐ বান্ধ বজায় রাখিতে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু অল্প দিবসের পর তিনি আপন অঙ্গীকারের অন্যথা করিলে তঞ্জাউরের রাজা মন্দ্রাজে পত্র প্রেরণ করিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঐ বান্ধের সুরক্ষণার্থে নবাব মহম্মদআলীকে আজ্ঞা দেন। তাহাতে নবাব ঐ বান্ধ লুপ্ত করণবিষয়ে আপন দুষ্টতা গুপ্ত রাখিলেন না। ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা এমত বিরক্ত হইলেন যে শেষে এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিলেন এবং ১৭৬৫ শালের জানুআরি মাসে নবাবকে স্বীকার করাইলেন যে বান্ধের সুরক্ষণ করণ তঞ্জাউরের রাজার ন্যায্য।

---

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়॥

দক্ষিণদেশের সুবাদার আপন ভ্রাতাকর্তৃক পদভ্রষ্ট হন। ইংগ্লণ্ডীয়েরা উত্তরসরকার হস্তগত করেন। দক্ষিণদেশে নূতন সুবাদারের সঙ্গে সন্ধিপত্র হয়। তাহাতে হয়দরআলীর সহিত বিরোধ। হয়দরআলীর সহিত সন্ধি। হয়দরআলীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত হয়দরআলীর পথম যুদ্ধ। সুবাদারের সহিত নূতন সন্ধিপত্র।

কর্ণাটদেশে এমত বন্দোবস্ত হইলেও তচ্চতুর্দিক্‌স্থ বিপক্ষেরদের আক্রমণহইতে বহুকাল ঐ দেশ মুক্ত থাকিল না। দক্ষিণদেশে বুসির বশতাহানি হইলে সলাবজ্জঙ্গের ভ্রাতা নিজামালী আপন পূর্ব্বপরাক্রম পুনর্গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিল না এবং তা

হার তৎপরাক্রম পুনঃপ্রাপ্তি হইলে ১৭৬১ শালের ১৮ জুলাই তারিখে তিনি আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এক কারাগারে বদ্ধ করিয়া তাহার পরাক্রমের সকল চিহ্নেতে আপনাকে ভূষিত করিলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে বুসি ও ফ্রান্সীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন এবং তাহারদের বিষয়ে আর আশঙ্কা নাই তখন তিনি ১৭৬৩ শালের সেপ্তম্বর মাসে আপন ভ্রাতাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ঐ ব্যক্তির নাম নিজামালী ছিল কালক্রমে তৎপদও তন্নামে বিখ্যাত হইল এবং ঐ দেশ অদ্যাপি নিজামের দেশরূপে খ্যাত আছে।

১৭৬৫ শালের আরম্ভে নিজামালী কর্ণাটদেশে চড়াউ করিলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ও মহম্মদআলী তন্নিবারণার্থে রণভূমিতে উপস্থিত হইলেন। নিজামালীর সহিত মহাসৈন্য ছিল এবং তিনি পূর্ব্বং আক্রামকেরদের অপেক্ষা অধিক নির্দয়তাপ্রকাশপূর্ব্বক তাবৎ কর্ণাটদেশ লুঠ ও দগ্ধ করিলেন। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এবং নবাবের সৈন্যেরা আর্কাটহইতে কর্ণল কেম্বল সাহেবের কর্তৃত্বাধীন হইয়া যাত্রা করত ত্রিপেটির মন্দিরের নিকট নিজামের সৈন্য দেখিতে পাইল কিন্তু নিজাম যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তাহার সৈন্য সকলও অন্ন ও জলাভাবে ক্লিষ্ট ছিল অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ আপন শিবির উঠাইয়া এক দিবসের মধ্যে বিংশতি ক্রোশ গমন করিয়া কোলাস্ত্রিয়া ও নেলোর দিয়া কর্ণাটদেশ হইতে বহির্ভূত হইলেন।

এতৎসময়ে লর্ড ক্লাইব সাহেব বঙ্গদেশের বড় সাহেবি পদে নিযুক্ত হইয়া ইংগ্লণ্ডহইতে মন্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন এবং সকল বিষয় অবগত হইয়া ভাবিলেন যে মোগল রাজ্যের অভাগা বাদশাহ শাহআলমের উপর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এমত কর্তৃত্ব আছে যে কর্ণাটদেশেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিজাধিকারস্বরূপ কতক প্রদেশ প্রাপণের ফরমাণ পাইবার বাধা নাই অতএব তিনি উত্তর সরকার নামে খ্যাত দেশের ফরমাণ প্রার্থনা করিয়া পাইলেন। ঐ উত্তরসরকারপ্রদেশ সমুদ্রতীরে মন্দ্রাজ অবধি বাঙ্গালাপর্য্যন্ত ব্যাপে। ঐ প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ সুবাদারের অধিকারভুক্ত

ছিল এবং তিনি এক জন নাএবদ্বারা সেখানকার কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা সে প্রদেশহইতে ফ্রান্সীয়ের দিগকে নিরাকরণ করিলেন তখন তদ্দেশে সুবাদারের নামমাত্র কর্ত্তৃত্ব রহিল। দুর্গ এবং বাণিজ্য কুঠি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে ছিল বটে কিন্তু তৎপ্রদেশের রাজা ও পলিগারেরা রাজস্ববিষয়ে প্রায় স্বাধীন ছিল। লর্ড ক্লাইব সাহেব দেখিলেন যে মন্দ্রাজের তাবে ও বাঙ্গালার তাবে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে অধিকার আছে সে দুই অধিকার উত্তর সরকারদ্বারা যোগ করিলে অতিশয় উপকার দর্শিবেক অতএব তাহা স্থির করিতে চেষ্টান্বিত হইয়া তিনি বাদশাহহইতে এমত এক ফরমাণ আনাইলেন যে উত্তরসরকার দেশ দক্ষিণদেশের সুবাদারের কর্ত্তৃত্বাধীন না হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকাররূপে গণ্য হইবেক। ইহার পর ঐ দক্ষিণ দেশের সুবাদারের অধিকার আরো ন্যূন হইল যেহেতুক ক্লাইব সাহেব বাদশাহের নিকটহইতে এইরূপে অন্য এক ফরমাণ আনাইলেন যে তাবৎ কর্ণাটদেশ আর দক্ষিণ সুবার অধীন না হইয়া কেবল বাদশাহের খাসে থাকিবেক এবং মহম্মদআলী বলাউজাউওমীরওলহিন্দ নামে খ্যাত হইয়া কর্ণাটদেশের নবাব হইবেন।

উত্তরসরকার এতদ্রূপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দত্ত হইলে তাঁহারা তদ্দেশ হস্তগত করণার্থে কর্নল কালিয়াদ সাহেবকে সেখানে প্রেরণ করিলেন এবং তিনি তত্রাকার রাজা ও জমীদারেরদেরকর্ত্তৃক কিছু বাধিত হইলেন না কিন্তু নিজামালী যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যাত্রার সম্বাদ পাইলেন তখন বারাদে যে যুদ্ধ হইতেছিল সে যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া আপন রাজধানী হয়দরাবাদে আগমন করিলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এই কর্ম্মের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত তাবৎ কর্ণাটদেশ আক্রমণ করণার্থে যুযুৎসু হইলেন। মন্দ্রাজের বড় সাহেব কোনপ্রকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না অতএব হয়দরাবাদে গিয়া সন্ধিপত্র স্থির করিতে জেনেরাল কালিয়াদ সাহেবকে আজ্ঞা দিলেন। তিনি ১৭৬৬ শালের ১২ নবেম্বর তারিখে হয়দরাবাদে গমনপূর্ব্বক এইরূপে সন্ধি করি

লেন যে রাজমহেন্দ্র ও এলোর ও মস্তফানগর এই তিন সরকা রের নিমিত্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা পাঁচ লক্ষ টাকা বার্ষিক নিজামকে দি বেন এতদ্ভিন্ন সিকাকোল ও মোর্ত্তিজানগর অর্থাৎ গন্তুর সরকার ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পিত হইলে তাঁহারা তন্নিমিত্তে চারি লক্ষ টাকা বার্ষিক দিবেন। ঐ গন্তুর সরকার বসালজ্জঙ্গের জায় গীর ছিল অতএব ইংগ্লণ্ডীয়েরা কহিলেন যে বসালজ্জঙ্গ যত দিন জীবৎ থাকিবেন এবং যত কাল নিজামালীর রাজ্যের উপর দৌ রাত্ম্য না করিবেন ততকালপর্য্যন্ত আমরা সেই গন্তুর সরকার হস্তগত করিব না। আরো তাহারা আপনারদের সৈন্যদ্বারা নিজামালীর সহকারিতা করিতে এবং নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা দি তে স্বীকার করিলেন।

এইরূপে নিজামালী ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহায়তার অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইলে প্রথমতো হয়দরআলীর অধিকার বঙ্গলুর দুর্গ আক্র মণ করিবার কারণ তাহারদের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু নিজামালী বঙ্গলুরে গমনকালে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের সহায়তাতে আপন অবশীভূত পলিগারেরদেবহইতে বাকী রাজস্ব আদায় করত যখন বঙ্গলুরেতে পঁহুছিলেন তখন হয়দরআলীর সন্ধি প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এবং শেষে হয়দরআলীর সঙ্গে সন্ধি করিয়া উভয় সৈন্য বঙ্গলুরেতে সম্মিলিত করিয়া ১৭৬৭ শালে কর্ণাটদেশান্তঃপাতি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারের উপর আক্র মণ করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন।

ইহার পূর্ব্বে হয়দরআলীর যুদ্ধের বিষয়ে অনেক কহা গিয়াছে অতএব এক্ষণে তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কহা উচিত। মহিসুরের রাজ্য অতিশয় আয়ত। মুসলমানেরদের রাজ্যস্থাপনকালে বিজয়নগর নামে খ্যাত তত্রস্থ মহাপ্রাচীন হিন্দুরাজ্য যে ভ্রষ্ট হইল সে রাজ্যের অন্তঃপাতি মহিসুরদেশ ছিল। বিজয়নগরের অবসান কালে তাহার দুর্ব্বলতা দেখিয়া মহিসুরাধ্যক্ষেরা তদধীন তা ত্যাগ করিল। ঐ মহিসুরদেশ বিজয়নগরহইতে এত অন্তর ছিল যে সে মুসলমানেরদের রাজ্যের মধ্যেও গণিত হইল না অত এ। হয়দরআলীর সময়পর্য্যন্ত প্রাচীন হিন্দু রাজার অধীন রহিল।

কিন্তু হয়দরআলীর প্রাবল্যের পূর্ব্বে তাবৎ হিন্দু রাজ্যের কাল ক্রমে যে দশা হয় মহিসুররাজ্য তদ্দশাপন্ন হইল অর্থাৎ সেখান কার রাজা পরাক্রমভ্রষ্ট হইল এবং তাহার এক প্রধান মন্ত্রী তাহাকে বন্দিস্বরূপ রাখিয়া সমস্ত পরাক্রম স্বহস্তগত করিল। কর্ণাটদেশে যে সময় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধারম্ভ হইল তখন দেবরাজ এবং নন্দরাজ নামে ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে মহিসুর রাজ্যের তাবৎ পরাক্রম ছিল। ঐ নন্দরাজের সৈন্যের মধ্যে হয়দর সামান্য পদে প্রথম নিযুক্ত হইল।

হয়দরআলীর প্রপিতামহ মহম্মদ বেলোলী পঞ্জাবদেশে জন্মিয়া ফকীর বেশে দক্ষিণদেশে আসিয়া হয়দরাবাদের উত্তর পশ্চিমে পঞ্চান্ন ক্রোশ অন্তর কালবরগা প্রদেশে আপন ধার্ম্মিকতাদ্বারা অনেক অর্থোপার্জ্জন করিল। মহম্মদআলী ও মহম্মদ বলী নামে মহম্মদবেলোলীর দুই পুত্র ছিল ঐ পুত্রদ্বয় আপন পিতৃগৃহত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণদেশে গমন করিয়া সিরাতে পাইকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। মহম্মদআলী কোলারেতে মরিলেন এবং তাহার ভ্রাতা মহম্মদবলী তাহার ধনাদি গ্রাস করিয়া তাহার বিধবাকে ও পুত্রকে বাটীহইতে দূর করিয়া দিলেন ঐ পুত্রের নাম ফতেমহম্মদ তিনি হয়দরআলীর পিতা। ঐ ফতেমহম্মদ পেয়াদার এক নাএকের আশ্রয় পাইয়া সেখানে প্রতিপালিত হইল পরে আপন প্রতিপালকহইতে পাইকের কর্ম্মপ্রাপ্ত হইল। প্রথমতঃ সেখানে তিনি অল্প খ্যাত হইলেন পরে সেরার নবাবের কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে পাইকের নাএক হইলেন এবং পশ্চাৎ তৎপ্রদেশের ফৌজদার হইলেন। অপর তাহার মনিবের অতিশয় দুর্দ্দশা হইল বিশেষতঃ তিনি পদভ্রষ্ট হইলেন এবং তাঁহার পরিজনেরা লুণ্ঠিত হইল এবং তাহারদের রক্ষা করিতে ফতেমহম্মদ হত হইলেন। তিনি সাবাস ও হয়দর নামে দুই পুত্র ও এক বিধবাকে রাখিয়া গেলেন সেই বিধবার এক ভ্রাতা বঙ্গলূরের দুর্গাধ্যক্ষের পাইকের নাএকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। হয়দরের মাতা আপন পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তাহার আশ্রয় লইলেন। অপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাবাস বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহিসুরের

রাজার এক সেনাপতির নিকট কর্ম্ম পাইলেন এবং তৎকর্ম্মে অ তিশীঘ্র খ্যাত্যাপন্ন হইয়া শেষে দুই শত অশ্বারূঢ় ও এক সহস্র পদাতি সৈন্যের কর্তৃত্বপদ পাইলেন। হয়দর সাতাইশ বৎসরপ র্য্যন্ত কোন কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না কেবল মৃগয়াতে ও লম্পটতাতে ও আলস্যেতে কালক্ষেপণ করিলেন কিন্তু ১৭৪৯ শালে যখন নন্দরাজ বঙ্গলুরের উত্তরপূর্ব্ব বার ক্রোশ অন্তর দেওনহলি নামে এক পলিগারের দুর্গ আক্রমণ করিতে গেলেন ত খন হয়দর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে গেলেন। এবং তাহাতে তিনি এমত সাহস ও সতর্কতা দর্শাইলেন যে তৎক্ষণাৎ নন্দরাজের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পড়িল এবং দুর্গাধিকার হইলে পঞ্চাশ জন অশ্বারূঢ় ও দুই শত [illegible] কর প্রভুত্ব এবং তদ্দুর্গের এক দ্বারের কর্তৃত্ব তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

অপর নন্দরাজের নিকট ক্রমে তাঁহার এমত সুখ্যাতিবৃদ্ধি হইল যে ১৭৫৫ শালে যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা মাধুরা ও তিন্নিবল্লী তে আপনারদিগকে স্থাপনোদ্যোগ করাতে দিন্দিগড়ের বিষয়েতে নন্দরাজের ভয় জন্মিল তখন নন্দরাজ তদ্দুর্গ সুরক্ষিত করণার্থে অন্য সকল লোকাপেক্ষা হয়দরআলীকে উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাকে সেই দুর্গে প্রেরণ করিলেন। সে দুর্গ মাধুরা ও ত্রিচিনা পল্লীর মধ্যবর্ত্তী উভয় স্থানহইতে পঁচিশ ক্রোশ অন্তর ত্র্যবান্তরস্থ এক উচ্চ পর্ব্বতোপরি গ্রথিত ছিল। ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে কর্ণা টদেশের নানা উপপ্লবেতে ঐ দুর্গ মহিসুরস্থেরদের হস্তগত হই য়াছিল। এই উচ্চপদপ্রাপ্তিতে হয়দরআলী আরো উচ্চাভিলাষী হইলেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে যুদ্ধের ব্যয় প্রায় লুঠদ্বারা নির্ব্বাহ হইত কিন্তু সে লুঠ ব্যবসায়ের কিছু নিয়ম ছিল না কিন্তু হয়দরআলী নিয়মপূর্ব্বক লুঠ করিতে লাগিলেন। দক্ষিণদেশে চৌর্য্যবৃত্তি ও লুঠোপজীবী একপ্রকার সিপাহী আছে তাহারা সৈন্যের মধ্যে গৃহীত হইলে কখন কিছু বেতন পায় না কিন্তু যুদ্ধেতে যে লুঠ করে তদ্দ্বারা আপনারদের দিনপাত করে। হয়দরআলী এইমত কতক লোককে চাকর রাখিলেন এবং লুঠ ব্যবসায়ে তাহারদিগ

কে সুশিক্ষিত করিলেন। ঐ হয়দর কখনও লেখাপড়া করেন নাই কিন্তু আপন মনেং মুহুরিরদের অপেক্ষা শীঘ্র হিসাব করিতে পারিতেন। তিনি ঐ সৈন্যেরদের সহিত এই বন্দোবস্ত করিলেন যে লুঠিত দ্রব্যের অর্দ্ধেক তাঁহার হইবেক এবং তিনি এমত চতুর ছিলেন যে সৈন্যেরা লুঠের বিষয়ে তাহাকে প্রতারণা করিতে পারিত না। এতদ্রূপে নিয়ম হইলে শত্রু হউক কিম্বা মিত্র হউক লুঠেতে সর্ব্বত্র সমান ফল এবং তাহারা লুঠিত বস্তুর বিষয়ে বড়একটা বিবেচনা করিত না তাহারদের জালে যাহা পড়িত তাহাই মৎস্য। তণ্ডুলাদির বহর অথবা গোমেষাদি অথবা বস্ত্রালঙ্কারপ্রভৃতি পথিক হয় কিম্বা গ্রাম্য হয় পুরুষ হয় কিম্বা স্ত্রী হয় কিম্বা বালক হয় কোন জনের নিকটহইতে লুঠ করিতে ত্রুটি করিত না এতদ্রূপে হয়দর যুদ্ধের শিক্ষা প্রস্তুত করিলেন এবং নন্দরাজকর্ত্তৃক ত্যক্ত সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সিপাহীরদিগকে আপন সৈন্যের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তিনি ২৫০০ আশ্বারূঢ় ও ৫০০০ পদাতিক ও ২০০০ পেয়াদা ও ৬টা তোপ লইয়া দিন্দিগড়ের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। এবং তচ্চতুর্দ্দিকস্থ জমীদারেদের উপর বলেতে ও ছলেতে তুল্য সফল হইলেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে লুঠের কোন উপায় তাঁহার নিকট গুপ্ত ছিল না এবং আপন মনিবের নিকট মিথ্যা হিসাব দিতে নিপুণতারও অল্পতা ছিল না। ১৭৫৭ শালে মাধুরা দেশের উপপ্লব দেখিয়া তদ্দেশ আক্রমণোদ্যোগ করিলেন কিন্তু মহম্মদ যুসফ ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহী লইয়া তাঁহার প্রতিকূলে গেলেন এবং নাটাম নামে এক পর্ব্বতীয় ক্ষুদ্র পথে তাঁহাকে জয় করিলেন।

অপর মহিসুরের রাজশাসনের দৌর্ব্বল্য ও অস্থৈর্য্য হওয়াতে হয়দরআলীর অন্যং উচ্চপদপ্রাপ্ত হইবার ও অন্যং পরাক্রম প্রাপ্ত হইবার নানা উপায় জন্মিল। তদ্দেশের রাজা আপন রাজ্যের মধ্যে আপনাকে অতিশয় অমান্য দেখিয়া আপনার মন্ত্রিরদের মধ্যে নিত্য নানা কুমন্ত্রণা করিতে লাগিল এবং তাহার মন্ত্রিরদের দুই ভ্রাতার মধ্যে পরস্পর এমত অপ্রীতি ছিল যে তাহারদের জ্যেষ্ঠ দেবরাজ বয়সেতে এবং বুদ্ধিতে বড় হইয়াও কর্ম্মেতে বৈরক্ত্যপূর্ব্বক তাবৎ পরাক্রম নন্দরাজের হস্তে অর্পণ করিয়া

আপনি কর্ম্মত্যাগ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরদের বারম্বার আক্রমণেতে রাজকোষ শূন্য ছিল এবং ১৭৫৮ শালে নন্দরাজের সৈন্যেরা বাকি বেতনের নিমিত্তে অবশীভূত হইল।

হয়দরআলী বুঝিলেন যে এই সময় আমি অতিসফলতাপূর্ব্বক আপন পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারিব অতএব দিন্দিগড়হইতে আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক উভয় ভ্রাতার মধ্যে এবং ভ্রাতারদের সহিত রাজার পুনর্ম্মেল করাইলেন। এবং অতিশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সৈন্যেরদের সকল মিথ্যা হিসাব বিবেচনা করিয়া অনেক বাদ দিতে লাগিলেন। পরে তাহারদের বেতনের বাকী কতক দিয়া পুনর্ব্বার তাহারদিগকে বশীভূত করিলেন। এই সকল ক্রিয়াতে তিনি আপনাকে সকলের মিত্রস্বরূপ দর্শাইলেন কিন্তু আপনার লাভ বিস্মৃত হইলেন না। তিনি আপন মনোযোগের ফল বলিয়া এক প্রদেশের রাজস্বের উপর বরাত পাইলেন এবং বঙ্গলুরের দুর্গ ও তচ্চতুর্দিকস্থ প্রদেশ নিজ জায়গীরের ন্যায় প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু ইহাহইতে তাহার অধিক আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণা করিতে তিনি এই উপযুক্ত সময় বুঝিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার চিরশত্রু হীরাসিংহ নামে এক জন অতিশয় পরাক্রান্ত অধিপতি ছিল এবং হয়দরআলী দিন্দিগড়েতে সৈন্য প্রেরণের ছলেতে হঠাৎ হীরাসিংহের ছাউনির প্রতি আক্রমণ করিলেন। তিনি অকুতোভয়ে সেখানে অবস্থিতি করত রাত্রিযোগে হয়দর কর্ত্তৃক বহু সৈন্যসমেত হত হইলেন।

১৭৫৯ শালে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনরাক্রমণার্থে যাত্রা করিলে হয়দরআলীর আরো পরাক্রমবৃদ্ধি হইল। হয়রদকে অত্যল্প দিবস পূর্ব্বে পেয়াদা পদে দেখিয়াছিল যে মহিসুরের সেনাপতিরা তাহরা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে কর্ম্ম করিতে অসম্মত ছিল তথাপি নন্দরাজ মহারষ্ট্রীয়েরদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে তাবৎ সৈন্যের কর্ত্তৃত্ব ভার তাহাকে অর্পণ করিলেন। সেই পদপ্রাপ্ত হইলে তিনি এমত ব্যগ্রতা ও সফলতাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন যে বৎসর পূর্ণ না হইতেং তিনি তাহারদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া আপনার মনি

বের লাভ রাখিয়া তাহারদের সহিত সন্ধি করিলেন। অপর হয়দরআলী তাবৎ মহিসুর রাজ্যের সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হই লেন। এতৎসময়ে দেবরাজ লোকান্তরগত হইলেন অতএব হয় দরের তাবদ্দেশের কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তগত করিতে কেবল আপন পূর্ব্ব প্রতিপালক নন্দরাজমাত্র ব্যবধান থাকিলেন। হয়দর তাহার মরণের বিলম্ব সহিতে পারিলেন না। নন্দরাজ মহিসুরের রা জার তাবদ্বিষয় স্বহস্তগত করিয়া তাঁহাকে বন্দিস্বরূপ রাখিয়া ছিলেন অতএব রাজার সহিত তাঁহার ঈর্ষ্যা জন্মাইতে হয়দরের কিছু আয়াস ছিল না। নন্দরাজের কর্তৃত্বাধীন সৈন্যেরদের অল্প বেতন বাকি ছিল তাহাতে হয়দরআলী তাহারদিগকে গুপ্তরূপে এমত লওয়াইলেন যে তাহারা নন্দরাজের প্রতিকূলে উঠিয়া হয় দরআলীকে যে বলপূর্ব্বক আপনারদের সেনাপতিরূপে মনোনীত করিল এমত দর্শাইলেন। ইহাতে মহিসুরের রাজা মধ্যবর্ত্তী হই য়া কহিলেন যে যদি হয়দরআলী নন্দরাজকে পরিত্যাগ করিয়া আমার বশীভূত হইতে শপথ করেন তবে আমি সৈন্যেরদের বে তন দিব। প্রথমতো হয়দর ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন কিন্তু শেষে তদ্বিষয়ে আপনাকে লওয়াইতে দিলেন এবং নন্দরাজ ঐ রাজার ও হয়দরআলীর মন্ত্রণার বিশেষ জানিয়া এবং অতি সাহসিক না হইয়া উপযুক্ত বৃত্তি পাওয়াতে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিলেন। হয়দরআলী রাজাকে মুক্ত করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন কিন্তু আপনার লাভ না ভুলিয়া আপনার সৈন্যের বাকি বেতন এবং তৎপরে বার্ষিক বেতন দেওনার্থে তিনি এত ভূমির রাজস্ব স্বাধীন করিলেন যে তাহাতে মহিসুরের অর্দ্ধেক রা জ্য তাঁহার হইল।

১৭৫৯ শালের মার্চ মাসে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়দরআলী লালিকর্তৃক আহূত হইলেন এবং তদ্যুদ্ধেতে আপ নার লাভ করিয়া লালির সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কর্ণাটদেশের বিষয়ে তাহার তৎকল্পনা যে সফলা হয় এইহে তুক মহিসুর ও কর্ণাটদেশের মধ্যবর্ত্তি দেশ প্রথমতঃ স্বাধীন করি তে নিশ্চয় করিলেন। সে দেশ এই প্রথমতঃ সাবেন্দি দুর্গ এবং

কাবেরী নদীর মধ্যবর্ত্তি পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ আনিকূলদেশ দ্বিতী য়তো দুই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যস্থ বড়মহল নামে দেশ। নন্দরাজকে জয় করিবামাত্র হয়দরআলী ঐ বড়মহল দেশ অধিকারার্থে আপ নার এক অতিশয় বিশ্বস্ত সেনাপতির সহিত এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ঐ সেনাপতি তথাতে যাইয়া অচিরে ঐ দুই দেশ আ য়ত্ত করিল তাহাতে আর্কাটদেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহার আর কিছু বাধা রহিল না। এই কর্ম্ম সম্পন্ন করণানন্তর দয়দরআ লীর ঐ সেনাপতি ফ্রান্সীয়েরদের সহিত যোগ করিবার নিমিত্ত ফুদচেরিতে গমন করিল। সেখানে অতিশীঘ্র সন্ধি হইল এবং ১৭৬০ শালের ৪ জুন তারিখে ঐ নূতন সন্ধিপত্রানুসারে হয়দর আলীর সেনাপতি থিয়াগড় অধিকার করিল তাহাতে হয়দর আলী আপনার কএক দল সৈন্য বড়মহলে একত্র করিতে আজ্ঞা দিলেন। এমত অনুভব হয় যে যদি অন্য পক্ষে এমত আপদ্ তা হার উপর না ঘটিত যে যাহাহইতে উদ্ধার হইতে আপন তা বৎ জ্ঞান ও নিপুণতা প্রকাশ করিতে হইল তবে হয়দর কর্ণাট দেশে নানা সঙ্কট জন্মাইতেন।

বিশেষতো হয়দরআলীর সৈন্যেরা তাঁহাহইতে অধিক দূরে কর্ম্মে প্রেরিত হওয়াতে তাঁহার সহিত অত্যল্প লোক ছিল এবং তাঁহার নিজ ছাউনি রাজগৃহের তোপের সম্মুখে ছিল এবং তাঁ হার চতুর্দ্দিগে এমত জলপূর্ণা নদী ছিল যে হঠাৎ পার হইতে পা রিতেন না। ইহা দেখিয়া মহিসুরের রাজমাতা ভাবিলেন যে হয়দরকে নিপাত করিতে এবং তাহার বন্দিত্বহইতে আমার পুত্রকে মুক্ত করিতে উপযুক্ত সময় এই। অতএব তাহার নিক টে সসৈন্য শিবিরকারি এক জন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে রাজ মাতা স্বপক্ষ করিয়া হয়দরের উপর গোলাক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হয়দর তৎক্ষণাৎ দেখিলেন যে এ স্থানে আমার তি ষ্ঠান অসাধ্য কিন্তু রাণী মহারাষ্ট্রীয়েরদের অপেক্ষায় সর্ব্বস্বরূপে আক্রমণ করিলেন না অতএব হয়দরআলী কতক লোক সংগ্রহ পূর্ব্বক আপন পরিজনকে এপারে রাখিয়া কতক অশ্বারূঢ় সৈন্য সমভিব্যাহারে ক্ষুদ্র নৌকাদ্বারা নদী পার হইলেন এবং কুষ্টি

ঘন্টার মধ্যে ঊনপঞ্চাশ ক্রোশ গমন করিয়া বঙ্গলূরে উপস্থিত হইলেন। তাহার মধ্যে তিনি এক অশ্বের উপর সাড়ে সাঁইত্রিশ ক্রোশ গমন করিলেন। তিনি সেখানে পঁহুছিলে কএক পলের পর তাঁহার প্রতিকূলে বঙ্গলূরের দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিবার কারণ রাজাজ্ঞাপত্র সেখানে আইল যদি তিনি আর অল্প কাল পরে আসিতেন তবে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। যে হউক হয়দর তৎক্ষণাৎ চতুর্দিগহইতে আপনার সৈন্যেরদিগকে একত্র করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে হয়দরের দশা বিবর্ণা হইতে লাগিল কর্ণাটদেশ এবং বড়মহলহইতে হয়দরের যে সৈন্য তাঁহার নিকট আগমন করিতেছিল তাহারা মহিসূররাজ্যের পক্ষপাতি মহারাষ্ট্রীয়েরদের কর্ত্তৃক পথেতে ধৃত হইল এবং হয়দরআলী কোন মতে তাহারদের উপকার করিতে পারিলেন না। এবং তাহার হস্তস্থ পরাক্রমদণ্ড অস্থির হইতে লাগিল এবং তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে বড়মহলদেশ ও নগত তিন লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলে তাহারা ফিরিয়া গেল।

হয়দরআলী তৎক্ষণাৎ আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া রাজার বিপক্ষে গমন করিলেন কিন্তু রাজাকে সবল দেখিয়া তিনি এমত এক কল্পনা করিলেন যে লোকেরা তাহা শুনিয়া প্রায় বিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি আপন ছাউনি পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্ত্রহীন এবং গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া করপটে নন্দরাজের দ্বারে গিয়া দাণ্ডায়মান হইয়া থাকিলেন এবং নন্দরাজের দর্শন পাইবামাত্র তাঁহার চরণোপান্তে পতিত হইয়া কহিলেন যে আমার পরমসুহৃৎ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম মিত্র যে আপনি আপনকার সহিত বিচ্ছেদ জন্য খেদেতে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। এবং তিনি স্বীকার করিলেন যে আমি আপনার প্রতিকূলে কৃতাপরাধমোচনার্থে জাবজ্জীবন উদ্যুক্ত থাকিব। আরো হয়দর নন্দরাজকে কহিলেন যে আমারদের মধ্যে ঐক্য হউক এবং আমি আপনকার পূর্ব্বপদে আপনকাকে অভিষিক্ত করিব। নন্দরাজ তাহাতে বিশ্বাস করিয়া হয়দরআলীকে আপদহইতে রক্ষা করণার্থে অপন সৈন্য ও কায়

মনোবাক্যদ্বারা চেষ্টিত হইলেন। হয়দর আপন অল্প সৈন্য লইয়া বিপক্ষেরদের মধ্যবর্ত্তি আপন ছাউনিতে পঁহুছিয়া যে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবেন না ইহা দেখিয়া নন্দরাজের নামে রাজার ক্ষুদ্রং সেনাপতিরদের নিকট এইরূপ কৃত্রিম পত্র লিখিলেন যে রাজার প্রতিকূলে আমরা যে মন্ত্রণা কয়িয়াছি তাহা প্রায় সফলা হইল অতএব আমি অতিশীঘ্র তোমারদের নিকট আসিতেছি। হয়দরের দূত এই পত্র লইয়া রাজার প্রধান সেনাপতির হাতে দিল তাহাতে তিনি বুঝিলেন যে রাজার প্রতিকূলে ক্ষুদ্রং সেনাপতিরা মন্ত্রণা করিয়া যোগ করিয়াছে অতএব তিনি হয়দরের ইষ্টসিদ্ধি করিয়া অবিলম্বে ছাউনি ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ইহাতে হয়দর তৎক্ষণাৎ ঐ সেনাপতিহীন সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার সৈন্য সকল ছাউনিহইতে আসিয়া অন্য দিগে আক্রমণ করিল তাহাতে অনায়াসে তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন। পরে তিনি আপনার সৈন্যবৃদ্ধি করিয়া তাবৎ মাঠস্থ ভূমি অধিকার করিলেন এবং পর্ব্বতোত্তীর্ণ হইয়া ১৭৬১ শালে মে মাসেতে তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট এই সম্বাদ পাঠাইলেন যে সরকারি তহবিলহইতে হয়দরআলীর অনেক পাওনা আছে এবং তাহা অবশ্য দাতব্য অতএব তাহা দিয়া যদি রাজর তুষ্টি হয় তবে হয়দরকে পুনর্ব্বার আপনার কর্ম্মেতে নিযুক্ত রাখুন নতুবা হয়দর গিয়া অন্যত্র উপায়ান্তর চেষ্টা করিবেন। এই প্রসঙ্গের অর্থ বোধ করিতে রাজার বিলম্ব হইল না অতএব তিনি অবিলম্বে হয়দরের সহিত এই নিয়ম করিলেন যে রাজা নিজব্যয়ের কারণ তিন লক্ষ টাকা ও নন্দরাজ এক লক্ষ টাকা বার্ষিক পাইবেন এবং তাবদ্দেশের শাসনকর্তৃত্ব ও আয়ব্যয় হয়দরআলীর হস্তে থাকিবেক। এই সময় অবধি মহিসুর রাজ্যের মধ্যে হয়দরআলী একাধিপতিরূপে থাকিলেন।

ভারতবর্ষের রাজ্যেতে কালক্রমে প্রায় এমত দশা ঘটে যে প্রাচীন শাসনের কল ক্ষয়িত হইয়া বিকৃত হইলে সামান্য কোন ব্যক্তি সাহস ও শঠতাতে নিপুণ হইয়া সে প্রাচীন সিংহাসন

ন্যারোহণ করেন তদ্দশা সংপ্রতি দক্ষিণদেশে ঘটিল। রাজার দুর্দশাতে এবং দেবরাজ ও নন্দরাজ উভয় মন্ত্রিরদের দুর্ব্বল অথচ কুশাসনপ্রযুক্ত হয়দরআলীর সম্মুখে পরাক্রমের দ্বার মুক্ত রহিল এবং তাহাতে প্রবেশ করিতেও হয়দরআলী অত্যুপযুক্ত লোক ছিলেন। দক্ষিণদেশের সুবাদারির শাসনের দৌর্ব্বল্যেতে এবং গত পানিপতের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরদের পরাক্রম ভ্রষ্ট হওয়াতে এবং কর্ণাটদেশে নানা যুদ্ধের বৈগুণ্যেতে হয়দরআলীর চতুর্দ্দিকস্থ দেশ এমত শূন্য দৃষ্ট হইল যে তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ রূপে ফসল সংগ্রহ করিতে পারিতেন এবং যদি এমন না হইত যে তৎসময়েও আপনাহইতে জ্ঞান ও বিদ্যাতে বিজ্ঞ এক জাতি অর্থাৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদেরকর্তৃক বাধিত না হইতেন তবে অনুমান হয় যে তিনি ও তাঁহার পুত্র তাবৎ ভারতবর্ষে আপনার রাজ্য বিস্তৃত করিতেন।

বসালজঙ্গ আপন ভ্রাতা নিজামালীর অধীন থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া ১৭৬১ শালের জুন মাসে সিরা নগর আক্রমণার্থে প্রস্থান করিলেন। ইহার পূর্ব্বে দক্ষিণদেশের সুবাদার এই প্রদেশে এক জন নাএব প্রেরণ করিয়া তদ্দ্বারা শাসন চালাইতেন। এতৎ সময়ে সেই প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়েরদের হস্তে পতিত হইয়াছিল কিন্তু গত পানিপতের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরদের এমত পরাক্রমহানি হইয়াছিল যে তিনি অনায়াসে সিরা অধিকার করিতে ভরসান্বিত হইলেন। পথিমধ্যে হয়দরআলীর অধিকারের নিকট দিয়া তাঁহাকে গমন করিতে হইল এবং সে সতর্ক অধিপতি অবিলম্বে সসৈন্য তাহার তত্ত্ব লইতে আগমন করিল। পরে বসালজঙ্গ দেখিলেন যে আপন পরাক্রমদ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি করা অসাধ্য এবং ইতোমধ্যে ১৮ জুলাই তারিখে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সলাবজঙ্গ নিজামালীকর্তৃক বদ্ধ হইলে তাঁহার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে আবশ্যকতা হইল কিন্তু তাঁহার এই যাত্রা যে মিথ্যা না দেখা যায় এই নিমিত্ত তিনি হয়দরআলীকে কহিলেন যে সিরার প্রদেশ জয় হয় নাই বটে কিন্তু তুমি যদি আমাকে তিন লক্ষ টাকা দেও তবে আমি সে দেশ তোমাকে দিব। হয়দরআলী

তাহা স্বীকার করিলেন এবং বসালজ্জঙ্গ তৎক্ষণাৎ তাহাকে সিরার নবাবীপদ এবং হয়দরআলী বহাদর খ্যাতি দিলেন এবং তদবধি হয়দরআলী চিরকাল কেবল ঐ নামে খ্যাত ছিলেন। অপর হয়দরআলী ও বসালজ্জঙ্গ আপনারদের সৈন্য সম্মিলিত করিয়া সিরার প্রদেশ জয় করিলেন এবং ১৭৬২ শালে বসালজ্জঙ্গ তিন লক্ষ টাকা লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

অপর হয়দর ক্রমেং বালীপুরদ্বয় এবং মুরারিরাও নামে মহারাষ্ট্রীয় অধিপতির প্রতি নামে দেশ অধিকার করিলেন এবং রায়দুর্গ ও হারপুনল্লী ও চিতলদুর্গের পলিগারেরদের নমুতা গ্রহণ করিলেন। এবং ১৭৬৩ শালে বেদনূর রাজ্যের এক জন কল্পিত দায়াদের আহ্বানেতে তদ্দেশ অধিকার করিতে গমন করিলেন। বেদনূর দক্ষিণদেশের পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতশ্রেণীমধ্যস্থিত। তাহার অধিক ভাগ সমুদ্রের জলহইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উচ্চ হওয়াতে নয় মাসপর্য্যন্ত জল ও সরদিতে মগ্ন থাকে তাহাতে বাহুল্যরূপে বৃহৎ২ বৃক্ষ ও নানাপ্রকার তৃণাদি জন্মে। কর্ণাটদেশের নানাযুদ্ধেতে সে দেশ প্রায় অস্পৃষ্ট ছিল এবং এমত উক্তি আছে যে সে রাজধানী চতুরস্র চারি ক্রোশ এবং ধনেতে পূর্ণা। হয়দর অনায়াসে তাহা আয়ত্ত করিলেন এবং পরে তিনি স্বীকার করিলেন যে সেখানে তিনি যে ধন প্রাপ্ত হইলেন সে ধন তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রাবল্যের মূল। এমত কহা যায় যে তিনি ন্যূনসংখ্যা চল্লিশ কোটি টাকা বেদনূরেতে পাইলেন।

অপর হয়দর এই জিত দেশের মধ্যে অতিশয় সবল ও যথার্থ শাসন স্থাপনে অত্যন্ত মনোযোগ করিলেন কিন্তু তিনি আপন রাজ্য বাড়াইতে কিছু ত্রুটি করিলেন না। বেদনূরের উত্তর দিগে সুন্দানামে এক দেশ এবং সাবানূরের নবাবের দেশ অধিকার করিলেন। উত্তর পার্শ্বে বরদা ও মালপর্ব্বা ও গতপর্বরা নদীমাতৃকদেশ অধিকার করিয়া প্রায় কৃষ্ণা নদীপর্য্যন্ত আপন দেশ বর্দ্ধিত করিলেন।

কিন্তু এতদ্রূপে আপন রাজ্য বাড়াইতেং মহারাষ্ট্রীয়েরদের সীমা স্পর্শ করিলেন। পানিপতের যুদ্ধঅবধি ভারতবর্ষের এই খণ্ডে

নিজামালী তাহারদের উপর অতিকঠিণরূপে আক্রমণ করিয়াছি লেন। ১৭৬২ শালে অতিশয় খ্যাত দৌলতাবাদের দুর্গ তাহারদের হাতহইতে লইলেন। এবং ১৭৬৩ শালে তিনি তাহারদের রাজ ধানী পুণাতে গিয়া তাহা আয়ত্ত ও দগ্ধ করিলেন। কিন্তু ইহার পর তাহারদের সহিত পুনর্ম্মিত্রতা হইলে এবং তাহার ভ্রাতা ব সালজ্জঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে নিজামালীর আবশ্যকতা হইলে তাহারা তাহাকে দণ্ড দিতে আপনারদিগকে প্রস্তুত করিল। এতৎ সময়ে মধু রাও মাহারাষ্ট্রীয়েরদের মধ্যে প্রধান পদ অর্থাৎ পে সোয়া পদপ্রাপ্ত হইলে ১৭৬৪ শালের মে মাসে তিনি হয়দরআ লীর সৈন্যসংখ্যাপেক্ষা অধিকসংখ্যক সৈন্য লইয়া কৃষ্ণানদী পার হইলেন। ১৭৬৫ শালপর্য্যন্ত হয়দরআলী অতিদুর্ব্বলরূপে তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিলেন কিন্তু তাহাতে তাহার ক্ষতি হ ইল এবং তাহার সৈন্যের মন ভরসাহীন হইল। অপর তিনি বত্রিশ লক্ষ টাকা দিতে এবং মুরারিরাওর দেশ প্রত্যর্পণ করিতে এবং সাবানূর দেশের দাওয়া পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রস্থান করিল।

অপর এই যুদ্ধেতে আপনার নিজ অধিকারের মধ্যে যেং উ পপ্লব সম্ভাবনা হইয়াছিল সে সকল শান্তি করিয়া আপন দে শের বন্দোবস্ত করিয়া তিনি পুনর্ব্বার নূতন আক্রমণার্থে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আপন রাজ্য স্থির করণেতে এবং আপন ক্ষতিপূরণেতে ১৭৬৫ শাল ক্ষেপণ করিয়া ১৭৬৬ শালে তিনি কর্ণাট দেশে গমনপূর্ব্বক তাবৎ মলয়াবর দেশ স্বাধীন করিতে আপন কল্পনাপ্রকাশ করিলেন এবং কতক মাসপর্য্যন্ত অনিয়মে যুদ্ধ কর ণানন্তর তত্তাবদ্দেশ স্বহস্তগত করিলেম। এই কর্ম্ম সমাপ্ত হই বামাত্র তাহার নিকট অতি অশুভসমাচার পঁহুছিলে তিনি অতি শীঘ্র আপন রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনেতে প্রত্যাগমন করিলেন। সে অশুভসমাচার এই যে মধুরাও পুনর্ব্বার স্বস্থানহইতে বহির্গত হ ইয়াছে এবং নিজামালী ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যোগ করিয়া তাহার প্রতিকূলে হয়দরাবাদহইতে আগমন করিতেছে এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা কর্ণাটদেশনিকটবর্ত্তি তদধিকারের প্রতি আক্র

মণ করণোদ্যোগ করিতেছে এবং এই সকল লোকেরা মহিসুর রাজ্য জয় করণাশাতে পরস্পর ঐক্য করিয়াছে। তিনি মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে বড় সঙ্কটজনক জ্ঞান না করিয়া ইংগ্লণ্ডীয় ও নিজামের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইলেন তাহাতে ১৭৬৭ শালে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত তাঁহার প্রথম যুদ্ধারম্ভ হইল।

মহম্মদআলীর ভ্রাতা মাফজখাঁদ্বারা হয়দরআলী নিজামকে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষহইতে আকর্ষণ করিয়া স্বপক্ষ করিলেন। অতএব ইংগ্লণ্ডীয়সেনাপতি কর্ণল স্মিথ সাহেব যিনি নিজামের সঙ্গেং আপন সৈন্য লইয়া হয়দরের অধিকারে গমন করিয়াছিলেন তিনি নিজামের এই বিশ্বাসঘাতকতার সমাচার অবগত হইবা মাত্র তাঁহার সৈন্যহইতে আপন সৈন্য পৃথক করিলেন। মহম্মদ আলী এই কল্পনা জ্ঞাত হইয়া হয়দরআলীর সহিত নিজামের যোগ করিবার পূর্ব্বে তাহার উপর আক্রমণ করিতে মন্দ্রাজস্থ কৌন্সলী সাহেব লোকেরদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা তৎপরামর্শে তাদৃক মনোযোগ করেন নাই অতএব সেপ্তম্বর মাসেতে হয়দরআলী ও নিজাম আপনারদের সৈন্য একত্র করিয়া চাঙ্গামহল স্থানেতে কর্ণল স্মিথ সাহেবের উপর চড়াউ করিলেন। কর্ণল সাহেব এক ঘণ্টাপর্য্যন্ত তাহারদের সহিত অতিসফলতাপূর্ব্বক যদ্ধ করিলে তাহারা পলায়ন করিল বটে কিন্তু যুদ্ধসমাপ্ত হইলে কর্ণল সাহেবের পাছে হটিবার আবশ্যকতা হইল অতএব তিনি অনাহারে ৩৬ ঘণ্টাপর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক সসৈন্য ত্রিণমালিতে উপস্থিত হইয়া আপনি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু অতি শীঘ্র দেখিলেন যে দুর্গের চতুর্দিকস্থ দেশ বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যকর্তৃক লুণ্ঠিত ও দগ্ধ হইতেছে।

ইহা দেখিয়া তিনি দীর্ঘকাল নিরুদ্যোগে থাকিলেন না কিন্তু আপন দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত তাঁহাকে অতিসাবধানতাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে হইল। অতএব কতক দিবসপর্য্যন্ত ত্রিণমালির প্রাচীরের নীচে অবস্থিতি করণানন্তর আপন সৈন্যেরদিগকে পাঁচ ক্রোশ অন্তর কালেশ্ব বাকম স্থানে লইয়া গেলেন। তথাতে সৈন্যের অবস্থিতি কালে হয়দরআলী এক অত্যুত্তম কল্পনা করিলেন এবং তাহা

প্রায় সফলা হইল। তিনি হঠাৎ পাঁচ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য কর্ণাটদেশে প্রেরণ করিলেন এবং তাহারা অনিবার্য্যরূপে মন্দ্রাজের সমীপপর্য্যন্ত গমন করিল। তৎকালে ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেখানে অপ্রস্তুত ছিলেন বিশেষতো বড় সাহেব ও কৌন্সলী সাহেবেরা বাগানে ছিলেন অতএব যদি শত্রুরা মনোযোগ করিত তবে অনিষ্ট করিতে পারিত কিন্তু তাহারা লুঠেতে মত্ত হওয়াতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ক্ষতি হইল না।

অপর বর্ষা উপস্থিতা হইল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা বার্ষিক বিশ্রামার্থে বন্দিবাসে গমন করিলেন। তাহার পূর্ব্বে কর্ণল স্মিথ সাহেব ত্রিণমালির সম্মুখে সফলতাপূর্ব্বক শত্রুরদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে নিজামালী যুদ্ধের ব্যয় দিতে অশক্ত হইলে এবং তাঁহার নিজ অধিকারের শাসনের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত তাঁহার নিজাধিকারে প্রত্যাগমনাবশ্যকতা হইলে তিনি যুদ্ধেতে ক্ষান্ত হইলেন এবং ঐ বিশ্রামকালেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত পুনঃসন্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কর্ণল স্মিথ সাহেব তাহাতে কহিলেন যে প্রথমতো হয়দরআলীহইতে আপনাকে পৃথক করিতে হইবেক। ইতোমধ্যে পুনর্ব্বার যুদ্ধের কাল উপস্থিত হইল এবং ইংগ্লণ্ডীয়সেনাপতির সৈন্যবৃদ্ধি হইলে তিনি বিপক্ষেরদের প্রতিকূলে গমন করিলেন। তৎকালে দিসেম্বর মাসে বিপক্ষেরা বেলুরের নিকট ছাউনি করিয়াছিল তাহাতে উভয় সৈন্য অর্থাৎ ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য এবং নিজামালী ও হয়দরআলীর সৈন্যের সহিত আম্বুর ও বানম্বাদির মধ্যস্থানে যুদ্ধ করিল তাহাতে নিজামালী ও হয়দর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া কাবেরীপাটমেতে পলায়ন করিলেন। তাহারা এইরূপে পরাজিত হইলে নিজাম হয়দরআলীহইতে আপনাকে পৃথক করিতে বিলম্ব করিলেন না এবং ১৭৬৮ শালের ফেব্রুআরিমাসে নিজাম ও মহম্মদআলী এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সঙ্গে এইরূপ সন্ধিপত্র স্থিরীভূত হইল যে নবাব যে আখ্যা ও যে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার থাকিবেক এবং উত্তরসরকারের উপর সর্ব্বদা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কর্তৃত্ব থাকিবেক এবং তৎকালে হয়দরআলীর হাতে কর্ণাটবালাঘাটা নামে যে প্রদেশ ছিল

তাহার প্রভুত্ব ইংগ্লণ্ডীয়েরা পাইবেন কিন্তু তাহার রাজস্বহইতে নিজাম সাত লক্ষ টাকা বার্ষিক পাইবেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা চৌথ পাইবেক। এবং যখন নিজামের প্রয়োজন হইবেক তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা দুই সহস্র সিপাহী ও ছয়টা তোপ লইয়া তাঁহার সাহায্য করিবেন। এবং উত্তরসরকারের রাজস্বেতে নিজামের যে স্বত্ব ছিল তাহা তিনি ছয় বৎসরপর্য্যন্ত সাত লক্ষ টাকা করিয়া বার্ষিক পাইবেন।

যুদ্ধের তাবদ্ব্যাপার যে মন্দ্রাজের কৌন্সলী সাহেবেরদের প্রত্যক্ষ হয় এই নিমিত্ত তাঁহারা আপনারদের কৌন্সলহইতে দুই জন সাহেবকে সেনার মধ্যে প্রেরণ করিলেন এবং আজ্ঞা দিলেন যে তাঁহারদের অনুমতিব্যতিরেকে কোন কর্ম্মারম্ভ হইবেক না। নাগর্য্যকার্য্যসম্পৃকীয় লোকেরা যখন যুদ্ধকর্ম্মে হাত দেন তখন অবশ্য কোন দুর্দশা ঘটে অতএব এই দুই কৌন্সলী সাহেব সৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া সেনাপতির পরামর্শের বিরুদ্ধে তাঁহাকে মহিসুরদেশাক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু ঐ বৃহৎকর্ম্ম সাধনোপযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য ছিল না অতএব ১৭৬৮ শাল মিথ্যা ক্ষেপণ হইল।

হয়দরআলীর নবপ্রাপ্ত অধিকারের শাসনবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে হইলে তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে ইচ্ছুক হইলেন কিন্তু মন্দ্রাজের কৌন্সলী সাহেবেরা তাহার তৎপ্রসঙ্গে তাদৃক মনোযোগ করিলেন না ইহাতে হয়দর যুদ্ধেতে অধিক মনোযোগ করিয়া মলবাগল নামে এক খ্যাত দুর্গ অধিকার করিলেন। দুই জন কৌন্সলী সাহেব সৈন্যের সহিত থাকিয়া যুদ্ধকর্ম্মে হাত দিলে সেনাপতি কর্ণল স্মিথ সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন তাহাতে মন্দ্রাজের কৌন্সলী সাহেবেরা ঐ সেনাপতিকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। পরে পীড়াতে এবং সিপাহীরদের পলায়নেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য দুর্ব্বল ও ভরসাহীন হইল কিন্তু হয়দরআলী অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ণল উড সাহেবের উপর চড়াউ করিয়া তাহার লওয়াজিমা দ্রব্য তাবৎ লুঠিয়া লইলেন এবং পূর্ব্বে যেং দেশ হৃত হইয়াছিল

সে সমস্ত দেশ বৎসর পূর্ণ না হইতেং পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং ১৭৬৯ শালের জানুআরি মাসে তিনি কর্ণাটদেশের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আপন রীত্যনুসারে লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ত্রিচিনাপল্লী প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিন্নিবল্লী ও মধুরার প্রতিকূলে আপনার এক সেনাপতিকে সসৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং তিনি ঐ দুই প্রদেশ লুঠ ও নষ্ট করিলেন। ইংগ্লণ্ডীয়েরা অশ্বারূঢ় সৈন্যের অভাবেতে তন্নিবারণ করিতে কিম্বা তাহারদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে সমর্থ ছিলেন না। তঞ্জাউররাজ্য বিনা দক্ষিণ দেশে কোন স্থান তাহার অস্পৃষ্ট থাকিল না কিন্তু তঞ্জাউরের রাজা অনেক অর্থ ব্যয়পূর্ব্বক হয়দরআলীকে সন্তুষ্ট করিয়া লুঠহইতে আত্মদেশরক্ষা করিলেন। অপর মন্দ্রাজের কৌন্সলী সাহেবেরা কর্ণল স্মিথ সাহেবকে পুনর্ব্বার সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন এবং তিনি অচিরে হয়দরকে ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু হয়দর এক অত্যুত্তম কল্পনা করিয়া তাহা অতিশুভ ও সফলতাপূর্ব্বক সিদ্ধ করিলেন। বিশেষতঃ ফুদচেরিহইতে আপন তাবৎ যুদ্ধলব্ধ ও ভারিং লওয়াজিমা স্বদেশে প্রেরণ করিয়া নানাচ্ছল করত ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে মন্দ্রাজহইতে ক্রমে দূরে আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। পরে ছয় সহস্র অশ্বারূঢ়সৈন্য লইয়া তিন দিবসের মধ্যে ষাটি ক্রোশ গমনপূর্ব্বক মন্দ্রাজহইতে দুইতিন ক্রোশ অন্তরে হঠাৎ উপস্থিত হইলেন এবং মন্দ্রাজের বড় সাহেবকে লিখিলেন যে আমি সন্ধিপত্র করিতে আগমন করিয়াছি অতএব তোমার সৈন্যেরদিগকে মন্দ্রাজের প্রতি আগমন করিতে নিষেধ কর। কৌন্সলী সাহেব লোকেরা তাহার হঠাৎ আগমনেতে উদ্বিগ্ন হইলেন তথাপি তাঁহারা যদি ইচ্ছা করিতেন তবে কর্ণল স্মিথ সাহেবের আগমনপর্য্যন্ত আপনারা দুর্গেতে থাকিয়া হয়দরআলীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেন কিন্তু তাহার পঁহুছনের পূর্ব্বে হয়দর মন্দ্রাজ নগর ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ দেশ লুঠ করিত অতএব তাঁহারা সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন এবং ১৭৬৯ শালের ৪ মে তারিখে হয়দরআলীর সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এইরূপে সন্ধি হইল যে হয়দরআলী ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যাহা লইয়া

ছেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা হয়দরআলীর যাহা লইয়াছেন তাহাও প্রত্যর্পণ করিবেন। এবং হয়দরের বিপৎকালে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার সহকারিতা করিবেন ও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিপৎকালে হয়দর সহকারিতা করিবেন।

---

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

ইংগ্লণ্ডদেশে ভারতবর্ষের কর্ম্মবিবেচনা। কোম্পানির অর্থের অপ্রতুল। ভারতবর্ষের শাসনার্থে নূতন বন্দোবস্ত।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা যে২ যুদ্ধ এবং সন্ধিপ্রভৃতি বৃহৎ২ কর্ম্মের বিষয় লিখিয়াছি সে সকল সমাচার ইংগ্লণ্ডে পঁহুছিলে লোকেরদের মনেতে নানাপ্রকার বিপরীতকল্পনা উপস্থিতা হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা মহাসঙ্কট ঘটিল। অপর নানা বিবেচনা ও পরামর্শের পর ইংগ্লণ্ডের মহাসভা এই আজ্ঞা দিলেন যে কোম্পানি বাদশাহের সরকারি ব্যয়ের কারণ বৎসর২ চল্লিশ লক্ষ টাকা দিয়া আর পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ভূম্যুৎপন্ন রাজস্বভোগ করিবেন।

ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে কোম্পানির অপেক্ষিত ফলাশা বিফলা হওয়াতে ইংগ্লণ্ডদেশে তাবল্লোকের মনে এতদ্দেশশাসকেরদের প্রতি বৈরক্ত্য জন্মিল যেহেতুক তাঁহারা ভাবিলেন যে ইহারদের অমনোযোগেতে আমারদের আশাভঙ্গ হইয়াছে। অতএব তাঁহারা ইহার নির্য্যাস জানিতে ও অনুসন্ধান করিতে স্থির করিয়া ভারতবর্ষের তাবদ্বিষয়জ্ঞ ও জ্ঞানবান ও পরিশ্রমী অথচ নিস্পৃহ তিন ব্যক্তিকে সুপরবাইজর অর্থাৎ তাবতের উপর কর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। এবং এই বিষয়ে বাঙ্গালার গত বড় সাহেব বেনসিটার্ট সাহেব ও স্ক্রাফ্টন সাহেব ও কর্ণল ফোর্ড সাহেব মনোনীত হইলেন। এবং তাঁহারদিগকে এই পরাক্রম অর্পিত হইল যে তাঁহারা কলিকাতার বড় সাহেব ও কৌন্সলী সাহে

বেরদের মতবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে পারিবেন এবং কোম্পানির তাবৎ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে পারিবেন এবং যাহা তাঁহারদের ভাল বোধ হইবেক সে সকল কর্ম্ম স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্থির করিতে পারিবেন। অধিক কি কহিব ইংগ্লণ্ডে কোম্পানির যেরূপ পরাক্রম তত্তুল্য পরাক্রম তাঁহারদিগকে অর্পিত হইল। কিন্তু তাঁহারদের বিষয়ে এই আশ্চর্য্য যে তাঁহারা যে জাহাজে আরোহণ করিলেন সেই জাহাজের বিষয়ে কিম্বা তাহার চড়নদারেরদের বিষয়ে অদ্যাপি কিছু উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই অতএব অনুমান হয় যে সে জাহাজ পথেতে মারা পড়িয়াছে।

১৭৭০ শালে কার্টিয়র সাহেব বঙ্গদেশে বড় সাহেবিপদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার রাজ্যের প্রথম বৎসরে বঙ্গদেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি লোকেরা বিস্মৃত হয় নাই এবং তৎকালে অনুমান করা গিয়াছিল যে ঐ দুর্ভিক্ষেতে বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ লোক মৃত হইয়াছে। ১৭৭০ শালের ১০ মার্চ তারিখে নবাব সৈয়ফুদ্দৌলা বসন্তরোগে পরলোকগত হইলেন এবং অপ্রাপ্তব্যবহার তাহার ভ্রাতা মবারকউলদৌলা তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। বড়সাহেব ও কৌন্সলী সাহেবেরা তাহার পূর্ব্বপদস্থের সঙ্গে যে নিয়ম করিয়াছিলেন এবং তাহার পরিবারপালনার্থে যে বার্ষিক বৃত্তি নিরূপণ করিয়াছিলেন সেই সকল নিয়ম ও সেই বৃত্তি তাঁহার সঙ্গে স্থির থাকিল কিন্তু ইংগ্লণ্ডে কোম্পানি ইহাতে অসম্মত হইয়া তাহার বার্ষিক কেবল ১৬০০০০০ টাকার অধিক দিতে সম্মত হইলেন না।

ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে এবং ইংগ্লণ্ডে কোম্পানির অর্থের অত্যন্ত অপ্রতুল হইল বিশেষত ইংগ্লণ্ডে ৮ জুলাই তারিখে যখন তাহারা আপনারদের স্বীকৃত হুণ্ডির সহিত সংস্থিত ধনের ঐক্য করিলেন তখন তাঁহারা দেখিলেন যে ১৩০০০০০০ টাকা অকুলান হইল। অতএব তাঁহারা প্রথমত ইংগ্লণ্ডের প্রধান বাঙ্কহইতে কিছু টাকা কর্জ লইয়া শেষে আরো অপ্রতুল দেখিয়া বাদশাহের উজীরের নিকট কহিলেন যে সরকারি তহবিলহইতে আমারদিগকে ১০০০০০০০ টাকা কর্জ দিতে হইবেক। অপর কোম্পানির

এই বিষয়ে এবং অন্যং দুর্ঘটনার বিষয়ে ইংগ্লণ্ডের মহাসভার উভয় ঘরে কথোপকথন হইতে লাগিল তাহাতে সকলেইং কোম্পানির ভৃত্যেরদের উপর দোষ দিয়া তাহারদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।। এবং তৎসময়ে লর্ড ক্লাইব সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া আপন রাজ্যের তাবদ্বৃত্তান্ত কহিয়া মহাসভাতে আপনাকে নিষ্কলঙ্ক করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাসভাস্থেরা সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আপনারদের মধ্যহইতে কতক লোককে কমিটিরূপে নিযুক্ত করিয়া তাহারদিগকে উত্তমরূপে কোম্পানির তাবদ্বিষয় বিবেচনা করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই কমিটি স্থির হইতেং ভারতবর্ষে পূর্ব্বপ্রেরিত তিন জন সাহেবের অনাগমন সমাচার পাইয়া কোম্পানি তৎকর্ম্মে আর তিন জনকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু মহাসভাস্থেরা তাহা শুনিয়া কহিলেন যে এ কি আমরা তাবদ্বিষয় অবধারিত না করিতেং তোমরা কি অন্য লোককে প্রেরণ করিবা অতএব তাঁহারা কহিলেন যে আমারদের আজ্ঞাব্যতিরেকে তাহারা যাত্রা করিবে না।

মহাসভার কমিটি এতদ্বিষয়ে বিবেচনা করিয়া মহাসভায় সম্বাদ দিলে উজীর সভ্যেরদের নিকট কোম্পানির বিষয়ে এই প্রসঙ্গ করিলেন যে ভবিষ্যৎকালে কোম্পানির কর্ম্ম এইং রূপে নির্দ্ধারিত হউক বিশেষতঃ পূর্ব্বের রীত্যনুসারে কোর্ট আফ ডাইরেক্তর অর্থাৎ কোম্পানির নিয়ামক সভ্যেরদের বৎসরং চব্বিশ জনের পরীবর্ত্তন না হইয়া কেবল ছয় জন করিয়া পরীবর্ত্তিত হন। তিনি আরো প্রসঙ্গ করিলেন যে সুবা বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার শাসনকর্ত্তৃপদে এক জন গবর্ণর জেনেরাল আড়াই লক্ষ টাকা বার্ষিক বেতনে এবং তৎসহকারি কৌন্সলী চারি জন প্রত্যেকে বৎসরং আশী সহস্র মুদ্রা বেতনে নিযুক্ত হন এবং মন্দ্রাজ ও বোম্বের শাসন বাঙ্গালার অধীন হয়। এবং কলিকাতায় এক বাদশাহী অদালত সংস্থাপিত হয় এবং আশী সহস্র মুদ্রা বেতনে তাহার চিফ জষ্টিস অর্থাৎ প্রধান বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত হন এবং তৎসহকারি তিন জন প্রত্যেকে যষ্টি সহস্র মুদ্রা বার্ষিক বেতনে নিযুক্ত হন।

[১৫ অধ্যায়।] [১৭৭২ শাল।]

তিনি আরো এই প্রসঙ্গ করিলেন যে প্রথম গবর্ণর জেনেরাল ও তাঁহার সহকারিরা মহাসভাকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তৎকর্ম্মে থাকিবেন তৎপরে কোম্পানিকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন কিন্তু তাহাতে বাদশাহের সহির অপেক্ষা থাকিবে। এবং তাহারা কোম্পানির বাণিজ্যকার্য্যব্যতিরেকে অন্য তাবদ্বিষয়ের কাগজপত্র উজীরকে দেখাইবেন এবং বাদশাহের ও কোম্পানির কোম ভৃত্য পারিতোষিক লইতে পারিবেন না এবং গবর্ণর জেনেরাল সাহেব ও কৌন্সলীরা ও বিচারকর্ত্তারা কোন মতে কোন বাণিজ্যকার্য্যে হাত দিবেন না।

কিন্তু ইহাতে কোম্পানি সম্মত না হইয়া বরং বিরক্ত হইলেন যেহেতুক এই বন্দোবস্তেতে ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব তাঁহারদের হাত হইতে বাদশাহের হাতে পড়িবে বিশেষতঃ তাঁহারা ইহাতে বিরক্ত হইলেন যে ভারতবর্ষের বড় সাহেব ও কৌন্সলী সাহেবেরা মহাসভাকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার পর কোম্পানিকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন কিন্তু তাহাতে বাদশাহের সম্মতির অপেক্ষা থাকিবেক। এই সকল বিষয়ে কোম্পানির উকীল এবং তৎসভাস্থ কোম্পানির পক্ষীয় লোকেরাও মহাসভাতে অনেক বাদানুবাদ করিলেন কিন্তু শেষে বাদশাহের উজীর জয়ী হইলেন এবং এই বন্দোবস্ত উভয়সভার ও বাদশাহের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হইল এবং আজ্ঞা হইল যে এই বন্দোবস্ত ১৭৭৩ শালে ইংগ্লণ্ডে চলিবে ও ১৭৭৪ শালের ১ আগস্ত অবধি ভারতবর্ষে চলিবেক।

ইংগ্লণ্ডের মহাসভার এই নিয়মেতে হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরালপদে নিযুক্ত হইলেন এবং শ্রীযুত জেনেরাল কাবরিং সাহেব ও কর্ণল মানসন সাহেব ও বার্বল সাহেব ও ফ্রান্সিস সাহেব কৌন্সলীপদে নিযুক্ত হইলেন। ঐ হেষ্টিংস সাহেব প্রথমতঃ কোম্পানির নাগর্য্যকার্য্যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ক্রমে উন্নত হইলেন এবং বেনসিটার্ট সাহেবের রাজ্যকালে তিনি কৌন্সলীপদপর্য্যন্ত উঠিলেন অপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়ৎকালানন্তর মান্দ্রাজের কৌন্সলের দ্বিতীয় পদে নিযুক্ত হইলেন। তৎপরে ১৭৭২ শালের আরম্ভে কার্টিয়র

সাহেবের ইংগ্লণ্ড গমনেতে তিনি বাঙ্গালায় কোম্পানির প্রধানকর্ম্ম অর্থাৎ বড় সাহেবী পদে নিযুক্ত হইলেন ও মহাসভার নিয়মানুসারে তিনি ভারতবর্ষে প্রথম গবর্ণর জেনেরাল পদপ্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে রাজব্যবহারে অর্থাৎ নামে নবাব বাস্তবিক কোম্পানির শাসনে সে সকল উৎপাতের বৃদ্ধি হইল কিন্তু তাহা ক্লাইব সাহেবকর্ত্তৃক স্থাপিত ও প্রশংসিত অতএব এরূপ শাসনে প্রাচীন কুরীতি সকল বজায় রহিল এবং বিভক্ত পরাক্রমে যত উৎপাত জন্মে সে সকল উৎপাত বাঙ্গালায় জন্মিল বিশেষতঃ কতকং ভূমি কালেক্তরের অমাত্যেরদের হস্তে ছিল ও কতক বৎসরং ইজারা দেওয়া যাইত এবং কতক জমীদার ও তালুকদারেরদের হস্তে ছিল এবং তাহারা নিরূপিত কর দিতে স্বীকৃত ছিল। বিচারকর্ত্তৃপদও দুই ভাগে বিভক্ত ছিল বিশেষতো নাজীমের হাতে ফৌজদারি ও দেওয়ানের হাতে দেওয়ানি এবং সেই শাসন পরাক্রমহীন নবাবের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকাতে তিনি কোন প্রকারে উত্তমরূপে চালাইতে পারিলেন না।

দেওয়ানি কর্ম্ম কোম্পানির আয়ত্ত হওয়া অবধি রাজকর আদায়ের বিশৃংখলতাতে কোম্পানি বিরক্ত ছিলেন অতএব ১৭৬৯ শালের আগস্ত মাসে তদ্বিষয়ে এই নূতন নিয়ম হইল যে নানা জিলাতে এতদ্দেশীয় রাজকর্ম্মিরদের নিত্য তৈনাত করণার্থে কোম্পানির একং জন ইউরোপীয় ভৃত্য নিযুক্ত হইবেক এবং রাজকর আদায়ে যত বিরোধ বিসম্বাদ জন্মিবেক সে সকল তাঁহারদের দ্বারা নিষ্পন্ন হইবেক। এই কর্ম্মকারি সাহেবেরা সুপরবাইজর নামে খ্যাত হইলেন এবং তৎপর বৎসরেতে এই সুপরবাইজর সাহেবলোকেরদের উপর কর্ত্তৃত্ব করণার্থে মুরশেদাবাদে ও পাটনায় দুই কৌন্সল নিরূপিত হইল।

অপর নূতন কৌন্সলীরা কোম্পানির আয়ব্যয়ের ভার আপনারদের হস্তে রাখিতে বাসনা করিয়া ১৭৭২ শালের ১৩ এপ্রিল তারিখে হেষ্টিংস সাহেব বড় সাহেবি পদে নিযুক্ত হইলে তাঁহারা ১৬ তারিখে এই স্থির করিলেন যে তাঁহারা আপনারা তাবভূমি ইজারা দিবেন এবং সেই ইজারা দীর্ঘকালস্থায়ী হইবেক।

তাঁহারা আরো কহিলেন যে এই পথ সর্ব্বাপেক্ষা সুগম যেহে তুক অন্যেং রাজস্ব আদায় করা কোম্পানির অসাধ্য। অপর ১৫ মে তারিখে তত্তাবৎ প্রকরণ প্রকাশ হইল এবং তাহার স্থূল প্রকরণ এইং। পাঁচ বৎসরের নিমিত্তে তাবদ্ভূমি ইজারা দেও য়া যাইবেক এবং বড় সাহেব ও তৎসঙ্গি চারি জন কৌন্সলী সাহেব সরকিটর কমিটী নামে দেশের মধ্যে ভ্রমণ করত তৎক র্ম্মের উপর দৃষ্টিপাত করিবেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক জিলাতে একং জন কলেক্তর নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম চালাইবেন এবং কোন ইং গ্লণ্ডীয় বণিক কিম্বা গোমাস্তা কিম্বা ভৃত্য কেহ ইজারা লইবেন না যেহেতুক তাঁহারা ভাবিলেন যে ইহারা ইজারা লইলে কেহ তাহারদের প্রতিযোগী হইয়া নিলামে ডাকিতে আসিবেক না। এবং প্রত্যেক জিলাতে একং জন এতদ্দেশীয় লোক দেওয়ান রূপে নিযুক্ত হইবেক।

সরকিটর কমিটী প্রথমতঃ কৃষ্ণনগরে গিয়া ভূমির ইজারার বি ষয়ে লোকেরদের দরখাস্ত লইতে লাগিলেন কিন্তু সে দরখাস্তেতে তাহারা এত অল্পপণ ও এমন অস্পষ্ট লিখিয়াছিল যে ঐ কমিটী তাহা গ্রহণ না করিয়া কহিলেন যে আমরা সমস্ত ভূমি একে বারে নীলাম করিয়া ইজারা দিব। এই কল্পনা পূর্ণা করণার্থে প্রথমতঃ তাবদ্ভূমির একবাল ও জমাবন্দি দেখিবার আবশ্যকতা হওয়াতে তাবৎ রাজস্বের নূতন হস্তবুদ হইল এবং সে হস্তবুদে রাজস্ব দুই ভাগে লিখিত হইল প্রথমতঃ আসল নামে ভূম্যুৎপন্ন রাজস্ব দ্বিতীয়তঃ আবাব নামে ঔপাধিক করাদি। এই হস্তবু দেতে শেষ লিখিত আবাবের মধ্যে যাহা অতিশয় অন্যায় বোধ হইতে লাগিল তাহা একেবারে রাজস্বহইতে বাদ দেওয়া গেল। অপর যেপর্য্যন্ত জমীদারেরা কিম্বা প্রাচীন ইজারদারেরা আপনা রদের প্রাচীন জমীর ইজারার বিষয়ে গ্রাহ্যাঙ্গীকার করিল সেপ র্য্যন্ত তাহারদের জমী তাহারদের হাতে থাকিল কিন্তু পরে যখন তাহারা অগ্রাহ্যানুষ্ঠান করিল তখন কোম্পানি তাহারদিগকে বৃত্তি দিয়া তাহারদের ভূমি নিলামে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্ব্বে রাজস্বের বিষয় নির্ধারিত করিতে নাএবদেওয়ান নামে এক

জন মুরশেদাবাদে ছিলেন কিন্তু এই নূতন বন্দোবস্তেতে সেই ম হাদপ্তর সেখানহইতে কলিকাতায় উঠিয়া আইল এবং তাবৎ কৌন্সলী সাহেবলোকেরা রিবিণুবোর্ড অর্থাৎ রাজস্ববিবেচক সম্প্রদায় নামে খ্যাত হইলেন।

অপর এই নিয়ম হইল যে তাঁহারা সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস তাবৎ রাজস্বের হিসাবপত্র বিবেচনা করিতে বসিবেন। ঐ নাএবদেওয়ান পদেতে মুরশেদাবাদে মহম্মদ রেজাখাঁ ছিলেন এবং পাটনায় রাজা সেতাবরায় ছিলেন কিন্তু এই নূতন বন্দোবস্তে একেবারে তৎপদ লুপ্ত হইয়া তাবৎ জিলার দেওয়ানের উপর কর্তৃত্ব করণার্থে রায়রায়াঁ নামে এক জন নিযুক্ত হইলেন তাহার এই কর্ম্ম যে বাঙ্গালাতে তাবৎ হিসাবপত্র রাখিবেন ও নানাস্থানের পত্রের পুত্যুত্তর দিবেন ও রিবিণুবোর্ডেতে হিসাব দিবেন। এই সময়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি অদালতের যে বন্দোবস্ত হইল সে অতিশয় লিপিবাহুল্য এবং কালক্রমে সে সকল রীতিরও প্রায় পরীবর্ত্তন হইল অতএব এক্ষণে তাহা লিখনের পুয়োজনাভাব ইহার পর স্থানবিশেষে তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত লেখা যাইবেক।

আতারামদৌলা নামে নবাবের পিতৃব্য কৌন্সলীরদের নিকট নবাবের নিজবাটীর তাবদ্ব্যাপারের কর্তৃত্বপদ যাক্রা করিলেন কিন্তু তাঁহারা ঐ পদ তাঁহাকে না দিয়া মণিবেগম নামে মীর জাফরের এক জন শৈলিনীকে দিলেন ঐ মণিবেগম পূর্ব্বে এক নর্ত্তকী ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে নবাব সাহেব নিজ ব্যয়ের কারণ ব ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক পাইতেন কিন্তু ১৭৭২ শাল অবধি কেবল ষোল লক্ষ টাকা করিয়া নিরূপিত হইল।

ইতোমধ্যে মহম্মদরেজাখাঁ ও রাজা সেতাবরায়ের বিষয়ে কোম্পানির সন্দেহ হওয়াতে তাঁহারা উভয়েই ধৃত হইয়া কলিকাতায় দুই বৎসরপর্য্যন্ত বন্দিস্বরূপ রহিলেন অনন্তর বিচারে নির্দোষী হইয়া মুক্তি পাইলেন কিন্তু সেতাবরায় ঐ উদ্বেগে পাটনায় আসিয়া পঞ্চত্ব পাইলেন এবং হেষ্টিংস্ সাহেব তাঁহার পুত্রকে রায়রায়াঁ পদে নিযুক্ত করিলেন।

বাঙ্গালার মধ্যে রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে এবং ফৌজদারি ও

দেওয়ানি অদালতের বিষয়ে এই সকল নূতন নিয়ম হইতেং হিন্দুস্থানের অন্যং স্থানেতে অনেক ভারি কর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। বিশেষত আবদালিরদের সহিত যুদ্ধেতে মহারাষ্ট্রীয়েরদের এমন ক্ষতি হইয়াছিল এবং তাহারদের মধ্যে পরস্পর এমত বিরোধ হইয়াছিল যে হিন্দুস্থানের উত্তরভাগস্থ দেশ কএক বৎসরপর্য্যন্ত তাহারদের আক্রমণহইতে রক্ষা পাইল। আবদালিরদের প্রস্থানানন্তর নজীবুদ্দৌলা নামে এক জন রোহেলা অধ্যক্ষ বাদশাহের নাএবরূপে দিল্লীর উপর ও তচ্চতুর্দিক্স্থ প্রদেশের উপর কর্তৃত্বরূপে নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি আপন বিদ্যা ও সুশাসনদ্বারা উত্তর হিন্দুস্থানের তাবৎ প্রদেশ সুস্থির রাখিলেন। নবাবের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের শেষ সন্ধিপত্রেতে প্রাপ্ত কোরা ও এলাহাবাদের রাজস্ব ভোগ করণার্থে এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের স্থানে বাঙ্গালার রাজস্বহইতে আপন অংশ প্রাপণাশাতে শাহআলম বাদশাহ এলাহাবাদে অবস্থিতি করত দিল্লীতে যাইয়া আপন পৈতৃক সিংহাসনারোহণ করিতে ব্যগ্রচিত্ত ছিলেন কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহাতে অসম্মত ছিলেন এবং বাদশাহও ভাবিলেন যে আপন নাএব নজীবুদ্দৌলা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বপদ পরিত্যাগ করিবেন না অতএব তাঁহার সেই মনোরথ পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইল। অপর ১৭৭০ শালে নজীবুদ্দৌলা পরলোকগত হইলে শাহআলম মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে আহ্বান করিয়া তাহারদের সহকারিতাতে আপন সিংহাসনে বসিতে পণ করিলেন।

অপর বাদশাহের সম্মতিতেই হউক বা অসম্মতিতেই হউক তুকোজী ও সিন্ধিয়া ও বিশাজী নামে তিন জন পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ত্রিশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া চম্বল নদীর উত্তরে আগমন করিয়া তচ্চতুর্দিক্স্থ দেশের প্রতি লক্ষ করিয়া থাকিল। ১৭৭১ শালের আরম্ভেতে বাদশাহ তাহারদের সহায়তাতে দিল্লীতে যাইবার কারণ এক উকীলদ্বারা কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সম্মতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন কিন্তু তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা সম্মত হইলেন না তথাপি তিনি তদ্বিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এবং মোগল অধ্যক্ষেরদের উদ্যোগেতে এবং নবাব উজীরের

অর্থদানেতে বাদশাহ এমত সবল হইলেন যে ১৭৭১ শালের মে মাসে যোড়শ সহস্র লোক সমভিব্যাহারে এলাহাবাদহইতে প্রস্থান করিলেন। অপর ফরোখাবাদহইতে পোনর ক্রোশ অন্তর নাবিগঞ্জনামক স্থানে উপস্থিত হইলে বর্ষা আগতা হইল তাহাতে অগত্যা তাঁহাকে সেই স্থানেই ছাউনি করিতে হইল। সে স্থানে মহারাষ্ট্রীয়েরদের এক জন উকীল আসিয়া বাদশাহকে কহিল যে মহম্মদশাহের আমল অবধি যত চৌথ বাকি আছে সে সকল দিলে এবং তাবৎ লুটিত বস্তুর অর্দ্ধেক অংশ দিতে স্বীকার করিলে এবং মহারাষ্ট্রীয়েরদের পূর্ব্বপ্রাপ্ত জায়গীর তাহারদিগকে পুনর্দত্ত হইলে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধব্যয়ার্থে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা দিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনকার সহায়তা করিবেন। এই সকল অহঙ্কারপ্রসঙ্গেতে বাদশাহের অশ্রদ্ধা জন্মিলেও অগত্যা তিনি তাহা স্বীকার করিলেন এবং ২৫ দিসেম্বর তারিখে আপন তাবৎ সৈন্য ও তাবৎ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে মহাসমারোহপূর্ব্বক আপন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা অধিক কালপর্য্যন্ত তাঁহাকে রাজধানীর সুখভোগ করিতে না দিয়া অতিশীঘ্র রণভূমিতে আনাইল। বাদশাহের অধিকারবৃদ্ধির চেষ্টাতে এবং মহারাষ্ট্রীয়েরদের লুঠের চেষ্টাতে উভয়ের দৃষ্টি প্রথমতো রোহেলারদের দেশের উপর পড়িল এবং বাদশাহের বংশের প্রাচীন ভৃত্য অথচ জ্ঞানবান ও বিশ্বস্ত নজীবুদ্দৌলা যিনি বাদশাহের অবর্ত্তমানতাতে বাদশাহের নামে উত্তমরূপে দিল্লী নগর ও তৎপ্রদেশের শাসন করিলেন তাঁহার জায়গীর শাহরণপুর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ছিল। রোহেলারদের অন্যং অধিকার গঙ্গার পূর্ব্বপারে কিন্তু এই স্থান গঙ্গার পশ্চিম পারে ছিল ও দিল্লীহইতে কেবল পঁয়ত্রিশ ক্রোশ অন্তর সেওয়ালি পর্ব্বতের নিকট আরম্ভ হইয়া উত্তরে ঘোষগড় নামে মহাদুর্গ এবং পূর্ব্বে সাকরতাল পর্য্যন্ত ব্যাপে।

দিল্লীর শাসনকর্ত্তৃপদ যে নজীবুদ্দৌলার মরণনান্তর তাহার পুত্রের হস্তে পড়িল সেই পদ বলাৎকারপূর্ব্বক তাহার হাতহইতে গ্রহণ করাতে যে তিনি অতিশয় উদ্যান্বিত হইবেন ইহাতে দিল্লীর

বাদশাহ ভীত হইয়া প্রথমতঃ তাহার জায়গীর শাহারণপুরের প্রতি আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। এতৎ সময়ে রাজকর্ম্ম ও যুদ্ধকর্ম্মে অতিশয় পারদর্শী পারসিদেশজাত মীরজা নজীফখাঁ বাদশাহের সেনাপতি ছিলেন। জাবিদাখাঁ অতিশয় সাহসপূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে উদ্যত হইলেন বটে কিন্তু বাদশাহ্ এবং মহারাষ্ট্রীয়েরদের সম্মিলিত সৈন্যের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তিনি এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গঙ্গার ওপারস্থ স্বাধিকাররক্ষার্থে পার হইলেন এবং নানাঘাটে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন ইহাতে তাহার সঙ্গে অত্যল্প সৈন্য থাকিল। অপর নজীফখাঁ মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে লইয়া অতিশয় সাহসপূর্ব্বক গঙ্গাপার হইলেন। তাহাতে জাবিদাখাঁ ভরসাহীন হইয়া পাটিরাতে পলায়ন করিলেন সেখানে তিনি পূর্ব্বে আপন পরিবার ও ধন প্রেরণ করিয়াছিলেন। নজীফখাঁ এমত বেগে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন যে তিনি ঐ গড়হইতে আপন পরিবার ও ধনাদি লইতে অবকাশ পাইলেন না তাহাতে সে সমস্ত নজীফখাঁর হস্তগত হইল এবং জাবিদাখাঁ অযোধ্যার নবাব সুজাওদ্দৌলার ছাউনিতে আশ্রয় লইলেন। নজীবুদ্দৌলার ন্যায়েতে ও সুশাসনেতে ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহার অধিকার সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ছিল তৎপ্রযুক্ত তদধিকারে লুঠের অভাব ছিল না কিন্তু সে সকল লুঠ মহারাষ্ট্রীয়েরা লইল বাদশাহকে এক কপর্দকও দিল না।

এই স্থলে রোহেলারদের উৎপত্তির বিষয়ে কিছু কথয়িতব্য। ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশহইতে বলবান ও সাহসিক অথচ যুদ্ধ ব্যবসায়ি সিপাহীরা আসিয়া বারম্বার যে দিল্লীর বাদশাহের সৈন্যেতে গৃহীত হইয়াছিল তাহারদের সেনাপতিরা আপনারদের নৈপুণ্যানুসারে বারম্বার বাদশাহকর্ত্তৃক স্থানেং জায়গীর ও বসতিস্থানাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারদের মধ্যে আফগানীয়েরা অতিশয় সুখ্যাত হইয়াছিল এবং ঐ আফগানীয়েরদের মধ্যে যাহারা রোহেলা নামে খ্যাত তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। তাহারা গঙ্গা ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি মাঠে অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালি দেশেতে বারম্বার বাদশাহ

কর্তৃক জায়গীরপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং দিল্লীর রাজ্যভ্রষ্টহওন সময়ে দেশেতে যে উপপ্লব হইয়াছিল তাহাতে রোহেলারা আপনারদের দেশহইতে অধিক রোহেলারদিগকে আনাইয়া আপনারদের জায়গীর পরিপূর্ণ করিয়াছিল। এমন প্রমাণ আছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যং রাজ্যাপেক্ষা তাহারদের রাজ্য সুশাসিত ছিল। প্রজারদিগকে সুখে রাখাতে ও আপনারদের রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টাতে এবং বিপত্তি সময়ে জয়াজয় না বঝিয়া কাহারও পক্ষপাতী না হওয়াতে তাহারদের রাজ্য স্থির থাকিয়া ক্রমে বর্দ্ধিষ্ণু হইল। নজীবুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তত্তুল্য খ্যাত সেনাপতি উটিল না তথাপি তাবৎ সেনাপতিরা আপনারদের সৈন্য যদি একত্র করিত তবে আশী সহস্রের ন্যূন হইত না কিন্তু তাহারা কদাচ এমত একপরামর্শ হইত না যে তাহারদের বিষয়ে ভয় তচ্চতুর্দিক্স্থ অন্যং প্রদেশের উপর পড়িত।

কিন্তু রোহেলারা চতুর্দিগে সঙ্কটাপন্ন ছিল। তাহারদের অন্যং শত্রু অপেক্ষা অযোধ্যার সুবাদার অধিক ভীতিজনক শত্রু ছিলেন যেহেতুক তিনি তাহারদের বসতির প্রথমাবধি তাহারদের দেশ স্বহস্তগত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সুজাওদ্দৌলার এক জন পূর্ব্বপুরুষ তাহারদের দেশ স্বাধীন করণার্থে মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহায়তার কারণ তাহারদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের তৎপ্রদেশে ঐ দুরাত্মা মহারাষ্ট্রীয়েরদের বসতিকরণের প্রথম ইচ্ছা তিনি জন্মাইয়াছিলেন। সুজাওদ্দৌলার স্বভাব দেখিয়া এতৎসময়ে রোহেলারাও অধিক ভীত ছিল এবং দক্ষিণহইতে মহারাষ্ট্রীয়েরা অতিশয় সমারোহপূর্ব্বক তাহারদের উপর পতনোন্মুখ হইয়াছিল ইহাতে রোহেলারা দেখিল যে সুজাওদ্দৌলাকে ও মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে নিবারণ করণোপযুক্ত বল নাই অতএব তাহারা ভাবিল যে উভয়হইতে অভয়প্রাপ্তি ব্যতিরেকে আমারদের রক্ষার উপায়ান্তর নাই অতএব তাহারা উভয়কেই থামাইয়া রাখিল এবং উভয়ের মধ্যে বিরোধ জন্মানেতে আপনারদের কল্যাণ জ্ঞান করিল।

অপর জাবিদাখাঁর উপর আক্রমণবার্ত্তা শুনিয়া রোহেলারা সক

লে ব্যাকুল হইয়া অনুমান করিল যে অবৎ রোহেলার উপর আ ক্রমণ করিবার প্রথম সোপান এই। মহারাষ্ট্রীয়েরা অযোধ্যার অন্তঃপাতি দেশে বসতি করিলে অযোধ্যার সুবাদার যে অত্যন্ত ভীত হইবেন ইহা অনুমান করিয়া তাহার সহিত মিলিয়া মহা রাষ্ট্রীয়েরদিগকে তদ্দেশহইতে দূরীকরণ করিতে রোহেলারা তাহার নিকট প্রসঙ্গ করিল। ঐ সুবাদার মহারাষ্ট্রীয়েরদের আগমনেতে অতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া ১৭৭২ শালের জানু আরি মাসে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি সর রাবর্ট বার্কর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যগ্র হইলেন পরে ঐ মাসের ২০ তারিখে ফৈজাবাদে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাতে সুবাদার তাঁ হাকে কহিলেন যে রোহেলারা একেবারে যে দেশহইতে উচ্ছিন্ন না হয় এতদর্থে তাহারদের অধিকারের কিয়দংশ মহারাষ্ট্রী য়েরদিগকে দিয়া উভয়েই অযোধ্যার সুবাতে চড়াউ করিবে অথ বা মহারাষ্ট্রীয়েরা বলাৎকারপূর্ব্বক তাবৎ রোহেলাদেশ জয়পূর্ব্বক অযোধ্যার প্রতিকূলে আগমন করিবেক অতএব এইং সঙ্কটহইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত তিনি এই মন্ত্রণা করিলেন যে তিনি সসৈন্য রোহেলার নিকটবর্ত্তি আপন দেশের সীমাতে গমনপর্ব্বক রোহে লারদিগকে অস্ত্রের চাকচিক্য দর্শাইয়া তাহারদেরহইতে কতক দেশ লইয়া বাদশাহকে দিবেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি রোহেলারদের হইতে কতক অর্থ লইয়া তাহার কিছু মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে দিয়া তাহারদের প্রত্যাগমন ক্রয় করিবেন ও কিছু আপনি লইবেন। এইং মন্ত্রণাতে তিনি এই ফলাশা করিলেন যে রোহেলারদের খরচে বাদশাহ ও মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত ঐক্য করিবেন ও আপনি ক তক লাভ করিবেন। এই সকল বাঞ্ছনীয় কর্ম্ম সিদ্ধি করণার্থে তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহায়তার অপেক্ষা করিলেন যেহেতুক তিনি জানিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যদি সহকারী না হন তবে রো হেলারা কদাচ আমাকে বিশ্বাস করিবে না তাহাতে তত্রস্থ ইংগ্ল ণ্ডীয় জেনেরাল এই সকল প্রসঙ্গ লিখিয়া কলিকাতায় কৌন্সলে প্রেরণ করিলেন। কৌন্সলের সাহেব লোকেরা এই প্রত্যুত্তর লি খিলেন যে এই সকল প্রসঙ্গে আমরা অসম্মত নই অতএব যদি

তুমি সহায়তা করিতে শক্ত হও তবে করিলে ক্ষতি নাই। অপর রোহেলারা যখন শুনিল যে সুজাওদ্দৌলা তাহারদের দেশের কিয়দংশ হস্তগত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তখন তাহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ত্রিংশৎ সহস্র লোক লইয়া গঙ্গার উত্তরদিকস্থ রোহেলারদের তাবদ্দেশ উচ্ছিন্ন করিয়া তাহার অন্য এক দল জাবেতাখাঁর দেশ আয়ত্ত করিল।

ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি সর রবর্টবার্কর সাহেব সুজাওদ্দৌলাকে কহিলেন যে রোহেলারদের সাহায্যকরা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য যেহেতক রোহেলারা যদি দুর্ব্বল হয় তবে মহারাষ্ট্রীয়েরা সবল হইবে এবং অর্থদ্বারা যদি তাহারদিগকে প্রত্যাগমন করাও তবে তাহারা ইচ্ছুক হইলে পুনর্ব্বার আসিয়া দেশ দখল করিবে। ইতোমধ্যে সুবাদার মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত সন্ধিপত্র করিতে ব্যগ্র হইলেন কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি সেই ব্যগ্রতাতে দেশের অনেক ভাবি বিভ্রাট অনুমান করিয়া তাহা অন্যথা করিতে অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু তাহা আপনিই নিষ্ফল হইল যেহতুক মহারাষ্ট্রীয়েরা সুবাদারের সন্ধির প্রসঙ্গ এমত তুচ্ছ জ্ঞান করিল যে যতবার উভয়পক্ষীয় উকীলে সাক্ষাৎ হইল ততবার মহারাষ্ট্রীয়ের উকীল আপনারপ্রসঙ্গের নিয়ম মতান্তর করিল।

অপর অযোধ্যার সুবাদার সমাচার পাইলেন যে মহারাষ্ট্র দেশে এমত উৎপাত ঘটিয়াছে যে তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরদের অত্যল্প দিবসের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাগমনের আবশ্যকতা হইবেক। ইহা জানিয়া তিনি ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি বহুকালাবধি তাঁহাকে রোহেলারদের সঙ্গে সন্ধি করিতে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহাই এতৎ সময়ে গ্রাহ্য করিলেন যেহেতুক তিনি বঝিলেন যে মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে দূর করিব বলিয়া রোহেলারদের স্থানে অনায়াসে ধন লইতে পারিব। রোহেলারা এইরূপে টাকার বন্দোবস্তকরণে অসম্মত ছিল কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কথাতে সম্মত হইল।

অপর ১৭ ফেব্রুআরি তারিখে রোহেলারদের সঙ্গে সুজাওদ্দৌলার সন্ধিপত্র স্থির হইল। তন্মধ্যে নানা প্রকরণ ছিল কিন্তু

সর্ব্বাপেক্ষা ভারি প্রকরণ এই যে সুজাওদ্দৌলা মহারাষ্ট্রীয়ে রদিগকে রোহেলখণ্ডহইতে দূর করিলে রোহেলারা চল্লিশ লক্ষ টাকা তাঁহাকে দিতে অঙ্গীকার করে। তাহার মধ্যে দশ লক্ষ টাকা মহারাষ্ট্রীয়েরদের প্রস্থানমাত্র পাইবেন অবশিষ্ট ত্রিশ লক্ষ তিন বৎসরেতে পাইবেন।

কিন্তু এই নিয়মকরণানন্তর অযোধ্যার সুবাদার মহারাষ্ট্রী য়েরদিগকে দূর করিতে কিঞ্চিন্মাত্র উদ্যোগ না করিয়া আপন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাবদ্দেশ লুঠ করিয়া বর্ষা আগতা দেখিয়া শেষে আপনারাই স্বেচ্ছা পূর্ব্বক গঙ্গাপার হইল কিন্তু স্বদেশে না গিয়া তাহারা বর্ষোপ রমে যুদ্ধসময়ে দেশ পুনরাক্রমণার্থে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তি দেশে শিবির সংস্থাপন করিল। এই বিশ্রামসময়ে রোহে লারা সুজাওদ্দৌলার নিকট অনেক প্রার্থনা করিল যে তিনি বাদশাহের সহিত ঐক্য করিয়া এমন কোন নিয়ম করেন যে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার গঙ্গাপার না হয় কিন্তু তিনি তদ্রূপ কোন নিয়ম করিবার উদ্যোগও করিলেন না অপর বর্ষা গতা হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা গঙ্গা নদীর নিকটবর্ত্তী হইয়া রোহে লারদিগকে ভয় প্রদর্শন করাইয়া তাহারদের স্থানে কতক অর্থ দাওয়া করিল তাহাতে রোহেলারদের সরদার হাফেজ রহমত অনেক টালমটাল করিয়া শেষে অতিশয় অনিচ্ছাপূ র্ব্বক সেই দাবীর টাকা দিল।

পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছি যে বাদশাহ মহারাষ্ট্রীয়েরদের স হায়তাতে জাবেতাখাঁর প্রতিকূলে গমন করিয়াছিলেন এবং তৎকর্ম্মসিদ্ধি হইলে তিনি আপন ঐ নূতন সহায়েরদের উপর বিরক্ত হইয়া তাহারদের সহিত সম্প্রীতিভঙ্গ কল্পনাকরত আপন রাজধানী দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন আপনারদের কোন অঙ্গীকার উল্লঙ্ঘন করণে লাভ দেখে তখন তাহারা কদাচ তাহা প্রতিপালন করে না অতএব রোহেলার অধ্যক্ষ জাবেতা খাঁহইতে তাহারা কতক অর্থ গ্রহণ করিয়া এই পণ করিল যে আমরা তোমার সহকারী হইয়া বাদশাহকর্ত্তৃক

নীত তোমারদের সকল দেশ ফিরিয়া দেওয়াইব এবং দি ল্লীতে তোমার পিতার যে আমিরুলওমরা পদ ছিল তৎপদে তোমাকে পুনরভিষিক্ত করিব। কিন্তু বাদশাহ এইকথা শুনিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা জবরদস্তী তে বাদশাহকে স্বীকার করাওণার্থে দিল্লীর প্রতিকূলে যাত্রা করিল বাদশাহ তাহারদিগের সহিত যুদ্ধকরণার্থে প্রস্তুত হই লেন এবং আপন সেনাপতি নজীফ খাঁর পারগতা ও দূরদর্শিতা র দ্বারা তিনি অতিসুন্দররূপে যুদ্ধকরণে সমর্থ হইলেন। কিন্তু ব হু কাল ব্যাপিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরদের সৈন্যের ভার সহনাসমর্থ হইয়া ২২ দিসেম্বর তারিখে মহারাষ্ট্রীয়েরদের প্রতি দিল্লীর দ্বার মুক্ত করিলেন। ইহার তিন দিন কম একবৎসর পূর্ব্বে তিনি ঐ মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহায়তাতে আপন প্রাচীন রাজধানী দিল্লীতে অতিসমারোহপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছিলেন। দিল্লীর আক্রমণের পর বাদশাহ যে সকল ক্রিয়া করিলেন তাহা আপন অনিচ্ছায় কেবল মহারাষ্ট্রীয়েরদের হুকুমঅনুসারে করি লেন। এবং তাহারা প্রথমে কোম্পানিকর্ত্তৃক বাদশাহকে দত্ত কোরা ও আলাহাবাদ এই দুই সুবার এক দানপত্র লইয়া আ পনারা ভোগ দখল করিতে লাগিল। পরে এই সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া গঙ্গাপার হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এই সকল সমাচার অবগত হইয়া অযোধ্যার সুবাদার অতি শয় কম্পিতকলেবর হইলেন এবং বারম্বার ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে পত্র লিখিলেন যে আপনারদের সৈন্য প্রেরণ করিয়া আমাকে রক্ষা কর। মহারাষ্ট্রীয়েরদের আক্রমণহইতে রোহেলারদের দেশ রক্ষা করিবার কোন উদ্যোগ ইহার পূর্ব্বে না করণেতে মহারাষ্ট্রীয়েরদের রোহেলা দেশে প্রবেশ করিতে কিছু প্রতি বন্ধকতা হইল না এবং ঐ সুবাদার অবগত হইলেন যে অগত্যা রোহেলারদিগকে মহারাষ্ট্রীয়ের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেই হই বে দিন থাকিতে জাবেতা খাঁ মহারাষ্ট্রীয়েরদের দয়া উপরোধ করিয়াছিল এবং অযোধ্যার সুবাদার ভাবিলেন যে পাছে অন্যং রোহেলার অধ্যক্ষেরাও তদ্রূপে মহারাষ্ট্রীয়েরদের স

ঙ্গে ঐক্য স্বীকার করে। মহারাষ্ট্রীয়েরা রোহেলারদিগকে স্বপ ক্ষ করিতে যে প্রসঙ্গ করিল তাহা অতিশয় লাভজনক বিশেষতঃ রোহেলারদের স্বীকৃত অর্থ রেয়াইত করিতে প্রস্তাব করিল এবং পণ করিল যে তোমরা যদি আপনারদের দেশদিয়া অযোধ্যার নবাবের অধিকারে আমারদিগকে যাইতে পথ দেও তবে আম রা গমনকালে তোমারদের দেশে কোন প্রকারে দৌরাত্ম্য করিব না এবং প্রজারদের কিছু ক্ষতি করিব না বরং তাহারদের উপকার করিব। অযোধ্যার সুবাদার রোহেলারদের সহিত মহারাষ্ট্রীয়েরদের ঐক্যেতে আপনার অনেক অনিষ্ট ভাবিয়া তন্নিবারণার্থে অনেক উদ্যোগ করিলেন রোহেলারদের রাজ্য সমীপে তাহার যে প্রদেশ ছিল তাহাতে তিনি সসৈন্য গমন ক রিলেন এবং যাহাতে তাহারা মহারাষ্ট্রীয়েরদের বিপক্ষ হয় এমত তাহারদিগকে লওয়াইতে নানাপ্রকার লাভ দেখাইলেন। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিপদহইতে তাহারদিগকে রক্ষা করিতে এবং তাহারা যে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল সে টাকা রেয়াইত করিতে তিনি স্বীকার করিলেন। রোহেলারা ছল করিয়া দোলায়মান থাকিয়া শেষে মহারাষ্ট্রীয়েরদের হইতে সুবাদার ও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপর অধিক বিশ্বাস রাখি য়া তাহারদের পক্ষপাতী হইল।

অপর ইংগ্লণ্ডীয়েরা নবাব উজীরের সহায়তাকরণার্থে আ পনারদের সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা গঙ্গার উত্তর পার্শ্বে অবস্থিতি করিলে এবং রোহেলখণ্ড দখল করি লে তাহারা যে অনায়াসে অযোধ্যা দখল করিবে ইহা জানিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা আপনারদের সেনাপতিকে রোহেলখণ্ডের রক্ষা র্থেও আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ও উজীরের সৈন্য রোহেলখণ্ডের মধ্যে গঙ্গার নিকটে মহারাষ্ট্রীয় মহাসৈন্যের সম্মুখাসম্মুখি ছাউনি করিল ও মহারাষ্ট্রীয়েরদের এক দল মহা সৈন্য গঙ্গাপার হইয়া রোহেলখণ্ডের এক প্রধান ভাগ হস্তগত করিয়া মুরাদাবাদ ও সম্বুল নগর নাশপূর্ব্বক মার্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত তাবদ্দেশ লুঠ করত রহিল।

কিন্তু ইহাতে কোন স্মরণীয় যুদ্ধের ক্রিয়া হইল না ইংগ্লণ্ডী য় সেনাপতিকে কৌন্সেলী সাহেব লোকেরা গঙ্গাপার হইয়া মহারাষ্ট্রীয়েরদের উপর আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলে ন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা নদীর ওপারে এতদ্রূপ মহাবল পরা ক্রান্ত সৈন্য দল দেখিয়া গঙ্গাপার হইতে ভয় করিল। এবং সে মাসে তাহারদের দেশ হইতে এমত সমাচার আইল যে তা হারা সে মাসে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরদের প্রত্যাগমনেতে সুবাদারের মনে তাবৎ রোহেলা দেশ স্বায়ত্ত করিতে ইচ্ছা জন্মিল এবং এই নিমিত্তে তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কিছু সহায়তা বাঞ্ছা করিলেন এবং সে সহায়তা করিতে হেষ্টিংস সাহেব অঙ্গীকার করিলেন। প্রথমতঃ সুজাওদ্দৌলা রোহেলারদের উপরে পূর্ব্বস্বীকৃত চল্লিশ লক্ষ টাকার দাওয়া করিলেন তাহাতে রোহেলারা কহিল যে সে চল্লিশ লক্ষ টাকা আমরা আপনারদের রক্ষার বেতন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি আমারদিগকে র ক্ষা না করিয়া কিপ্রকার সে টাকার দাওয়া করিতে পার। তাহা রা আরো কহিল যে এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয়েরা আমারদের দেশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়াছে অতএব এক্ষণে আমরা কিরূপে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে পারি। অবশেষে তাহারা কহিল যে আমারদের তাবৎ দেশ হস্তগত করিতে এক্ষণে তোমার যে বাসনা আছে ইহা আমরা নিশ্চয় জানি অতএব আমরা কি আপনারদের দেশ নষ্ট করিবার কারণ তোমাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিব।

অপর বড় সাহেবের উজীরের সঙ্গে কোরা ও আলাহাবাদের বিষয়ের কথা উপস্থিত হইল কিন্তু সেই সকল কথোপকথন লি খনের প্রয়োজনাভাব তাহার অভিপ্রায় এই যে নবাব উজীর ব ড় সাহেবকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়া ঐ দুই প্রদেশ আপন দে শের সহিত সম্মিলিত করিবেন।

ইতিমধ্যে নবাব উজীর অন্তর্বেদেতে কতক দুর্গ আয়ত্ত করিলে ন এবং বাদশাহের নিকটে অতিশয় প্রীতি দর্শাইয়া দিল্লীর নি

ঘাটপর্য্যন্ত আগমন করিলেন। তিনি অর্থদ্বারা বাদশাহের স হায়তা করিলেন এবং জাঠজাতীয়েরদের হাতহইতে আগরা অধিকার করিবার কারণ বাদশাহকে আপনার কতক সৈন্য দি লেন এবং বাদশাহের সহিত এতদ্রূপ বিশ্বস্তরূপে ব্যবহার স্থি র করিয়া রোহেলারদের উপরে যে ভাবি আক্রমণের চেষ্টা ছি ল তদ্বিষয়ে বাদশাহের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। অপর অ নেক কথোপকথনের পর উভয়ের এইরূপ সন্ধিপত্র হইয়া মোহরেতে স্থিরীভূত হইল যে রোহেলা দেশের তাবৎ লুঠ ও দেশ সমান অংশ করিয়া লইবেন।

১৭৭৪ সালের জানুআরি মাসে কোম্পানির যে তিন দল সৈ ন্য ছিল তাহারদের মধ্যে উজীরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে এক দলের প্রতি আজ্ঞা হইল। ২৪ ফেব্রুআরি তারিখে ঐ সৈন্য উজীরের দেশের মধ্যে পঁহুছিল এবং ১৭ এপ্রিল তারিখে তাঁ হার সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া উভয়ে রোহেলারদের দেশে প্রবেশ করিল। ১৯ এপ্রিল তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপ তি কলিকাতাস্থ কৌন্সেলী সাহেবেরদের নিকটে এইরূপ পত্র লিখিলেন যে রোহেলার সরদার উজীরের সহিত সন্ধিপত্র করি তে অতিশয় চেষ্টান্বিত আছে কিন্তু নবাব উজীর যে দুই কো টি টাকার দাওয়া করেন এই অপরিমিত ও অন্যায় ইহা শ্রব ণ করিয়া রোহেলারা আপনারদিগকে বাবুনালার উপর স্থির করিয়া আপনারদের প্রাণপণপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিল। ২৩ফেব্রুআরি তারিখে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইলেন তদ্যু দ্ধের বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি এই লিখেন যে হাফেজ রহ মত চল্লিশ হাজার লোক লইয়া অতিশয় সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন। বারম্বার তাহারা আমারদের তোপের উপর আক্রমণ করিল কিন্তু আমারদের তোপ চালাওনের উত্ত মতাপ্রযুক্ত তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহারদের মধ্যে অনেক সাহসিক সরদারেরা আপনারদের সৈন্যের সাহ সবৃদ্ধিকরণার্থে গোলাক্ষেপ না মানিয়া উভয় সৈন্যের মধ্যে আ সিয়া আপনারদের পতাকা উঠাইল কিন্তু শেষে দুই ঘণ্টা বিশ

মিনিটপর্য্যন্ত বৃহৎ তোপের গোলাক্ষেপানন্তর যখন তাহারা দেখিল যে ইংগ্লণ্ডীয় তাবৎ সৈন্য তাহারদের উপর আক্রমণ করিতে আগমন করিতেছে তখন তাহারা পলায়ন করিল। সেই যুদ্ধেতে দুই হাজার রোহেলা এবং অনেক সরদ্দারেরা মারা পড়িল তাহারদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সেনাপতি হাফেজ রহমত যুদ্ধেতে আপন লোকেরদের সাহসবৃদ্ধি করত হত হইল এবং তাহার অতিসাহসিক এক পুত্র তাহার পার্শ্বে যুদ্ধ করত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল এবং অন্য দুই পুত্র জয়িরদের হস্তগত হইল।

কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি তদ্যুদ্ধে সুজাওদৌলার বিষয়ে অন্যরূপ লিখেন যে তাহার সাহসের বিষয়ে আমি কি প্রশংসা করিব বরং তাহার অতিলজ্জাজনক ভীরুতাতে আমার রাগ জন্মিল যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রিতে আমি তাঁহার নিকট কতক তোপ চাহিলাম কিন্তু তিনি তাহা দিতে স্বীকার করিলেন না। যুদ্ধের পূর্ব্ব দিনে তিনি আমার সহায়তা করিতে এবং আপন অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া আমার সঙ্গে২ যুদ্ধ করিতে পণ করিলেন কিন্তু যুদ্ধের দিবসে আমার নিকট না থাকিয়া তিনি আপনার তাবৎ তোপ ও অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া অনেক অন্তরে থাকিলেন এবং যে পর্য্যন্ত জয় সম্বাদ না পাইলেন সেপর্য্যন্ত তিনি অগ্রসর হইলেন না কিন্তু জয়ের সমাচার শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার সকল সৈন্য একেবারে দৌড়িয়া আসিয়া শত্রুরদের ছাউনি লুঠ করিতে আরম্ভ করিল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা আপনারদের শ্রেণীভঙ্গ না করিয়া কেবল ইহা কহিতে লাগিল যে হায় আমরা যুদ্ধ করিলাম কিন্তু ভেড়ুয়ারা আসিয়া তৎফল ভোগ করিতেছে।

এই সংগ্রামে বাস্তবিক যুদ্ধ সাঙ্গ হইল। রোহেলার সরদার ফৈজুল্লাখাঁ আপনার ধন ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিল বটে কিন্তু তাহার সমস্ত দেশ উজীরের হস্তগত হইল এই সময়ে নবাব উজীর যেমন নিদয়তারূপে আপন জয় প্রকাশ করিলেন তেমন ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য কোন জয়ি ব্যক্তি প্রকাশ করেন নাই যেহেতুক তিনি পণ করিয়া

ছিলেন যে রোহেলারদের জাতিকে একেবারে উদস্ত করিবেন অতএব যত লোক পলায়ন করিতে পারে নাই তত লোককে তিনি রোহেলা নাম শুনিয়া সংহার করিলেন এই যুদ্ধের পর রোহেলা দেশের মধ্যস্থিত বিসূলি নগরে সৈন্যেরা বার্ষিক বিশ্রা মার্থে গমন করিল তাহারদের সে স্থানে পঁহুছনের পূর্ব্বে বাদশা হের সৈন্য লইয়া নজীবখাঁ সে স্থানে আগমন করিয়াছিল যেমন আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে বাদশাহের সহিত উজীরের সন্ধিপ ত্রানুসারে বাদশাহের সৈন্য রোহেলারদের দমনানুকূল্যার্থে আ গমন করিয়াছিল কিন্তু রণভূমিতে বাদশাহের সৈন্যের আগম নের পূর্ব্বে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বেগগমন ও বলেতে যুদ্ধ সমাপ্ত হই য়াছিল নজীবখাঁ পূর্ব্ব লিখিত সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে লুঠ ও দে শের অর্দ্ধেক বাদশাহের নামেতে দাওয়া করিল। উজীর ইংগ্ল ণ্ডীয় সেনাপতিকে কহিলেন যে সন্ধিপত্র সত্য বটে কিন্তু আমার স্থানে ঐ সন্ধিপত্রের যে নকল আছে তাহাতে লিখিত আছে যে বাদশাহ স্বয়ং রণভূমিতে উপস্থিত হইবেন অতএব তাঁহার অনাগমনেতে তিনি যুদ্ধলব্ধের ভাগী হইতে পারেন না কিন্তু ইং গ্লণ্ডীয় সেনাপতি উজীরের সন্ধিপত্রের নকল লইয়া দেখিলেন যে তাহাতে বাদশাহের আগমনের প্রসঙ্গও নাই এবং তিনি অনুমান করিলেন যে তদ্বিষয়ে কখন কোন কথাও হয় নাই।

অপর ঐ ফৈজুল্লা খাঁহইতে এই পত্র আইল যে যদি ইংগ্লণ্ডী য়েরা অঙ্গীকার করেন তবে ছাউনিতে আসিব ও উজীরের প্রজাস্বরূপ হইয়া আপন পৈতৃক অধিকারে থাকিব কিন্তু উজীর কহিলেন যে গঙ্গার উত্তর পার্শ্বে রোহেলার কোন সরদার কে কদাচ থাকিতে দিব না এই পণ করিয়াছি কিন্তু তিনি ঐ ফৈজুল্লা খাঁকে কহিলেন যে অল্প দিবস পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরদে রহইতে জিত দোয়াবের মধ্যের এক প্রদেশ আমি তোমারদিগ কে দিতে প্রস্তুত আছি তাহাতে ফৈজুল্লা খাঁ উত্তর করিল যে সেই দেশে আমার কি উপকার দর্শিবে যেহেতুক মহারাষ্ট্রীয়ে রা আগমন করিয়া প্রথম ঐ স্থান লইবেক।

জুলাই মাসের শেষে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য ও উজীরের সৈন্য এক

ত্র হইয়া পাত্তীর, গড়ের নিকট পর্ব্বতীয় স্থানে অতিশয় দৃঢ় দু র্গেতে আবৃত ছিল যে ফৈজুল্লা খাঁ তাহার বিপরীতে গমন করিল। সেপ্তম্বর মাসের প্রথমে তাহারা বিপক্ষেরদের নিকটবর্ত্তী হইল কিন্তু উজীর এই সময় রোহেলারদের সহিত মিলকরণেচ্ছা অ ধিক দর্শাইলে ধারম্বার পত্র ও দূতের গমনাগমন হইতে লা গিল। উজীরের মনে যে হঠাৎ এরূপ বৈবাক্ষণ্য হইল ইহার কা রণ নিরূপণকরা ভার। হইতে পারে যে তিনি ইংগ্লণ্ডহইতে নূ তন আগত কৌন্সেলী সাহেবেরদের বিষয় ভাবিতহইয়াছিলেন কিম্বা আফঘানীয়েরা ও মহারাষ্ট্রীয়েরা যে অল্প দিবসের মধ্যে রোহেলারদের সহায়তা করিবে এই আশঙ্কাতেই বা হউক তিনি তাহারদের নিকট এমত প্রসঙ্গ করিলেন যে ইহার অল্প দিবস পূর্ব্বে যদি রোহেলারা তাদৃশ প্রসঙ্গ করিত তবে তিনি তাহা শ্রবণমাত্র করিতেন না তিনি ফৈজুল্লা খাঁকে কহিলেন যে আমার অধীনে তাবৎ রোহেলখণ্ডের জমীদারী তোমাকে ই জারা দি ও তোমার নিজ ব্যয় বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকা ও দশ লক্ষ টাকার জায়গীর দি কিন্তু রোহেলারা যে স্থানে দুর্গ করিয়া রহিয়াছিল সে স্থান এমন দূর যে তাহা দখল করণেতে অনেক কাল ব্যয় হইত এবং অন্য পক্ষে উজীরের সৈন্য বহুকাল পরি শ্রমহেতুক ও আপনারদের বেতনের বাকী থাকনহেতুক এবং অন্য২ কারণপ্রযুক্ত এমন অসম্মত ছিল যে সেনাপতি তাহারদের আজ্ঞাধীন থাকিবার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন ইহা জানিয়া ফৈ জুল্লা খাঁ নবাব উজীরের প্রসঙ্গ হেয়জ্ঞান করিলেন কিন্তু দুই তিন দিবসপর্য্যন্ত উভয়ের লঘুযুদ্ধ হওনানন্তর উজীরের সঙ্গে ফৈজু ল্লা খাঁর এই রূপে সন্ধিপত্র স্থির হইল যে ফৈজুল্লা খাঁ রোহেলখণ্ড দেশে বার্ষিক চৌদ্দ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা উৎপাদক জা য়গীর পাইয়া আপন সম্পত্তির অর্দ্ধেক উজীরকে দিবে এতদ্রূপে রোহেলখণ্ড দেশের প্রথম যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে বাদশাহ যখন সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দেন তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা পণস্বরূপ বৎসর ছাব্বিশ লক্ষ টাকা তাঁহাকে

দিতে স্বীকার করিয়া কতক বৎসর দিয়াছিলেন কিন্তু এতৎ সময়ে বাদশাহ যখন মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে আহ্বান করিয়া হিন্দুস্থানে তাহারদের সহায়তাতে আপন সিংহাসনে বসিলেন তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা বাদশাহকে পত্র লিখিলেন যে আমরা তোমাকে যে বার্ষিক দিতাম তাহা মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে হিন্দুস্থানে আনয়নপ্রযুক্ত এক্ষণে বন্ধ হইল।

১৬ ষোড়শাধ্যায়।

ভারতবর্ষের শাসমার্থে ইংগ্লণ্ডের পার্লিমেণ্টের নূতন বন্দো বস্ত ১৭৭৪ সালের আগস্ত মাসের প্রথম দিবসে ভারতবর্ষে প্রচার হয় তাহাতে শ্রীযুত হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণর জেনরল নামে খ্যাত হন এবং জেনরল ক্লাবরিং সাহেব ও মনসন সাহেব ও ফ্রান্সীস সাহেব ও বারবল সাহেব এই চারি জন তাঁহার সহকারি কৌন্সেলীরূপে নিযুক্ত হন ঐ সাহেবেরদের মধ্যে প্রাথমিক তিনজন সাহেব আক্তোবর মাসের ঊনবিংশতি দিবসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে পঁহুছিতে পারেন নাই। তাঁহারদের পঁহুছনের পর দিবস প্রাচীন রাজব্যবহারের পরিবর্ত্তে পার্লিমেণ্টের আজ্ঞপ্ত নূতন ব্যবহার স্থাপিত হইল।

কিন্তু ইহার মধ্যে এই খেদের বিষয় যে ইংগ্লণ্ডহইতে যে তিন জন নূতন কৌন্সেলী সাহেবের আগমন হইল তাঁহারদের সহিত হেষ্টিংস সাহেবের তাদৃক ঐক্য ছিল না। হেষ্টিংসসাহেবের পক্ষে বারবল সাহেব ছিলেন এবং অন্য পক্ষে তিনজন সাহেব ছিলেন অতএব যে পক্ষে অধিক লোক সেই পক্ষে সুতরাং কৌন্সেলীরদের তাবৎ পরাক্রম রহিল এবং হেষ্টিংস সাহেবের পরামর্শও অগ্রাহ্য হইতে লাগিল ঐ তিন জন সাহেব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবামাত্র অযোধ্যায় ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির নিকট এইরূপ পত্র প্রেরণ করিলেন যে রোহেলারদের বিষয়ে উজীরের স্থানে প্রাপ্য যে চাল্লিশ লক্ষ টাকা এবং অন্য২ বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যত পাওনা আছে সে সকল টাকা পত্রপাঠ

মাত্র আদায় করিবা তাঁহারা তাঁহাকে আরো এই আজ্ঞা দিলেন যে এই পত্র পাইয়া চৌদ্দ দিবসের মধ্যে তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য রোহেলখণ্ডহইতে উজীরের দেশে আনাইবা এবং যদি উজীর টাকা দিতে ওজর করেন তবে তাঁহার দেশহইতে তাবৎ সৈন্য ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সীমানাতে আনাইবা। কিন্তু এই সকল আজ্ঞা প্রেরিতা হওনের পূর্ব্বে কলিকাতায় সমাচার পঁহুছিল যে ইতোমধ্যে রোহেলার অধ্যক্ষ ফৈজুল্লা খাঁর সহিত উজীরের সন্মিল হইয়াছে এবং উজীর ফৈজুল্লাখাঁর সম্পত্তিহইতে পনের লক্ষ মুদ্রা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিয়াছেন এবং অবশিষ্ট টাকা দেওনার্থে আপন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ইহা শুনিয়া হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সেলীর পরাক্রান্ত দলস্থেরদিগকে কহিলেন যে এক্ষণে আপনারা আপনারদের প্রথম আজ্ঞা স্থগিত করুন কিন্তু তাঁহারা হেষ্টিংস সাহেবের পরামর্শ তুচ্ছ করিয়া ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির নিকট সেই আজ্ঞার কেবল এই ব্যতিক্রম লিখিলেন যে তুমি এই পত্র পাওনের পর যে দিবস উজীরের নিকট গমন করিবা সেই দিবসঅবধি চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে তাবৎ টাকা আদায় করিবা।

রোহেলারদের সঙ্গে যুদ্ধহইতে প্রত্যাগমনের কিয়ৎকালানন্তর সুজাওদ্দৌলা উজীর পীড়িত ইইলেন এবং ১৭৭৫ সালের আরম্ভে পরলোকগত হইলেন। তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত এক সন্তান ছিল সেই সন্তান আসফুদ্দৌলা নামগ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যার সুবেদারী পদে নিযুক্ত হইলেন। কৌন্সেলী সাহেবেরদের পরাক্রান্ত দলস্থেরা এই সম্বাদ অবগত হইয়া সেনাপতিকে এই রূপ পত্র লিখিলেন যে সুজাওদ্দৌলার স্থানে যত মুদ্রা পাওনা ছিল সে সকল তাঁহার পুত্রের স্থানে দাওয়া করিবা কিন্তু প্রাচীন সন্ধিপত্র বজায় রাখিবা না তাহাতে সেনাপতি সাহেব ২১ মে তারিখে আসফুদ্দৌলার সহিত এই নূতন সন্ধিপত্র করিলেন যে তাঁহার পিতার নিকট কোরা ও এলাহবাদ এইদুই প্রদেশ যে বিক্রয় করা গিয়াছিল তাহা তাহার অধীন থাকিবে কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে রাজা চেৎসিংহের যে কাশীর জমীদা

রীতে বাইশ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয় তাহা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিবেন এতদ্ভিন্ন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে সৈন্য তাঁহার নিকটে থাকিবে তাহারদের বেতন দুই লক্ষ ষাটি সহস্র মুদ্রা মাসেং দিতে হইবে এবং তাঁহার পিতার বাকী টাকা যেমতং পাওনা হয় তেমনি স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই সন্ধিপত্রেতে হেষ্টিংস সাহেবের কোন প্রকারে সম্মতি হইল না।

ইতোমধ্যে বোম্বের প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বৃহদ্ব্যাপার ঘটিতে লাগিল অতএব সে সকল উত্তমরূপে বোধার্থে তাহার মূলঅবধি বর্ণনা করা উচিত।

মহারাষ্ট্রীয় রাজারদের আট জন ব্রাহ্মণেতে অর্থাৎ মন্ত্রিতে এক রাজসভা নিযুক্তা ছিল ও তাহারা তাবদ্রাজব্যাপার অংশং করিয়া নির্ব্বাহ করিত তাহারদের সভাপতির নাম পেসোয়া এবং তাহার উপরে ঐ রাজ্যের অধিক ভার ছিল। রাজা আপন সুখেতে বা আলস্যেতে বা অনভিজ্ঞতাতে যেরূপ রাজব্যাপারে অনবধান হইতে লাগিলেন তদনুসারে পেসোয়ার পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং রাজার যে সম্ভ্রম ও পরাক্রম তাহা ক্রমেক্রমে পেসোয়াতে বর্ত্তিতে লাগিল। অসভ্য লোকেরদের মধ্যে মুনিবঅপেক্ষা প্রধান চাকরের যে অধিক সম্ভ্রম ও পরাক্রম হয় এ অসম্ভব নহে যেহেতুক মুনিব আপন চাকরের হাতে যে পরাক্রম সমর্পণ করে তাহা পুনর্ব্বার ফিরিয়া লইতে অক্ষম হয়। ঐ প্রধান মন্ত্রী আপন পদ ও আপন পরাক্রম আপন পুত্রকে অর্পণ করিয়া যায় এবং সে পুত্রও তাহা আপন সন্তানকে দেয় এতদ্রূপে ঐ মন্ত্রির পদ পুরুষানুক্রমে রহে। এইরূপ হইলে প্রভু কেবল নামেতে রাজা ও পরাক্রমেতে ছায়াস্বরূপ হন। এই প্রকারে মহারাষ্ট্রীয়েরদের মধ্যে পেসোয়া বর্দ্ধিত হইল। মহারাষ্ট্রীয়েরদের রাজ্যস্থাপক শিবাজীর তৃতীয় উত্তরাধিকারী রাজা সাহুজীর কালে কৃষ্ণনাথ বালাজী কৌশলক্রমে নীচপদহইতে পেসোয়ার পদপ্রাপ্ত হইলেন রাজা সাহুজী অলস এবং সুখাভিলাষী ছিলেন সুতরাং তাবৎ পরাক্রম ও কর্ম্ম অবাধিতরূপে কৃষ্ণনাথবালাজীর কর্ত্তৃত্বে রহিল

তিনি রাওপণ্ডিত অর্থাৎ পণ্ডিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই নামে আপনি খ্যাত হইলেন এবং বলপূর্ব্বক আপন মুনিবের নিকটহইতে একটা শিরোপা অর্থাৎ খেলাৎ গ্রহণ করিলেন তদবধি ঐ খেলাৎ পেসোয়ার পদের চিহ্নস্বরূপ হইল কৃষ্ণনাথের এমত পরাক্রম ছিল যে তিনি আপন মৃত্যুকালে ঐ পদ এবং সেই পদের তাবৎ পরাক্রম আপন পুত্র বাজীরাওর হস্তে সমর্পণ করিয়া পরলোকগত হইলেন ঐ বাজীরাও আপন প্রভুর পরাক্রম আরো সঙ্কুচিত করিয়া অবশেষে তাহাকে সেতারার দুর্গে বদ্ধ করিয়া আপনি তৎপরাক্রমাভিষিক্ত হইয়া পুণাতে রাজধানী করে ঐ বাজীরাওর ভ্রাতা যমুনাজী অন্ন ব্রাহ্মণ হইয়াও মহারাষ্ট্রীয়েরদের তাবৎ যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন এবং বোম্বের নিকটবর্ত্তী হইয়া পোর্ত্তুগীশেরদের বসতির উপর আক্রমণ করেন এবং শালসেট ও বাসিন এই দুই স্থান মহারাষ্ট্রীয়েরদের অধিকারের মধ্যে ভুক্ত করেন পেসোয়ার বংশ এইরূপে পরাক্রান্ত হইয়া নূতন লব্ধ এই দুই দেশ সরকারী অধিকারের ন্যায় জ্ঞান না করিয়া আপনারদের বংশাধিকারের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিল ঐ প্রদেশদ্বয় বোম্বেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারের নিকটবর্ত্তি হওয়াতে তথায় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত মহারাষ্ট্রীয়েরদের ঘনিষ্ঠতা হইল।

বাজীরাও বৌনামে এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরগত হন ঐ পুত্র পানিপাতের যুদ্ধেতে পঞ্চত্ব পান এবং বাজীরাওর ভ্রাতা যমুনাজী অন্না নানা অথবা বাজীরাও এবং রঘুনাথরাও নামে দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তরগত হন বাজীরাও পেসোয়ার পদ প্রাপ্ত হইয়া ১৭৫৬ সালে বোম্বেতে কোম্পানির বড় সাহেবের সহিত এইরূপ সন্ধিপত্র করিলেন যে তাঁহারা আপনারদের রাজ্যের মধ্য দিয়া হলণ্ডীয়েরদিগকে কোন প্রকারে গমনাগমন করিতে দিবেন না এবং অঙ্গরীয়া বোম্বেটিয়াহইতে প্রাপ্ত গেড়িয়া গড়ের পরিবর্ত্তনে বিটোরিয়াগড় ও হিম্মত ও বাঙ্কোট এই তিন স্থান ইংগ্লণ্ডীয়েরদেরদিগকে দিতে স্বীকার করিলেন। ১৭৬১ সালে বাজীরাও অপ্রাপ্তব্যবহার দুই পুত্র রাখিয়া দুঃখেতে মরিলেন

তাহার জ্যেষ্ঠের নাম মাধুরাও ও কনিষ্ঠের নাম নারায়ণরাও পেসোয়ার বংশের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়েরদের ঐ পদ পুরুষানুক্রমে এমত স্থিরীভূত হইয়াছিল যে মাধুরাওর তৎপদ প্রাপ্তিতে কেহ কোন প্রতিবন্ধকতা করিল না অতএব মাধুরাওর অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে তাহার পিতৃব্য রাঘবা নামে খ্যাত যে রঘুনাথ রাও তিনি তাবৎ কর্ম্ম চালাইতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষের মহারাজ্যের মধ্যে যে দশা নিত্য ঘটে সেই দশা সম্প্রতি মহারাষ্ট্রীয়েরদের রাজ্যের উপর ঘটিল বিশেষতঃ নানা প্রদেশের শাসনপদ নানা সেনাপতির হস্তে সমর্পিত হইল ইহাতে পেসোয়ার রাজ্য যে অনুসারে দুর্ব্বল হইতে লাগিল তদনুসারে ঐ২ সেনাপতিরদের মধ্যে দূর দেশস্থ অথচ সবল সেনাপতিরা অনাজ্ঞাধীন হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়েরদের প্রদেশের মধ্যে ভোঁসলা বংশের হুদ্দার দেশ বিশেষরূপে পরাক্রান্ত হইল তাহারদের হাতে বিরাটনামক মহাদেশ ও উড়িষ্যার একভাগ কটক ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরদের মধ্যে দ্বিতীয় রাজ্য গুজরাট ঐ গুজরাট দেশ পিল্লাজী গৈকাবার অর্থাৎ রাখাল মোগলেরদেরহইতে হরণ করিয়া আপন বংশাধিকারের ন্যায় স্থাপন করিয়াছিল। এই দুই রাজ্যব্যতিরেকে হোলকার ও সিন্ধিয়া নামে দুই সেনাপতি মালব দেশ এবং বিরাট রাজার ও নবাবের সীমাবর্ত্তি দেশ আপনারদিগের আয়ত্ত করিল এতদ্ভিন্ন অন্য২ ক্ষুদ্র২ সেনাপতিরাও মহারাষ্ট্রীয় দেশের স্থানে২ আপনারদিগকে স্বাধীন করিতে লাগিল কিন্তু এই সকল স্বাধীন সেনাপতিরা আপনারা শিবাজীর অধীন ইহা নামমাত্র স্বীকার করিত এবং অন্য জাতীয়েরা যদ্যপি তাহারদের দেশের উপর আক্রমণ করিত তবে তন্নিবারণার্থে তাহারা কখন২ ঐক্য করিত কিন্তু সে ঐক্য কেবল আপনারদের ইচ্ছাপূর্ব্বক। এবং সময় পাইলে রাগেতে বা লাভদর্শনেতে তাহারা পরস্পর আপনারদের মধ্যে যুদ্ধ করিতে অথবা পেসোয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে কিছু বিলম্ব করিত না।

আট জন পণ্ডিতের যে সভা আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহারা

মুৎসুদ্দি নামে খ্যাত ছিল এবং তাহারা ইহার পূর্ব্বে পেসো য়ার অতিশয় বলবৎ শাসনেতে প্রায় পরাক্রমহীন হইয়াছিল কিন্তু অপ্রাপ্তব্যবহার পেসোয়ার দুর্ব্বল অথচ বিভিন্ন শাসনে তাহারদের লুপ্ত পরাক্রম পুনঃপ্রাপ্তির ভরসা জন্মিল। মাধুরা ওর মাতা গোপিকা বাইর সহিত মন্ত্রণাকরণেতে তাহারা মাধু রাও ও তাহার পিতৃব্যের মধ্যে বিরোধ জন্মাইল এবং শেষে ইহা কহিয়া রাঘবাকে পদচ্যুত করিল যে তিনি আপন দই ভ্রাতৃ পুত্রকে বধপূর্ব্বক স্বয়ং পেসোয়াপদে নিযুক্ত হইতে বাসনা কারয়াছেন রাঘবার পতিত হওনের পর মাধুরাওর অপ্রাপ্তব্য বহারকালে মুৎসুদ্দির পরাক্রম অতিশয়রূপে বাড়িতে লাগিল এবং দেশের ব্যবহারানুসারে তাহারা অসংখ্য ধনসঞ্চয়ক রণেতে তাহারদের পরাক্রমের কাল যাপন করিল কিন্তু যখন মাধুরাও পেসোয়া পদপ্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি মানস বল প্র কাশ করিতে লাগিলেন এবং এই মুৎসুদ্দির দলের পরাক্রম ক্ষীণ করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অল্প কাল পরে অর্থাৎ ১৭৭২ সালে লোকান্তরগত হইলেন তাঁহার মরণকালে তিনি আপন পিতৃব্য রাঘবার বিশ্বস্ততা অথবা মুৎসু দ্দিরদের অবিশ্বস্ততা দর্শাওনার্থে ঐ রাঘবাকে কয়েদহইতে মুক্ত করিয়া অপ্রাপ্তব্যবহার আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাওর উপরে অধ্যক্ষতার কর্ম্ম তাহাকে দিলেন। কিন্তু রাঘবা আপন পরাক্রমে পুনঃস্থাপিতহওনের পূর্ব্বে ঐ মৎসুদ্দিরা এবং গোপি কা বাই মন্ত্রণা করিয়া তাহাকে দ্বিতীয়বার পরাক্রমহীন করি লেন এবং কয়েদ করিলেন। কিন্তু পরে ঐ মুৎসুদ্দিরদের মধ্যে বিরোধ জন্মিতে লাগিল বিশেষতঃ সিকারামবাবু পূর্ব্বে রাঘ বার গৃহপরিচারক ছিল পরে রাঘবাকর্ত্তৃক মহারাষ্ট্রীয় রা জ্যের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইল কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা দর্শা ইয়া রাঘবার বিপরীতে মৎসুদ্দিরদের সকল মন্ত্রণার মূল হইল কিন্তু নানা ফরনবিশ নামে অন্য এক জন মুৎসুদ্দি গোপিকা বা ইর এবং তাহার পুত্রের অতিশয় প্রিয়পাত্র হওয়াতে সিকা রাম বাবুর হাতহইতে তাবৎ পরাক্রম তাহার হস্তে পড়িতে

লাগিল ইত্যবসরে ঐ নারায়ণরাও পেসোয়া হইয়া আপনউ ন্মত্ততা ও নির্দয় কর্ম্মের দ্বারা ঘৃণাস্পদ হওয়াতে তাহার প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্তে ঐ মুৎসুদ্দিরদের মধ্যে মন্ত্রণা হইতে লাগিল। তাহার তৈনাতী সৈন্যের সেনাপতিকে তাহারা আ পনারদের পক্ষপাতী করিয়া সসৈন্য বলপূর্ব্বক রাজগৃহে প্রবেশ করিল এবং রাঘবার সম্মুখে নারায়ণ রাওর মস্তকচ্ছেদন ক রিল তৎসময়ে সকল লোক অন্তঃকরণে করিল যে এই নির্দ্দয় কর্ম্ম কেবল সিকারাম বাবুর কিন্তু পশ্চাৎ সিকারামবাবু সকল দোষ রাঘবার উপরে নিক্ষেপ করিল।

নারায়ণ রাওর মৃত্যুর পর সর্ব্বলোককর্ত্তৃক রাঘবা পেসোয়া পদে নিযুক্ত হইলেন এবং রাজ্যের ছায়ামাত্র যে সেতারার রাজা তাহাহইতে শিরোপা অর্থাৎ খেলাৎ পাইলেন। তাহার রাজ্যের আরম্ভাবধি তিনি মুৎসুদ্দিরদের উপর তাদৃক বিশ্বাস রা খিলেন না এবং সিকরাম বাবুকে দেওয়ানী পদ না দিয়া স্বয়ং তৎকর্ম্ম করিতে লাগিলেন ইহাতে সকল মুৎসুদ্দিরা তাঁহার বি পরীত হইল এবং রাঘবা দেখিলেন যে তাহারদের কুমন্ত্রণা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার কারণ মহাসৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তু ত রাখাব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই অতএব দক্ষিণ দেশের সু বাদার অর্থাৎ নিজামের আক্রমণ নিবারণের ছলেতে তিনি অ নেক সৈন্য একত্র করিলেন তাহাতে মুৎসুদ্দিরদের পরস্পর বিরু দ্ধে যে দুই দল ছিল তাহারা তাঁহাকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে এক পরামর্শ হইল এবং তাহারা রাঘবার প্রধান সেনাপতিকে বিশ্বাসঘাতক করাইয়া যখন রাঘবা সুবাদারের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন তিনি তাহাকর্ত্তৃক পরাজিত হই লেন। ইতোমধ্যে রাঘবার অর্থের অপ্রতুল হওয়াতে তিনি হয় দর আলী ও আর্কটের নবাবের স্থানে অনেক কালাবধি যে চৌথ বাকী ছিল তাহা আদায় করিতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করি লেন। হয়দর আলী অতিশীঘ্র তাহার সহিত সন্ধি করিলেন এবং পঁচিশ লক্ষ টাকা নগদ দিয়া রাঘবার স্থানে তিন প্রদে শের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু আর্কটের নবাব মহম্মদ আ

লীর সঙ্গে যুদ্ধকরত তিনি শুনিলেন যে মুৎসুদ্দিরা মহাসৈন্য একত্র করিয়া সুবাদারের সৈন্যের সহিত ঐক্য করিয়াছে এবং তাহারা প্রকাশ করিয়াছে যে নারায়ণ রাওর বিধবা গর্ব্ভবতী হইয়াছে এবং তাঁহার প্রসূত সন্তানকে রক্ষা করিবারু ছলেতে তাঁহাকে পুরন্দর গড়েতে লইয়া গিয়াছে। ইহাতে রাঘবা অতি শীঘ্র প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বুদ্ধিমত্তাদ্বারা কৌশলক্রমে তাহারদের উপরে জয়ী হইলেন কিন্তু পুণ্যগ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া হঠাৎ শুনিলেন যে হোলকার ও সিন্ধিয়ারা মুৎসুদ্দিরদের সঙ্গে মিলিয়াছে অতএব অকস্মাৎ ভীত হইয়া সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া গুপ্ত রূপে অল্প লোক সমভিব্যাহারে গুজরাটে পলায়ন করিলেন ও সেখানে গোবিন্দরাও গৈকাবার তাঁহার সহায়তা করিতে পণ করিল তাঁহার পলায়নে সুতরাং তাঁহার সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইল এবং হোলকার ও সিন্ধিয়ারা পূর্ব্বের পরমর্শানুসারে বা রাঘবার পলায়নেতে মুৎসুদ্দিরদের দলের সহিত মিলিল এবং তাহারা ঘোষণা করিল যে নারায়ণ রাওর স্ত্রীর এক পুত্র জন্মিয়াছে এরং তাহারা ঐ নবকুমারকে পেসোয়াপদে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিয়াছে।

ঐ প্রসব যে তাবৎ মিথ্যা ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই যেহেতুক তাহার বিষয়ে কিছু প্রমাণ কখন দেওয়া গেল না এবং মুৎসুদ্দিরদের প্রবঞ্চনাতে ইহার কোন প্রমাণ হইতে পারিল না যেহেতুক তাহারা এক কুঠরীতে নারায়ণ রাওর স্ত্রীকে ও আরং গর্ব্ভবতীকে একত্র বন্ধী করিয়া রাখিয়াছিল ইহাতে নিশ্চয় হইতে পারিল না যে সে কাহার সন্তান কিন্তু তাহারদের নানা ছলেতে এমত নিশ্চয় হয় যে সে তাহারদের কল্পিত পুত্র।

রাঘবা এতদ্রূপে আপন পরাক্রমভ্রষ্ট হইয়া আত্মসহায়তা প্রাপ্ত্যর্থে দশ দিগ নিরীক্ষণ করিতেং দেখিলেন যে বোম্বেস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিনা তাঁহার সহায়তা করণোপযুক্ত অন্য কেহ নাই এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাঁহার প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন যেহেতুক তাঁহারা সালসেট ও বাসিন অধিকার করিতে অনেক বৎসারাবধি অতিশয় ব্যাকুল ছিলেন এবং বোম্বের বড়

সাহেব ও কৌন্সেলী সাহেবেরদের নিকট কোম্পানি ১৭৬৮ সালে এই পত্র লিখিয়াছিলেন যে ঐ দুই স্থান অধিকারকরণার্থে যে কোন উপায় দেখিবা তাহা কদাচ ত্যাগ করিবা না ইহার মধ্যে ১৭৭৪ সালের নবেম্বর মাসের অবসানকালে বোম্বের বড়সাহেব শুনিলেন যে গুয়াতে পোর্ত্তুগীসেরা সালসেট ও বাসিন পুনর্ব্বার স্বাধিকারান্তর্গত করিতে অনেক চেষ্টা করিতেছে বড়সাহেব ও কৌন্সেলী সাহেবলোকেরা ভাবিলেন যে যদি পোর্ত্তুগীসেরা এই কর্ম্মে কৃতকার্য্য হয় তবে অতিশয় বাঞ্ছনীয় ঐ দুই স্থান আর কদাচ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইবার ভরসা থাকিবে না এবং আরো মহারাষ্ট্রীয় দেশের মধ্যে যাইতে যে সকল পর্ব্বতীয় পথ তাহাও পোর্ত্তুগীসেরদের হস্তে পতিত হইয়া তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যের উপর কর বসাইতে ও ক্লেশ জন্মাইতে পারিবে অতএব পোর্ত্তুগীসের হাতে যে ঐ দুই স্থান না পড়ে এইহেতুক ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঐ দুই স্থান একেবারে আপনারদের হস্তগত করিলেন এই সময়েতে রাঘবা বোম্বেস্থ বড়সাহেবের সহিত সন্ধির উপক্রম করিয়াছিলেন অতএব তাহারা শীঘ্র রাঘবার নিকটে ইহা কহিয়া পাঠাইলেন যে তোমার উপর অন্যায় করিয়া আমারা এই দুই স্থান লই নাই কেবল পোর্ত্তুগীসেরদের হাতে না পড়ে এই কারণ আমরা তাহা রক্ষা করিয়াছি এবং মুৎসুদ্দির কাছেও তদ্রূপ লিখিয়া পাঠাইলেন।

বোম্বের বড়সাহেব রাঘবাকে প্রকৃত পেসোয়া ও মুৎসুদ্দিরদের কল্পিত বালককে কল্পনামাত্র জ্ঞান করিলেন এবং তাঁহারা ভাবিলেন যে যদি আমরা সহায় হই তবে রাঘবা অবশ্য আপন পরাক্রম ও পদ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু তিনি কোন প্রকারে সালসেট ও বাসিন তাহারদের হাতে রাখিতে সম্মত হইলেন না তাহার পরিবর্ত্তে সৌরাষ্ট্রের নিকট অধিক রাজস্বজনক ভূমি দিতে প্রস্তুত হইলেন ইতোমধ্যে ৭ দিসেম্বর তারিখেতে কলিকাতাহইতে নূতন স্থাপিত গবর্ণর জেনেরল ও কৌন্সেলী সাহেব লোকেরদেরহইতে এইরূপ পত্র

আইল যে আমরা মহাসভার অনুমত্যনুসারে ভারতবর্ষের তাবৎ কর্ম্মের উপর নিযুক্ত হইয়াছি অতএব বোম্বের ব্যাপারের সমাচার আমারদের নিকট প্রেরণ করিবা। ইহাতে বোম্বের গবর্ণর সাহেব কলিকাতায় এই পত্র পাঠাইলেন যে সালসেট ও বাসিন আমারদের অধিকার হইয়াছে এবং রাঘবার সঙ্গে আমরা সন্ধি করিবার উদ্যোগ করিতেছি এবং আমরা আপনারদের তাবৎ সৈন্য লইয়া তাহার সহায়তা করিতে নিশ্চয় করিয়াছি। রাঘবার সঙ্গে সন্ধি সিদ্ধ না হইতে২ মুৎসুদ্দিরা সসৈন্য তাঁহার উপর আক্রমণ করিল এবং ঐ যুদ্ধেতে রাঘবার যে কিছু আরবীয় সৈন্য ছিল তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করণেতে তিনি পরাজিত হইয়া আপন অত্যল্প সৈন্য সমভিব্যাহারে রণভূমিহইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু ইহা শুনিয়া বোম্বের বড়সাহেব ও কৌন্সেলীরা তাহাতে কিছু বিভ্রাট জ্ঞান না করিয়া তাঁহার সঙ্গে যে সন্ধিপত্র করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। অপর রাঘবা সৌরাষ্ট্রদেশে প্রস্থান করিলেন এবং ১৭৭৫ সালের ৬ মার্চ তারিখে সেখানে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সন্ধিপত্রদ্বারা সালসেট ও বাসিন তাহারদের হাতে সমর্পণ করিলেন। এবং সৌরাষ্ট্রপ্রদেশের বারোাখ ও অন্য২ স্থানেতে মহারাষ্ট্রীয়েরদের যে বার্ষিক উৎপন্ন সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা রাজকরের অংশ ছিল সে অংশ তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিলেন। অপর রাঘবা বোম্বেহইতে পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর কাপড়বাংনামক দুর্গেতে গোবিন্দ রাওর সৈন্যসমেত গেলেন এবং ১৯ এপ্রিল তারিখে কর্ণল কিটিং সাহেব ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য লইয়া সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিলেন। ঐ সৈন্যের মধ্যে ৮০ গোরা গোলেন্দাজ ও ১৬০ এতদ্দেশীয় গোলেন্দাজ ও ৫০০ গোরা পদাতিক ও ১৪০০ এতদ্দেশীয় সিপাহী ও ১২ তোপ ও দুই বোম ছিল ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য. ও গোবিন্দরাও ও রাঘবার সৈন্য লইয়া সর্ব্বসুদ্ধা পঁচিশ হাজার লোক ছিল।

ইতোমধ্যে মুৎসুদ্দিরদের সৈন্যহইতে সিন্ধিয়া দ্বাদশ সহস্র

অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া স্বদেশেতে প্রস্থান করিলেন এবং বিরাটরা জ্যেতে সাবাজী ভোসঁলানামক তাহারদের পক্ষপাতী রাঘবার পক্ষপাতী যে তাহার ভাই তৎকর্ত্তৃক হত হইল। হোলকারের বিশ্বস্ততার বিষয়েও তাহারা সন্দিগ্ধ ছিল এবং নিজাম তাহার দের নিকট নিত্য সহায়তা অঙ্গীকার করিতে ত্রুটি করিলেন না বটে কিন্তু সহকারি সৈন্য প্রেরণ করিতে সর্ব্বদা বিলম্ব করিলেন তথাপি রাঘবার সৈন্যহইতে তাহারদের সৈন্য অধিক ছিল।

রাঘবার সৈন্য ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের সহিত যোগকরণানন্তর সাবরমতী নদীর তীরে অবস্থিতিকারি বিপক্ষেরদের উপর আক্রমণ করিতে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি পরামর্শ দিলেন সেখানে কতক লঘু যুদ্ধ হইলে পর ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি দেখিলেন যে আমার দের সহিত জয়াজয় নিশ্চয় করণার্থে যুদ্ধ করিতে তাহারা অনিচ্ছুক অতএব তিনি শীঘ্র সসৈন্য দক্ষিণ দিগে যাত্রা করিয়া বর্ষাগমনের পূর্ব্বে পুণ্যগ্রামে পঁহুছিতে কল্প করিলেন বিপক্ষেরা ইহা অবগত হইয়া তাঁহারদের গন্তব্য পথের তাবৎ দেশ নষ্ট করিল ও কূপ ও জলাশয় সকল বন্ধ করিল। অপর ১৮ মে তারিখে তাহারা আরাসের ভূমিতে পঁহুছিলে সেখানে মুৎসুদ্দিরদের সৈন্যের সঙ্গে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সাক্ষাৎ হওয়াতে যুদ্ধ হইল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাঘবার একজন সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিপক্ষেরদের কতক অশ্বারূঢ় সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে আনিল তাহাতে কিছু গোলমাল হইল। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের দীর্ঘকায় সৈন্যের সেনাপতি তাহারদিগকে হুকুম দেওনকালে এক কথার ভুলকরণেতে তাহারা পাছে হটিতে লাগিল বিপক্ষের তাবৎ অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা তাহাঁরদের পশ্চাদ্গামী হইতে উদ্যত ছিল। ইহা দেখিয়া বিপক্ষেরদের অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা চড়াউ করিল কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা আপনারদের তোপ ওবোমহইতে অবিশ্রামে এমত গোলাবৃষ্টি করিলেন যে তাহারা একেবারে রণভূমি হইতে পলায়ন করিল। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষে ৭ জন সেনাপতি ৮০ জন গোরা এবং ২০০ শত সিপাহী মারা পড়িল কিন্তু তাঁহারদের ঘোড়সওয়ার না থাকাতে এবং রাঘবার ঘোড় সও

য়ারের অসামর্থ্যপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহারদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিলেন না। তথাপি ১১ জুন তারিখে যখন তাহারা নর্ম্মদানদী পার হইতেছিল তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহারদের পশ্চাৎ ভাগস্থ সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন তাহাতে তাহারা অনেকে মারা পড়িল এবং মুৎসুদ্দিরা আপনারদের তোপ জলেতে ডুবাইয়া দিল। এই যুদ্ধের পর মুৎসুদ্দিরদের তাবৎ সৈন্য গুজরাটদেশ পরিত্যাগ করিল কিন্তু রাঘবার সৈন্যেরা কহিল যে আপনারদের বাকী বেতন না পাইলে আমরা কদাচ নর্ম্মদা নদী পার হইব না ইহা জানিয়া এবং বর্ষাকাল আগত দেখিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা পুনর্যুদ্ধারম্ভ করিতে বিরত হইলেন অতএব ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা বারোখহইতে ২৫ ক্রোশ অন্তর দুর্ভয় নামে দুরাক্রম এক নগরেতে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিলেন এবং রাঘবার সৈন্য তাহাহইতে পাঁচ ক্রোশ অন্তর দাদের নদীতীরে বিলাপুরে অবস্থিতি করিল। রাঘবার এইরূপ সৌভাগ্য দেখিয়া ফতেসিংহ গৈকাবার তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন। সেই সন্ধির প্রকরণ এইরূপে জুলাই মাসে স্থিরীকৃত হইল যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে রাঘবা কর্ত্তৃক দত্তা ভূমিসকল তিনি স্বীকার করিলেন এবং তদ্ভিন্ন সতের লক্ষ টাকাউৎপাদিকা ভূমি দিলেন। এবং তিনি রাঘবার সঙ্গে আরো বন্দোবস্ত করিলেন যে পুণার দরবারে আমি যে রাজস্ব ও বাব দিতাম তাহা তোমাকে দিব এবং আরো ৬০ দিনের মধ্যে ২৬ লক্ষ টাকা নগদ দিব।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে বোম্বের বড়সাহেব কলিকাতায় গবর্ণর জেনরল কৌন্সেলীরদের নিকট আপন রাজ্যের তাবদ্বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কলিকাতাস্থ সাহেব লোকেরা কোন প্রকারে সন্তুষ্ট হন নাই এবং তাঁহারা পুনর্ব্বার পত্র প্রেরণ করিয়া এই হুকুম করিলেন যে রাঘবার সঙ্গে তোমরা যে সন্ধি করিয়াছ তাহাতে আমারদের তুষ্টি নাই বরং আমারদের ইচ্ছা যে তোমরা রাঘবাকে ত্যাগ করিয়া মুৎসুদ্দিরদের সঙ্গে ঐক্য কর।

[১৬ অধ্যায়।] [১৭৭৫ সাল।

এই নিমিত্তে কলিকাতাহইতে সাহেবেরা আপনারদের পক্ষীয় এক জন উকীলকে মুৎসুদ্দিরদের নিকট প্রেরণ করিলেন অতএব তাঁহারা কর্ণল আপটন সাহেবকে পত্র দিয়া সিকারাম বাবুর নিকট প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে সালসেট ও বাসিন যে রাঘবা আমারদিগকে দিয়াছে তাহাতে তোমারা সেই দানপত্রে সহি কর এবং আমরা পরস্পর সন্ধি করি। এই সকল বার্ত্তা যখন বোম্বের বড়সাহেব শুনিলেন তখন তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া কলিকাতায় ইহাঁরদিগকে নিরস্ত করিবার কারণ ডাক দ্বারা আপনার একজন কৌন্সেলীকে কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন তিনি কলিকাতায় পঁহুছিয়া গবর্ণর জেনরল ও কৌন্সেলী সাহেব লোকেরদের সঙ্গে এতদ্বিষয়ে নানা কথোপকথন করিয়া দেখিলেন যে কৌন্সেলের অধিক ভাগ সাহেব লোকেরা আপনারদের পূর্ব্ব মতেতে দৃঢ় আছেন তথাপি তাঁহারা এই কহিলেন যে রাঘবার কিছু মন্দ করিতে আমরা চাহি না ইহাতে যদি তাহার কিছু বিঘ্ন হয় তবে তোমরা তাহাকে ও তাহার অমাত্যেরদিগকে বোম্বেতে আশ্রয় দেও।

১৭৭৬ সালের ৫ জানুআরি তারিখে পুণাহইতে কর্ণল আপটন সাহেবের পত্রেতে এই সমাচার আইল যে আমি এখানে অতিসমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছি এবং সন্ধিপত্রের বিষয়ে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু মুৎসুদ্দিরা সালসেট ও বাসিন দিতে সম্মত নহে অতএব শেষে তাহারদের নিতান্ত অসম্মতি দেখিয়া তিনি শেষে কেবল সালসেটের বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলেন এবং বাসিনের পরিবর্ত্তে আর কোন স্থান যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু ৭ ফেব্রুআরি তারিখে তিনি লিখিলেন যে সে সন্ধির উপক্রম নিষ্ফল হইল যেহেতুক মুৎসুদ্দিরা কহিয়াছে যে এক্ষণে আমারদিগকে সালসেট স্থান ফিরিয়া দেও কিন্তু আমি কহিলাম যে কলিকাতার বড় সাহেবের অনুমতিব্যতিরেকে পারি না তাহাতে তাহারা কহিল যে আমরা এত অবকাশ দিব না অপর শেষে কর্ণল সাহেব গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিকটে কলিকাতায় পত্রেতে লিখিলেন যে আর পাঁচ ছয় দিবসের মধ্যে অগত্যা আমাকে পুণ্যগ্রাম

ছাড়িতে হইবেক এবং আমারদের প্রত্যাগমনমাত্র মুৎসুদ্দিরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেক অতএব আমি পরামর্শ দিই যে তোমরা কলিকাতাহইতে কতক তোপ ও গোলেন্দাজ ও দুই তিন সহস্র সৈন্য প্রেরণ কর তাহা হইলে আমরা যাহা অভিলাষ করিয়াছি তাহাই অনায়াসে সিদ্ধ হইবেক যেহেতুক এতদ্বিষয়ে জমীদার ও তালুকদারেরা দোলায়মান হইয়া আছে এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কোন স্থির পরামর্শ না শুনিয়া কাহার পক্ষপাতী হইবে না। এই সকল সমাচার শ্রবণমাত্র কলিকাতার কৌন্সেলী সাহেবলোকেরা বোম্বের প্রদেশে অতি প্রাবল্যরূপে যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং রাঘবাকে আপন ছায়াতে লইয়া ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তাবৎ পরাক্রমসমেত এই মত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন যে অল্প ক্ষণের মধ্যে সে যুদ্ধের শেষ হয়।

কিন্তু এক মাস গত হইলে কর্ণল আপটন সাহেবের নিকটহইতে অন্য এক পত্র পঁহুছিল তাহাতে এই লিখিত ছিল যে মুৎসুদ্দিরা সালসেট ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছে। ইহা শ্রবণমাত্র তাবদ্যুদ্ধায়োজন স্থগিত হইল। এবং সন্ধিপত্রের উপক্রম হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা বাসিন ও গুজারাটে লব্ধদেশ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা সালসেট ও তন্নিকটবর্ত্তি সার্দ্ধত্রিকোটি মুদ্রোৎপাদক উপদ্বীপ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিতে স্বীকার করিলেন। তাহারা আরো বারোখের রাজস্বের চৌথের উপর তাহারদের যে দাওয়া ছিল তাহা ত্যাগ করিতে ও বারোখের নিকটবর্ত্তি তিন লক্ষ টাকা উৎপাদক দেশ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিতে স্বীকার করিল।

ঐ সন্ধিপত্রে মুৎসুদ্দিরদের সহিত রাঘবার বিষয়ে এই নিয়ম করা গেল যে রাঘবা এক সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য রাখিয়া এক মাসের মধ্যে আপনার অন্য তাবৎ সৈন্য বিদায় করিবেন সে সৈন্যের বেতন মুৎসুদ্দিরা দিবে এবং তিনি নিজ ব্যয়ের কারণ বার্ষিক তিনলক্ষ টাকা পাইয়া তাহারদের কর্ত্তৃক নিরূপিত স্থানে বাস করিবেন কিন্তু রাঘবা ইহা শুনিয়া কহিলেন যে তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বিপক্ষেরদের করতলে পড়ি অতএব ইহাতে

আমি সম্মত হইব না এবং এই সন্ধির পূর্ব্বে যে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন তাহা ধরিয়া বোম্বেস্থ বড় সাহেব ও কৌন্সেলী সাহেবেরদের স্থানে আপনার ও আপনার পরিবারের আশ্রয় যাচ্ঞা করিলেন এবং তাঁহারা তাহাকে বোম্বেতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন ইহাতে মুৎসুদ্দিরা বিরক্ত হইয়া কলিকাতাস্থ গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিকটে ইহা কহিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা যদি এতদ্রূপে রাঘবাকে আশ্রয় দেও তবে আমরা যে সন্ধিপত্র করিয়াছি তাহা একেবারে হেয়জ্ঞান করিব অতএব কলিকাতাস্থ কৌন্সেলী সাহেবেরদের মনেতে কিছু উদ্বেগ জন্মিল ইতোমধ্যে রাঘবার তাবৎ সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং তিনি কেবল দুই শত লোক লইয়া সৌরাষ্ট্রে গিয়া বাস করিলেন। অপর ১৭৭৬ সালের ৩ জুন তারিখে কর্ণল আপটন সাহেব মুৎসুদ্দিরদের সহিত সন্ধিপত্র স্থির করিয়া তাহাতে আপন মোহর দিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন।

আমারদের ইতিহাসের প্রবাহ এক্ষণে বঙ্গদেশের প্রতি চলিল। অযোধ্যার নূতন সুবাদার আসফুদ্দৌলা সিংহাসনাভিষিক্ত হইবামাত্র কোষ শূন্য পাওয়াতে কোম্পানির বাকী টাকার দাওয়াতেও উদ্বিগ্ন হইলেন তাঁহার নিজ সৈন্যং বাকী বেতনের কারণ অবশীভূত হইয়াছিল এবং তিনি অবিবেচনাপূর্ব্বক আপন পিতৃমন্ত্রিরদিগকে বিদায় করিয়া নিজ পারিষদেতে পরিবৃত হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং দুর্ব্বল অথচ কুপথগামী তাহার নিজ পারিষদের মধ্যে ও রাজ্য শাসনের মধ্যে বিরোধের অঙ্কুর হইতে লাগিল। তৎকালে মোগল রাজ্যের ওজারতী পদ কেবল নামমাত্র ছিল তথাপি তিনি দিল্লীর বাদশাহ হইতে তৎপদ প্রাপ্ত্যর্থে ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু অন্যং লোকে তৎপদ প্রার্থনা করণেতে বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশের নিজাম তদভিলাষী হওয়াতে তদ্বিষয়ে তাহার ইচ্ছা শীঘ্র পূর্ণা হইল না। তথাপি তিনি ঐ পদপ্রাপণের উদ্যোগ করিতে নিবৃত্ত হইলেন না এই হেতুক তিনি পেস্কোশ অর্থাৎ তৎপদোপঢৌন এবং কতক তোপ ও পাঁচ সহস্র সৈন্য বাদশাহের নিকটে প্রেরণ করিলেন।

ঐ সৈন্য বাদশাহের অত্যাবশ্যক সময়ে পঁহুছিল যেহেতুক তৎ কালেই জাবেতা খাঁ আপন অধিকারের রাজস্ব দিতে অসম্মত হইয়াছিল এবং সৈন্য একত্র করিয়া বাদশাহের সৈন্যের উপর জয়ী হইয়া দিল্লী নগর প্রায় আক্রমণ করিয়াছিল। বাদশাহের এই দুরবস্থাসময়ে নবাবকর্ত্তৃক প্রেরিত সৈন্যেরা পঁহুছিয়া জাবে তা খাঁকে দূর করিয়া দিল তাহাতে বাদশাহ এমত সন্তুষ্ট হই লেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ আপন প্রতিনিধিস্বরূপে একজন মান্য ভৃত্যকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিয়া ঐ নবাবকে ওজারতী খেলাৎ দিলেন। কিন্তু ইহার পর ঐ জাবেতা খাঁ নবাবের প্রেরিত সৈন্যের সেনাপতিকে ঘুষ দিল তাহাতে ঐ সেনাপতি জাবেতা খাঁকে আ পন জায়গীরে পুনঃ স্থাপন করিতে ও তাহার স্থানে যে রাজস্ব পাওনা ছিল তাহা ক্ষমা করিতে বাদশাহকে স্বীকৃত করাইল।

১৭৭৪ সালের দিসেম্বর মাসে বৰ্দ্ধমানের মৃত মহারাজ তিল কচন্দ্রের রাণী কৌন্সেলে এই দরখাস্ত করিলেন যে যাবৎ মুস লমানেরা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছে তাবৎ ঐ তিলকচন্দ্রের পূৰ্ব্ব বংশ্যেরা বৰ্দ্ধমানে অধিকার করিতেছেন। ঐ রাণীর নয় বৎসরবয়স্ক এক পুত্র আপন পিতার মরণানন্তর তৎপদে নিযুক্ত হইলেন এবং জমীদারীর ভার রাণীর হাতে পড়িল। অপর গবর্ণর জেনরল সাহেবের আজ্ঞাতে রাণীর হাতহইতে জমী দারী কর্ম্ম লওয়া গিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদেরকর্ত্তৃক নিযুক্ত লোকের দের হস্তে সমর্পিত হইল। ঐ রাণী এতৎসময়ে এই দরখাস্ত করিলেন যে রাজ্যের দেওয়ান সময় পাইয়া অনেক হাত মারি তেছে এবং তাহাতে তৎস্থানস্থ কোম্পানির চাকরের উপরও কিছু অপবাদ দিলেন ইহা শুনিয়া কৌন্সেলে অনেক বাদা নুবাদ হইতে লাগিল বৰ্দ্ধমানস্থ কোম্পানির ভৃত্য ইহা শুনিয়া লিখিলেন যে এ সমস্তই মিথ্যা আমি আপন হিসাবপত্র দিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু রাণী প্রতিজ্ঞা করুন যে যদি তাঁহার এই অভি যোগ মিথ্যা হয় তবে তাঁহার উপযুক্ত দণ্ড হইবে কিন্তু রাণী তাহাতে অসম্মতা হইলেন। রাণী আরো কহিলেন যে রাজার পরলোকপ্রাপ্তির পরঅবধি অদ্যাপৰ্য্যন্ত নয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার

টাকা কোম্পানির চাকরেরদের মধ্যে উপঢৌকন দেওয়া গিয়াছে এ বিষয়ে তিনি অনেক সাক্ষী আনিলেন কিন্তু সে সাক্ষির বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে এতদ্বিষয়ে কিছু নিশ্চয় হইল না এবং কখন হইবেও না।

অপর এই অন্য এক বিষয় উপস্থিত হইল যে ১৭৭৫ সালের ২ মে তারিখে মুরশিদাবাদস্থ কোম্পানির ভৃত্য গ্রাণ্ট সাহেব নবাবের নিত্যব্যয়ের হিসাব কৌন্সেলে প্রেরণ করিলেন এবং কহিলেন নবাবের দপ্তরহইতে ত্যক্ত এক জন মুহুরির নিকটহইতে আমি এই হিসাব গোপনে পাইয়াছি ঐ হিসাবের দ্বারা দেখা গেল যে নবাবের কর্ম্মের তদারকে যে অবধি মণিবেগম নিযুক্তা হইয়াছেন তদবধি নয় লক্ষ সাতষাট্টি হাজার টাকা পাইয়া তিনি তাহার খরচের কিছু হিসাব দেন নাই। ঐ গ্রাণ্ট সাহেব আরো লিখিয়াছিলেন যে মণিবেগমের এক জন খোজা মন্ত্রী যখন শুনিল যে হিসাব এক জন মুহুরির হাতে পড়িয়াছে তখন সে অনেক ঘুষ তাহাকে দিতে স্বীকার করিল যে সে ঐ হিসাব প্রকাশ না করিয়া মণিবেগমের কর্ম্মে পুনর্ব্বার ভর্ত্তি হয়. গ্রাণ্ট সাহেব আরো লিখিয়াছিলেন যে তিনি আমাকেও এইরূপ ঘুষ দিতে প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। ইহা অবগত হইয়া কলিকাতাস্থ কৌন্সেলী সাহেবেরা আপনারদের এক জন ভৃত্যকে তদ্বিষয়ের তদারক করিবার কারণ মুরশিদাবাদে পাঠাইলেন এবং বেগমকে পদচ্যুতা করিয়া নন্দকুমারের পুত্র রাজা গৌরদাসকে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিলেন। অপর যখন সকল হিসাব পত্রের তদারক হইতে লাগিল এবং যখন মণিবেগমের উপর তদ্বিষয়ে অতিশয় দৃঢ় দাওয়া হইতে লাগিল তখন তিনি বলিলেন যে হেষ্টিংস সাহেব যখন ১৭৭২ সালে মুরশিদাবাদে আগমন করেন তখন তাঁহার পথখরচের কারণ আমি দেড় লক্ষ টাকা দিয়াছি। হেষ্টিংস সাহেব ইহা শুনিয়া কহিলেন যে এ অসম্ভব নয় যেহেতুক নবাবেরা যখন স্থানান্তর গমন করেন তখন কোম্পানির কোষহইতে হাজার টাকা করিয়া প্রতিদিন পথখরচ পান।

এই সকল কথোপকথন হইতেং রাজা নন্দকুমার হেষ্টিংস সাহেবের বিষয়ে কৌন্সেলে দরখাস্ত করিলেন। ঐ নন্দকুমার ইহার পূর্ব্বে হুগলির ফৌজদার ছিলেন তৎপরে নবাব মীর জাফরের প্রধান মন্ত্রী এবং তাহার পর যখন হেষ্টিংস সাহেব মহম্মদ রেজা খাঁর নামে নালিশ করেন তখন তিনি তদ্বিষয়ে হেষ্টিংস সাহেবের মোক্তারকার ছিলেন। এবং তৎসময়ে তাঁহার পুত্র নবাবের সংসারের তাবৎ বিষয়ের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলেন। এই রাজা নন্দকুমার ১১ মার্চ তারিখে কৌন্সেলে পত্রদ্বারা ইহা লিখিয়া পাঠাইলেন যে হেষ্টিংস সাহেব মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সেতাব রায়ের লুঠের বিষয় অনেক গোপন করিয়া রাখিয়াছেন এবং আপনিও তদংশী হইয়াছেন এতদ্বিষয়ে কৌন্সেলের যে অধিক ভাগ সাহেবেরা হেষ্টিংস সাহেবের শত্রু ছিলেন তাঁহারা কহিলেন যে আমরা এ বিষয়ে অবশ্য বিবেচনা করিব। হেষ্টিংস সাহেব কহিলেন যে আমি তাবৎ ভারতবর্ষের উপর গবর্ণর জেনরল অতএব আমার নিজ কৌন্সেলে যে এক জন আসিয়া আমার ফরিয়াদী হইবে এবং আমি আসামী হইব ইহা হইলে রাজ্যের শাসন কিরূপে চলিবে। কলিকাতার মধ্যে বাদাশাহের আদালত অর্থাৎ সুপ্রিমকোর্ট আদালত আছে অতএব যদি আমার নামে কোন বিষয়ের নালিশ কাহার থাকে তবে সেখানে ঐ বিচারকর্ত্তারদের সম্মুখে তাহার বিচার হউক।

অপর হেষ্টিংস সাহেব ও বার্বেল সাহেব ও হেষ্টিংসাহেবের বণিক অর্থাৎ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং বাঙ্গালার রায়রাঁয়্যা এই সকলে মিলিয়া সুপ্রিমকোর্টেতে নন্দকুমারের নামে এই বিষয়ে নালিশ করিলেন যে তিনি কমানুদ্দিন খাঁ নামে এক ব্যক্তিকে বলদ্বারা হেষ্টিংস সাহেবের বিপক্ষে এক দরখাস্ত লেখাইয়াছেন। অপর বার্বেল সাহেব ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও রায়রাঁয়্যা ফরিয়াদীরদের নামহইতে আপনং নাম তুলিলেন কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব ও বেনসিটার্ট সাহেব মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন ইতোমধ্যে নন্দকুমারের নামে

অন্য এক বিষয়ে নালিশ হইল এতদ্দেশীয় এক জন লোক সুপ্রিমকোর্টে নন্দকুমারের নামে হস্তকলমের বিষয়ে নালিশ করিল। তাহাতে সুপ্রিমকোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইয়া নন্দকুমার দোষী হইলেন এবং কলিকাতায় তাঁহার ফাঁসি হইল।

১৭ অধ্যায়।

অপর বাঙ্গালার রাজকর আদায়ের নিমিত্তে গবর্ণর জেনরল ও কৌন্সেলী সাহেবলোকদিগের বিশেষ মনোযোগ করিতে হইল। ১৭৭২ সালে রাজস্বের বিষয়ী যে পাঁচসনী বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার অল্প দিবস পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা দেখিলেন যে ইজারদারেরা সাধ্যাতিরিক্ত কর দিতে স্বীকার করাতে সুতরাং প্রথম বৎসরাবধি রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল এবং তদ্বিষয়ে দেশের উপরেও নানা ক্লেশ ঘটিতে লাগিল যেহেতুক যে সকল জমীদারেরা পূর্ব্বাবধি রাজস্ব আদায় করিয়া দেশাধিপতিরদিগকে দিত তাহারদের মধ্যে কেহ২ এই বন্দোবস্তেতে কর্ম্মচ্যুত হইল এবং কেহ২ আপন পৈতৃক জমীদারী বজায় রাখিবার নিমিত্তে সাধ্যাতিরিক্ত রাজস্ব দিতে অঙ্গীকার করিয়া আপনারদিগকে নষ্ট করিল অতএব যে২ স্থানের জমীদারেরা যেরূপ ক্লেশ পাইতে লাগিল সে২ স্থানের প্রজারদিগকে তাহারা তদ্রূপ ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে স্থানে নীলামের ডাকেতে নূতন২ লোকেরা ইজারদার হইয়াছিল তাহারা আপনারদের অচির লাভের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চিরমাঙ্গল্যের হানি করত নানা প্রকার অত্যাচারের দ্বারা অধিক কর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল।

১৭৭৬ সালের নবেম্বর মাসে কৌন্সেলী মনসন সাহেবের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে কৌন্সেলের মধ্যে কেবল চারি জন সাহেব থাকিলেন অর্থাৎ শ্রীযুত হেষ্টিংস সাহেব ও তৎপক্ষপাতি শ্রীযুত বার্বেল সাহেব অন্য পক্ষে শ্রীযুত ফ্রান্সিস সাহেব ও শ্রীযুত

জেনরল ক্লাবরিং সাহেব কিন্তু ইংগ্লণ্ডের পার্লিমেণ্টকর্তৃক এই স্থির হইয়াছিল যে কৌন্সেলে কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে যদি উভয় পক্ষে সমান পরামর্শী হন তবে যে পক্ষে বড় সাহেব থাকিবেন সেই পক্ষের কথা গ্রাহ্য হইবেক সুতরাং পুনর্ব্বার হেষ্টিংস সাহেবের হস্তে তাবৎ পরাক্রম আইল।

হেষ্টিংস সাহেব এইরূপ পরাক্রমশালী হইয়া বিবেচনা করিলেন যে ঐ পাঁচসনী বন্দোবস্তের মিয়াদ গত হইলে নূতন বন্দোবস্তের পূর্ব্বে দেশের ভদ্রাভদ্র এবং ভূম্যাদির উর্ব্বরাত্ব ও কোন স্থানে কত সস্যাদি উৎপন্ন হয় তাহার বিশেষ না জানিলে যথার্থরূপে নূতন বন্দোবস্ত করা দুঃসাধ্য হইবেক অতএব তিনি ঐ সকল বিষয় অবগত হইবার নিমিত্তে নূতন এক সম্প্রদায় স্থির করিলেন এবং তাহারা আপনারদের আমিনদ্বারা দেশের তত্ত্ব লইয়া তাঁহাকে সমাচার দিল। ১৭৭৭ সালের এপ্রিল মাসে পাঁচসনী বন্দোবস্ত পূর্ণ হইলে গবর্ণর জেনরল ও কৌন্সেলী সাহেব লোকেরা দেখিলেন যে পূর্ব্ব বন্দোবস্তেতে রাজস্ব আধিক্যরূপে নিরূপিত হইয়াছিল এবং তাহা দেশের সাধ্যাতিরিক্ত হওয়াতে হিসাব করিয়া দেখা গেল যে ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যে এক কোটি আঠার লক্ষ টাকা রেয়াইত করা গিয়াছে এবং এক কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছে অতএব কৌন্সেলী সাহেবলোকেরা বিবেচনা করিয়া রাজস্ব ন্যূন করিতে নিশ্চয় করিলেন। ইংগ্লণ্ডদেশের কোম্পানি এই পরামর্শ গ্রাহ্য না করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন যে কেবল এক বৎসরের মিয়াদে খাজানার বন্দোবস্ত করা যাইবে কিন্তু নীলামদ্বারা বন্দোবস্ত না হইয়া প্রাচীন জমীদারেরদিগকে আপন২ ভূমি পুনর্ব্বার লইতে প্রথম প্রসঙ্গ করা যাইবেক এবং কোন ইউরোপীয় লোক কিম্বা তাঁহার বণিক কিম্বা তাঁহার গোমাস্তাপ্রভৃতি জমীদারীতে হাত দিবে না। ইংগ্লণ্ডহইতে এইরূপ আজ্ঞা আইলে ১৫ জুলাই তারিখে কলিকাতায় গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সেলী সাহেবেরা এই স্থির করিলেন যে সকল প্রাচীন জমীদার ও ইজারদারেরদের নিকট গত পাঁচ বৎসরের

শেষ বৎসরের রাজকরের হিসাবানুসারে তাহারদের নিকট পুনর্ব্বার ইজারার প্রসঙ্গ করা যাইবেক অথবা প্রবিন্স্যাল অর্থাৎ জিলার কৌন্সেলী সাহেবলোকেরা যেরূপ নিয়ম করিবেন তদনু সারে বন্দোবস্ত হইবেক অথবা জমীদারেরদের স্থানে জামিন না লইয়া বরং তাহারদের রাজস্বের বাকীর কারণ তালুকের এক অংশ বিক্রয় হইবেক। অপর ইংগ্লণ্ডহইতে এই বিষয়ে এই নূতন আজ্ঞা আইলে অনেক বাদানুবাদের পর গত পাঁচ বৎস রের শেষ তিন বৎসররে রাজস্ব একত্র করিয়া গড়ে যাহা বৎ সরে পড়িল তদনুসারে নূতন রাজস্ব স্থির হইল অতএব ১৭৮১ সালপর্য্যন্ত এই রূপে বৎসর২ বন্দোবস্ত হইয়া ঐ সালে মোক রূরী বন্দোবস্ত হইল।

এক্ষণে কোম্পানির এবং মহারাষ্ট্রীয়েরদের ব্যবহারের উপর দৃষ্টি করিতে হইবেক। আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে কর্ণল আপ টন সাহেব পুণাতে থাকিয়া মুৎসুদ্দিরদের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র করিয়াছিলেন তাহা পুরন্দরের সন্ধিপত্র নামেতে খ্যাত আছে। কিন্তু তাহাতে মুৎসুদ্দিরা সম্পূর্ণরূপে সম্মত ছিল না যেহেতুক তদ্দ্বারা সালসেট উপদ্বীপ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে থা কিল এবং রাঘবাও তাহারদের আশ্রয়ে রক্ষিত হইতে লা গিল। কর্ণল আপটন সাহেব ১৭৭৭ সালের আরম্ভপর্য্যন্ত পুণাতে থাকিলেন কিন্তু ঐ সালপর্য্যন্ত ঐ সকল বন্দোবস্তের কোন প্রধান প্রকরণ সমাপ্ত হয় নাই এবং মুৎসুদ্দিরা ইংগ্লণ্ডী য়েরদিগকে যাহা২ দিতে স্বীকার করিয়াছিল তাহা না দেওনের এই কারণ জানাইল যে তোমরা রাঘবাকে আশ্রয় দিয়াছ অত এব আমরা তাহা দিব না।

কলিকাতাস্থ গবর্ণর জেনরল ও কৌন্সেলী সাহেবেরদের মধ্যে এই সকল বিষয়ের কথোপকথন ও বিচার হইবার সময়ে সেখানে সমাচার পঁহুছিল যে সেখানে সিকারাম বাবুর সহিত নানা ফরনবীশের বিরোধ হওয়াতে পুণাতেও বিরোধ উপ স্থিত হইয়াছে এবং মুৎসুদ্দিরদের মধ্যে সিকারাম বাবুর দলস্থেরা রাঘবার পক্ষপাতী হইতে উদ্যত হইয়াছে এবং

তিনি যে পুনর্ব্বার দেশের তাবৎ রাজকর্ম্মপ্রাপ্ত হন এই নিমিত্তে তাহারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহায়তা যাচ্ঞা করিতে নিশ্চয় করিয়াছে এবং কলিকাতায় আরো সমাচার পঁহুছিল যে বোম্বের বড় সাহেব ও কৌন্সেলী সাহেবেরা সিকারাম বাবু ও রাঘবার সহায়তা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই সকল সমাচার পঁহুছিলে কলিকাতাস্থ গবর্ণর জেনরল ও কৌন্সেলী সাহেবেরা বোম্বের বড় সাহেবের সহায়তাকরণার্থে কতক টাকা ও যুদ্ধদ্রব্য প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করিলেন। তাঁহারা আরো স্থির করিলেন যে বন্দেলখণ্ডের কালপি নগরের নিকট বাঙ্গালার তাবৎ সৈন্য একত্র হইয়া স্থলপথে বোম্বেতে গমন করিবেক কিন্তু এ অতি অসমসাহসের কর্ম্ম যেহেতুক ইহার পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশ দিয়া কখন কোন ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য গমন করে নাই। ঐ যুদ্ধসজ্জাতে ছয় হাজার সিপাহী ও এক কোম্পানি গোলেন্দাজ ও কতক অশ্বারূঢ় সৈন্য কর্ণল লেসলি সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীন করিয়া এইং আজ্ঞা দেওয়া গেল যে তিনি অতিবেগগমনপূর্ব্বক বর্ষারম্ভের পূর্ব্বে সেখানে পঁহুছিবেন ও বিরাট রাজ্যের মধ্য দিয়া যাত্রা করিবেন যেহেতুক সেখানকার রাজার সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মিত্রব্যবহার ছিল। এবং অন্যং অধিপতিরদের যে দেশদিয়া গমন করিবেন সেইং দেশের অধ্যক্ষেরদের সম্মতি লইতে হইবেক যদ্যপি কোন অধ্যক্ষ সম্মত না হয় তথাপি তাহার দেশদিয়া যাইবেন কিন্তু কোন দৌরাত্ম্য করিবেন না। ইতোমধ্যে পুণাতে নূতন উপপ্লব হইল সিকারাম বাবুর দল রাঘবার সঙ্গে মিলনের পূর্ব্বে নানা ফরনবীশের দলের উপর প্রবল হইল এবং বোম্বেস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা ভাবিলেন যে ঐ সিকারাম বাবু এতৎসময়ে রাঘবাকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে। কর্ণল লেসলি সাহেবের সৈন্যযাত্রার প্রথমে কতক সৈন্য ক্ষুদ্রং মহারাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষেরদেরকর্ত্তৃক অল্প বাধিত হইল ইহাতে শ্রীযুত ফ্রান্সিস সাহেব ঐ সৈন্যেরদিগকে কলিকাতায় পুনরাহ্বান করিতে কৌন্সেলে প্রসঙ্গ করিলেন কিন্তু হেষ্টিংসসাহেব ইহাতে কোন মতে সম্মত না হইয়া বরং কহিলেন যে আর

অল্প দিবসের মধ্যে ঐ সৈন্যেরা গমনকরত বন্দেলখণ্ডেতে পঁহুছিবে সেখানে মহারাষ্ট্রীয়েরদের কর্তৃত্ব নাই এবং তাহার পর তাহারা যে বিরাট রাজ্য দিয়া গমন করিবে তাহার রাজার সহিত আমারদের মিত্রালাপ আছে। বিরাট রাজার দেশ উত্তীর্ণ হইলে তাহারদের পথের তিন ভাগের দুই ভাগগমন সমাপ্ত হইবেক এবং পুণাতে মুৎসুদ্দিরদের মধ্যে পরস্পর এমত বিরোধ আছে যে তাহারা আমারদের সৈন্যের কিছু বাধা জন্মাইতে পারিবে না।

ইতোমধ্যে বোম্বেতে সমাচার আইল যে ইউরোপে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পুনর্যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে এবং বোম্বেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা এই২ সমাচার অবগত হইয়া এবং পুণাতে যে ফ্রান্সীয়েরা আপনারদিগকে স্থাপন করিবার নিমিত্তে উদ্যোগ করিতেছে ইহাও জানিয়া বাঙ্গালাস্থ ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি কর্ণল লেসলি সাহেবকে আজ্ঞা দিলেন যে তুমি এক্ষণে বিরাট দেশ উত্তীর্ণ না হইয়া সে স্থানে স্থগিত হইবা ইতোমধ্যে হেষ্টিংস সাহেব বিরাটের রাজার সহিত সন্ধিপত্র করিতে কলিকাতার কৌন্সেলীরদিগকে দৃঢ় পরামর্শ দিয়া কহিলেন যে এই দুই বিষয়ে আমরা তাহার উপকার করিলে তাহার সহায়তাপ্রাপ্ত হইতে পারিব। প্রথমতঃ নিজাম আলি যে দেশ তাঁহার হাতহইতে লইয়াছে সে দেশ পুনর্ব্বার তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্তে আমরা তাহার উপকার করিতে পারি দ্বিতীয়তঃ তিনি মহারাষ্ট্রীয়েরদের রাজার পদে নিযুক্ত হইতে বড় ইচ্ছুক আছেন। শিবাজির বংশজাত মহারাষ্ট্রীয়েরদের রাজা অল্পদিন পূর্ব্বে সেতারার দুর্গেতে বান্দত্বাবস্থাতে নিঃসন্তান পরলোকগত হইয়াছিল এবং বিরাটের রাজা আপনি শিবাজির বংশজাত হওয়াতে তৎপদের দাওয়া করিতে পারিতেন এই দুই কর্ম্ম সম্পন্নকরণার্থে বিরাটের রাজার সহিত সন্ধিপত্র করিবার নিমিত্তে কলিকাতাহইতে এক জন উকীল প্রেরিত হইল। ইতোমধ্যে পুণাতে অন্য এক উপপ্লব উপস্থিত হইল সিকারাম বাবু পুনর্ব্বার দুর্ব্বল হওয়াতে মাদাজী সিন্ধিয়ার সহায়তাতে

নামা ফরনবিশের দল পুনঃপ্রবল হইল তৎকালে সিকারাম বা বুর জরাবস্থাহেতুক মুরাবা নামে এক জন তাহার দলের প্রধান হইল। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যোগ করিয়া রাঘবকে পেসো য়াপদে নিযুক্ত করিতে তাহারদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল এবং বো ম্বেস্থ বড় সাহেব তাহারদের সহায়তা করিতে কিছু অনিচ্ছু ক ছিলেন না অতএব ১৭৭৮ সালের ২১ জুলাই তারিখে বো ম্বেস্থ গবর্ণর ও কৌন্সেলী সাহেবেরা তদ্বিষয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই তে স্থির করিলেন কিন্তু নবেম্বর মাসের পূর্ব্বে কিছু উদ্যোগ হইল না তাঁহারা রাঘবার সহিত নিয়ম করিয়া তাঁহাকে অনে ক মুদ্রা ঋণ দিলেন পরে যখন শুনিলেন যে পুণাতে তাহারদের কল্পনা প্রকাশ হইয়াছে এবং বিপক্ষপক্ষীয়েরা তন্নিবারণার্থে উদ্যোগ করিতেছে তখন তাঁহারা শীঘ্র রণভূমিতে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

প্রেরিত সৈন্যসংখ্যা চারি সহস্র পাঁচ শতের অধিক ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সৈন্যেরদের সেনাপতির সঙ্গে তত্তুল্য পরাক্রমেতে ভূষিত দুই জন নাগর্য্য রাজকর্ম্মকারি সাহেব প্রেরিত হইলেন। এবং ঐ দুই সাহেবকে নিযুক্ত করা তা বৎ বিপত্তির মূলস্বরূপ হইল। ঐ সৈন্য দিসেম্বর মাসের প্রথ মে যাত্রা করিয়া ২৩ দিসেম্বর তারিখে পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া কণ্ডোলাতে উপস্থিত হইল এবং সেই স্থানে শত্রুরা প্রথম দর্শন দিল। ইংগ্লণ্ডীয়েরা পর্ব্বতারোহণ করিয়া ৪ জানু আরি তারিখে পুণার প্রতি গমন করিলেন ঐ সময়ে তাহার দের সহিত পঁচিশ দিবসের অধিক খাদ্যদ্রব্য ছিল না। বিপ ক্ষপক্ষীয়েরা সে স্থানে তাহারদের সহিত যুদ্ধ না করিয়া বরং তাহারদের অগ্রগমনানুসারে প্যাছে হটিতে লাগিল কিন্তু চতুর্দ্দিগহইতে তাহারদের ভক্ষ্যদ্রব্যের আমদানী বন্দ করি য়া অবিরত লঘু যুদ্ধদ্বারা ক্লেশ দিতে লাগিল। ইংগ্লণ্ডীয়ের দের গমনকালে পথিমধ্যে তদ্দেশীয় কোন জমীদার তাঁহারদে র পক্ষপাতী না হওয়াতে সুতরাং বোধ হইল যে রাঘবা তা হারদের যে সকল প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিল তাহা মিথ্যা। ৯ জা

নুআরিপর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য অবিশ্রামে অগ্রসর হইয়া ঐ দিবস পুণাহইতে আট ক্রোশ অন্তরে এক স্থানে উপস্থিত হইল এবং সেখানে তাহারা শত্রুরদের তাবৎ সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ রূপে দেখিল তাহাতে নাগর্য্য রাজকার্য্যকারি দুই সাহেব লোক একেবারে ভগ্নোদ্যম হইলেম এবং আঠার দিনের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্যের অধিক নাই ইহা শুনিয়া এবং অশ্বারূঢ় সৈন্যাভাবে তাঁহারা লওয়াজিমা দ্রব্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না ইহা ভাবিয়া পাছে হটিতে নিশ্চয় করিলেন। অতএব ১১ তারিখের রাত্রিকালে তাঁহারা পাছে হটিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাঁহারদের প্রত্যাগমন গুপ্ত থাকিল না। অপর রাত্রি যোগে শত্রুরা তাহারদের উপর আক্রমণ করিয়া তাহারদের কতক লওয়াজিমা ও তিন শত লোককে নষ্ট করিল। তাহার পর দিবস বৈকালে চারি ঘণ্টার সময় ইংগ্লণ্ডীয়েরা বড় গাঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন শত্রুরা তাঁহারদের পশ্চাৎ২ আগমনে ত্রুটি করিল না। বড়গাঙ্গে আসিয়া সকলেই একেবারে ভরসাহীন হইলেন এবং সেনাপতি কহিলেন যে আমি কোন যোগে বোম্বেতে সসৈন্যে পঁহুছিতে পারিব না অতএব তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয়েরদের ছাউনিতে এক জন উকীল প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহারা কিরূপ বন্দোবস্তেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে বোম্বে যাইতে অনুমতি দেয়। তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা কহিল যে প্রথম নিয়ম এই যে তোমরা রাঘবাকে আমারদের হস্তে সমর্পণ কর ঐ দুর্ভাগ্য রাজা ইহার কএক দিন পূর্ব্বে আপনার বিষয়ে নিরাশ হইয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি সিন্ধিয়ার নিকট উকীল প্রেরণ করিয়া তাঁহার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করণবিষয়ে প্রসঙ্গ করিয়াছিল অতএব তাহার বিষয়ে তাদৃক বিভ্রাট জন্মিল না। কিন্তু যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা মহারাষ্ট্রীয়েরদের শিবিরে উকীল প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে রাঘবার বিষয়ে কিছু বাধা নাই তখন তাহারা কহিল যে আমরা রাঘবার বিষয়ে কিছু মনোযোগী নই কিন্তু কর্ণল আপটন সাহেবের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র হইয়াছিল ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার অন্যথা করিয়াছেন। অত

এব এক্ষণে নূতন এক সন্ধিপত্র কর নতুবা তোমারদের দুরবস্থা ঘটিবে। ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা কহিলেন যে আমরা সন্ধিপত্র করিতে অক্ষম যেহেতুক আমরা যাহা করিব তাহা আমারদের কর্ত্তারা স্বীকার করিবেন কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নই কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা এ সকল কিছু না শুনিয়া বলাৎকারপূর্ব্বক তাঁহারদিগকে এই নূতন সন্ধি করাইল যে ১৭৫৬ সালে মাধুরাওর সহিত যে সন্ধি হয় তদবধি ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে ভূমি পাইয়াছেন সে সকল ত্যাগ করিবেন এবং বারোখদেশ এবং রাঘবাকে সিন্ধিয়ার হাতে দেওয়া যাইবেক ও বাঙ্গালাহইতে আগামি সৈন্যেরদিগকে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা হইবেক এবং দুই জন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব জামিনস্বরূপ মহারাষ্ট্রীয়েরদের নিকট থাকিবেন।

যখন ইংগ্লণ্ডদেশে এই সমাচার পঁহুছিল তখন কোম্পানি সুতরাং অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং ঐ যুদ্ধযাত্রাতে যে দুই জন সেনাপতি ছিলেন তাঁহারদিগকে পদচ্যুত করিলেন। নাগর্য্য রাজকর্ম্মকারি যে দুই জন ছিলেন তাঁহারদের মধ্যে এক জন পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন অন্য এক জনকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন।

কর্ণল লেসলি সাহবের কর্ত্তৃত্বাধীন সৈন্য সকল বাঙ্গালাহইতে গমনেতে বিস্তর বিলম্ব করিল বন্দেলখণ্ডের চত্তরপুরনামক এক মহানগরে জুন মাসে পঁহুছিয়া তাহারা সেখানে আগস্ত মাসপর্য্যন্ত রহিল। তাঁহার এইরূপ বিলম্বেতে কলিকাতাস্থ কৌন্সেলী সাহেবেরা বিরক্ত হইয়া তাঁহার নিকট পত্র লিখিলেন যে তোমার বিলম্বের কারণ নিশ্চয় করিয়া সমাচার লিখ ইতোমধ্যে তিনি চত্তরপুরহইতে রাজগড়ে গেলেন এবং সেখানে কাননদী পার হইতে কতক মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার বাধা জন্মাইল। ঐ রাজগড়হইতে ১৭ সেপ্তেম্বর তারিখে কৌন্সেলীরদের নিকট এই প্রত্যুত্তর লিখিলেন যে আমি যে কোন স্থানে বিলম্ব করিয়াছি সে দোষ আমার নয় কিন্তু বর্ষাকালের এবং গোমান সিংহ ও কোমান সিংহ নামে বন্দেলখণ্ডের দুই জন অধ্য

ঙ্কের সহিত আমি সন্ধিপত্র করিয়াছি এবং বিরাটের রাজা মুদাজী ভোঁসলাহইতে আমি অতিশয় সন্তুষ্টিজনক পত্র পাইয়াছি এবং তোমরা তাহার নিকট এক জন উকীল প্রেরণ করিতেছ ইহাতে তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইবেন যে ব্যক্তিকে ইংগ্লণ্ডীয়েরা উকীল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তিনি নাগপুরে না পঁহুছিতে মরিলেন এবং অনেক বিবেচনার পর কলিকাতার কৌন্সেলী সাহেবেরা স্থির করিলেন যে প্রতিনিধি আর কোন উকীল প্রেরণ করিবার আবশ্যক নাই।

কুর্ণল লেসলি সাহেবের পত্র পাইয়াও কৌন্সেলী সাহেবেরা তুষ্ট হইলেন না এবং তাঁহাকে বিলম্ববিষয়ে দোষী জ্ঞান করিয়া অন্য ব্যক্তিকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু কর্ণল লেসলি সাহেবের নিকট তাঁহারদের এই আজ্ঞা পঁহুছনের পূর্ব্বে তিনি পরলোকগত হইলেন। তাঁহার মরণহেতুক ৩ অক্তোবর তারিখে গডার্ড সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইলেন এবং ২২ অক্তোবর তারিখে তিনি গবর্ণর জেনরলকে পত্রদ্বারা ইহা জানাইলেন যে সৈন্যসকল নর্ম্মদা নদীপর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে ঐ সময়ে মুদাজী ভোঁসলার এই পত্র আইল যে তোমরা যাহাকে উকীলস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলা তিনি পথিমধ্যে পরলোকগত হইয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে আমি অতিশয় খেদিত আছি তথাপি আমি ভরসা করি যে আপনারা আমার সহিত যে মিত্রালাপ করণেচ্ছুক ছিলেন তাহা ইহাতে ভঙ্গ করিবেন না। এই পত্রার্থ অবগত হইয়া ভোঁসলার সঙ্গে সন্ধির বিষয়ে যে কল্পনা ভগ্ন হইয়াছিল তাহা পুনঃ স্থাপন করিতে বড় সাহেব পরামর্শ দিলেন এবং কহিলেন যে এবিষয়ে গডার্ড সাহেব অত্যুপযুক্ত লোক। ইতোমধ্যে ২৩ নবেম্বর তারিখে মুদাজী ভোঁসলা কর্ণল গডার্ড সাহেবের নিকট এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে কর্ণল গডার্ড সাহেব অবগত হইলেন যে ঐ ভোঁসলা মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে কিম্বা নিজাম আলির সঙ্গে কি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সঙ্গে আপনাকে কোন প্রকারে ঘটাইতে বাঞ্ছা করে না ১ দিসেম্বর তারিখে কর্ণল গডার্ড সাহেব নর্ম্মদা

নদী পার হইলেন এবং মুদাজীর উপর কিপর্য্যন্ত ভরসা রাখি তে পারেন ইহা জানিবার নিমিত্তেই তিনি তাহার নিকট এক লোক প্রেরণ করিলেন এবং ঐ উকীলের সম্বাদের দ্বারা তিনি স্পষ্টরূপে অবগত হইলেন যে মুদাজী ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি করিবেন না কিন্তু যত কাল ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য তাঁহার দেশের মধ্যে থাকিবে তত কাল তিনি তাহারদের সঙ্গে অতিমিত্রতা ব্যবহার করিবেন।

এই সময়ে বোম্বের সৈন্যেরা পুণার অভিমুখে গমন করিতে ছিল। কর্ণল গডার্ড সাহেব আপন গমনবিষয়ে বারম্বার বোম্বে তে সমাচার লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহারদেরহইতে কোন প্র ত্যুত্তর পান নাই অতএব তাহারদের কল্পনার বিষয় তিনি অজ্ঞাত ছিলেন কেবল মুদাজী ভোঁসলার বাক্যাদির লক্ষণদ্বারা অনুভব করিলেন যে বোম্বেস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা পুণার প্রতিকূলে যাত্রা করিয়াছেন অতএব তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া স্বয়ং পুণাতে যাইতে কল্পনা করিবামাত্র বোম্বেহইতে এক পত্র পাই লেন যে তুমি অবিলম্বে পুণাতে আইস। মুদাজী ভোঁসলা বুঝি লেন যে যদি ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে আপন দেশদিয়া যাইতে দিই তবে পুণানিবাসি মুৎসুদ্দিরদের সহিত বিসম্বাদ হইবেক কিন্তু যদি তাহারদিগকে গমনপথ না দিই তবে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের স হিত কলহ ঘটিবে অতএব ঐ মুদাজী গডার্ড সাহেবকে কহিয়া পাঠাইলেন তুমি যেপর্য্যন্ত কলিকাতাহইতে নূতন সমাচার না পাও সেপর্য্যন্ত তোমাকে এখানে থাকিতে আমি পরামর্শ দিই কিন্তু কর্ণল গডার্ড সাহেব তাহা না মানিয়া ১৬ জানুআরি তারি খে নর্ম্মদানদী পার হইতে যাত্রা করিলেন এবং বুরহানপুর ও পুণার অভিমুখগামি মাহাপথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং ২২ তারিখে মোকাম চারবাতে পঁহুছিলেন সেখানে তিনি বোম্বের সেনাপতিহইতে নানা বিপরীত পত্র পাইয়া কিছু নিশ্চয় করিতে প্যারিলেন না যেহেতুক সে পত্র বোম্বেস্থেরদের বিপৎকালে লেখা গিয়াছিল এই বিপরীত পত্র পাঠ করিয়া এবং আপনার অবস্থা দেখিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন।

যেহেতুক তিনি মহারাষ্ট্রদেশের মধ্যে বিপক্ষ লোককর্ত্তৃক বেষ্টিত ছিলেন এবং ভাবিলেন যে পুণাতে যদি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কোন বিপদ ঘটিয়া থাকে তবে কি জানি মুদাজী ভোঁসলা আমার বিপক্ষ হইবে। অপর বুরহান্‌পুরেতে ৫ ফেব্রুআরি তারিখপর্য্যন্ত থাকিয়া ঐ দিন মুদাজী ভোঁসলা তাহাকে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তাবদ্দুরবস্থার সমাচার কহিলেন ইহা শ্রবণমাত্র তিনি তৎপর দিবস সে স্থানহইতে সুরাটে যাইতে নিশ্চয় করিলেন। আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আপৎকালে ঐ মুৎসুদ্দিরা বলাৎকারপূর্ব্বক ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির দ্বারা গডার্ড সাহেবের নিকট এক পত্র লেখাইয়া কহিল যে তুমি এখন কদাচ পুণার প্রতি আগমন করিবা না। ৯ ফেব্রুআরি তারিখে পুণাহইতে ঐ পত্র লইয়া এক জন উকীল আসিয়া তাহাকে চলিষ্ণু দেখিয়া ঐ পত্র দিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল। তাহাতে গডার্ড সাহেব কহিলেন যে আমি বোম্বের বড় সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীন নই কলিকাতার গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞাতে বোম্বেতে গমন করিতেছি এবং আমি মহারাষ্ট্রীয়েরদের উপর কিছু অত্যাচার করিব না। অপর তিনি অতিশীঘ্র গমনপূর্ব্বক ৩০ ফেব্রুআরি তারিখে সুরাটে উপস্থিত হইলেন এবং গমনকালে তাঁহার সৈন্যেরা এমত যাথার্থ্যরূপে ব্যবহার করিল যে পথের মধ্যে লোকেরদের কোন শঙ্কা জন্মিল না এবং তাহারদের যে আহারীয় দ্রব্যের প্রয়োজন হইল তাহা মুদ্রার দ্বারা লোকেরদের স্থানে ক্রয় করিল এই সকল সামাচার যখন কলিকাতায় পঁহুছিল তখন বড় সাহেব পুণাতে সর্ব্ব কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে কর্ণল গডার্ড সাহেবকে উকীলরূপে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং বোম্বেস্থ সেনাপতিরা আপনারদের দুরবস্থাকালে পুণানিবাসি মুৎসুদ্দিরদের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করিলেন এবং পুরন্দরের পূর্ব্ব সন্ধিপত্রে যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল তদ্রূপ সন্ধিপত্র যদি তাহারা করে তবে তাহাতে সম্মত হইবেন এবং কর্ণল গডার্ড সাহেবকে আজ্ঞা হইল যে যদি তাহারা এই সকল প্রসঙ্গেতে অসম্মত হয়

তবে তাহারদের সহিত পুনর্যুদ্ধারম্ভ এবং গৈকাবার ও বিরাট রাজারদের সঙ্গে সন্ধি কর।

ইতোমধ্যে মহারাষ্ট্রীয় মুৎসুদ্দিরদের মধ্যে কিছু বিরোধ উপস্থিত হইলএবং তাহারদের পরামর্শেতে কিছু স্থির ছিল না বিশেষতঃ নানা ফরনবিশের সিন্ধিয়ার সহিত বিরোধ জন্মিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা কথায় সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করিল বটে বাস্তবিক কোন প্রকরণ স্থির করিল না। অতএব কর্ণল গডার্ড সাহেব ২০ অক্তোবর তারিখে তাহারদের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে তোমরা যদি এক পক্ষের মধ্যে সন্ধি না কর তবে আমি যুদ্ধে নিশ্চয় পুনঃপ্রবৃত্ত হইব। ২৮ তারিখে তাহারা এই প্রত্যুত্তর প্রেরণ করিল যে রাঘবাকে ও সালসেট উপদ্বীপ আমারদের হস্তে সমর্পণ না করিলে আমরা কোন বন্দোবস্ত করিব না ইহাতে জেনরল সাহেব ঐ সন্ধিপত্র রহিত করিয়া আগামি যুদ্ধের কারণ বোম্বের কৌন্সেলীরদের সঙ্গে নিয়ম নির্ধারণ করিতে বোম্বেতে গেলেন।

ফতেহ সিংহ গৈকাবারের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরা সন্ধি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু তিনি এ বিষয়ে অগ্রসর হইলেন না। ১৭৮০ সালের ২ জানুআরি তারিখে জেনরল গডার্ড সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষে ফতেহ সিংহকে দৃঢ়করণার্থে এবং দুর্ভয় নামে দুর্গাক্রমণার্থে তাপতী নদী পার হইলেন। ১৯ তারিখে তিনি ঐ দুর্গের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন তৎপর দিবস শত্রুরা দুর্গহইতে পলায়ন করিল এবং তিনি দুই লক্ষ টাকা উৎপাদক তচ্চতুর্দ্দিকস্থ দেশ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নামেতে অধিকার করিলেন। অপর ২৬ জানুআরি তারিখে ফতেহ সিংহ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁহারদের ইচ্ছানুসারে সন্ধি করিল এবং তাহার সঙ্গে কোম্পানির এই নিয়ম হইল যে গুজরাট দেশ তাঁহারা পরস্পর অর্দ্ধেক২ করিয়া অংশ করিয়া লইবেন এবং যে ভাগ পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরদের হস্তে ছিল তাহা কোম্পানির হস্তে পড়িবে। অপর ফতেহ সিংহ আপন তাবৎ অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যোগ করিয়া জেনরল গডার্ড সাহে

ৰ অহমদবাদের প্রতি যাত্রা করিয়া ১০ ফেব্রুআরি তারিখে সে স্থানে পঁহুছিলেন এবং পাঁচ দিবসের মধ্যে নগর আক্রমণ করিলেন। ইতোমধ্যে সিন্ধিয়া ও হোলকার চল্লিশ সহস্র লোক লইয়া সুরাটের অভিমুখে গমন করিতেছিল তাহাতে জেনরল গডার্ড সাহেব অতিবেগগমনপূর্ব্বক ৮ মার্চ তারিখে মোকাম ব্রোদেরার নিকট তাহারদের সম্মুখে পঁহুছিলেন এবং সেই রাত্রিতে তাহারদের ছাউনিতে পূর্ব্ব লিখিত জামিন যে দুই জন সাহেব লোক ছিলেন তাঁহারদের এক জন এই পত্র পাঠাই লেন যে সিন্ধিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সঙ্গে ঐক্য করিতে চেষ্টিত আ ছে তৎপর দিবস সিন্ধিয়া ঐ দুই জামিন সাহেব লোককে ইংগ্ল ণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে ফিরিয়া পাঠাইলেন এবং তাহারদের সঙ্গে উকীলেরদের দ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন যে আমি নানা ফরনবিশেরে বড় ঘৃণা করি এবং স্বতন্ত্র হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়ের দের সহিত যোগ করিতে বাসনা করি। ঐ উকীলের সহিত কথো পকথনে জেনরল গডার্ড সাহেব দেখিলেন যে সিন্ধিয়ার এই ই চ্ছা যে তিনি রাঘবাকে স্বহস্তগত করেন এবং তাঁহার দ্বারা মহা রাষ্ট্রীয়েরদের মধ্যে আপনি প্রবল হন তাহাতে জেনরল গডার্ড সাহেব কোন মতে তাহা স্বীকার করিলেন না এবং তৎসময়েও তিনি শুনিলেন যে সিন্ধিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অজ্ঞাতসারে ফ তেহসিংহের ভ্রাতা অথচ শত্রু গোবিন্দরাওর সহিত যোগ কার তেছে অতএব গডার্ডসাহেব তাহার সত্যতাতে বিশ্বাস না করিয়া অনুমান করিলেন যে তাহার কেবল এই অভিপ্রায় যে বর্ষাপ র্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত ভাঁড়াভাঁড়ি করিয়া পরে আপন দেশে প্রস্থান করিবে অতএব জেনরল সাহেব বারম্বার তাহাকে যুদ্ধ করাইতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা পুনঃ২ ছত রায় অগ্রসর হইলেন এবং একবার তিন পাছে হটিলেন। ৩ এপ্রিল তারিখে চারি হাজার সিপাহী ও চারি শত পদাতিক সৈন্য ও বারটা বৃহৎ তোপ লইয়া তিনি রাত্রিযোগে আপনি ছাউনিহইতে বহির্গত হইলেন। সিন্ধিয়ার ছাউনি তাহার ছা উনিহইতে সাড়ে তিন ক্রোশ অন্তর ছিল এবং তিনি প্রত্যূষের

পূর্ব্বে তাহারদের ছাউনির মধ্যস্থলপর্য্যন্ত তাহারা জ্ঞাত না হইতে পঁহুছিলেন। তাহাতে বিপক্ষেরা অতিশয় বিব্রত হইল এবং অতিশীঘ্র ছাউনি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তি এক উচ্চ স্থানে পলাইল। ইংগ্লণ্ডীয়েরা অবিলম্বে তাহারদের উপরে সে স্থানে চড়াউ করিলেন তাহাতে তাহারা সে স্থানহইতে পলায়ন করিয়া রণভূমি ও তচ্চতুর্দ্দিক্‌স্থ প্রদেশ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে ত্যাগ করিয়া গেল। অতএব জেনরল গডার্ড সাহেব নানা নগর এবং সমুদ্রঅবধি পুণার পর্ব্বতশ্রেণীপর্য্যন্ত তাবদ্দেশ কোম্পানির নামে অধিকার করিলেন। সিন্ধিয়া ও হোলকর বর্ষারম্ভ দেখিয়া স্বং দেশে গমন করিল এবং জেনরল গডার্ড সাহেব কতক সৈন্য বোম্বেতে প্রেরণ করিয়া অবশিষ্ট সৈন্যেরদিগকে বার্ষিক বিশ্রামার্থে ছাউনিতে রাখিলেন।

১৭৭৯ সালের নবেম্বর মাসে রাণানামে খ্যাত গোহদের রাজা গবর্ণর জেনরলের নিকট লিখনের দ্বারা এই প্রসঙ্গ করিলেন যে আমরাপরস্পর এই মর্ম্মানুসারে এক সন্ধি করি মহারাষ্ট্রীয়েরদের আক্রমণহইতে তোমরা আমাকে রক্ষা করিবা এবং তোমারদের আমার নিকটস্থ কোন দেশে যখন সঙ্কট উপস্থিত হইবে তখন আমি সসৈন্য সাহায্য করিব। গোহদ দেশ যমুনার তীরে সিন্ধিয়া ও অযোধ্যার রাজার অধিকারের মধ্যবর্ত্তী। এতদ্বিষয়ে কৌন্সেলে পূর্ব্বমতে অনেক বাদানুবাদ হইল কিন্তু শেষে সন্ধি করিতে স্থির হইল। ইতোমধ্যে জেনরল কুট সাহেব ২০ নবেম্বর তারিখে পত্রদ্বারা জানাইলেন যে মহারাষ্ট্রীয়েরা রাণার দেশোপরি চড়াউ করিয়াছে কিন্তু রাণা যে তাহারদিগকে নিবারণ করে এমত তাহার সামর্থ্য নাই। তাহাতে জেনরল সাহেবের নিকট এই আজ্ঞা প্রেরিতা হইল যে তুমি যেপর্য্যন্ত তাহার সহায়তা করিতে পার তাহা করিবা অতএব তিনি ঐ গোহদের রাণার সাহায্যার্থে শ্রীযুত কাপ্তান পপ্‌হাম সাহেবকে প্রেরণ করিলেন ঐ পপ্‌হাম সাহেব অত্যল্প সৈন্য লইয়া এবং রাণাকর্ত্তৃক কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা না পাইয়া গোহদহইতে মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে দূর করিলেন। তাহার

পর সিন্ধু নদী পার হইয়া তাহারদের দেশে গেলেন এবং কচো য়াগড় প্রদেশের রাজধানী লাহার গড়ের ভিত্তিভেদ করিয়া ২১ এপ্রিল তারিখে তাহা হস্তগত করিলেন।

কিন্তু জেনরল কুট সাহেব ও জেনরল গডার্ড সাহেব গবর্ণর জে নরল সাহেবের নিকট ইহা লিখিয়া পাঠাইলেন যে পপহাম সাহেবের সৈন্য এত অল্প যে তাহাতে কোন বিশেষ কার্য্য সিদ্ধ হ ইতে পারিবে না অতএব কানপুর হইতে চারি সহস্র সৈন্য হোল কারের দেশের উপর চড়াউকরণার্থে প্রেরণ করিতে আজ্ঞা দেও য়া গেল ইতোমধ্যে কাপ্তান পপহাম সাহেব যুদ্ধানুরাগ ও নৈপুণ্য দর্শাইয়া কচোয়াগড় প্রদেশ সুরক্ষিত করিয়া হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় খ্যাত যে গড় গোয়ালিয়র তাহার প্রতি বি শেষ মনোযোগ করিতে লাগিলেন। সেই গড় গোহদের রাণার অধিকারে বটে কিন্তু তাহার পিতা হইতে মহারাষ্ট্রীয়েরা হরণ করিয়া তৎকালে সহস্র লোক তাহাতে তৈনাতী রাখিয়াছিল। ঐ দুর্গ তিন ক্রোশ আয়ত এক মহাপর্ব্বতোপরি গ্রথিত। সে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিগ দুরূহ ও প্রায় অলঙ্ঘনীয়। হিন্দুস্থানের রা জারা নিত্য বোধ করিত যে কেহই তাহা আক্রমণ করিতে পা রিবে না এবং জেনরল কুট সাহেব আপনি গবর্ণর জেনরলের নিকটে লিখিলেন যে পপহাম সাহেবের নিকট যে অল্প সৈন্য আছে তাহারা যদি ইহা আক্রমণোদ্যোগ করে তবে আমি তা হা উন্মত্তকার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিব। তাহা আক্রমকরণের সঙ্কট দেখিয়া কর্ণল পপহাম সাহেবের যুদ্ধানুরাগ হইল অতএব তিনি তাহা হইতে পাঁচ ক্রোশ অন্তর রাইপুরেতে ছাউনি করিলেন এবং আপন চরেরদিগকে কোন লঙ্ঘনীয় স্থানান্বেষণে প্রতিদিন প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অপর তাহারা অনেক অন্বেষণ করি য়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কহিল যে তাহাতে প্রবেশনীয় কেবল এক স্থান আমরা দর্শন করিয়াছি। সে স্থানের নীচের দেওয়াল এগার হাত উচ্চ তাহার উপরে পর্ব্বত ষাটিহাত এবং তাঁহার উপর দ্বিতীয় দেওয়াল। ইহা শুনিয়া ৩ আগস্ত তারিখে অতিপ্রত্যূ ষে আক্রামকেরা ঐ পর্ব্বতোপান্তে পঁহুছিল এবং আপনারদের

সিড়ি গোপনে স্থাপন করিয়া একেবারে অসমসাহসপূর্ব্বক দেওয়ালের উপরপর্য্যন্ত উঠিল। ইহা দেখিয়া তত্রস্থ সৈন্যেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু পপ্‌হাম সাহেবের লোকেরা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইল। দেওয়ালহইতে দুর্গ মধ্যপর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অতিবেগ গমনেতে দুর্গস্থ সৈন্যেরা ভীত হইয়া দুর্গের অন্য দিগের এক দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিল। এতদ্রূপ ইংগ্লণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ও দুরাক্রম এক দুর্গপ্রাপ্ত হইলেন মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহা দেখিয়া এমত ভীত হইল যে তাহারা তচ্চতুর্দ্দিকস্থ দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সিন্ধিয়ার নিকটে এতদ্বিষয়ের সমাচার প্রেরণ করিল।

১৮ অধ্যায়।

কোম্পানির রাজ্যের মধ্যে বঙ্গভূমিতে এই সকল কর্ম্ম হইতেং করমণ্ডলতটস্থ মান্দ্রাজের অন্তঃপাতি দেশে যে কর্ম্ম হইল তাহার উপরে আমরা দৃষ্টিপাত করি।

বাঙ্গালাতে যেরূপ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পরাক্রম স্থাপিত হইয়াছিল তাহাহইতে কর্ণাট দেশে তাহারদের অবস্থার কিছু বৈলক্ষণ্য হইল। বাঙ্গালাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা দেওয়ানীপ্রাপ্ত হইলে তাবৎ পরাক্রম তাঁহারদের হস্তগত হইল। কিন্তু কর্ণাট দেশে ফ্রান্সীয়েরদের সহিত গত যুদ্ধে তাঁহারা মহম্মদ আলীর নামে যুদ্ধ করিলেন এবং যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে তদ্দেশের রাজার ন্যায় স্বীকার করিলেন। অতএব তাবৎ রাজ্যের ব্যাপার অর্থাৎ নিজামতী ও দেওয়ানী কর্ম্ম সমস্তই তাঁহার হাতে রহিল এবং কোম্পানি প্রায় তাঁহার ভৃত্যের ন্যায় থাকিলেন। ১৭৫০ সালে মান্দ্রাজের চতুর্দ্দিক্‌স্থ কএক পরগনা জায়গীরস্বরূপ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দেওয়া গিয়াছিল এতদ্ভিন্ন উত্তরীয় চারসরকার নামে খ্যাত সমুদ্রতটস্থ কএক প্রদেশ অধিকারস্বরূপ ১৭৬৫ সালে বাদশাহের স্থানে তাঁহারা পাইলেন।

কিন্তু যে রাজ্যের উপর মহম্মদ আলী রাজারূপে স্থাপিত হই

লেন সে দেশ রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না এবং ইংগ্ল
ণ্ডীয়েরা দেখিলেন যে তাঁহার কদর্য্য সিপাহীর হাতে দেশ রক্ষ
ণের ভারার্পণ না করিয়া বরং আপনারদের সৈন্যদ্বারা দেশ
রক্ষা করিতে হইবেক এই নিমিত্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা বারম্বার নবা
বকে কহিলেন যে যুদ্ধবিষয়ে দেশ রক্ষার ভার আমারদের
হস্তে দিতেই হইবেক এবং তাহার ব্যয়ের নিমিত্ত রাজস্বের
এক অংশ স্বতন্ত্র রাখিতে হইবেক। নবাব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের
হস্তে দেশরক্ষণের ভার সমর্পণকরণেতে একেবারে কোম্পানির
বশীভূত হইলেন যেহেতুক তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে
লাগিলেন কিন্তু নবাব তাঁহারদের অনুমতিব্যতিরেকে কিছু ক
রিতে পারিতেন না। অল্প কালের মধ্যে দেখা গেল যে কর্ণাট
দেশের রাজস্ব ব্যয়হইতে অনেক ন্যূন। গত যুদ্ধেতে দেশের
অনেক ক্ষতি হইয়াছিল এবং সে দুঃখহইতে দেশ উত্তীর্ণ না
হইতেং বাদশাহের অনেক কর লওয়াতে প্রজারদের অধিক
দুঃখ হইল অতএব রাজকরের অকুলানহওয়াতে সুতরাং কর্জ
করিতে হইল এবং নবাবের আবশ্যক জানিয়া লোকেরা অধিক
সুদ চাহিল এবং টাকা দিবার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে নবাব নগত
টাকা দিতে না প্যারিয়া দেশের রাজস্বের উপর বরাত দিলেন।
তাহাতে নবাব সাহেব আপনি ভারগ্রস্ত হইলেন এবং মহাজ
নেরদের দ্বারা রাজস্ব তহসীলেতে প্রজারদের অশেষ দুরবস্থা
হইতে লাগিল।

১৭৬৯ সালে হয়দর আলীর সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে সন্ধি
পত্র হইয়াছিল তাহার দ্বিতীয় প্রকরণে ইহা লিখিত ছিল যে আ
মারদের উভয়ের দেশেতে যদি বিপক্ষেরা আক্রমণ করে তবে
আমরা পরস্পর সহায়তা করিব এবং সহকারি সৈন্যের বেতন
উপকৃত ব্যক্তি দিবেন সৈন্যের ব্যয় কত করিয়া দিতে হইবেক
তাহাও ঐ সন্ধিপত্রে নিশ্চয় করিয়া লেখা ছিল। তৎসময়ে হয়
দরআলী ঐ সহায়তাপ্রাপ্তির বিষয়ে এমত ব্যগ্র ছিলেন যে
তাহা ইংগ্লণ্ডীয়েরা না করিলে তিনি কদাচ সন্ধি করিতেন না
ইতোমধ্যে হয়দরআলী ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকট লিখিয়া

পাঠাইলেন যে জানোজী ভোঁসলা এবং তোমরা ও আমি এই তিনেতে মিলিয়া এক সন্ধি করিলে উপকার দর্শিবেক। তিনি আরো তাঁহারদিগকে জানাইলেন যে মাধুরাও পেসোয়া দুইবৎসর গত হইল আমার হাতহইতে যে অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন তাহা পুনর্গ্রহণেচ্ছা করি। অতএব তিনি তাহারদিগকে কহিলেন যে তোমারদের কতক সৈন্য আমার নিকট প্রেরণ কর যে তাহারা সকলেই জ্ঞাত হয় যে আমারদের মধ্যে পরস্পর প্রীতি আছে। ইংগ্লণ্ডীয়েরা কহিলেন যে সন্ধিপত্রেতে এরূপ লেখা নাই এবং তোমার নিকটে সৈন্য এই কার্য্যার্থে পাঠাইলে মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত হঠাৎ আমারদের বিরোধ জন্মিবে।

১৭৭০ সালে মহারাষ্ট্রীয়েরা হয়দরআলীর দেশের উপর আক্রমণ করিল এবং তিনি পুনর্ব্বার ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন যে যদি আমার নিকটে অধিক সৈন্য প্রেরণ কর তবে আমি তিন লক্ষ টাকা তোমারদিগকে দিব কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা কোন মতে তাঁহার নিকট সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিলেন না ইতোমধ্যে মহারাষ্ট্রীয়েরা হয়দরআলীকে অত্যন্ত ক্লেশ দিতে লাগিল এবং তাঁহার সকল রাজ্য আপন রাজ্যের সহিত সম্মিলিতকরণের ইচ্ছা দর্শাইল। এবং হয়দরআলীর মাঠস্থ তাবৎ ভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গমধ্যে আপনাকে রুদ্ধ করিতে আবশ্যক হইল ইতোমধ্যে মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহকারিতাপাওনের নিমিত্তে অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল তাহারদের সৈন্যের বাহুল্যেতে তাহারা মাঠস্থ তাবৎ ভূমি অধিকার করিয়াছিল কিন্তু হয়দরআলীর দুর্গের উপর কিছুই করিতে পারিল না কিন্তু তাহারা দেখিল যে অল্প কালের মধ্যে আমারদের আহারীয় দ্রব্যের অভাব হইলে সুতরাং আমারদিগের স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হইবে ইংগ্লণ্ডীয়েরা অতিদৃঢ় দুর্গ এমত অত্যল্প কালেতে আয়ত্ত করিতেন যে সে জাদুগিরির কার্য্য বোধ হইত অতএব মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনারদের সহায়তাকরণার্থে সেই আশ্চর্য্য পরাক্রম প্রার্থনা করিল। ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঘোর দায়ে পড়িলেন যেহেতুক যদি তা

হারা মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহায়তা করেন তবে হয়দরআলী এ কেবারে নষ্ট হন কিন্তু কোনমতে তাঁহারদের ইচ্ছা ছিল না যে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহারদের নিকটবাসী হয়। যদি তাঁহারা হয় দরআলীর পক্ষপাতী হন তবে সর্ব্বদা মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহি ত যুদ্ধ করিতে হইবেক এবং সে সকল যুদ্ধের দাওয়া ও ব্যয় ও আহারীয় দ্রব্যাদি তাবৎ বিষয়ের দায় ঠেকিতে হইবেক। যদি তাঁহারা কাহার পক্ষপাতী না হন তবে হয়দরআলী ও মহা রাষ্ট্রীয়েরা উভয়েই বিরক্ত হইবে এবং শেষে যে ব্যক্তি জয়ী হয় সে অবশ্য কর্ণাট দেশের উপরে আপন ক্রোধ অভিষেক ক রিবে এই সকল বিষয়ের বিবেচনানন্তর তাঁহারা শেষে এই পথ সুগম দেখিলেন যে কাহার সহিত ঐক্য না করিয়া স্বতন্ত্র থাকা ভাল এবং কেবল যখন না করিলে নয় এমত সময়ে অস্ত্র ধারণ করিবেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা দেশ জয় করিতে কিছু ত্রুটি করিল না নবেম্বর মাসে তাহারা প্রধান২ দুর্গব্যতিরিক্ত তাবৎ মহিসূর দেশ হস্তগত করিয়া কর্ণাটের সীমাপর্য্যন্ত আইল এবং সে দে শে যে প্রবেশ করিবে এমত জানাইল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা ভয় করিলেন যে জানুআরি মাসে যখন ক্ষেত্রেতে শস্য সুপক্ক হইবেক তখন তাহারা আসিয়া আক্রমণ করিবেক তথাপি ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহারদের পক্ষপাতিথাকনের মন্ত্রণা ত্যাগ করিলেন না কিন্তু উপযুক্ত স্থানেতে আপনারদের সৈন্য রাখিয়া কোন ভারি আ পদ নিবারণার্থে আপনারদিগকে সসজ্জ রাখিলেন কিন্তু মহারা ষ্ট্রীয়েরা এমত স্পর্দ্ধাবাক্য কহিয়াও কর্ণাট দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে বাস্তবিক কিছু ইচ্ছা করে নাই তাহারা এই ভয় করিল যে আমরা যদি কর্ণাট দেশে চড়াউ করি তবে হয়দরআলী তৎ ক্ষণাৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যোগ করিবেন ও হয়দরআলী আপন দুর্গের মধ্যে থাকিয়াও পুনঃ২ অল্প সৈন্য লইয়া তাহার দের উপর বারম্বার আক্রমণ করিয়া তাহারদিগকে বিরক্ত করি বেন এবং এসময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরদের লুঠেতে মহিসূর দেশ এ মত শূন্য হইল যে তাহারদের আহারীয় দ্রব্যের অল্পতা হইতে লাগিল অতএব তাহারা সন্ধি করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল

এবং জুলাই মাসে হয়দরআলীর টাকা দণ্ড করিয়া দেশে চলিয়া গেল।

অপর তঞ্জাউরের রাজার সঙ্গে নবাব ও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হইল। যখন নবাব আপন কোষ শূন্য দেখিলেন তখন তিনি চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া অবশেষে তঞ্জাউরের রাজার ন্যস্ত ধনের প্রতি লুব্ধ হইয়া সে ধন হস্তগত করিতে ছলান্বেষণ করিতে লাগিলেন। হয়দরের সহিত শেষ যুদ্ধসময়ে তঞ্জাউরের রাজা যে ধন ও সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা নবাবের অপেক্ষা ন্যূন ছিল এবং তঞ্জাউরের রাজা যে হয়দরের সহিত সম্পর্ক করিয়া তাহার সহকারিতাঙ্গীকার করিয়াছিলেন ইহাও নবাব নিশ্চয়রূপে জানিলেন। এবং তাহার এই ত্রুটি দেখিয়া নবাব তাহাকে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিফল দিতে সমর্থ ছিলেন না যে হেতুক ইহার পূর্ব্বে হয়দরের সহিত যে সন্ধিপত্র হইয়াছিল তাহাতে তঞ্জাউরের রাজা গৃহীত হইয়া সন্ধিপত্রের অংশী হইলেন।

তঞ্জাউরের রাজার উপর নবাব এতদ্রূপে দাওয়া করিলে রাজা এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে আমার যে ধনাপবাদ আছে সে সকলই কল্পিত বরং এই যুদ্ধেতে আমি ঋণগ্রস্ত হইয়াছি অতএব আমার প্রার্থনা এই যে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার দেনার কতক ক্ষমা করেন অথবা সঙ্গত্যনুসারে কালক্রমে আপনি লন।

১৭৭১ সালে মান্দ্রাজের বড় সাহেব ও কৌন্সেলী সাহেবেরা শুনিলেন যে আপনারদের নিকটস্থ সানপতি পলিগার নামে এক জন জমীদারের উপরে তঞ্জাউরের রাজা আক্রমণ করিতে প্রস্থান করিতেছে অতএব তাঁহারা ১৪ ফেব্রুআরি তারিখে রাজার নিকটে ইহা লিখিলেন যে ঐ পলিগার নবাবের এক জন প্রজা এবং নবাবের সহিত রাজার যে সন্ধিপত্র হইয়াছিল পলিগারের সহিত যুদ্ধ হইলে সে সন্ধির অন্যথা হয়। রাজা কহিলেন ঐ পলিগার যে প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছে অর্থাৎ হানা মান্তাগুদি সেই দেশ সন্ধিসময়ে তঞ্জাউরের অধিকারের মধ্যে ছিল

এবং যখন আমার সৈন্য নবাবের সাহায্য করিবার কারণ গমন করিয়াছিল তখন ঐ পলিগার অন্যায়পূর্ব্বক সেই দেশ অধিকার করিয়াছিল রাজা আরো কহিলেন যে আমার ভরসা ছিল যে নবাব ঐ দেশ আমাকে ফিরিয়া দিতেও পলিগারকে আজ্ঞা দিবেন এবং তদ্বিষয়ে আমিও নবাবকে পত্র লিখিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। আরো যখন জলপথে আমার হস্তী নেগাপটমহইতে আসিতেছিল তখন সেই পলিগার বংশীয় নালকুটীনামক এক জন ইহা কহিয়া আমার তাবৎ হস্তী অপহরণ করিয়াছিল যে ঝড়েতে জাহাজ ডুবি হইয়া তাবৎ হস্তী মারা পড়িয়াছে অতএব যদি সেই সেনাপতি পলিগার আমার দেশ অধিকার করে এবং নালকুঠী পলিগার আমার হস্তিসকল অপহরণ করে ও অন্যং লোক আমার দেশ নষ্ট করে তবে আমি তাহারদিগকে নিষেধ না করিলে আমার প্রজারদের মধ্যে আমার কি সম্ভ্রম থাকে।

নবাব ইহা কিছু না শুনিয়া বরং মান্দ্রাজস্থ সাহেব লোকেরদের নিকট ইহা কহিয়া পাঠাইলেন যে রাজা আমার অধীন কিন্তু সংপ্রতি আমার আজ্ঞাতিক্রম করিতেছে তন্নিমিত্তে এক্ষণে যদি তাহাকে দমন করা না যায় তবে আমার তাবৎ সম্ভ্রম একেবারে লুপ্ত হইবেক। অতএব আমি এই প্রার্থনা করি যে তোমরা তাহার প্রতিকূলে আমার পক্ষে যুদ্ধ কর তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোকেরা দুই সঙ্কটে পড়িলেন এক পক্ষে তাঁহারা ভাবিলেন যে যদি আমরা নবাবের সহকারিতা না করি তবে হইতে পারে যে ইংগ্লণ্ডে আমরা তিরস্কৃত হইব কিন্তু অন্য পক্ষে তাঁহারা দেখিলেন যে আপনারদের অর্থ নাই এবং নবাব যে কিছু টাকা বাহির করিয়া দিবেন ইহাও সম্ভব নয় এবং যদি তাঁহারা নবাবের সহিত সসৈন্য তঞ্জাউরের প্রতি যাত্রা করেন তবে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহারদের দেশ শূন্য দেখিয়া তদুপরি চড়াউ করিতেও পারে। এই সকল বিবেচনা করিয়া কোম্পেনী সাহেবেরা এই স্থির করিলেন যে তাবৎ যুদ্ধদ্রব্য ও সৈন্য ত্রিচিনাপল্লীতে প্রেরণ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকা যাউক এবং

১২ জুন তারিখে উপযুক্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম ত্রিচিনাপল্লীতে সংগৃহীত হইলে যুদ্ধে এমত ব্যগ্র নবাব হঠাৎ তাহাহইতে বিরত হইলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে রাজার উপরে চড়াউ করেন ইহাতে বিমতি দিলেন। তাঁহার কল্পনার পরিবর্ত্তনের এই কারণ জানাইলেন যে যুদ্ধের খরচ এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অবর্ত্তমানে যে চড়াউ করে এই দুই বিষয়ে ভয়াপন্ন আছি। ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাঁহার কল্পনার অন্যথাহওনে অত্যাশ্চার্য্য জ্ঞান করিলেন এবং মনেং এই বোধ করিলেন যে যেমত ইহার পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে সন্ধি করাওনের পরামর্শের কল্প করিয়াছিলেন তেমন এই সময়ে তদ্বিষয়ে হতাশ হইয়া মহারাষ্ট্রীয়েরদের আপনার অধিকারের উপরে চড়াউকরণে কোন কারণ দিতে চাহিলেন না।

২৪ জুলাই তারিখে মান্দ্রাজের বড় সাহেব ও কৌন্সেলী সাহেবেরা ইহা নিশ্চয় করিলেন যে তঞ্জাউরের রাজার বিপরীতে যুদ্ধকরণ পরামর্শনীয় কিন্তু তাঁহার সঙ্গে মিত্রভাবে নিষ্পত্তি করা তাহাহইতে পরামৃশ্য এবং সেই মিত্রভাবে নিষ্পত্তিকরার ভার নবাবের হস্তে অর্পিত হইলে ভাল হয়। তদ্বিষয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইলে রাজা কহিলেন যে নবাবের সঙ্গে আমার যে সকল বিরোধ আছে তাহা কোম্পানির হস্তে অর্পণ করিয়াছি। কোম্পানির অঙ্গীকারের উপরে আমি বিশ্বাস করিতে পারি কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা জামিন না হইলে নবাবের কোন কথাতে বিশ্বাস করিতে পারিব না।

২৯ জুলাই তারিখে নবাবের দাওয়া মান্দ্রাজস্থ রাজার উকীলের নিকটে প্রস্তাব হইল তিনি আপন প্রভুহইতে তদ্বিষয়ের হুকুম পাওনের নিমিত্তে ১৫ । ২০ দিন মিয়াদ প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে যে বিলম্ব না হয় একারণ নবাব এই প্রসঙ্গ করিলেন যে আমি আপন দুই পুত্রকে ত্রিচিনাপল্লীতে প্রেরণ করি তাঁহারদের মধ্যে উমদৎউল উমরা সামের যে সকল কার্য্য তাহার নিষ্পত্তি করিবেন এবং মাদর উল্ মুলুক সৈন্যের সকল দ্রব্য যোগাইবেন। অপর এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে তঞ্জাউর যদি

পরাজিত হয় তবে তাহা লইয়া কি করিতে হইবে। কৌন্সেলী সাহেবেরা ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন যে নবাব সেই দেশ কেবল স্বহস্তগত করণার্থে যুদ্ধে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে প্রবৃত্তি লওয়াইতেছেন এবং তঞ্জাউর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে না হওনার্থে তিনি যথাসাধ্য মনোযোগ করিবেন। পরাজিত তঞ্জাউর দেশ তাঁহাকে দিবার নিমিত্তে ১০ দশ লক্ষ পাগোডা অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিতে স্বীকার করিলেন। কৌন্সেলী সাহেবেরা এ বিষয়ের নিষ্পত্তি ইংগ্লণ্ডদেশের কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্স সাহেবেরদের হস্তে অর্পণ করিতে চাহিলেন কিন্তু ইহাতে নবাব কদাচ স্বীকৃত না হওয়াতে তাঁহারা অগত্যা তাঁহার মতানুযায়ি কার্য্য করিতে নিশ্চয় করিলেন।

সেপ্তেম্বর মাসের শুক্লপক্ষে উমদৎ উল উমরা ইহা কহিয়া পাঠাইলেন যে শক্তি প্রকাশব্যতিরেকে রাজাকে কোন প্রকারে বশীভূত করা যায় না। ১২ সেপ্তেম্বর তারিখে আক্রমণকরণার্থে সৈন্য প্রস্তুত হইল কিন্তু নবাবের দ্বিতীয় পুত্র সকল বিষয়ে এমত শৈথিল্য করিয়াছিলেন যে ছাউনির মধ্যে এক দিবসের অধিক তণ্ডুল পাওয়া গেল না।

ইহাতে জেনরল সাহেব অতিশয় মনোযোগ করিয়া বেলম নামক তঞ্জাউরের মহাগড়ের সম্মুখে ১৬ সেপ্তেম্বর তারিখে পঁহুছিলেন কিন্তু সেপ্তেম্বর মাসের বিংশতি তারিখের পূর্ব্বে সে স্থানে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তদ্দিবসের বৈকালের তিন ঘণ্টার সময়ে বিপক্ষেরা গড় পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। ২৩ তারিখে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তঞ্জাউরের সম্মুখে পঁহুছিলেন। ২৯ তারিখে তাঁহারা চড়াউ করিতে আরম্ভ করিলে বিপক্ষেরা গড় হইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহারদের উপরে আক্রমণ করিল কিন্তু তাহারা পরাজিত হইল। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কার্য্য অতি ধীরে২ চলিতে লাগিল। ২৭ অক্তোবর তারিখে এই সমাচার ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিকে দেওয়া গেল যে গড়ের ভিত্তিতে যে ভেদ হইয়াছে তাহা প্রবেশনীয়। সেই দিবসে রাজা নবাবের সহিত এইরূপ সন্ধিপত্র করিলেন যে পেস্কসের বকেয়া আট লক্ষ

টাকা এবং যুদ্ধের খরচ ৩০ ত্রিশ লক্ষ টাকা দিব এবং মারো আড় হইতে যে দেশ লব্ধ হইয়াছে তাহা ফিরিয়া দিব এবং আপন সৈন্য লইয়া তোমার সকল যুদ্ধে তোমার সহায়তা করিব। অপর লুটের বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইল। উমদৎউল উমরা লুটের পরিবর্ত্তে সৈন্যেরদিগকে কতক টাকা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু তাহাতে সৈন্যেরা সম্মত না হওয়াতে তিনি নগর আক্রান্তহওনের পূর্ব্বে জয়কারকেরদের আশা ভঙ্গ করিয়া সন্ধিপত্রে সহী করিলেন। মান্দ্রাজের বড় সাহেব নগরাক্রমণের সম্বাদের অপেক্ষা করতং সন্ধিহওনের বিষয়ের সম্বাদ পাইয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং তিনি ও কৌন্সেলী সাহেবেরা যুদ্ধোপলক্ষে আপনারদিগকে সুসজ্জিত করিতে নিশ্চয় করিলেন ও বেলমগড় তাঁহারদের আজ্ঞাব্যতিরেকে রাজাকে ফিরিয়া দিতে নিষেধ করিলেন। রাজা যে যে অলঙ্কারাদি দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা দিতে বিলম্ব করিলে সৈন্যেরা আপনারদের তোপ পুনর্ব্বার তঞ্জাউরের উপরে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলি এবং রাজা আপনাকে উপায়হীন দেখিয়া বেলমগড় এবং কৈলাদি ও ইলাঙ্গাদ প্রদেশ দিতে স্বীকার করিলেন।

তঞ্জাউরের রাজার সঙ্গে সকল বিভ্রাট মিটাওনের পূর্ব্বে নবাব মারোআড় দেশস্থ দুই জন পলিগারকে বশীভূতকরণার্থে কোম্পানির নিকটে দরখাস্ত করিলেন।

কৌন্সেলী সাহেবেরা সেই উদ্যোগ করিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু বর্ষারম্ভপ্রযুক্ত তাহাতে কিছু বিলম্ব হইল অতএব তাহারদের প্রতিকূলে গমনার্থে ত্রিচিনাপল্লীতে সৈন্যেরদিগকে প্রস্তুত করা গেল।

মারোআড়েরদের কেবল এই এক দোষ ছিল যে তাহারা তঞ্জাউরের যুদ্ধে কোন সহকারি সৈন্য প্রেরণ করে নাই এবং নবাব তাহারদের উপরে যে টাকার দাওয়া করিয়াছিলেন সেই টাকা তাহারা দেয় নাই। বড় সাহেব আপনি ইহা বিবেচনা করিলেন যে নবাবের তাহারদের উপরে যে দাওয়া তাহা অযথার্থ কিন্তু মারোআড়ের দুই অধ্যক্ষ শত্রুর মধ্যে গণ্য

হইয়াছে অতএব তাহারদিগের দমন করা অবশ্যকর্ত্তব্য তাহারদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে নবাব যে যুদ্ধকরণে উত্তেজনা করিলেন তাহার কারণ এই যে তিনিব্যতিরেকে দেশের মধ্যে আর কেহ পরাক্রান্ত না থাকে কিন্তু বড় সাহেব কেবল এই কল্পনাতে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন যে পলিগারেরা এইমত দুর্ব্বল হয় যে উত্তরকালে কিছু সংশয় জন্মাইতে না পারে।

১৭৭২ সালের ১২ মে তারিখে ১২০ জন গোলেন্দাজ ও ৪০০ ইউরোপীয় পদাতিক ও ৩০০০ সিপাহী ও ভিত্তিভেদক ৬ তোপ ও তদ্ব্যতিরেকে কতক অশ্বারূঢ় সিপাহী ত্রিচিনাপল্লী হইতে মারোআড়ের প্রতিকূলে গমন করিল উমদৎউল উমরা নবাবের প্রতিনিধিস্বরূপ সৈন্যেরদের সঙ্গে গমন করিলেন কিন্তু যাত্রাকরণের পূর্ব্বে ইহা নিশ্চয় হইল যে তঞ্জাউরের রাজার সম্মুখে যেরূপ সন্ধিপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন এখানে তেমন না দেন। ২৮ মে তারিখে মহামারোআড়ের রাজধানীর উপরে তোপ ক্ষেপ করিতে আরম্ভ হইল। উমদৎউল উমরা এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা উভয়ে পলিগারের নিকটে সন্ধির নিয়ম প্রস্তাব করিলেন কিন্তু পলিগার তাহা কদাচ স্বীকার করিল না ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেই স্থানের উপরে তোপ ক্ষেপ করিতে লাগিলেন তাহারদের অল্প ক্ষতিহওনের পর সেই স্থান হস্তগত হইল এবং সেই যুবা পলিগার ও তাহার দেওয়ান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল উমদৎউল উমরা সেই নগরের লুঠের বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সঙ্গে চুক্তি করিলেন।

১৫ জুন তারিখে মহাপলিগারের দেশের মধ্যের সকল স্থান আয়ত্ত হইল। তাহার পর দিবসে সৈন্যেরা ক্ষুদ্র পলিগারের অভিমুখে যাত্রা করিল তাহার প্রভু কারাকোইলনামক গড়ে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেই স্থানের সম্মুখবর্ত্তী হইলে তাহারা অন্য দিগের বক্রপথ দিয়া তাঁহারদের উপরে আক্রমণকরণার্থে সৈন্যের এক অংশ প্রেরণ করিল ইতোমধ্যে সেই পলিগার বিনত হইল এবং পূর্ব্ব প্রেরিত সেই সৈন্যেরদি

গকে নিবারণকরণার্থে ইংগ্লণ্ডীয়েরা এক দূত প্রেরণ করিলেন সেই দূত পথের মধ্যে বিলম্ব করিল এইপ্রযুক্ত পলিগার যে সময়ে বিনত হওনের উপলক্ষে নিশ্চিন্তরূপে গড়ের মধ্যে ছিল এমত সময়ে সেই সৈন্যের অধ্যক্ষ সসৈন্য সেই গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিলেন এবং সেই উদ্যোগে পলিগার হত হইল। নবাব আক্রামকেরদিগকে অনেক টাকা প্রদান করিয়া সেই স্থানের লুঠ আপনি লইলেন কিন্তু পরাজিত দেশের বন্দোবস্তেতে অনেক শঙ্কা জন্মিতে লাগিল। নবাব যেরূপে দেশের বন্দোবস্ত করিতে চাহিলেন সেইরূপ হইলে অতিশয় অত্যাচার জন্মিত অতএব ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি তাহাতে অংশিহওনের অধিক অনিচ্ছুক হইলেন তাহাতে তাবদ্দেশ একেবারে প্রতিবাধিত হইল এবং গ্রাম লুঠ ও দাহ করিতে এবং তাহার মধ্যের প্রত্যেক ব্যক্তিকে হত করিতে এবং স্ত্রী ও বালকেরদিগকে বন্দী করিতে আবশ্যক হইল।

মান্দ্রাজস্থ বড় সাহেব অতিশয় খেদপূর্ব্বক অনুতাপ করিলেন যে যদ্দ্বারা আমরা সম্ভ্রম ও নিশ্চয়রূপে এই বিষয়েতে কার্য্য করি এমত ইংগ্লণ্ড দেশহইতে আমরা কোন আজ্ঞাপ্রাপ্ত হই নাই। তাঁহারদের উপরে কেবল এই হুকুম ছিল যে তোমরা নবাবের সহায়তা করিবা এবং তিনি যে অন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন ইহা জানিয়াও তাঁহারদের অগত্যা তঞ্জাউর দেশ জয়করণে এবং তাহার পর মারোআড় দেশ জয়করণে তাঁহার সহায়তা করিতে হইল। এবং নবাব কর্ম্মের গতিকে এই সুযোগ দেখিয়া মনে২ ভাবিলেন যে স্বদেশের মধ্যে তঞ্জাউর দেশ সংযোগকরণে বহুকালাবধি যে ইচ্ছা ছিল তাহা সফলকরণের সময় এখন হইয়াছে।

১৭৭৩ সালের জুন মাসের মধ্যকালে মান্দ্রাজস্থ বড় সাহেবের সঙ্গে নবাবের সাক্ষাৎ হইল। তৎসময়ে নবাব অভিযোগ করিলেন যে তঞ্জাউরের রাজার স্থানে আমার দশ লক্ষ টাকা পাওনা আছে এবং আর কহিলেন যে রাজা মহারাষ্ট্রীয় ও হয়দর আলীর সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছে অপর তিনি কহিলেন যে

রাজাকে বশীভূতকরণের কল্প আমার হইয়াছে। পুনশ্চ অন্য একবার সাক্ষাৎ হওনসময়ে তিনি কহিলেন, যে যদি কোম্পানি ইহাতে সহায়তা করেন এবং উভয়ে কৃতকার্য্য হই তবে কোম্পানিকে দশ লক্ষ পাগোডা দিব। বড় সাহেব তৎক্ষণাৎ ইহা মনে করিলেন যে যদি আমরা এই উদ্যোগের মধ্যে যাই তবে হয়দর আলী ও মহারাষ্ট্র লইয়া কি করিব। নবাব কহিলেন হয়দরের সহিত মিত্রতা করিতে হইবে কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা আমার পক্ষপাতী নহে এবং তঞ্জাউর দমনকরণে আমরা কৃতার্থ হই বা না হই তথাপি তাহারা আমার বিপক্ষে থাকিবে কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছা যদি আপনার ও হয়দরের ও আমার সঙ্গে ঐক্য হয় তবে মহারাষ্ট্রীয়েরদিগকে কৃষ্ণা নদীর ওপারে স্থগিত করিয়া রাখিতে পারিব। ২২ জুন তারিখে সেই সকল বিষয় মান্দ্রাজের কৌন্সেলী সাহেবেরদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহারা বাকী খাজানার বিষয়ে নবাব যে দাওয়া করিয়াছিলেন তাহার পক্ষে একবার দৃষ্টিও করিলেন না। রাজা যে অন্য লোকেরদের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে তাঁহারা কহিলেন যে ইহা যদি সত্য হয় তবু ইহাতে রাজা দূষণীয় নহেন যেহেতুক তঞ্জাউর জয়করণেচ্ছা নবাব নিত্য রাখিতেছেন অতএব রাজা যে তাহার চতুর্দ্দিগনিবাসি অন্য২ পরাক্রান্তের দ্বারা আপনাকে দৃঢ় করেন ইহা অসম্ভব নহে। তিনি যে এইরূপ উদ্যোগ করিতেছেন ইহা মান্দ্রাজস্থ বড় সাহেব উত্তমরূপে অবগত হইলেন। বকেয়া খাজানার বিষয়ে নবাবের দাওয়া যে তাঁহারা হেয়জ্ঞান করিলেন ইহার এক প্রধান কারণ দেখা গেল যে যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নবাব তাহার স্থানে কসিয়া লন তাহার মধ্যে সাড়ে বার লক্ষ টাকা তিনি নগদ দেন এবং দেম্মার্কীয় ও হলণ্ডীয়েরদের স্থানে আপনার অলঙ্কার ও ভূমি বন্ধক রাখিয়া এত টাকা দেন যে তাহাতে কেবল দশ লক্ষ টাকা বাকী থাকে।

তথাপি ইহা কহিয়া মান্দ্রাজের বড় সাহেব তঞ্জাউরের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন যে বিপক্ষ যদি দেশে উপস্থিত হয় তবে রাজা তাহার সঙ্গে মিলিবেন অতএব এমত

শঙ্কা জন্মাইতে পারিবেন যে রাজা তাঁহাকে দেশের মধ্যে অব স্থিতি করিতে দেওয়া অনুপযুক্ত। মান্দ্রাজের বড় সাহেব আর ইহা ভাবিলেন যে রাজার প্রতিকূলে আমরা যে উদ্যোগ করি ব তাহাতে বড় সংশয় জন্মিবে না যেহেতুক হয়দর আলী আ পনার কার্য্যে এইমত ব্যস্ত আছেন যে তিনি হঠাৎ ইংগ্লণ্ডীয়ের দিগকে আপনার শত্রু করিবেন না এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন সুযোগ দেখিবে তখন দেশের মধ্যে আক্রমণ করিবে।

প্রথমতঃ মান্দ্রাজের বড় সাহেব নবাবের সঙ্গে এই নিয়ম ক রিলেন যে তিনি যুদ্ধের তাবৎ খরচের টাকা হয় নগদ নতুবা মাতবর বরাৎ দিবেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি সকল আবশ্যক দ্রব্য যো গাইয়া দিবেন তৃতীয়তঃ তিনি সাত হাজার সিপাহীর বেতন না দিয়া দশ সহস্রের বেতন দিবেন।

নবাবের এই রীতি ছিল যে যখন তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে অনুদ্যোগী দেখিতেন তখন তিনি আপনার কল্পের বিষয়ে অ তিশয় ব্যস্ত হইতেন কিন্তু যখন তিনি তাঁহারদিগকে কোন বি ষয়ে সচেষ্ট দেখিতেন তখন তিনি হটিতেন এই সময়ে এইরূপ হইল। তিনি কহিলেন আমি এ বিষয়ে বড় চেষ্টান্বিত নই অ পর অনেক বিচারের পর তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিয়ম স্বীকার করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে এই স্থির হইল যে যেপর্য্যন্ত রা জাকে দমনকরণ বিষয়ে আমরা নির্ভরসা না হই সেপর্য্যন্ত সন্ধি করা যাইবে না নবাব সৈন্যেরদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ক রিলেন যে তোমরা যদি দেশ দখল করিয়া লুঠ কর তবে আমি তাহা লইব এবং তাহার পরিবর্ত্তে তোমারদিগকে নগদ টাকা দিব। ৩ আগস্ত তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য ত্রিচিনাপল্লীহইতে প্রস্থান করিল এবং ৬ তারিখে তাহারা তঞ্জাউরের অঞ্চলে পঁ হুছিল ১৩ তারিখে তঞ্জাউরের রাজা নবাবের দাওয়ার অযা থার্থ্যবোধক এক পত্র ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকটে পাঠাইলেন কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহাতে কিছু মনোযোগ করিলেন না। ২০ তারিখে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তঞ্জাউরের সম্মুখে পঁহুছিলে ২৭ তারিখে তাঁহারা সেই স্থানের প্রতিকূলে আপনারদের তোপ

চালাইতে লাগিলেন এবং ১৪ সেপ্তেম্বর তারিখে ইংগ্লণ্ডীয়েরা স্থান দখলকরণের অনেক উপায় করিলেন। ১৬ তারিখে ভিত্তির মধ্যে ৮ হাত চৌড়া এক ভেদ হইয়াছিল এবং সেই ভেদেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে প্রবেশ না করেন এতদর্থে নগরস্থ বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া তাহা রক্ষা করিয়া থাকিল। কিন্তু সে সময় গত হইলে বিপক্ষেরা মনে করিল যে সে দিবসে ইংগ্লণ্ডীয়েরা আর আক্রমণ করিবেন না ইহাতে তাহারা আরাম করিতে লাগিল কিন্তু মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্য অতিশয় প্রখর হইলে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি আপন সৈন্যেরদিগকে আক্রমণকরণার্থে আস্তে২ লইয়া গেলেন। তাঁহারা অপ্রতিবন্ধকরূপে প্রবেশ করিয়া সেই ক্রিয়াতে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ হইলেন এবং রাজা ও তাঁহার পরিবারেরা গড়ে ধৃত হইলেন।

হলণ্ডীয়েরা রাজাকে যে টাকা কর্জ দিয়াছিলেন তাহার বন্ধক স্বরূপ নাগোর ও তাহার আশপাশ দেশ পাইলেন। কিন্তু সেই দেশ যে তাঁহারদের হাতে থাকে ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা অসম্মত ছিলেন অতএব তাঁহারা নবাবের সঙ্গে যোগ করিয়া হলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। সৈন্য অগ্রসর হইলে হলণ্ডীয়েরা সেই ক্রিয়া আপনারদের অতিশয় অত্যাচার ইহা সকলের নিকটে প্রকাশ করিলেন কিন্তু তাঁহারা তাহা নিবারণকরণে অক্ষম হইলেন অনন্তর পরস্পর এই বন্দোবস্ত হইল যে নবাব যে সকল টাকা কর্জ করিয়াছিলেন তাহা হলণ্ডীয়েরা ফিরিয়া পাইবেন ও তাঁহার যে মণিমুক্ত ও ভূমি বন্ধকস্বরূপ রাখিয়াছিলেন তাহা সকল ফিরিয়া দিবেন।

তঞ্জাউরের গড় হস্তগত হইলে নবাব তাহা আপনার সৈন্যের দ্বারা রাখিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন ইংগ্লণ্ডীয়েরা এই নিয়মকরণপূর্ব্বক তাহাতে সহী দিলেন যে নবাব অতিশয় সম্মান পুরঃসর রাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। কিছু কাল পরে নবাব রাজাকে আপন নিকটে এইপ্রকার পত্র লেখাইলেন যে আমি এবং আমার পরিজনেরা অতিশয় মর্য্যাদাপূর্ব্বক রক্ষিত হইতেছি এবং তিনি যে অমর্য্যাদাপ্রাপ্ত না হইতেছেন ইহা দর্শানার্থে

সেই পত্র ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু তঞ্জাউরের দ্বিতীয় বার আক্রমণের সম্বাদ ইংগ্লণ্ডে পঁহুছিলে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা এক বৎসরপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে আপনারদের মনঃস্থ কিছু প্রকাশ করেন নাই।

অপর ১৭৭৫ সালের আরম্ভে মান্দ্রাজের বড় সাহেবের পদে কোন্ সাহেবকে নিযুক্ত করিতে হইবে এতদ্বিষয়ক বিবেচনা উপস্থিত হইল। তাহাতে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা রম্বোল্দ সাহেবকে তৎকর্ম্মে নিযুক্তকরণার্থে মনোনীত করিলেন কিন্তু অংশিরদের সভায় ঐ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে তাঁহারা লার্ড পিগট সাহেবকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে আপনারদের বাঞ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঐ সাহেব পূর্ব্বে মান্দ্রাজের বড় সাহেব ছিলেন অপর ১৭৬৩ সালের অবসানে তিনি ইংগ্লণ্ডদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বাদশাহকর্ত্তৃক কুলীনের পদবীপ্রাপ্ত হইয়া লার্ড নামে বিখ্যাত হইলেন। তদনন্তর তিনি ইংগ্লণ্ডদেশে বার বৎসরপর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্মে কালযাপন করিয়া আপনার পূর্ব্বোক্ত রাজকীয় পদে নিযুক্ত হইতে সচেষ্ট হইলেন। লার্ড পিগটসাহেবের স্বপক্ষেরা কোম্পানির সভায় স্বগণের বাহুল্যপ্রযুক্ত প্রবল হইলে তাঁহারা তঞ্জাউরের শেষ যুদ্ধের বিষয়ে দোষার্পণ করিতে লাগিলেন।

অপর ১২ আপ্রিল তারিখে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা তঞ্জাউরের তাবৎ ব্যাপার বিবেচনা করিতে উদ্যুক্ত হইয়া তদ্বিষয়ে কহিলেন যে নবাবের অধিকারে তঞ্জাউর দেশভুক্ত করাতে আমারদের অনভীষ্ট বিশেষতঃ এই নিমিত্ত যে তঞ্জাউরের প্রজারা নবাবের শাসনে নিতান্ত অসম্মত। এবং তঞ্জাউরের রাজার সর্ব্বনাশক যে শেষ যুদ্ধ হয় তাহাতে আপনারদের নিতান্ত অনিচ্ছা জানাইয়া উইঞ্চনামক মান্দ্রাজের বড় সাহেবকে পদচ্যুত করেন এবং তত্রস্থ অন্য২ কৌন্সেলী সাহেবের দিগকে কাঠিন্যরূপে চেতান্। উত্তরকালের কর্ত্তব্য বিষয়ে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা এই হুকুম করিলেন যে তঞ্জাউরের গড় কোম্পানির সৈন্যের দ্বারা সুরক্ষিত হয় এবং ঐ সৈন্যেরদের

ভরণপোষণার্থে উপযুক্ত ভূমি রাজা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং ১৭৬২ সালে যে পেশ্‌কস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা কর্ণাটের নবাবকে চিরকাল দেন্ এবং মান্দ্রাজের বড় সাহেব যত সৈন্য নিশ্চয় করেন কেবল তত সৈন্য লইয়া ঐ নবাবের সাহায্য করেন এবং মান্দ্রাজের কৌন্সেলী সাহেবেরদের বিনাজ্ঞায় তিনি কোন ভিন্ন রাজার সঙ্গে সন্ধি না করেন এই সকল নিয়ম তঞ্জাউরের রাজা স্বীকার করিলে ১৭৬২ সালে তাঁহার রাজ্য যদবস্থায় ছিল তদ্রূপ তিনি তাহা ফিরিয়া পাইবেন কোম্পানি বাহাদুর এই আজ্ঞা দিলেন।

অপর মান্দ্রাজের উত্তরে কোম্পানির প্রাপ্তাধিকার বিষয়ে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা এই হুকুম করিলেন যে ঐ উত্তর সরকার নামে খ্যাত দেশে ভ্রমণকরণপূর্ব্বক তদ্দেশীয় তাবদ্বিবরণ সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহকরণার্থে এক কমিটি নিযুক্ত হয় যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের অভিপ্রায় এই যে সেই সকল বিবরণ জ্ঞাত হইলে বঙ্গদেশের ব্যবহৃত রীত্যনুসারে তাঁহারা ঐ সরকারের ভূমি কএক বৎসর মিয়াঁদে ইজারা দেন্। জায়গীর নামে বিখ্যাত অধিকারের বিষয়ে তাঁহারা এই হুকুম করিলেন যে নবাব যদি তাঁহারদের অভিপ্রেত নিয়ম স্বীকার না করেন তবে এক২ বৎসর মিয়াদে সেই ভূমি কেবল তাঁহাকে ইজারা দেওয়া যায়।

১৭৭৫ সালের ১১ দিসেম্বর তারিখে লার্ড পিগট সাহেব মান্দ্রাজে পঁহুছিয়া তথাকার বড় সাহেবের পদে নিযুক্ত হন। অন্য কর্ম্মাপেক্ষা প্রথমে তঞ্জাউরের রাজাকে পুনর্ব্বার স্বদেশ প্রদান করিতে কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের হুকুম ছিল তাহাতে নবাব যে অতিশয় বিরক্ত হইবেন মান্দ্রাজস্থ লোকসকলের ইহা সুগোচর ছিল অতএব কৌশলক্রমে তদ্বিষয় তাঁহাকে জানান উচিত কিন্তু রাজার পুনঃস্থাপন না হয় এতন্নিমিত্ত নবাব যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কহিলেন যে তঞ্জাউরদেশ রাজাকে অর্পণ না করিয়া বরং আপনারা তঞ্জাউরের কিল্লারক্ষণার্থে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য নিযুক্ত করুন। কৌন্সেলী সাহেবেরা তাঁ

হার এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র তাহা স্বীকার করিলেন কারণ যে ইং
গ্লণ্ডীয় সৈন্য কিল্লারক্ষার্থে নিযুক্ত হইলে তাঁহারা রাজাকে অনা
য়াসে মুক্ত এবং সুরক্ষিত করিতে পারিবেন। কিন্তু তৎসময়ে তাঁ
হারা নবাবকে কহিলেন যে রাজ্য রাজাকে ফিরিয়া দেওনবিষয়ে
কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের হুকুম অতিদৃঢ় ও অলঙ্ঘনীয়
এবং আমরা ঐ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যদি কিঞ্চিৎ বিলম্ব
করি তবে আমারদের প্রতি দোষ স্পর্শিবে। তৎসময়ে সর রাবর্ট
ফ্লেচর সাহেব সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি এই কর্ম্মে প্রেরিত
হন তাঁহার এমত ভরসা ছিল। কিন্তু তৎকালে ভূমিতে তাবৎ শ
স্যের বর্ত্তবানতাপ্রযুক্ত কৌন্সেলী সাহেবেরা হুকুম করিলেন যে
বড় সাহেব স্বয়ং তথায় গমনপূর্ব্বক অবিলম্বে সেই কর্ম্ম নিষ্পন্ন
করুন ইহাতে সর রাবর্ট ফ্লেচর সাহেব বড় সাহেবের সঙ্গে অ
ন্য দুই জন সাহেবকে প্রেরণার্থে পরামর্শ দিলেন তাঁহার সেই
প্রস্তাবে কেহ মনোযোগ করিলেন না বটে কিন্তু বড় সাহেব আ
পন ইচ্ছাপূর্ব্বক দুই জন কৌন্সেলী সাহেবকে সঙ্গে করিয়া লই
য়া গেলেন।

অনন্তর লার্ড পিগট সাহেব ৮ আপ্রিল তারিখে তঞ্জাউরে
পঁহুছিয়া ১১ তারিখে রাজাকে সিংহাসনে উপবেশন করাই
লেন। অপর তাঁহার পরামর্শে রাজা স্বয়ং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের
স্থানে এই প্রার্থনা করিলেন যে কেবল তঞ্জাউরের কিল্লা ইংগ্ল
ণ্ডীয় সৈন্যদ্বারা রক্ষিত হয় এমত নহে কিন্তু আমার তাবদধি
কার তাহারদের দ্বারা রক্ষিত হয় এবং তাহারদের ভরণপো
ষণার্থে ভূমির উপস্বত্বে বরাৎ না দিয়া বরং তাহারদের তাবৎ
ব্যয়ের নিমিত্তে প্রতিবৎসরে নগদ চারি লক্ষ পাগডা দিতে প্র
স্তুত আছি। অপর এই সকল কর্ম্ম সমাপনানন্তর লার্ড পিগট
সাহেব মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করিয়া কৌন্সেলী সাহেবেরদিগকে
আপনার কৃত সকল নিয়ম জানাইলেন।

পল বেনফিল্দ সাহেব তৎসময়ে মান্দ্রাজে কোম্পানির সিবিল
অর্থাৎ নিজামতের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু আপনার সরকা
রী কার্য্যে কিছু মনোযোগ না করিয়া তিনি নবাবের প্রিয়পাত্র

হইয়া তাঁহাকে টাকা কর্জদেওনের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। অপর তঞ্জাউর দেশের সকল বন্দোবস্তের সমাধা হইবামাত্র তিনি লার্ড পিগট সাহেবের সমীপে এক দরখাস্ত দিলেন ঐ দরখাস্তে ইহা লিখিত ছিল যে নবাবসাহেবকে আমি যে ষোল লক্ষ টাকা কর্জ দিয়াছি তঞ্জাউরের রাজস্বের উপরে আমার তত্তুল্য টাকা বরাৎ আছে এবং তঞ্জাউরে ভিন্ন২ লোকেরদিগের উপরে কর্জ বাবতে বিদ্যমান ফসলের উপরে আমার সাত লক্ষ টাকার দাওয়া আছে এতদ্বিষয়ে এই আশ্চর্য্য বোধ হইল যে কোম্পানির সহস্র টাকার অনূর্দ্ধ মাসিক বেতনভোগি এক চাকর কোথাহইতে তেইশ লক্ষ টাকা কর্জ দিলেন।

লার্ড পিগট সাহেব এই দরখাস্ত পাইয়া কহিলেন যে আমি তাহা কৌন্সেলী সাহেবেরদিগকে জ্ঞাত করাইব অতএব তঞ্জাউরহইতে প্রত্যাগমনের কিয়দ্দিবসানন্তর ঐ সকল দাওয়ার বিষয়ে বিবেচনা হইতে লাগিল এবং কৌন্সেলীসাহেবেরা তাঁহার দাওয়ার নিশ্চায়ক নিদর্শনপত্র প্রভৃতি দর্শাইতে বেনফিল্দ সাহেবকে হুকুম করিলেন কিন্তু বেনফিল্দ সাহেব তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ দর্শাইতে না পারিয়া এইমাত্র কহিলেন যে নবাব সাহেব আপনি এই সকল কর্জ অবশ্য স্বীকার করিবেন অতএব অতিরিক্ত প্রমাণের আবশ্যক কি ইহাতে জিজ্ঞাসা দুই কথা উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ এই যদ্যপি কর্জ সত্য হয় তবে নবাব যে বরাৎ দিয়াছেন রাজাকে পুনর্দ্দত্ত তঞ্জাউরদেশের রাজস্বে সেই বরাতের দাওয়া হইতে পারে কি না। দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে বেনফিল্দ সাহেবের দাওয়া ও তাহাতে নবাবের স্বীকার এই সকল বিষয়মিথ্যা কি না এবং রাজার ও কোম্পানির স্থানে প্রতারণাপূর্ব্বক টাকালওনে নবাবের এই এক মন্ত্রণামাত্র কি না। অপর তঞ্জাউরের প্রজা লোকেরদের নিকটে উক্ত কর্জের তদন্তকরাতে দেখা গেল যে তাহার ছয় ভাগের পাচ ভাগ মিথ্যা এবং অবশিষ্টাংশ বিষয়ে বেনফিল্দ সাহেবের কথাব্যতিরেকে অন্য কোন প্রমাণ নাই। ইহা অবগত হইয়া কৌন্সেলী সাহেবেরদের অধিকাংশ সূক্ষ্ম বিবেচনাকরণানন্তর কহিলেন যে আ

মরা বেনফিল্দ সাহেবের প্রার্থিত বিষয় কোনমতে স্বীকার করি
তে পারি না। কৌন্সেলের অন্তঃপাতি শ্রীযুত ক্রুক সাহেব ই
হার বিবেচনার সময়ে বেনফিল্দ সাহেবের প্রতিকূল ছিলেন
কিন্তু তিনি পাঁচ দিবস পরে কহিলেন যে বেনফিল্দ সাহেব এই
সকল টাকার দাওয়া আমারদের স্থানে করিতেছেন ইহা বুঝি
য়া আমি তাঁহার বিরুদ্ধ ছিলাম এখন শুনিতেছি যে বেনফিল্দ
সাহেব ঐ টাকার দাওয়া না করিয়া কেবল তাহা আদায় কর
ণার্থে আমারদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন অতএব এক্ষণে তাঁ
হার বিষয়ে আমার আর প্রাতিকূল্য নাই। অপর তিনি কহিলেন
যে এইক্ষণে ভূমিতে যে ফসল বর্ত্তমান আছে তাহাতে নবা
বের যে স্বত্ব আছে এমত কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের
অভিপ্রায় অবশ্য আছে আমার বোধ হয় এবং ঐ অভিপ্রেত
বিষয়ে কৌন্সেলের অধিকাংশ সাহেবেরা তাহার সহকারী হই
লেন। অপর কৌন্সেলের অন্য এক বৈঠকে তাহার অধিকাং
শেরা এই হুকুম করিলেন যে তঞ্জাউর দেশ যে কালে নবাবের দ
খলে ছিল তৎকালে যে শস্যাদি তাহাতে বপন করা গিয়াছিল
তাহাতে অবশ্যই নবাবের অধিকার আছে অতএব তিনি সেই
ফসলের উপর বেনফিল্দ সাহেবকে যে বরাৎ দিয়াছেন তাহা
মঞ্জুরকরা উচিত এইরূপ লার্ড পিগট সাহেবের পরামর্শ স্বকীয়
কৌন্সেলেই হেয় হইল।

অপর লার্ড পিগট সাহেব তঞ্জাউর দেশে এক বাণিজ্যের কু
ঠী স্থাপন করিতে কৌন্সেলে প্রস্তাব করিলেন কিন্তু তাঁহার ঐ প্র
স্তাব হেয়জ্ঞান হইল। অপর তিনি এই প্রসঙ্গ করিলেন যে কৌ
ন্সেলের অন্তর্গত অথচ তাঁহার মিত্র রসল সাহেব তঞ্জাউরের উ
কীলস্বরূপ নিযুক্ত হন কিন্তু তাঁহার এই পরামর্শে কৌন্সেলী সা
হেবেরদের মধ্যে কেহ প্রতিবন্ধক ছিলেন না। তৎকালে কর্ণাট
দেশস্থ বেলূর মোকামে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্যেরদের প্রধান শি
বির ছিল এবং অন্য স্থানাপেক্ষা ঐ শিবিরে বহুসংখ্যক সৈন্য
থাকিত এবং মান্দ্রাজের সেনাপতির মধ্যে দ্বিতীয় গণ্য কর্ণল
ষ্টুআর্ট সাহেবকে ঐস্থানের অধ্যক্ষতা প্রদান করা গিয়াছিল।

অপর ঐ ষ্টুআর্ট সাহেব মনেং বিবেচনা করিলেন যে আমার এতৎপদাপেক্ষা তঞ্জাউরের উকীলের পদ অধিক সম্ভ্রমজনক অতএব তিনি সেই পদ যাঞ্ছা করিলেন তাঁহার সেই পদে নিযুক্ত হওনের প্রার্থনাকরাতে কৌন্সেলের অধিকাংশ সাহেবেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্য করিলেন অতএব কৌন্সেলের মধ্যে এই নূতন এক বিবাদ উপস্থিত হইল যে তঞ্জাউরে রসল সাহেব কি ষ্টুআর্ট সাহেবকে প্রেরণ করা উচিত।

উত্তর সরকারের তাবৎ বিষয়ের বিবেচনাকরণের কার্য্যে ঐ রসল সাহেব কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদেরকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন অতএব কৌন্সেলের অধিকাংশ সাহেবেরা তৎকর্ম্মে তাঁহাকে প্রেরণ করিতে ব্যগ্র হইলেন কারণ যে উত্তর সরকারে তাঁহাকে প্রেরণ করিলে সুতরাং ষ্টুআর্ট সাহেবকে তঞ্জাউরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তাহাতে লার্ড পিগট সাহেব রসল সাহেবকে তঞ্জাউরে প্রেরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ইহাতে অধিকাংশ সাহেবেরদের আপত্তি দেখিয়া তিনি এইমাত্র কহিলেন যে কেবল কিয়ৎকালের নিমিত্তে তিনি সেই স্থানে প্রেরিত হন আমার এই বাঞ্ছামাত্র কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা প্রতিবন্ধক হইলেন তাহাতে লার্ড পিগট সাহেব এই বিবেচনা করিলেন যে হয় এক্ষণে আমার কৌন্সেলী সাহেবেরদের বাধ্যতা স্বীকার কিম্বা তাঁহারদের উপর প্রবলহওয়াব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় নাই অতএব তিনি শেষোক্ত উপায় নিশ্চয় করিয়া কহিলেন যে মান্দ্রাজের বড় সাহেব কৌন্সেলের বাধ্য হইতে এস্থানে আগমন করেন নাই। কিন্তু তাঁহারদিগকে শাসন করিতে আসিয়াছেন তিনি আরো কহিলেন যে বড় সাহেব কৌন্সেলের এক প্রধান অঙ্গ অতএব তাঁহার অনুমতিব্যতিরেকে কৌন্সেলের কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে না।

অপর ১৯ আগস্ত তারিখে কর্ণল ষ্টুআর্ট সাহেবকে কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে হুকুমদেওনের বিবেচনা কৌন্সেলে উপস্থিত হইলে লার্ড পিগট সাহেব তাহাতে আপনার নিতান্ত অসম্মতি জানাইলেন। তৎপর দিনে সেই প্রসঙ্গহওয়াতে তিনি তদ্রূপ অস

সম্মত হইলেন ইহাতে কৌন্সেলের অধিকাংশ সাহেবেরা কহিলেন যে এতদ্বিষয়ে আমারদের নিতান্ত সম্মতি। তাহাতে লার্ড পিগট সাহেব কহিলেন যে ঐ হুকুমনামাতে আমি কদাচ স্বাক্ষর করিব না এবং আমার স্বাক্ষরব্যতিরেকেও তাহা সিদ্ধ হইতে পারিবে না। অপর ২২ আগস্ত তারিখে কৌন্সেলী সাহেবেরা পুনর্ব্বার সভা করিয়া এই হুকুম করিলেন যে কৌন্সেলের অধিকাংশ সাহেবেরদের পরামর্শানুসারেই রাজকার্য্য করা আবশ্যক এবং বড় সাহেব যদি তাঁহারদের ঐ পরামর্শমতে কর্ম্ম না করেন তবে তাবৎ রাজশাসনের শৃঙ্খলা শিথিল হইবে। তাহাতে লার্ড পিগট সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া এই প্রসঙ্গ করিলেন যে আমারদের মধ্যে যে গুরুতর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে ইহার মীমাংসাকরণের ভার আমারদের সাধারণের কর্ত্তা কোর্ট আফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের প্রতি অর্পিত হউক কিন্তু ইহাতে অধিকাংশ সাহেবেরা সম্মত হইলেন না। অপর তাঁহারা এই স্থির করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে এইরূপ পত্র লেখা যাউক যে তিনি কর্ণল ষ্টুআর্ট সাহেবের হুকুমনামাতে সকল কৌন্সেলী সাহেবেরদের নামে সহী করেন তাহাতে ঐ সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে যে চিঠী প্রেরণ করা যাইবে তাহা প্রস্তুত হইল এবং সকলেই তাহাতে সম্মত হইয়া স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। অপর দুই জনের স্বাক্ষরহওনানন্তর তৃতীয় জন যেমন স্বাক্ষরকরণার্থে তাহাতে লেখনী সংযোগ করিতেছিলেন তেমন লার্ড পিগট সাহেব ঐ কাগজ তাঁহার হস্তহইতে কাড়িয়া লইয়া কহিলেন যে যে দুই জন ইহাতে সহী করিয়াছেন তাঁহারদের প্রতি আমার এই অভিযোগ যে তাঁহারা রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। চিরকালাবধি কৌন্সেলেতে এইরূপ ব্যবহার আছে যে তদন্তঃপাতি কোন ব্যক্তির নামে কোন অভিযোগ হইলে তিনি কৌন্সেলে উত্থাপিত কোন কর্ম্মেতে স্বীয় সম্মতি কি অসম্মতি দেওনে অক্ষম হন। অতএব এই সময়ে ঐ ব্যবস্থানুসারে ঐ পূর্ব্বোক্ত দুই জন সাহেব কৌন্সেলহইতে সুতরাং বহিষ্কৃত হইলেন। তাহাতে লার্ড পিগট

সাহেবের পক্ষপাতিরদের দল বিপক্ষেরদের দলাপেক্ষা পুষ্ট হইল তাহা দেখিয়া লার্ড পিগট সাহেবের বিপক্ষেরা তাদ্বিষয়ে আপনারদের এক অসম্মতিপত্র মান্দ্রাজ শহরময় প্রকাশ করিলেন এবং ইশ্‌তেহারের দ্বারা সকল প্রজারদিগকে বড় সাহেবের হুকুম না মানিয়া তাঁহারদের বশীভূতহওনের আজ্ঞা দিলেন। ইহাতে লার্ড পিগট সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহার পর যে দিবসে কৌন্সেলের বৈঠক হয় সেই দিবসে কৌন্সেল যত জন সাহেব তাঁহার এইরূপ বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে সসপেণ্ড অর্থাৎ তাৎকালিক কর্ম্মাক্ষম করিয়া প্রধান সেনাপতি সর রাবর্ট ফ্লেচর সাহেবকে কয়েদ করিলেন। ইহাতে ঐ বিপক্ষেরা তৎক্ষণাৎ স্বতন্ত্র এক সভা করিয়া এই হুকুম করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের সকল ক্ষমতা আমারদিগকেই অর্পিত আছে। অনন্তর লার্ড পিগট সাহেবকে কয়েদ করিতে এবং সৈন্যাধ্যক্ষতা কর্ম্মে কর্ণল ষ্টআর্ট সাহেবকে নিযুক্ত করিতে তাঁহারা নিশ্চয় করিলেন যেহেতুক সৈন্যাধ্যক্ষ সর রাবর্ট ফ্লেচর সাহেব তৎকালে পীড়িত ছিলেন। অপর লার্ড পিগট সাহেবকে কয়েদকরণের ভার ষ্টুআর্ট সাহেবকে দিলেন এবং তিনি তাবৎ দিন লার্ড পিগট সাহেবের সহিত অতিশয় মিত্রতাপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ভোজন করিয়া লার্ড পিগট সাহেব যেমন বায়ুসেবনার্থে বাহির হইলেন তেমনি তাঁহাকে কয়েদ করিলেন।

এই অত্যাচারহওনের পর উভয়পক্ষীয় বিবাদিরা পরস্পর তিরস্কার করিয়া ইহা কহিলেন যে পরস্পরের কৃত পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াসকল কেবল কদভিসন্ধিপূর্ব্বক হইয়াছে কিন্তু ঐ অত্যাচারের মূল কারণ কেবল লার্ড পিগট সাহেবের এই প্রসঙ্গ যে রসল সাহেব কিয়দ্দিবসের নিমিত্তে তঞ্জাউরে গমন করিবেন কি না। এই ক্ষুদ্র বীজহইতে বৃহদঙ্কুর জন্মিল। অপর লার্ড পিগট সাহেবকে তাঁহারা অতিকঠিনরূপে কয়েদ না করিয়া কেবল তিনি পুনর্ব্বার দেশের শাসনে হস্তনিঃক্ষেপ না করেন এইমাত্র নিবারণ করিলেন।

এই সকল বিষয়ের সম্বাদ ইংগ্লণ্ডদেশের লোকেরা অবগত

হইয়া তাঁহারদের ক্রোধাগ্নি একেবারে প্রজ্বলিত হইল। অপর কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের সভাতে লার্ড পিগট সাহেবের সপক্ষ ও বিপক্ষগণ প্রায় সমসংখ্যক ছিল কিন্তু অংশিদারেরদের সভাতে তাঁহার সপক্ষই অধিক অতএব যখন লার্ড পিগট সাহেবকে পুনর্ব্বার বড়সাহেবের পদে নিযুক্তকরণের এবং কৌন্সেলি সাহেবেরদের কার্য্যবিষয়ক তদন্তকরণের বিবেচনা উপস্থিত হইল তখন সভ্যেরদের তিনশত বিরাশী জন লার্ড পিগট সাহেবকে স্বকীয় পদে পুনঃস্থাপন ও কৌন্সেলি সাহেবেরদিগকে কর্ম্মচ্যুতকরণের পরামর্শ দিলেন ঐ পরামর্শে কেবল একশত চল্লিশ জন প্রতিবাদী হইলেন। অতএব লার্ড পিগট সাহেব ও মান্দ্রাজের কৌন্সেলি সাহেবেরদের মধ্যে তাঁহার সপক্ষের দিগকে পুনর্ব্বার স্বং কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে এবং যাঁহারা তাঁহাকে অন্যায় করিয়া কয়েদ করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে কর্ম্মে স্থগিত করিতে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদিগকে অগত্যা আজ্ঞা দিতে হইল। পরে ঐ সভাতে লার্ড পিগট সাহেবের বিপক্ষেরা আপনারদের অভিপ্রেত সিদ্ধকরণের এই উপায় স্থির করিলেন যে লার্ড পিগট সাহেবকে ও মান্দ্রাজস্থ তাঁহার বিপক্ষেরদিগকে অর্থাৎ উভয়েরদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা হয় অনেক বিবেচনানন্তর এই পরামর্শ স্থির হইল। অপর তাঁহারদের তদ্বিষয়ের এই শেষ হইল যে লার্ড পিগট সাহেব আপনার বড় সাহেবী পদে পুনর্নিযুক্ত হইয়া এক সপ্তাহের পর ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং মান্দ্রাজের কৌন্সেলস্থ তাঁহার বিপক্ষ সাহেবেরাও সেই স্থানহইতে স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন তদনন্তর কোম্পানি বাহাদুর সর উলিয়ম রম্বোল সাহেবকে তত্রত্য বড়সাহেবের পদে নিযুক্তকরণের এবং উঐট উএলসাহেব ও সর হেক্টর মনরো সাহেবকে তথাকার কৌন্সেলি পদে নিযুক্তকরণের আজ্ঞা করেন কিন্তু এই সকল আজ্ঞাপত্র ভারতবর্ষে না পঁহুছিতে লার্ড পিগট সাহেব সম্ভ্রমাসম্ভ্রমসূচক ব্যাপারসকলহইতে আপনিই মুক্ত হইলেন বিশেষতঃ শরীরের অতিজীর্ণতা ও কর্ম্মবিরহে ও মন

ক্লেতাতে ক্ষয় পাইয়া তৎস্থানেই পরলোক গত হন। কিয়ৎকা লানন্তর লার্ড পিগটের ভৃত্য এই সকল বিষয় পার্লিমেণ্টে উপ স্থিত করাতে পূর্ব্বোক্ত অত্যাচারকারিরদের অত্যন্ত তিরস্কার হ ইল। অনন্তর তাঁহারদের নামে আদালতে নালিস হইয়া দশং হাজার টাকা করিয়া প্রত্যেক জনের অর্থ দণ্ড হইল কিন্তু তাঁহার দের স্বং বিভবের সঙ্গে ঐ দণ্ডের টাকার বিবেচনা করিলে তাঁহা রদের অপরাধাপেক্ষা ঐ দণ্ড অতিলঘু বোধ হয়।

উত্তর সরকারের বিষয়ে এইক্ষণে কিঞ্চিদ্বক্তব্য। রাজমহে ন্দ্রী ও সিকাকোল ও এলুড় ও কানডাপল্লি এই চারি প্রদেশ লই য়া উত্তর সরকারনামে দেশ প্রসিদ্ধ হয়। ঐ দেশ প্রথম কো ম্পানি বাহাদুরের হস্তগত হইলে রাজশাসনের প্রাচীন রীতির ব্যতিক্রম না করা পরামর্শসিদ্ধ হইল কিন্তু ১৭৬৯ সালে ঐ রীতির পরিবর্ত্তন হয় এবং চারি সরকারের ব্যাপার সকল প্রবিন্স্যল অধ্যক্ষ সাহেবেরদের অধীনে রাখাগেল।

কিন্তু তাহার রাজস্বের বিষয়ে যে ভরসা জন্মিয়াছিল তদপে ক্ষা ন্যূনরাজস্ব আদায় হওয়াতে এবং তথাকার রাজকীয় ব্যা পারের রীতি মন্দ বোধ হওয়াতে কোর্ট ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা এক দায়েরসায়েরী কমিটী স্থির করিতে হুকুম দিলেন ঐ কমি টীর সাহেবেরদের প্রতি হুকুম ছিল যে তাঁহারা সেই সরকারের সরে জমীনে গিয়া বিশেষরূপে ভূমির উপস্বত্ব ও লোক সংখ্যা ও শিল্পাদি কর্ম্ম ও রাজস্ব আদায়করণের রীতি ও আদালতের ব্যাপার কিরূপে চলিতেছে এবং বঙ্গদেশে স্থাপিত নিয়ম কিপ র্য্যন্ত ঐং প্রদেশে ব্যবহার করা উচিত এই সকল বিষয়ের তদন্ত করেন এবং তত্রস্থ রাজারদের কিরূপ বিভব ও তাঁহাদের সৈন্য সংখ্যা ও সৈন্যের ব্যয় এই সকল বিষয়েরও অনুসন্ধান করিতে হুকুম হইল যেহেতুক কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের এই অভিপ্রায় ছিল যে এতদ্বিষয়ের তদন্ত হইলে এবং বর্ত্তমান পাট্টার মিয়াদ অতীত হইলে বঙ্গদেশে কৃপ্ত নিয়মানুসারে ভূমি সকল কিয়ৎ বৎসরের নিমিত্তে মিয়াদী ইজারায় দেওয়াযায়

এবং তত্রস্থ প্রাচীন জমীদারেরদের নিকটে তত্তভূমি লওনের প্রসঙ্গ করিলে তাঁহারা ঐ রূপ নিয়মে জমীদারী ইজারা লইতে অস্বীকৃত হইলে তাঁহারদিগকে মুশাহেরা দিয়া ঐ জমীদারী অন্যকে ইজারায় দেন এমত কল্প হইয়াছিল। এবং সৈন্যাধ্যক্ষের ভার ঐ জমীদারেরদের স্থানে লইয়া স্বহস্তে রাখিতে কোম্পানি বাহাদুর নিশ্চয় করিয়াছিলেন। অপর মান্দ্রাজের নূতন বড় সাহেব এতদ্বিষয়ে কোর্ট ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের স্থানে যে হুকুম পাইয়াছিলেন তদনুসারে তিনি তাহার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং স্থাপয়িতব্য কমিটীর কর্ত্তব্য কার্য্যবোধক পত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন কিন্তু ঐ কমিটীর সাহেবেরা আপনারদের স্বং কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবামাত্র নূতন বড়সাহেব সর তামস রম্বোল্ড ইঙ্গলণ্ড হইতে আগমন করিয়া ১৭৭৮ সালের ফেব্রুআরি মাসে স্বীয়পদের ভার গ্রহণ করিবামাত্র কমিটীর সাহেবেরদের কর্ম্মসকল একেবারে স্থগিত করিলেন।

অপর ২৪ মার্চ্চ তারিখে তিনি কৌন্সেলের বৈঠক করিয়া কহিলেন যে কৌন্সেলি সাহেবেরদের অনুসন্ধান হওয়াপ্রযুক্ত উত্তর সরকারের বিভবানুসন্ধান কার্য্যে কৌন্সেলি সাহেবেরদের কোন এক জনকে প্রেরণ করা পরামর্শসিদ্ধ নহে বরং তত্রস্থ তাবৎ জমীদারেরদিগকে মান্দ্রাজে আনাইয়া তাঁহারদের সঙ্গে এই স্থানেই বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয় যেহেতুক তাহা অল্পব্যয়সাধ্য। এই পরামর্শের সাহায্যার্থ তিনি নানা যৌক্তিক কথা দর্শাইলে কৌন্সেলি সাহেবেরা তাহাতে সম্মত হইয়া তদ্রূপ হুকুম দিলেন।

কিন্তু জমীদারেরা এই দারুণ হুকুম শ্রবণমাত্র অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইলেন এবং তত্রস্থ তদন্তকারি কৌন্সেলি সাহেবেরা এই হুকুমের বিরুদ্ধাচারী হইয়া কহিলেন যে জমীদারেরা অতি দীন দরিদ্র অতএব তাঁহারা এমত দীর্ঘকালসাধ্য যাত্রা করণের ব্যয়ে অসমর্থ কেহ বা এমত বৃদ্ধ যে তাঁহারা এতদ্রূপ যাত্রার ক্লেশ সহনে সমর্থ নহে এবং তাঁহারা বহুকালপর্য্যন্ত আপনারদের

জমীদারীতে বর্ত্তমান না থাকিলে রাজস্ব আদায় করা ভার হইবে। কিন্তু এই সকল যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি বড়সাহেব ও কৌন্সেলি সাহেবেরা তুচ্ছ করিয়া আপনারদিগের যে সংকল্প তাহাই স্থির রাখিলেন তাহাতে অনেক জমীদারেরদিগকে মান্দ্রাজে আনাইয়া তাঁহারদের সহিত তথায় যে বন্দোবস্ত হইল তাহা বড়সাহেব আপনিই নিষ্পত্তি করিলেন এবং সেই সকল নিষ্পত্তির হেতুবাদ কৌন্সেলি সাহেবেরদিগকে কোনরূপে জানাইলেন না তথায় কৌন্সেলি সাহেবেরা তাঁহার কৃত সকল নিয়মে সম্মত হইলেন অতএব সকলেই কহিতে লাগিলেন যে এই সকল বন্দোবস্তকরণে সর তামস রম্বোল সাহেব নিঃস্বার্থরূপে কার্য্য করেন নাই বরং দৃষ্ট হইল যে তাঁহার বার্ষিক মাহিয়ানা দুইলক্ষ টাকার অধিক না হইয়া তিনি রাজদণ্ড ধারণকরণের পর তিন বৎসরের মধ্যে বিলায়তে ষোল লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন এই সকল অপবাদ খণ্ডনার্থ তিনি কহিলেন যে ভারতবর্ষে আগমনসময়ে আমার যে ধন ছিল তাহা সুদে২ যাহা বৃদ্ধি হইয়াছে তদ্ব্যতিরেকে অধিক টাকা আমি বিলায়তে পাঠাই নাই তাঁহার এই কথার প্রমাণস্বরূপ তিনি যে হিসাবপত্র দর্শাইলেন তাহাতে তাঁহার নামে অনেক টাকা জমা দৃষ্ট হইল বটে কিন্তু তাঁহার ঐ ষোল লক্ষটাকা তিনি যথার্থ কি অযথার্থরূপে প্রাপ্ত হন এতদ্বিষয় কখন কিছু নিশ্চয় হয় নাই।

কিন্তু বিজয় নগরের রাজা বিজয়রাম রাজের সহিত যে সকল ব্যাপার হইয়াছিল তাহা বিশেষ করিয়া লেখা উচিত। উত্তর সরকারের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং তাঁহার অধিকার অতি বিস্তার এবং কখন২ তিনি কোম্পানি বাহাদুরকেও ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহার লাম্পট্য ও আলস্য ছিল অথচ কোমল স্বভাব তদ্ভ্রাতা সীতারাম রাজ অতিশয় কুটিল অথচ সহিষ্ণু ও ধূর্ত্ত এবং তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধকরণার্থ উপায়েরকোন ভদ্রাভদ্রতার বিষয়ে বিবেচনা করিতেন না ভ্রাতার আলস্যপ্রযুক্ত তৎপ্রদেশের যাবৎ পরাক্রম তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ছিলেন তাহাতে ঐ ভ্রাতার সুতরাং বৈরক্তি জন্মিল। অপর জগন্নাথরাজনা

মক তদ্বংশীয় এক জন কুটুম্ব অত্যন্ত সরল ঐ সীতারাম রাজের কু মন্ত্রণায় সংপ্রতি দেওয়ানী কর্ম্মে চ্যুত হইয়াছিলেন বিজয়রাম রাজ অন্যং জমীদারেরদের ন্যায় বন্দোবস্ত করণার্থ মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন তথায় পঁহুছিয়া স্বীয় দরিদ্রতানিমিত্তক অধিক টাকা দেওনের কিছু ওজোর করিলেন না কিন্তু তাঁহার বঞ্চক ভ্রাতা এই সুযোগ বুঝিয়া অতিব্যগ্রতাপূর্ব্বক গোপনে স্বীয় ভ্রাতার কতক জমীদারীর অধিক রাজস্ব স্বীকার করিয়া তাহা আপন নামে ইজারা লইলেন এবং সাহেবকে নানা বলিয়া কহিয়া অবশিষ্ট জমীদারীর দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার ভ্রাতা ইহা শুনিয়া আপনার অত্যন্ত অনিষ্ট জানাইলেন কিন্তু কৌন্সেলি সাহেব অনেক তর্জনগর্জন করিয়া কহিলেন যে ইহা স্বীকার না করিলে আমরা তোমার উপর বিরক্ত হইব তাহাতে রাজা লিখিলেন যে ভাল তবে অগত্যা স্বীকার করিতে হইল কিন্তু অদ্যাবধি আমি হীনপরাক্রম হইলাম এমত বোধ হইল যেহেতুক আপনারা যে কর্ম্ম করিতে আমাকে আজ্ঞা দিতেছেন তাহাতে অবশেষে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব। অপর কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা শ্রবণমাত্রই এই বিষয় অতি অযথার্থ ইহা কহিলেন এবং পার্লিমেণ্টেও এতদ্বিষয় উল্লেখ হইলে তদন্তঃপাতিরা এই স্থির করিলেন যে মান্দ্রাজের বড় সাহেব ও কৌন্সেলি সাহেবেরা বিজয়রাম রাজের বিরুদ্ধে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন বিশেষতঃ তর্জনগর্জন করিয়া অতিসরল জগন্নাথকে দেওয়ানী কর্ম্ম হইতে চ্যুত করিয়া এবং অতি অন্যায়কারী ও প্রবঞ্চক সীতারাম রাজকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করাওণেতে যে কর্ম্ম হইয়াছে তাহাতে কোম্পানি বাহাদুরের অত্যন্ত অনুপকার এবং ব্রিটিসগবর্ণমেণ্টের সম্মানের কলঙ্ক। তৎপরে কোর্ট ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা মান্দ্রাজের বড়সাহেবের প্রতি আরো এই অভিযোগ করিলেন যে তিনি উৎকোচাদি গ্রহণ করিয়া অতি অল্প রাজস্বে জমীদারী দিয়াছেন এবং কহিলেন এইক্ষণে যে রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদপেক্ষা দ্বিগুণ পাওয়া যাইতে পারিত। কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্সেরা উৎকোচ গ্রহণই ইহার কারণ ঠাহরাইলেন যেহেতুক

সীতারাম রাজ মান্দ্রাজের গবর্নরের সেক্রেটরী সাহেবকে এই একরার লিখিয়া দিয়াছিলেন যে আপনি যদি আমাকে দেওয়ানী কর্ম্ম করিয়া দেন এবং আমার ভ্রাতার মরণোত্তর আমার পুত্রকে তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব দেন এবং অন্যং সাহায্য করেন তবে লক্ষ টাকা আপনাকে দিব তদ্বিষয় তদন্ত করাতে আরো এই দৃষ্ট হইল যে সীতারাম রাজের মান্দ্রাজে অবস্থিতিসময়ে দুই লক্ষ টাকা তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল এবং যদ্যপিও তৎসময়ে তাঁহার স্থানে রাজস্ব অনেক পাওনাছিল তথাপি ঐ টাকাহইতে কিছুমাত্র তিনি পরিশোধ করিলেন না সুতরাং ইহাতে বোধ হইল যে ঐ টাকা তিনি উৎকোচাদিতে ব্যয় করেন। তৎপরে কতকং দশ বৎসর কতক পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত ঐ সরকারের তাবৎ ভূমি ইজারায় দেওয়া যায়। মান্দ্রাজে কোম্পানির যে জায়গীর ছিল তাহা তিন বৎসরের নিমিত্ত নবাবকে ইজারা দেওয়া যায় কিন্তু তাহার উপস্বত্বের বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া এই সকল ব্যাপার হয় তাহাতে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মান্দ্রাজে কৌন্সেলি সাহেবেরদিগকে লিখিলেন যে জমীদারেরদের সম্ভ্রম তোমরা নষ্ট করিলা এবং রাইয়তেরদিগকে আশ্রয়হীন করিয়াছ তথাপি আমারদের রাজস্বের কিছু বৃদ্ধি হয় নাই বলিয়া তাঁহারা ঐ সকল কর্ম্মের উপর দোষার্পণ করিলেন।

এইক্ষণে গন্তুর সরকারের বিষয়ে যে সকল ব্যাপার হয় তাহা বিবেচ্য। ১৭৬৮ সালে নিজামের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হয় যে জায়গীরস্বরূপ গন্তুর সরকার তাঁহার ভ্রাতা বাজালৎ জঙ্গকে হয় যাবজ্জীবন নতুবা নিজামের যতকাল ইচ্ছা ততকালের নিমিত্ত দেওয়া যাইবে তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যভুক্ত হইবে। ১৭৭৪ সালে মান্দ্রাজের বড় সাহেব শুনিলেন যে বাজালৎজঙ্গ ফ্রান্সীয় কতক সৈন্য বৈতনিক করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সচেতন হইয়া এই নিশ্চয় করিলেন যে ঐ সকল সৈন্য বিদায় করিতে বাজালৎজঙ্গকে অবিলম্বে হুকুম দিতে হইবেক তিনি তাহাতে স্বীকৃত না হইলে গন্তুর সরকার এইক্ষণেই দখল করিয়া পরে তাহা আমারদের অধিকারে থাকে এমত

বন্দোবস্ত নিজামের সঙ্গে করিতে হইবে। কিন্তু এই অব
ধারিত বিষয়ানুসারে কার্য্যকরণের পূর্ব্বে নিজামের সঙ্গে পরা
মর্শ করা উচিত বোধ হইল তাহাতে নিজামের নিকটে এক জন
উকীল প্রেরিত হইয়া তিনি নিজামের স্থানে এই প্রার্থনা করি
লেন যে বিদেশস্থ ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদিগকে এইক্ষণে বিদায় করা যায়
এবং গন্তূর সরকার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদেরকর্ত্তৃক সুরক্ষিতহওনার্থ
তাঁহারদিগকে ইজারায় দেওয়া যায়। তাহাতে নিজাম উত্তর
করিলেন ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদিগকে বিদায়করণার্থ আমি এক
জন সম্ভ্রান্ত ভৃত্যকে তথায় প্রেরণ করিয়াছি এবং পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডী
য়েরদের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র করিয়াছি তাহার এক চুলমাত্র আমি
উল্লঙ্ঘন করিব না। পরে ১৭৭৮ সালের ১০ জুলাই তারিখে
মান্দ্রাজের বড় সাহেব নিশ্চয়পূর্ব্বক কৌন্সেলে ইহা কহিলেন
যে গন্তূর সরকারে ফ্রান্সীয় সৈন্যেরা বিদ্যমান থাকিলে ইঙ্গলণ্ডী
য়েরদের সঙ্কট সম্ভাবনা আছে অতএব ঐ সরকারের বিষয়ে নি
জামের দ্বারা কোন বাক্কৌশল না করিয়া তাহা নবাবের দ্বারা
করিতে লাগিলেন। বাজলৎজঙ্গ তৎ সময়ে হয়দরের কুমন্ত্রণা
বিষয়ে সশঙ্ক হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাহায্য বিষয়ে অভিলাষী
ছিলেন অতএব নবাবের দ্বারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরা এইরূপ এক সন্ধিপত্র
করেন যে বাজলৎ জঙ্গ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের স্থানে নির্দ্ধারিত কতক
টাকা পাইয়া গন্তূর সরকার তাঁহারদের হস্তে অর্পণ করিবেন এ
বং যে ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদিগকে বৈতনিক করিয়া রাখিয়াছিলেন
তাহারদিগকে বিদায় করিবেন। সন্ধি সম্পন্ন হইলে মান্দ্রাজের
বড় সাহেব ও নিজামের মধ্যে যে বিষয়সকল উপস্থিত হয় তাহা
নির্ব্বাহকরণার্থ তাঁহার দরবারে এক রেসিডেণ্ট অর্থাৎ উকীল
কে প্রেরণ করিতে এবং বাজলৎ জঙ্গকে রক্ষাকরণার্থ জেনরল
হারপর সাহেবকে সসৈন্যে প্রেরণ করিতে নিশ্চয় করিলেন।

অপর হলণ্ড সাহেব ঐ রেসিডেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হন তিনি
১৭৭৮ সালের ৬ এপ্রিলে তথায় পঁহুছিয়া অতি সমাদরপূর্ব্বক
তৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইলেন। কিন্তু দরবারে প্রথমেই নবাবের সহি
ত সাক্ষাৎ করিলে নিজামের ভ্রাতা বাজালৎজঙ্গের বিষয়ে ইঙ্গ

লণ্ডীয়েরা যাহা স্থির করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করাতে নিজাম অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্ত হইয়া ১৭৭৮ সালের সন্ধিপত্র পাঠ করিয়া কহিলেন যে ইহার নিয়ম সকল তোমরা উল্লঙ্ঘন করিলা আমার বংশের কার্য্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তক্ষেপকরণের অধিকার নাই যে সৈন্যেরদিগকে এইক্ষণে বাজালৎজঙ্গের নিকটে তোমরা প্রেরণ করিয়াছ তাহারদিগকে না ফিরাইলে তোমারদের সঙ্গে আমার যে মিত্রতা আছে তাহা ভগ্ন হইয়াছে জ্ঞান করিব এবং ঐ সৈন্যেরা যদি বাজালৎজঙ্গের নিকটে পঁহুছে তবে আমি যুদ্ধে তৎক্ষণাৎ প্রবর্ত্ত হইব তাহাতে হলণ্ড সাহেব নিজামকে অনেক প্রকারে থামাইতে উদ্যোগী হইলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। ফলতঃ নিজামের এই ভয় ছিল যে বাজালৎ জঙ্গ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্ত্তৃক পুষ্ট হইলে এমত প্রবল হইবে যে আমার অধীনে কদাচ থাকিবে না অতএব রাগান্বিত হইয়া বাজালৎ জঙ্গ ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদিগকে যেমন বিদায় করিলেন তেমনি নিজাম বেতন দিয়া তাহারদিগকে আপনার সৈন্যভুক্ত করিয়া রাখিলেন।

অপর ঐ বৎসরের ৫ জুন তারিখে মান্দ্রাজের বড়সাহেব এই নিশ্চয় করিলেন যে উত্তর সরকারের বাবতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বার্ষিক যে পাঁচ লক্ষ টাকা পেশকশ নিজামকে দিতে হয় তাহা এইক্ষণে ক্ষমা করিতে নিবেদন করা যায় তৎসময়ে দুই বৎসরের পেশকশ বাকি ছিল কিন্তু নিজাম তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া কহিলেন এরূপ করিলে আমি এইক্ষণেই যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হই ইহার পূর্ব্বে হলণ্ড সাহেবের প্রতি হুকুম হইয়াছিল যে কলিকাতার বড় সাহেবকে তোমার কৃত কার্য্য সকল জ্ঞাপন করিবা অতএব ৩ সেপ্তেম্বরে তদ্বিষয়ক তাবৎ কাগজপত্র তিনি কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। ২৫ অক্তোবরে গবরনর জেনরল ও কৌন্সেলি সাহেবেরা এই সকল বিষয়ের বিবেচনা করণার্থ এক বৈঠক করেন এবং অনেক বিবেচনার পর এই স্থির করিলেন যে গন্তূর সরকারের বিষয়ে মান্দ্রাজের গবরনর ও কৌন্সেলি সাহেবেরা যে কার্য্য করিয়াছেন সে অতি অনুপযুক্ত এবং তাহাতে

ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অত্যন্ত কলঙ্ক জন্মিতে পারে অতএব তাঁহারা নিজামের নিকটে অতিশীঘ্র পত্র প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে তোমার সঙ্গে যুদ্ধকরা আমারদিগের কদাচ অভিপ্রেত নহে এবং তৎসমকালীন নিজামের দরবারে রেসিডেণ্ট হলণ্ড সাহেবকে কৌন্সেলি সাহেবেরা লিখিলেন যে কলিকাতাহইতে শ্রীযুতের আজ্ঞা প্রাপ্ত না হইয়া আপনি কোন বিষয় স্থির করিবেন না। অপিচ তাঁহারা মান্দ্রাজের বড় সাহেবের নিকটে লিখিয়া তাঁহার যেং কার্য্যে দোষ ধরেন তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং যদ্যপি ঐ পত্র অতি কোমলাক্ষরে রচিত হয় তথাপি মান্দ্রাজের বড় সাহেব ও কৌন্সেলি সাহেবেরা অতি রুষ্ট হইয়া উত্তর লিখিলেন যে আমারদের গবর্ণমেণ্টসম্পর্কীয় কর্ম্মে কলিকাতার বড় সাহেবের হস্তক্ষেপকরণের কিছু অধিকার নাই এবং এতদতিরিক্তও রাগজনক বহু কটুকাটব্য বাক্যে পত্র পরিপূর্ণ করিলেন।

মান্দ্রাজের বড় সাহেব দশ বৎসরের জন্যে গন্তুর সরকারের এক ইজারা লইয়া তাহা নবাবকে অর্পণ করিলেন অথচ নবাবের দেশশাসনেতে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের যে কি পর্য্যন্ত বৈরক্তি তাহা তিনি সুজ্ঞাত ছিলেন।

কিন্তু তাঁহারদের এতদ্রূপ অন্যায়াচরণ অতিশীঘ্র স্থগিত হয় তাঁহারদের অপরাধরূপ পাত্র এইক্ষণে পরিপূর্ণ হইয়াছে বোধ করিয়া কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা ১৭৮১ সালের ১০ জানুআরিতে দায়ের সায়েরী কমিটী রহিত করাতে এবং উত্তর সরকারের জমীদারেরদের সঙ্গে যে ব্যাপার হয় এবং বাজালৎজঙ্গের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র হয় ও গন্তুর সরকারের ইজারা নবাবকে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহারা দোষার্পণ করিয়া লেখিলেন যে ইহাতে আমরা অত্যন্ত অসম্মত অতএব সর তামস রম্বোল্দ সাহেব ও তাঁহার দুই জন সহকারিকে একেবারে কর্ম্মচ্যুত করিলাম। পরে সর হেক্টর মনরো সাহেবের কার্য্যের প্রতি তাঁহারা আপনারদের অনিষ্ট জানাইলেন।

১৯ অধ্যায়।

ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যস্থাপন কালাবধি সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশজনক ও দীর্ঘকালস্থায়ি যে যুদ্ধ তাহাতে প্রবৃত্ত হন তদ্যুদ্ধের বিবরণ এইক্ষণে আমারদের প্রস্তাব্য।

এই যুদ্ধে যে সকল বিপদ ব্যসন ঘটে তাহা অগ্রেই প্রস্তাব করা উচিত বোধ হইল না ক্রমশো গ্রন্থ পাঠেই তাহা অনায়াসে বোধ হইবে এইক্ষণে আমারদের কেবল এই বক্তব্য যে তৎকালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কেং শত্রু ছিল তাহা বিবেচনা করিলে এবং অপর দিগে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তৎ কালীন দৌর্ব্বল্য ও তাঁহারদের রাজশাসনের কিপর্য্যন্ত বিঘ্ন তাহা বিবেচনা করিলে অতি সাহসপূর্ব্বক কহা যাইতে পারে যে তদনুরূপ বিভ্রাট এতদ্দেশীয় কোন রাজারদের হইলে তাঁহারদের রাজ্য কদাচ তিষ্ঠিতে পারিত না।

১৭৭৮ সালের আরম্ভে ইঙ্গলণ্ড ও ফ্রান্স দেশের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছে এই সম্বাদ মান্দ্রাজে পঁহুছে। তাহাতে মান্দ্রাজের গবর্নর সাহেব এই স্থির করিলেন যে ফ্রান্সীয়েরা প্রস্তুত না হইতেং ভারতবর্ষে তাঁহারদের যে সকল বসতি স্থান আছে তাহা আমরা আয়ত্ত করি। পরে চন্দন নগরপ্রভৃতি ফ্রান্সীয়েরদের ক্ষুদ্রং স্থান অনায়াসে হস্তগত হইল কিন্তু মান্দ্রাজহইতে কিঞ্চিদন্তরিত ফুদচেরীনামক তাঁহারদের ভারতবর্ষে যে রাজধানী ছিল তাহা অধিকার করা আয়াসসাধ্য অতএব মান্দ্রাজের সৈন্যাধিপতি সর হেক্টর মনরো সসৈন্যে তাহার প্রাতিকূলে অগৌণে যাত্রা করিতে নিশ্চয় করিলেন। পরে ৮ আগস্তে ঐ স্থানের দুর্গ হইতে তিন ক্রোশ অন্তরিত রক্তবর্ণ বিখ্যাত পর্ব্বতে পঁহুছিলেন কিন্তু তাঁহার যুদ্ধায়োজনের এমত ক্ষীণতা ছিল যে ৬ সেপ্তেম্বরের পূর্ব্বে ঐ দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলেন না।

সর হেক্টর মনরো যে সময়ে রক্তবর্ণ পর্ব্বতের নিকটে পহু

ছেন তৎসমকালীন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজবহরও ঐ তটে সমাগত হয় তন্মধ্যে ষাইট তোপধারি এক ও আটাইশ তোপধারি এক ও বিংশতি তোপধারি এক জাহাজ ও এক ক্ষুদ্র জাহাজ এবং কোম্পানি বাহাদুরের এক বৃহৎ জাহাজ এই সকল জাহাজ শ্রীযুক্ত সর এড্বার্ট বরনন সাহেবের অধীনে ছিল। ফ্রান্সীয় যুদ্ধ জাহাজসকল ত্রঞ্জলি সাহেবের অধীন ছিল তন্মধ্যে একখান চৌষট্টি তোপধারি দ্বিতীয় ছত্রিশ তোপধারি তৃতীয় বত্রিশ তোপধারি এতদতিরিক্ত ফ্রান্সীয় কোম্পানির দুই বৃহৎ জাহাজ ছিল। অপর ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে ১০ আগস্তে যুদ্ধারম্ভ হয় ঐ যুদ্ধ সওয়া ঘণ্টাপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে কোন পক্ষ জয়ী হয় তাহার কিছু নিশ্চয় হইল না তথাচ ফ্রান্সীয়েরদের অপেক্ষা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষে জয় বোধ হইল। ফ্রান্সীয় যুদ্ধ জাহাজ ঐ রাত্রিতে ফুদচেরিতে পঁহুছিল কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজের কিঞ্চিৎ ক্ষতি প্রযুক্ত তাহার মেরামৎ করাতে দশ দিবস বিলম্ব হইল পরে ২০ আগস্তে পুনর্ব্বার ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গণ্ডীয় জাহাজেরদের সাক্ষাৎ হয় কিন্তু বাতাসের মান্দ্যপ্রযুক্ত যুদ্ধ হইতে পারিলনা। ঐ রাত্রিতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজ ফুদচেরীর সম্মুখাসম্মুখি নোঙ্গর করিল এবং তাহারদের এমত অপেক্ষাছিল যে পর দিবসে ফ্রান্সীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ হইবেক কিন্তু ফ্রান্সীয় জাহাজপতি স্বীয় জাহাজসকল লইয়া তথাহইতে প্রস্থান করিয়া তৎপর সে জাহাজ ঐ তটে পুনর্দৃষ্ট হইল না।

ফুদচেরীর তৎকালীন কিল্লাদার বেলকোম সাহেব অত্যন্ত সাহসী ও দুরূহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত। অনন্তর ১৮ সেপ্তেম্বরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা প্রথমেই কিল্লার প্রতি গোলাক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্তু ফ্রান্সীয় সৈন্যেরা এমত সতর্ক ছিল যে তাঁহারদের অতি সাবধানে কর্ম্ম করিতে হইল ফলতঃ উক্ত ফ্রান্সীয় সেনাপতি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে নিবারণার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতে ত্রুটি করিলেন না কিন্তু যখন অক্তোবর মাসের মধ্য সময়ে তিনি দেখিলেন যে নানাদিগহইতে এককালে ঐ দুর্গের উপর চড়াউ করিতে ইঙ্গলণ্ডী

য়েরা প্রস্তুত তখন অসমসাহসপূর্ব্বক তাঁহার সহকারিতারূপে যে সৈন্যেরা যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারদিগকে মিথ্যা প্রাণ হত হইতে তিনি ইচ্ছুক হইলেন না যেহেতুক তাঁহার এই দৃঢ় বোধ ছিল যে যত যুদ্ধ করি না কেন এই স্থান রক্ষা করিতে আমরা কদাচ পারিব না অতএব আক্রমণের পূর্ব্বেই ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে ঐ কিল্লা অর্পণ করিলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরাও তাঁহার সঙ্গে অতি উত্তম রূপ নিয়ম করাতে সকলের বোধ হইল যে তাঁহার সাহসপ্রযুক্ত তাঁহাকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কিপর্য্যন্ত সম্ভ্রম করিলেন।

তৎপরে মলয়বার তটে মাহীনামক এক ক্ষুদ্র দুর্গব্যতিরেকে ফ্রান্সীয়েরদের অপর কোন স্থান অনধিকৃত রহিল না গবর্ণমেণ্ট ঐ স্থান আক্রমণ করা দুঃসাধ্য জানিয়া ও তাহা আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করিলেন যেহেতুক তাহা আয়ত্ত করিলেই ফ্রান্সীয়েরা একেবারে দেশবহিষ্কৃত হয় এবং এতদ্দেশীয় রাজারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইলে ফ্রানসীয়েরা যে তাঁহারদের সাহায্য করিবেন এমত ভয় আর থাকে না। এই ভরসায় সতেজ হইয়া তাঁহারা ঐ স্থানের উপর চড়াউ করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু এ তদ্রূপ নিশ্চয় করিবামাত্র বোম্বেস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের যে বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সম্বাদ পঁহুছিল অতএব তাঁহারদের এই ভয় জন্মিল যে হয়দর আলী মাহী দুর্গ আক্রমণেতে পাছে আমারদের শত্রু হয় তথাপি মান্দ্রাজের বড় সাহেব এই নিশ্চয় করিলেন যে এই কর্ম্মে অবশ্যই প্রবৃত্ত হইতে হইবে অতএব ইঙ্গলণ্ডীয় গোরা সৈন্যেরদিগকে জল পথে এবং এতদ্দেশীয়েরদিগকে স্থল পথে তথায় প্রেরণ করা স্থির হইল।

ঐ উদ্যোগের অধ্যক্ষতা কর্ম্ম কর্ণল ব্রাথউএট সাহেবের প্রতি অর্পণ হয় পরে তৎকর্ম্মে সৈন্যেরা প্রবৃত্ত হইয়া দেখে যে তাহারা যত ভয় করিয়াছিল তত নাই স্থলপথে যে সৈন্যেরা গমন করিল তাহারদের কিছু ব্যাঘাত হইল না এবং জল পথে যাহারা প্রেরিত হয় তাহারাও নির্ব্বিঘ্নে তথায় পঁহুছে। পরে ঐ কিল্লা অতিদুর্গ স্থানে গ্রথিত হইলেও ফ্রান্সীয়েরদের আহারীয় দ্রব্যের অভাবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা গোলামাত্র নিক্ষেপ না করিতেই ১৯ মার্চে

তাঁহারদের হস্তে ঐ কিল্লা সমর্পিত হয়। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা প্রাপ্তি মাত্রই তাহা বারুদের দ্বারা বিনষ্ট করেন।

ঐ স্থান ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আয়ত্ত করিলেই তেলিচেরীর অধ্যক্ষ কর্ণল ব্রাথউএট সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন যেহেতুক নায়ের জাতীয় এক জন অধ্যক্ষকে আশ্রয় প্রদান করাতে তিনি হয়দর আলীর অত্যন্ত ক্রোধপাত্র হইয়াছিলেন এবং নিকটবর্ত্তি রাজারদিগকে হয়দর আলী ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগের ক্লেশ দেওনে প্রবোধ জন্মাইতে লাগিলেন। কিন্তু হয়দর আলীর সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে যুদ্ধ হয় তাহা প্রস্তাব করণের পূর্ব্বে উভয়েরপূর্ব্বকালীন সম্পর্ক এবং যুদ্ধের মুখ্য কারণ ব্যক্ত করা উচিত। ১৭৭৪ সালে মহারাষ্ট্রীয় নানা রাজারদের বিরোধহওয়াতে আপনার স্থানহইতে অপহৃত দেশ সকল হয়দর আলী পুনরধিকার করিতে ক্ষম হইলেন পরে চতুর্দিগে বিঘ্নাভাব দেখিয়া আপন অধিকারের পারিপাট্যকরণে ও রাজস্ব বৃদ্ধিকরণে এবং সৈন্যেরদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাহারদিগকে উত্তমরূপ শিক্ষা দেওনেতে কালযাপন করিতে লাগিলেন এতদ্রূপে ১৭৭৭ সালপর্য্যন্ত আপনার পরাক্রম বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ঐ বৎসরে মহারাষ্ট্রীয়েরা ও নিজাম তাঁহাকে শাসনকরণার্থ একবাক্য হন। পরে মহারাষ্ট্রীয়েরা পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার দেশের মধ্যে আক্রমণ করেন কিন্তু ১৭৭৮ সালের ৫ জানুআরিতে আদোনি স্থানে তাঁহারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হয়দর আলী তাঁহারদিগকে পরাজয় করেন।

হয়দর আলী এই যুদ্ধে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কহিলেন যে ১৭৬৯ সালের সন্ধিপত্রক্রমে বিভ্রাটসময়ে আমার সাহায্য করিতে তোমারদের অঙ্গীকার আছে তথাপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাহা না করাতে তিনি অতি রাগান্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি ঐ রাগ গোপন করিয়া ১৭৭৮ সালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে নূতন এক সন্ধিপত্র উদ্যোগ করিয়া কহিলেন যে আপনারা যদি অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য প্রভৃতি আমাকে দেন তবে ঐ সকল সরঞ্জা

মের খরচা আমি নিজহইতে দেই এবং তোমারদের মিত্র রঘুনা থরাওকে পেসোআর পদে নিযুক্ত করি কিন্তু এই প্রস্তাব মান্দ্রাজ ও বঙ্গ দেশের গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি গ্রাহ্য করিতে স্বীকৃত প্রায় হই লেন বটে তথাপি তৎপরে অন্যান্য রাজারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করণের আড়ম্বরে হয়দর আলীর ঐ প্রসঙ্গ একেবারে তল পড়িয়া গেল।

ইতিমধ্যে হয়দর আলী ও ফ্রান্সীয়েরদের মধ্যে মৈত্রীভাব হই তে লাগিল যেহেতুক ফ্রান্সীয়েরা অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামপ্রভৃতি তাঁ হাকে যোগাইয়াদিলেন এবং তাঁহার সৈন্য সুশিক্ষিতকরণার্থ অনেক সেনাপতি প্রেরণ করিলেন। এতদ্রূপে হয়দর আলী পুষ্ট হইলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নিকটে লিখিলেন আপনারা যদি মাহী স্থানের উপর আক্রমণ করেন তবে আমি তাহার প্রতিফল অব শ্যই দিব কিন্তু তৎসময়ে তিনি গুটি ও কর্ণাল ও কদাপা স্থানের উপর আক্রমণার্থ ব্যস্ত থাকাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উদ্যোগ নিষ্ফল করণার্থ কোন উপায়ের উদ্যোগ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ই ঙ্গলণ্ডীয়েরা তাঁহার দরবারে এক উকীল প্রেরণ করিয়া যাহাতে উভয়ের যুদ্ধ না হয় এমত নানা বাককৌশল করিতে লাগিলেন কিন্তু হয়দর ঐ উকীলকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ না করিয়া কহি লেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মাহীস্থান আক্রমণ করার প্রতিফল স্বরূপ এই ক্ষণে আমি কর্ণাট দেশ আক্রমণ করিতে প্রস্তুত আছি। ইহা শ্রবণে মান্দ্রাজের বড় সাহেব নিশ্চয় বোধ করিলেন যে এখ নোও আমারদের প্রতি হয়দরের নিতান্ত রাগ আছে অতএব যুদ্ধকরণার্থ আমারদের প্রস্তুত হওনের অত্যাবশ্যক। পরে চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ করত সঙ্কটব্যতিরেকে তাঁহারদের আর কিছু দৃষ্ট হয় না নবাব উপায়হীন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কোষ একে বারে অর্থ শূন্য এবং হয়দরের অশ্বারূঢ়েরা যদি এইক্ষণে কর্ণাট দেশের উপর আক্রমণ করে তবে আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ ও রাজস্ব আদায় করা অতি দুঃসাধ্য হইবে। এবং বাজালৎ জঙ্গের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে সন্ধিপত্র করেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহার ভ্রাতা নিজাম ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং হয়দর আ

লী তাহাতে এমত রাগোন্মত্ত হইয়াছিলেন যে গন্তুর সরকারে কর্ণল হারপর সাহেবের প্রবেশ বারণার্থ তথায় সৈন্য প্রেরণ করেন। পরে তিনি বাজালৎ জঙ্গের নিকটে এই পত্র লিখিলেন যে গন্তুর সরকার আমার অতি নিকট অতএব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে তৎপ্রদেশে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করিতে আমি কদাচ দিব না। তাহাতে নবেম্বর মাসে তিনি বাজালৎ জঙ্গের অধিকারে সৈন্য প্রেরণ করিয়া মাঠের তাবদ্ভূমি অধিকার করিলেন। বাজালৎ জঙ্গ এতদ্রূপ দুরবস্থ হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে লিখিলেন যে আমার সাহায্যার্থ যে সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন তাহারদিগকে আপনারা পুনরাহ্বান করুন এবং গন্তুর সরকার হয়দর আলীকে ফিরিয়া দিউন নতুবা আমি নিতান্ত মারা পড়ি। পরে ৩০ দিসেম্বর তারিখে মান্দ্রাজের বড় সাহেব ও কৌন্সেলি সাহেবেরা এতদ্বিষয়ক বিবেচনা করিতে এক বৈঠক করেন তাহাতে এই স্থির হইল যে গন্তুর সরকার ফিরিয়া দিবেন না।

পরে নবেম্বর মাস সমাপ্ত না হইতে নবাব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে এই জ্ঞাত করিলেন যে হয়দর আলী ও নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তোমারদের প্রতিকূলে একবাক্য হইয়াছেন। মান্দ্রাজের বড় সাহেব তাহাতে কিছু শ্রদ্ধা না করিয়া বরং বোম্বে জেনরল গদার্ড সাহেবের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং জুন মাসপর্য্যন্ত কৌন্সেলি সাহেবেরা ঘুমন্ত প্রায় থাকিয়া তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র উদ্যোগ করিলেন না। কিন্তু ১৯ জুন তারিখে তাঁহারদের নিকট এই সম্বাদ পঁহুছিল যে হয়দর আলী শ্রীরংপটমহইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন এবং বঙ্গলূরহইতে এক দল মহাসৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ মাসের ২৮ তারিখে মান্দ্রাজের বড় সাহেব কলিকাতার গবর্নর জেনেরল সাহেবের নিকটে এক পত্র লিখিলেন যে হয়দর আলী ফ্রান্সীয়েরদের স্থানে যুদ্ধ সরঞ্জামসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার সৈন্যেরা সর্ব্বপ্রকার সুসজ্জ হইয়া কর্ণাটের সীমা পর্য্যন্ত আগত হইয়াছে। তৎসময়ে মান্দ্রাজের কৌন্সেলিরদের মধ্যে অনৈক্য ছিল কিন্তু অধিকাংশ বড় সাহেবের পক্ষ। অন্য পক্ষেরা কহিলেন যে আমারদের যে সৈন্য এইক্ষণে দেশ

স্থয় ছড়ান আছে তাহারদিগকে ঝটিতি সংগ্রহকরণের অত্যা বশ্যক তাহাতে বড় সাহেব উত্তর করিলেন যে আবশ্যক বটে ফলতঃ কিছুই করিলেন না।

পরে ২১ জুলাই তারিখে তাঁহারদের নিকটে এই সম্বাদ পঁহুছে যে হয়দর আলীও তাঁহার দুই পুত্র ও তাঁহার তাবৎ সৈন্য কর্ণাট দেশে প্রবেশনীয় যে পর্ব্বতীয়পথ তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাহাতে সৈন্যাধ্যক্ষ বড় সাহেবের নিকটে কাহলেন যে এই ক্ষণেই সৈন্য সংগ্রহ না করিলে নয় বড় সাহেব কহিলেন সৈন্য সংগ্রহকরণের অত্যাবশ্যক বটে কিন্তু কি করাযায় অর্থ নাই। তৎপর দিবসেই শুনিলেন যে তটস্থিত পোর্ত্তোনোবো ও মান্দ্রাজহইতে কেবল পঁচিশ ক্রোশ অন্তরিত কুঞ্জিবরাম স্থান হয়দর লুঠ করিয়াছেন। হয়দর আলী যে সৈন্যলইয়া কুঞ্জিবরাম স্থানে আক্রমণ করেন তাহার সংখ্যা চল্লিশ হাজার তন্মধ্যে দশ সহস্র অত্যুত্তম সুশিক্ষিত ও যুদ্ধে অতিনিপুণ অশ্বারূঢ় অধিকন্তু তাঁহার সঙ্গে এক শত তোপ ও লালীনামক এক জন অতিবিজ্ঞ ফ্রান্সীয় সেনাপতির অধীন চারিশত ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। পরে হয়দর আলী দেশের উপর পড়িয়া তাঁহার অশ্বারূঢ়েরা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া সকলের মনোমধ্যে এমত উৎকণ্ঠা জন্মাইল যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পলায়ন করিল এবং অশ্বারূঢ়েরা তাহারদের তাব গৃহদ্বার বহির্দ্বারাদি দগ্ধ করিয়া ক্ষেত্রস্থ শস্যপ্রভৃতি অশ্বেরদের পদেং দলিত করিল।

২৪ জুলাই তারিখে কৌন্সেলি সাহেবেরা কর্ত্তব্যতাবিষয়ক বিবেচনার্থ বৈঠক করিলেন তাহা ছয় মাস পূর্ব্বে করিলেই ভাল হইত। পরে তাঁহারা আপনারদের ছড়ান সৈন্যেরদিগকে একত্র হইতে আজ্ঞা দিলেন এবং যে সেনাপতি সাহেবেরা অবর্ত্তমান ছিলেন তাঁহারদিগকে স্বং রেজিমেণ্টে গমন করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং অন্যান্য রাজধানীর বড় সাহেবেরদের নিকটে অতিত্বরায় পত্র লিখিয়া অর্থসাহায্য যাচ্ঞা করিলেন ও পশ্চিম তটে তেলিচেরীহইতে হয়দর আলীর অধিকার আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করিলেন।

[১৯ অধ্যায়।] [১৭৭৯ সাল।]

তৎসময়ে গবরুরস্থ যেসকল ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য তাহারা কর্ণল বেলি সাহেবের অধীন ছিল তাঁহার প্রতি কদাপার উপর আক্রমণ করিতে হুকুম হয় কিন্তু কৌন্সেলের হীনপক্ষেরা ঐ পরামর্শে আপনারদের অনিষ্ট জানাইয়া কহিলেন যে ইহাতে হয়দর আলীর কিছুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নাই অথচ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা দুর্ব্বল হইবে। তাঁহারা কহিলেন যে কর্ণল বেলি সাহেবকে অগৌণে মান্দ্রাজে আসিতে হুকুম দিলে ভাল হয় কিন্তু কিঞ্চিৎ কালপরে কর্ণল বেলি সাহেবের এক পত্র প্রাপ্ত হওয়াগেল তাহাতে লিখিলেন যে সৈন্যেরদের নিমিত্ত আহারীয় দ্রব্য কিম্বা যুদ্ধ সরঞ্জামবাহক বলদপ্রভৃতি এই স্থানে দুষ্প্রাপ্য তৎপ্রযুক্ত মান্দ্রাজে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে সকলেই হুকুম দিতে সম্মত হইলেন।

পরে কি নিয়মে যুদ্ধ কর্ত্তব্য গবরুনর কৌন্সলে এতদ্বিষয়ক পরামর্শ হইলে তাঁহারা এই স্থির করিলেন যে নবাব আহারীয় দ্রব্য কুঞ্জিবরাম স্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন অতএব তন্নিকটে আমারদের সৈন্যের সমাগম হইলে ভাল হয় কিন্তু সেনাপতি সাহেব যদ্যপি যুদ্ধকরণার্থ রণস্থলে যাত্রা করেন তবে কৌন্সেলের বড় সাহেবের পক্ষপাতিরা ক্ষীণ হন বিপক্ষেরা প্রবল হয় তৎপ্রযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষতা কর্ম্ম লার্ড মাকলাউড সাহেবের হস্তে অর্পিত হয় কিন্তু তিনি কহিলেন যে কুঞ্জিবরাম স্থান মান্দ্রাজহইতে অতি দূর অতএব সেই স্থানে সৈন্যসংগ্রহ করা কদাচ আমার পরামর্শসিদ্ধ হয় না এবং আমি তৎকর্ম্মের ঝুঁকি আপনার উপর লইতে পারি না. মান্দ্রাজের নিকটে যদি সৈন্য সংগ্রহ করা যায় তবে তদ্ভার গ্রহণ করিতে আমি প্রস্তুত। ইহাতে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব বিরক্ত হইয়া কহিলেন যে কুঞ্জিবরাম স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করাই পরামৃশ্য বটে আমি আপনিই সেই ভারগ্রহণ করিলাম অতএব মান্দ্রাজ হইতে তাহার যাত্রা করাতে তথাকার বড় সাহেবের পক্ষপাতি কৌন্সেলি সাহেবেরদের দলের ক্ষীণতা না হয় এপ্রযুক্ত তাঁহার পরিবর্ত্তে বড় সাহেবের পক্ষপাতী একজন কৌন্সেলে নিযুক্ত হন। এই সকল আয়োজন যে সময়ে হইতে লাগিল আগস্ত

মাসের ২ তারিখে হয়দরের সৈন্যের নিকটে আগস্তুৎ আহারীয় দ্রব্য আক্রমণার্থ কর্ণল কসবি সাহেব কতক সৈন্য লইয়া প্রেরিত হইলেন তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা আরো ক্ষীণ দল হইল। কসবি সাহেবের ঐ যাত্রাতে নানা অমঙ্গল ঘটিল তাহার প্রধান কারণ প্রজাগণের অসন্তোষ যেহেতুক তদ্দেশে দুই রাজা কোম্পানি ও নবাব এই উভয়ের আমলারদের অন্যথাচরণেতে প্রজাগণ বিনষ্টপ্রায়। কর্ণল কসবি সাহেব কোন বিষয়ের সম্বাদ কাহারু স্থানে পাইতে পারিলেন না অথচ হয়দর আলী দেশের প্রজারদের দ্বারা এবং নবাবের আমলার দ্বারা কসবি সাহেবের গমনাগমনের তাবৎ সম্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। অপর কর্ণল কসবি সাহেব যেমন দেশে প্রবেশ করিলেন তেমনি তাঁহার সঙ্কটের বৃদ্ধি হইতে লাগিল হয়দর আলীর অশ্বারূঢ়েরা চতুর্দিগহইতে আসিয়া তাঁহার উপর বারম্বার আক্রমণ করে কিন্তু কোথায় ঐ সৈন্যেরা থাকে তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন না। ইত্যাদি বিভ্রাট দেখিয়া তিনি সসৈন্য তথাহইতে প্রস্থান করিতে নিশ্চয় করিলেন ভাগ্যক্রমে ১২ সেপ্তেম্বরে চিঙ্গলপটে অন্য এক দল ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তদনন্তর প্রতিদিবসেরি হয়দর আলীর লুঠের সম্বাদ মান্দ্রাজের বড় সাহেবের নিকটে পঁহুছিল। অপর হয়দর আলীর এমত সাহস বৃদ্ধি হইল যে মান্দ্রাজহইতে কেবল সাড়ে চারিক্রোশ অন্তরিত সেণ্ট তামস পর্ব্বতপর্য্যন্ত আসিয়া তিনি লুঠ করিলেন ১৪ আগস্ত তারিখে প্রধান সেনাপতি সাহেব কহিলেন যে আমি কুঞ্জিবরাম স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলাম না অতএব সেণ্ট তামস পর্ব্বতে সৈন্য সংগ্রহ করিলে ভাল হয় এবং যেপর্য্যন্ত আটদিবসের আহারীয় দ্রব্য ওতদ্বাহক বলদপ্রভৃতি প্রস্তুত না হয় সেপর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করা উচিত তৎ সমকালীন কর্ণল ব্রাথউএট সাহেব আপনার অধীনে যে সকল সৈন্য ছিল তাহারদিগকে ফুদচেরীহইতে লইয়া চিঙ্গলপটে পঁহুছিলেন তথাহইতে তাহারদিগকে সেণ্ট তামস পর্ব্বতে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। অপর ২১ আগস্ত তারিখে হয়দর আলী স্বীয় তাবৎ সৈন্য সংগ্রহ

করিয়া আড়কাট নগর বেষ্টন করেন তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অত্যন্ত ভীত হইলেন যেহেতুক তাঁহারদের আহারীয় তাবদ্দ্রব্য সেই স্থানে ন্যস্ত ছিল তৎপরে অত্যন্ত শঙ্কাজনক সম্বাদ চতুর্দিগ হইতে আসিতে লাগিল। গন্তুর সরকার ইঙ্গলণ্ডীয়েদের অবাধ্য জ্ঞান করিয়া হয়দর আলী তথায় সৈন্য প্রেরণ করিবেন এমত সম্বাদ আগত হইল। মহারাষ্ট্রীয়েরাও তৎ সমকালে কটক প্রদেশে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন এবং মলয়বার তটে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সকল সৈন্য ছিল তাহারদের প্রতিকূলে হয়দর আলীও সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজেরও তথায় আগমনের সম্ভাবনা ছিল।

১৪ আগস্ত তারিখে জেনরল সাহেব কহিলেন যে হয়দরের গমনবিরোধের কারণ কঞ্জিবরাম স্থানে যে সৈন্যেরদিগকে একত্র হইতে কহিয়াছিলাম তাহা এক্ষণে রহিত করিতে হইল যেহেতুক অবকাশ কাল নাই এবং বাহক বলদেরও অপ্রতুল অতএব কৌন্সেলী সাহেবেরা এই স্থির করিলেন যে সৈন্যেরা মান্দ্রাজের সন্নিকটস্থ সেণ্ট তামস পর্ব্বতে একত্র হইয়া আট দিবসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয়করণপর্য্যন্ত তথায় থাকিবে। ইতিমধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নিকট হয়দরের আগমন বিষয়ে নানা বিরুদ্ধ সমাচার আসিতেং শেষে এই সম্বাদাগত হইল যে ২১ আগস্ত তারিখে হয়দর আড়কাটের দুর্গপর্য্যন্ত আসিয়া তাহা বেষ্টন করিয়াছেন ইহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অতিশয় উদ্বেগ জন্মিতে লাগিল যেহেতুক সে স্থান তৎপ্রদেশের রাজকিল্লা এবং নবাবের সঞ্চিত আহারীয় দ্রব্য তাবৎ ঐ কিল্লায় ছিল তাহা হয়দরের হস্তগত হইলে তাঁহার সৈন্য থাকিবার উত্তম স্থান সেই হইবেক এবং তিনি সেখানে থাকিয়া তচ্চতুর্দিকস্থ দেশে আপন সৈন্য বিস্তার করিয়া দগ্ধ করিতে পারেন চতুর্দিগ হইতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নিকট অনেক দুঃসমাচার আসিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা বিরাট দেশহইতে কটকে গমনপূর্ব্বক ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার উত্তর সরকার দেশের উপর পতনোন্মুখ হইল এবং হয়দরের এক দল সৈন্য নাএবেরদের সহিত যোগ

করিয়া তেলিচেরি ও মলয়বার তটস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তাবৎ অধিকারের উপর তদ্রূপ কুদৃষ্টি করিতে লাগিল এবং ইঙ্গলণ্ডী য়েরদের জাহাজপতি মান্দ্রাজে এই সমাচার প্রেরণ করিলেন যে ফ্রান্সীয়েরদের এক যুদ্ধ জাহাজের বহর মহাসৈন্য ফ্রান্স দেশহইতে আসিতেছে ইহা আমি শুনিয়াছি।

এই সকল বিভ্রাটেতে বিব্রত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনার দের কোষশূন্য দেখিয়া কর্জ করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু তাঁহার দিগকে কর্জ দিতে প্রায় কেহ স্বীকার না করাতে তাঁহারা নবা বের নিকট যাচ্ঞা করিলেন তিনি কহিলেন যে আমার কিছু মাত্র সঙ্গতি নাই আমিই নিজ কর্জে ডুবিয়া আছি। অনন্তর তঞ্জাউরের রাজার নিকটে যাচ্ঞা করাতে তিনি কহিলেন যে আমার যাহা ছিল তাহা নবাব লইয়াছেন তৎক্ষণে আর কিছু নাই এদিগে নবাবের সৈন্যেরাও টাকার অভাবে অবাধ্য হইতে লাগিল।

২৫ আগস্ত তারিখে জেনরল সাহেব মান্দ্রাজহইতে সেণ্ট তা মস পর্ব্বতে গিয়া সৈন্যেরদের সহিত মিলিলেন। সেখানে নবা বের এক রেজিমেণ্ট অশ্বারূঢ় সৈন্য ছিল এবং তাহারা কহিল যে আমরা এক বৎসরের বেতন না পাইলে একপাও নড়িব না তাহাতে জেনরল সাহেব তাহারদের তাবৎ অস্ত্রশস্ত্র লইলেন এবং তাহারদের মধ্যে কেবল ছাপ্পান্ন জন সম্মত হইল এতদ্ভি ন্ন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের গোরা সৈন্য ও এতদ্দেশীয় সিপাহী ও গো লন্দাজপ্রভৃতি লইয়া সর্ব্বসুদ্ধা ৫২০৯ জন সৈন্যের অধিক ছিল না। অতিশয় কষ্টেতে তাহারদের আটদিনের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া ছিল অতএব তাহারদের পৃষ্ঠে করিয়া চারি দিনে র খাদ্য দ্রব্য বহন করিয়া লইতে হইল এবং অবশিষ্ট চারি দিব সের ভক্ষ্য দ্রব্য যে অল্প বলদ পাওয়াগেল তদ্দ্বারা বোঝাই করি য়া লইয়া চলিল। কুঞ্জিবরামে পঁহুছিতে চারি দিবস লাগিল তন্মধ্যে দুই দিবস অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে লোকেরা একে তো আপনারদের পৃষ্ঠের ভারে আক্রান্ত দ্বিতীয়তঃ বৃষ্টিতে

আরো অতিশয় শ্রান্ত হইল এবং পথিমধ্যে চতুর্দিগে বিপক্ষেরা তাক করিয়া আছে ও নবাবের যে উকীল তাহারদের আহারীয় দ্রব্যাদি যোগাইতে এবং তাবদ্বিষয়ের সম্বাদ আনিতে নিযুক্ত ছিলেন তিনি কহিলেন যে আমি কি আহারীয় দ্রব্য কি সম্বাদ কিছুই পাইতে পারি না। পরিশেষে কুঞ্জিবরামের মাঠে যে ধান্য ছিল কেবল তদ্দ্বারা সৈন্যেরদের আহার নির্ব্বাহ হইল।

ইহার পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে জেনরল মনরো সাহেব সসৈন্যে যে দিবসে কুঞ্জিবরামে পঁহুছেন তৎপরদিবসে কর্ণল বেলি সাহেবও সসৈন্য তথায় পঁহুছিবেন কিন্তু বেলি সাহেবের গন্তব্য পথিমধ্যে এক ক্ষুদ্র নালা ছিল বর্ষার প্রাবল্যে তাহা অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হওয়াতে প্রথমে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। ৩ সেপ্তেম্বরে জলের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে ঐ নালা তিনি উত্তীর্ণ হইলেন। তদ্দিবসে হয়দুর আলী স্বীয় তাবৎ সৈন্য লইয়া কুঞ্জিবরামের আড়াই ক্রোশ অন্তরিত স্থানে শিবির করিলেন তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে কর্ণল বেলি সাহেব ও জেনরল মনরো সাহেবের সৈন্যেরা একত্র হইতে না পারে অতএব ঐ উভয় সাহেবের মধ্যে সাড়ে সাত ক্রোশ ব্যবধান থাকিতে তিনি আপনার সৈন্যের উত্তমাংশ তাঁহার পুত্র টেপু সুলতানের সমভিব্যাহারে কর্ণল বেলি সাহি সাহেবের সঙ্গে যুদ্ধকরণার্থ প্রেরণ করিলেন। কর্ণল বেলি সাহেব টেপুসুলতানকে যুদ্ধে জয় করিলেন কিন্তু তদনন্তর তিনি স্বীয় সৈন্য গণনা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে পথিমধ্যে হয়দর আলীর শিবির উত্তীর্ণ হইয়া এমত অল্প সৈন্য লইয়া জেনরল মনরো সাহেবের সঙ্গে কদাচ মিলিতে পারিব না এবং তিনি এই সম্বাদ জেনরল সাহেবকে লিখিলে জেনরলসাহেব তাহাতে এই বিবেচনা করিলেন যে আমি যদি এই স্থানহইতে লড়ি তবে হয়দর আলী কুঞ্জিবরাম স্থান এবং আমার যাহা যেখানে আছে তাহা তৎক্ষণাৎ লুঠ করিবেন অতএব তিনি আপনার তাবৎ সৈন্য লইয়া কর্ণল বেলি সাহেবের সঙ্গে না মিলিয়া কর্ণল ফ্লেচর সাহেবের অধীনে কতক সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং অবশিষ্ট

সৈন্য লইয়া তিনি কুঞ্জিবরামস্থানহইতে দুই ক্রোশ অন্তরে ছাউনি করিয়া রহিলেন। কর্ণল ফ্লেচর সাহেবের যাত্রার বিষয় ও তাঁহার সমভিব্যাহারি কত সৈন্য ইত্যাদি বৃত্তান্ত চরেরদ্বারা হয়দর আলী সুজ্ঞাত হইলেন। ইতিমধ্যে ফ্লেচর সাহেব কর্ণল বেলি সাহেবের সহিত না মিলিতে পথিমধ্যেই ফ্লেচর সাহেবকে বিনষ্ট করিতে হয়দর আলী কতক সৈন্য প্রেরণ করিলেন কিন্তু ফ্লেচর সাহেব পথিপ্রদর্শকের বিশ্বাসঘাতকতাধিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট পথ ত্যাগকরিয়া অন্য বর্ত্মাবলম্বনে নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করত কর্ণল বেলি সাহেবের সঙ্গে মিলিলেন তাহাতে হয়দর আলী কেবল ভীত হইলেন এমত নহে তাঁহার সঙ্গে যে লালীনামক ফ্রান্সীয় সেনাপতি ছিলেন তিনিও ভীত হইয়া তাঁহাকে পরামর্শদিলেন যে তুমি এইক্ষণেই প্রস্থান কর যুদ্ধ কদাচ করিওনা কিন্তুপরে হয়দর আলীর কতক সৈন্যেরা আসিয়া কহিল যে কুঞ্জিবরামহইতে কোন সৈন্যের আগমন দেখি না [illegible]স্থানেই জেনরল সাহেব সসৈন্য স্থির আছেন ইহা শ্রবণ মাত্রই হয়দর আলী কর্ণল বেলি সাহেবের উপর চড়াউ করিতে নিশ্চয় করিলেন।

কর্ণল ফ্লেচর সাহেব ৯ সেপ্তেম্বর দিবসে প্রত্যূষে ছয় ঘণ্টার সময় সসৈন্য কর্ণল বেলি সাহেবের সহিত মিলিলেন এবং সমস্ত দিন বিশ্রাম করিয়া রাত্রি আট ঘণ্টার সময়ে সকলেই যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু টেপুসুলতানের সৈন্যের আশঙ্কায় এবং অন্ধকারের ঘোরত্বপ্রযুক্ত ঐ রাত্রিতে তাঁহারা অল্প দূর গিয়া স্থগিত হইলেন এবং তৎপর দিবস প্রত্যূষে যাত্রারম্ভ করিবামাত্র তাঁহারদের পশ্চাৎ হয়দরের দুই তোপহইতে গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল এবং তাঁহারদের উভয় পার্শ্বে হয়দরের অশ্বারূঢ়েরা আগমন করিতে লাগিল তাঁহারদের পার্শ্বে যে চারিটা তোপের দ্বারা অবিরত গোলাবৃষ্টি হইতে ছিল তাহা ইহারা আক্রমণ করিলেন অপিচ চক্ষুরুন্মীলনমাত্র কুঞ্জিবরামের মন্দিরের চূড়া দৃষ্টি গোচর হইল। তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি আসিয়া সমাচার দিল যে হয়দর স্বীয় তাবৎ সৈন্য ও তোপ লইয়া তোমারদের উপর

আসিতেছেন তাহাতে কর্ণল বেলি সাহেব এই উত্তর দিলেন যে ভাল আমরাও প্রস্তুত আছি। অল্প ক্ষণ পরে ঐ ক্ষুদ্র সৈন্যেরদের উপর যাইট তোপহইতে একেধারে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল ও তাঁহারদের চতুর্দিগে হয়দরের অশ্বারূঢ় ও পদাতি কেরা আক্রমণ করিতে লাগিল কিন্তু ইহাঁরদের এক মুষ্টিমিত সৈন্য এক বিন্দুও না হঠিয়া তাহারদের তাবৎ আক্রমণ নিবারণ করিল তাহারদের শ্রেণী হয়দর কোন মতে ভগ্ন করিতে পারিলেন না এবং তাঁহারদের মধ্যে সিপাহীরা ও ইউরোপীয় গোরাগণ বিপক্ষেরদের আক্রমণে কিছু ব্যাকুল না হইয়া পুনঃ২ কাওয়াজ করত তাহারদের কতক২ লোককে হত করিয়া তাড়িয়া দিতে লাগিল ইহাতে হয়দরের মন দোলায়মান হইল। ইতিমধ্যে কর্ণল বেলি সাহেব আপন সৈন্য লইয়া এমত যাত্রোদ্যোগ করিলেন যে তাহাতে হয়দর অনুমান করিলেন ইনি আমার তাবৎ কামানের উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন এবং লালিকে কহিলেন যে এক্ষণে আমারদের পলায়নই পরামর্শ। লালি কহিলেন যে কুঞ্জিবরামে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সৈন্য আছে তাহারা যদি তোমার উপর আক্রমণ করে তবে একেবারে পরাজিত হইবা অতএব কর্ণল সাহেবের সৈন্যেরদিগকে অগ্রে পরাস্ত না করিলে মঙ্গল দর্শিবে না। হয়দরের তাবৎ সৈন্যকে পরাস্ত করিতে কর্ণল বেলি সাহেবের বড় লালসা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বারুদের পিপাতে অগ্নি লাগিয়া তাঁহারদের তাবৎ বারুদ উড়িয়া গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের শ্রেণী ভঙ্গ হইল এবং তোপাদিসকল অকর্ম্মণ্য ও বারুদের শেষ হইল। এতদ্রূপ দুরবস্থাপন্ন হইলেও তাঁহারদের উপর আক্রমণ করিতে হয়দরের সৈন্যেরদের সাহস হইল না কিন্তু দূরে থাকিয়া দেড় ঘণ্টাপর্য্যন্ত তাঁহারদের উপর গোলা ক্ষেপ করিতে লাগিল। অপর ঐ দেড় ঘণ্টার পর হয়দর স্বীয় তাবৎ অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য লইয়া তাহারদের উপর আক্রমণ করিলেন ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের মধ্যে বারুদের অভাব হওয়াতে সুতরাং তাঁহারা শীঘ্র মারা পড়িতে লাগিলেন। অপর

সিপাহী অনেক হত হইলে অবশিষ্ট যে রহিল সেনাপতি সাহেব তাহারদিগকে লইয়া নিকস্থ একটা টিপির উপর গেলেন এবং চতুষ্কোণরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বারুদহীন ও আঘাতী হইয়াও সেনাপতিরা আপনারদের করবাল লইয়া পদাতিকেরা সঙ্গিন লইয়া এমত দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান থাকিলেন যে হয়দরের সৈন্যেরা তের বার আক্রমণ করিয়া তাঁহারদের শ্রেণী ভঙ্গ করিতে পারিলনা যাহারা আঘাতী হইয়া পতিত হয় তাহারা পড়িয়াও প্রাণপণে সঙ্গিন চালাইতে লাগিল। এবং যাহারদের দাঁড়াইবার শক্তি ছিল তাহারা কর্ণল বেলি সাহেবকে কহিল যে আপনি আমারদিগকে লইয়া চলুন আমরা বিপক্ষেরদের মধ্যদিয়া আপনার কারণ একটা পথ করি। কিন্তু কর্ণল বেলি সাহেব ভাবিলেন যে এই রূপ সাহসিক যাহারা প্রাণপণ পর্য্যন্ত আমার অধীনে যুদ্ধ করিয়াছে তাহারদের প্রাণ নিরর্থক নষ্ট করা অনুচিত অতএব তিনি একটা শান্তিসূচক পতাকা উঠাইয়া দিলেন তাহাতে হয়দরের সেনাপতি তাহারদের নিকট আসিয়া কহিল যে তোমরা আপনারদের অস্ত্র ত্যাগ করিলে আমরা তোমারদের অনিষ্ট করিব না কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অস্ত্র ত্যাগ করিবামাত্র যেমন ব্যাঘ্র নিরীহ ছাগলের উপর পড়ে তদ্রূপ হয়দরের সৈন্যেরা রাগান্ধ হইয়া তাঁহারদের উপর আক্রমণ করিল এবং যদ্যপি ইউরোপীয় সেনাপতিরা অর্থাৎ লালি প্রভৃতি আসিয়া নিবারণ না করিতেন তবে তাঁহারদের এক প্রাণীও বাঁচিত না। পরিশেষে দুই শত গোরা সৈন্য হয়দরের হস্তে পড়িল এবং তিনি তাহারদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া এমত যন্ত্রণা দিলেন যে তাহা শুনিলে সকলেরি অশ্রুপাত হয়।

এই যুদ্ধের পর হয়দর আলী রণভূমিহইতে তিন ক্রোশ অন্তরিত দামালে গমন করিয়া সে স্থানহইতে আপন ছাউনিতে প্রস্থান করিলেন তাঁহার তাবৎ গমনাগমন ও যুদ্ধাদিতে দৃষ্টহইল যে কুঞ্জিবরামস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের বিষয়ে তাঁহার শঙ্কা ছিল এবং কুঞ্জিবরামে জেনরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীন সৈন্যেরদের

যদি আহারীয় দ্রব্যের অপ্রতুল না হইত এবং যদি সেনাপতি সাহেব সত্য সমাচার পাইতেন তবে কর্ণল বেলি সাহেবের যুদ্ধ সময়ে তিনি অবশ্য হয়দরের পশ্চাৎ আক্রমণ করিতেন তাহা হইলে হয়দরের নিতান্ত সর্ব্বনাশ হইত। জেনরল সাহেব কুঞ্জিবরামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে এক দিবসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্যমাত্র আছে অতএব হয়দর আলী যে তাঁহার উপর আক্রমণ করিবেক এবং তাহাতে আহারীয় দ্রব্য পাওয়া দুষ্কর হইবেক ইহা ভাবিয়া তিনি চিংঙ্গলপটে সৈন্যেরদিগকে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। হয়দর আলী তাঁহার পশ্চাৎ ছয় হাজার লোক পাঠাইলেন এবং তাহারা উপযুক্ত সময় পাইয়া দুই তিন জনকে হত করিয়া যোগেযাগে কিছুং লুঠ করিল কিন্তু সৈন্যেরা চিঙ্গলপটে পঁহুছিয়া সেখানে আপনারদের পীড়িত লোকেরদিগকে ও লওয়াজিমা দ্রব্যসকল রাখিয়া ১৩ সেপ্তম্বরে মান্দ্রাজের নিকট পঁহুছিল এই সকল সম্বাদ মান্দ্রাজস্থ কৌন্সেলী ও বড় সাহেবের নিকট পঁহুছিলে তাঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন যেহেতুক হয়দর আলী জয়ী হইয়া যদি তৎকালে আপন সৈন্য মান্দ্রাজের প্রতিকূলে চালাইতেন তবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের দুরবস্থা অবশ্য ঘটিত।

২৫ সেপ্তম্বরে হয়দরের আক্রমণ ও বেলি সাহেবের দুর্দশা ও কুঞ্জিবরামহইতে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের হটিয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাগমনের সমাচার কলিকাতায় পঁহুছে। কলিকাতার বড় সাহেব এই সম্বাদ শুনিবামাত্র কহিলেন যে মান্দ্রাজে কোম্পানির কিছু ক্ষতি না হয় এই নিমিত্ত প্রাণপণে আমারদের উদ্যোগ করিতে হইবেক অতএব তাঁহারা এই নিশ্চয় করিলেন যে পনের লক্ষ টাকা নগদ মান্দ্রাজে প্রেরণ করা যাউক এবং কলিকাতার প্রধান সেনাপতি সর আইর কুট সাহেব তাবৎ সৈন্যের প্রধান সেনাপতি পদ গ্রহণকরণার্থ তথায় প্রেরিত হউন অতএব ১৩ অক্তোবরে ঐ সাহেব আপন কর্ত্তৃত্বাধীন তাবৎ গোরা সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজে যাত্রা করিলেন এবং এই নিশ্চয় হইল যে প্রেরণীয় যত সিপাহী তাহারা স্থলপথে যাত্রা করিবেক। সর

আইর কুট. সাহেব ৫ নবেম্বরে মান্দ্রাজে পঁহুছিয়া ৭ তারিখে কৌন্সেলে ভর্ত্তি হইলেন তাঁহার দ্বারা যে চিঠী কলিকাতার বড় সাহেব মান্দ্রাজে প্রেরণ করেন তাহাতে এই লিখিত ছিল যে মান্দ্রাজের বড় সাহেব এই পত্র পাঠমাত্র আপন পদ ত্যাগ করুন। মান্দ্রাজের বড় সাহেব তৎপত্রার্থ অবগত হইয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং কহিলেন যে আমার কর্ম্ম ছাড়াইতে কলিকাতার বড় সাহেবের ক্ষমতা নাই কিন্তু মান্দ্রাজস্থ কৌন্সেলী সাহেবেরদের অধিক ভাগ সেই পত্রের মতাবলম্বী হওয়াতে মান্দ্রাজের বড় সাহেব স্বীয় পদ ত্যাগ করিলেন এবং সেখানকার প্রধান কৌন্সেলী সাহেব কিছু দিনপর্য্যন্ত তৎপরিবর্ত্তে বড় সাহেবী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কুঞ্জিবরামের যুদ্ধের পর হয়দর আলী পুনর্ব্বার আড়কাট নগর বেষ্টন করিলেন সেখানে কেবল দেড় শত গোরা ও নবাবের কতক সৈন্য ছিল কিন্তু নবাবের সৈন্যেরা বিশ্বাসঘাতক হইল এবং নবাবের সেনাপতি ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সেনাপতির মধ্যে ঐক্য ছিল না। হয়দর আলী অতিসুনিয়মপূর্ব্বক এমত যুদ্ধ করিলেন যে অনেকবার তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তোপ স্বীয় গোলার দ্বারা উল্টাইয়া ফেলিলেন তথাপি ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত তত্রস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাঁহার আক্রমণ নিবারণ করিলেন তৎপরে নগর তাঁহার অধিকার হইল এবং কতক দিন পরে যাহারা দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারাও সেই দুর্গ হয়দরকে সমর্পণ করিল। হয়দর আড়কাট নগর আক্রমণ করত তন্নগর উত্তমরূপে শোভিত করিয়া ঐ দুর্গ খাদ্য দ্রব্যেতে পূর্ণ করিলেন এবং আড়কাটহইতে মান্দ্রাজপর্য্যন্ত যে পথ এবং মান্দ্রাজহইতে অন্যং দুর্গপর্য্যন্ত যে পথ তাহা আপন সৈন্যদ্বারা এমত সুরক্ষিত করিলেন যে মান্দ্রাজস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের চতুর্দিকস্থ দেশের সহিত কিছু সম্পর্ক থাকিল না ও তাঁহারা আহারীয় দ্রব্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেন না।

সর আইর কুট সাহেব মান্দ্রাজে পঁহুছিয়া সৈন্য গণনা করিয়া দেখিলেন যে হয়দরের বহুসংখ্যক সৈন্যেরদের আক্রমণ নিবারণার্থে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সর্ব্বসুদ্ধ সাত হাজার সৈন্যের

অধিক ছিল না এবং তাহার মধ্যে কেবল সতর শত গোরা সৈন্য। সর আইর কুট সাহেব তত্রস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অবস্থা বিষয় পরীক্ষা করিয়া মান্দ্রাজস্থ তিন জন সেনাপতিরদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহারদিগকে তাবৎ অবগত করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন কর্ণাট দেশের যে চারি প্রধান দুর্গ অর্থাৎ বেলুর ও বান্দিবাস ও পরমাকোইল ও চিঙ্গলপট ইহার মধ্যে আহারীয় দ্রব্য সঞ্চিত আছে বটে কিন্তু সেই চারি দুর্গই হয়দরের সৈন্যকর্তৃক বেষ্টিত অতএব ঐ সকল দুর্গ বিপক্ষেরদের সৈন্যহইতে রক্ষা করা প্রধান কর্ম্ম। জেনরল সাহেবের এই পরামর্শেতে সকলেই সম্মত হইলেন অপর বান্দিবাস দুর্গের উপর প্রথম বিপত্তির সম্ভাবনা এই প্রযুক্ত ঐ গড়ের সহায়তা করিতে প্রথম যাত্রা করা স্থির হইল। সভামধ্যে এক জন কহিলেন যে পালার নদী পার হইতে হইবেক হয়দর অবশ্য তাহা নিবারণে চেষ্টা করিবেন তাহাতে মনরো সাহেব কহিলেন যে ভালই সে আমারদের উৎসাহ বৃদ্ধির সোপান হইবেক। এবং সর আইর কুট সাহেবের নিকট সৈন্যেরা থাকিলে জয়ী হইবার কিছু বাধা নাই। ১৭৮১ সালের ১৭ জানুআরিতে সর আইর কুট সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে সৈন্যেরা যাত্রা করিল তদ্দৃষ্টে হয়দর এমত উদ্বিগ্ন হইলেন যে পালার নদী অবরোধ করা দূরে থাকুক বরং তিনি বান্দিবাস দুর্গহইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা পাইলেন কিন্তু এদিগে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যেমন কিঞ্চিৎ মঙ্গল হইল তেমন ও দিগে আম্বুর নামে কর্ণাট দেশের এক পর্ব্বতীয় পথ হয়দরের হস্তগত হইল। বান্দিবাসহইতে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য পরমাকোইল স্থানের প্রতি যাত্রা করত শুনিলেন যে ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজের বহির তটের নিকট পঁহুছিয়াছে অতএব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সৈন্য পরমাকোইলে যাত্রা করিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া ফুদচেরির প্রতি গমন করিল এবং সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ লোকেরদের হস্তস্থ অস্ত্রশস্ত্র সকল লয় এবং করোঙ্গলি স্থানেতে ফ্রান্সীয়েরদের যে আহারীয় দ্রব্য ন্যস্ত ছিল তাহা লইয়া ফুদচেরির নিকস্থ নৌকা সকল নষ্ট করিল। ইঙ্গলণ্ডীয়

সৈন্যেরদের পশ্চাদ্ধাবমান হইতে হয়দর আলীর অশ্বারূঢ়েরা কিছু ত্রুটি করিল না এবং ৮ ফেব্রুআরিতে হয়দর তাঁহারদের শিবিরের এমত সান্নিকৃষ্ট হইয়া কদলূরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন যে তোপ ছুড়িলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ছাউনিতে পড়িত। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তৎক্ষণাৎ আপনারদের শিবির উঠাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ গেলেন কদলুরে গমনীয় দুই পথ ছিল এক পথে হয়দর যান্ অন্য পথে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা গমন করিলেন। অপর যখন উভয় সৈন্য সম্মুখাসম্মুখি হইল তখন ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তিন দিনপর্য্যন্ত হয়দরের সহিত যুদ্ধকরণ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং লক্ষণও দেখাইলেন কিন্তু হয়দর কোন মতে তাহাতে সম্মত হইলেন না। চতুর্থ দিবসে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহারা আপনারদের ছাউনিতে ফিরিয়া আইলেন এবং আগতমাত্র শুনিলেন যে ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধ জাহাজ খাদ্য দ্রব্যের অভাবে পালি উঠাইয়া মরিচ উপদ্বীপে গমন করিয়াছে।

হয়দর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধে নিত্য অনিচ্ছুক হওয়াতে দুই তিন মাস প্রায় মিথ্যা গেল কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি থিয়াগড় অধিকার করিলেন এবং তঞ্জাউর দেশের অবান্তরস্থ প্রদেশ সকল অশ্বারূঢ়ের দ্বারা লুঠ করিতে লাগিলেন এবং টেপু সাহেবও এক দল মহাসৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার বান্দিবাসের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

১৪ জুন তারিখে বোম্বেহইতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কতক নূতন সৈন্য জলপথে মান্দ্রাজের তটে পঁহুছিল জেনরল কুট সাহেবও সমুদ্রহইতে আহারীয় দ্রব্য প্রাপণের ভরসাতে আপনিই তটে গমন করিলেন ১৯ জুন তারিখে তঞ্জাউর দেশে হয়দরের লুঠ নিবারণার্থ এবং ত্রিচিনাপল্লির রক্ষা নিমিত্ত তিনি পোর্ত্তোনোবো স্থানে গমন করিলেন। অপর চিলমবুম নামে অতিবিখ্যাত মহামন্দিরের যে সুরক্ষিত দুর্গ তাহার উপর আক্রমণ করিতে স্বয়ং সসৈন্য গমন করিলেন কিন্তু হয়দরের সৈন্যকর্ত্তৃক তিনি সে স্থানে তাড়িত হইলেন ইহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা প্রথমে অতিশয়

উদ্বিগ্ন হইলেন বটে কিন্তু শেষে দেখিলেন ইহাতে তাঁহারদের মঙ্গলের সম্ভাবনা যেহেতুক ঐ চিলমবুমের যুদ্ধেতে হয়দর আলীর এমত উৎসাহ বৃদ্ধি হইল যে তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কালক্রমে হয়দরের সৈন্য বৃদ্ধি হইলে তাঁহার এই প্রধান ইচ্ছা জন্মিল যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ত্রিচিনাপল্লিতে গমন করিয়া দক্ষিণ দেশ আয়ত্ত করিতে না পারে। তুমুল যুদ্ধ করণবিষয়ক পরামর্শ করাতে তাঁহার জেষ্ঠপুত্র টেপু সুলতান অতিশয় অসম্মত ছিলেন কিন্তু হয়দর তাঁহার পরামর্শ হেয় জ্ঞান করিয়া যে পথদিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কদলুরে গমন করিতেন সেই পথে গিয়া হয়দর আলী আপন শিবির স্থাপন করিলেন এবং দুর্গদ্বারা তাহা দুরাক্রমণীয় করিলেন। ইতিমধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনারদের জাহাজহইতে অতিকষ্টপূর্ব্বক কতক আহারীয় দ্রব্য নামাইয়া ১ জুলাই তারিখে পোর্ত্তোনোবোহইতে আপনারদের শিবির উঠাইয়া যাত্রা করিলেন। জেনরল সাহেবের দুর্ভাগ্যের মধ্যে এই যে তিনি হয়দরের গমনাগমনবিষয়ক কিছু তত্ত্ব জানিলেন না কিন্তু এক ঘণ্টা যাত্রার পর এক ত্রবান্তর মাঠে পঁহুছিয়া দেখেন যে সেই ত্রবান্তর হয়দরের সৈন্যেতে একেবারে আচ্ছন্ন। জেনরল সাহেব তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্যেরদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া হয়দরের যে অশ্বারূঢ়েরা তাঁহারদের উপর ধাবমান ছিল তাহারদিগকে গোলাবৃষ্টিদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া হয়দরের তাবৎ সৈন্য ও শিবির স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন তাহাতে তিনি স্বীয় সৈন্যেরদিগকে তৎক্ষণাৎ স্থগিত করিয়া পরামর্শ করিবার নিমিত্তে প্রধান সেনাপতিরদিগকে আহ্বান করিলেন কিন্তু তাঁহারা যে দিগে হেলিলেন সেই দিগেই সঙ্কট তাঁহারদের সম্মুখস্থ হয়দরের এত তোপ যে তাহাতে অনুমান হইল ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অল্প সৈন্য নষ্ট হইতে পারে। ইহাঁরদের বামপার্শ্বে সমুদ্র ও দক্ষিণে অগম্য বালুকাময় ভূমি এবং সঙ্গে চারি দিবসের অধিক খাদ্য দ্রব্য ছিল না। তাঁহারা পরামর্শ করিতেং এক জন আসিয়া কহিল যে বালুকার ক্ষুদ্র পর্ব্বত দিয়া আমরা

একটা পথ পাইয়াছি সেই পথ গত রাত্রিতে হয়দর এনিমিত্ত প্রস্তুত করেন যে তাঁহার সৈন্য তদ্দ্বারা গমন করত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পশ্চাৎ ও সম্মুখ একেবারে উভয় দিগে আসিয়া যুদ্ধ করিতে পারে। জেনরল সাহেব তৎক্ষণাৎ সেই পথদিয়া আপন তাবৎ সৈন্যেরদিগকে গমন করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে তাহারা হয়দরের সৈন্যের নিকটে পঁহুছিল। জেনরল কুট সাহেব স্বীয় সৈন্যের অল্পতা দেখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওন বিষয়ে কিঞ্চিৎ কাল সন্দিগ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার সেনাপতিরদের মধ্যে কেহ২ পিছে হটিতে পরামর্শ দিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে হয়দরের সৈন্যেরদের ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উপর আক্রমণ করাতে যুদ্ধ বিনা তাঁহারদের উপায়ান্তর রহিল না অতএব ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত তুমুল যুদ্ধ হইল। ঐ যুদ্ধের বিশেষ লিখেন পাঠকের জ্ঞান বর্দ্ধক হইবেক না তদ্বিষয়ক এইমাত্র বক্তব্য যে ছয়ঘণ্টা যুদ্ধের পর হয়দর পরাজিত হইলেন এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মধ্যে কেবল চারি শত জন হত অথবা আঘাতী হইল কিন্তু কোন প্রধান সেনাপতি সাহেব হত হন নাই এই যুদ্ধের ফল ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অতি শীঘ্র দেখিতে লাগিলেন যেহেতুক দক্ষিণ দিগের উপর হয়দরের আক্রমণকরণের যে কল্পনা ছিল তাহা ভগ্ন হইল। অপর টৈপু সুলতান বান্দিবাসের অভিমুখে যাত্রা করিতে সসজ্জ হইয়া নিরস্ত হইলেন এবং হয়দরের তাবৎ সৈন্য আড়কাটের অভিমুখে হটিতে লাগিল।

মান্দ্রাজের সৈন্যেরদের সহায়তার কারণ কলিকাতাহইতে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা বিরাটের অধিপতির সহিত বিরোধহেতুক অনেক দিন পথে বিলম্ব করিল। অপর তাহারা গাঞ্জামে পঁহুছিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া মারা পড়িতে লাগিল অতএব আগস্ত মাসের পূর্ব্বে তাহারা মান্দ্রাজে পঁহুছিতে পারিল না।

তৎ কালে আড়কাট পুনরধিকার করিতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মুখ্য চেষ্টা ছিল কিন্তু তাহার প্রতিবন্ধক কেবল আহারীয় দ্রব্যের

অভাব। হয়দর আলী ত্রিপাসুরে অনেক খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন ইহা অবগতহইয়া সেই স্থান ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আয়ত্ত করিলেন কিন্তু তাহা অধিকার করিয়া দেখেন যে তাহাতে কি ছুই নাই। ইতিমধ্যে হয়দর সেস্থানে পঁহুছিয়া যখন দেখিলেন যে ত্রিপাসুর বিপক্ষেরা অধিকার করিয়াছে তখন তিনি কিছু হটিয়া যে স্থানে কর্ণল বেলি সাহেবকে পরাজয় করিয়া ছিলেন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অপেক্ষায় সেই স্থানে থাকিলেন কিন্তু সেখানে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কাহারো জয়াজয় নিশ্চয় হইল না। যুদ্ধের পর ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি আপনারদের অন্যং সেনাপতির দিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করিয়া কহিলেন যে আম্যরদের এ স্থানে থাকা ভাল নয় কিঞ্চিৎ হটিতে হইবেক। হয়দরও আপনার হটিবার আবশ্যকতা বুঝিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নিকট চর দ্বারা এই সমাচার প্রেরণ করিলেন যে অদ্য রাত্রিতে হয়দর তোমারদের উপর আক্রমণ করিবেন তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক সসজ্জ হইয়া থাকিলেন ইতিমধ্যে ঐ রাত্রিতে হয়দর সে স্থান হইতে পরাঙমুখ হইয়া অন্য কোন দৃঢ় স্থানে আশ্রয় লইলেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সেই রণভূমিতে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিরদের সমাধিক্রিয়া করিয়া পতাকা উঠাইয়া জয়সূচক তোপ করত ত্রিপাসুরে ফিরিয়া আইলেন। অন্যদিগে হয়দর ভারতবর্ষের মধ্যে উকীলদ্বারা এই সমাচার প্রেরণ করিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধেতে আমি জয়ী হইয়াছি। তৎকাল অবধি নবেম্বর মাসের বিশ্রামপর্য্যন্ত হদরের সহিত জেনরল কুট সাহেবের নানা লঘু যুদ্ধ হয় তাহার বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজনাভাব কিন্তু এই মাত্র কথয়িতব্য যে কুট সাহে যখন শেষে ছাউনি করিয়া স্বীয় সৈন্যের সংখ্যা করিলেন তখন দেখিলেন যে তৃতীয়াংশ সৈন্য পীড়িত এবং নানা যুদ্ধেতে হত হইয়াছে।

যখন ইঙ্গলণ্ড দেশে মান্দ্রাজের এই দুর্দ্দশার সমাচার পঁহুছে তখন কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্সেরা উদ্বিগ্ন হইয়া এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এক্ষণে মান্দ্রাজের বড় সাহেবকে অবশ্য কর্ম্মচ্যুত করিতে হইবেক কিন্তু তৎপদে কোন্ ব্যক্তিকে নিযুক্ত ক

রিবৈন এতদ্বিষয়ক নানা বিচার হইতে লাগিল। এক দলস্থেরা কহিলেন যে পূর্ব্ব রীত্যনুসারে ভারতবর্ষস্থ কোম্পানির প্রধান ভৃত্যেরদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত দেখিয়া সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাউক কিন্তু দলান্তরে কহিলেন যে তাহা না করিয়া কোম্পানির ভৃত্য হউন কিম্বা না হউন কর্ম্মক্ষম বুঝিয়া কোন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করা যাউক। অপর উভয় দলের লোক সংখ্যা দৃষ্ট হইল যে নূতন লোক প্রেরণকরণেচ্ছুকেরদের পক্ষে ৭১ জন পক্ষান্তরে ৬০ জন অতএব কোম্পানির ভৃত্যব্যতিরেকে নূতন কোন এক ব্যক্তিকে বড় সাহেবি কর্ম্মে নিযুক্ত করা তদবধি স্থির হইল। পরে ৪ দিসেম্বরে লার্ড মকার্টনি সাহেব মান্দ্রাজের বড় সাহেবী পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৮১ সালের ২২ জুনে মান্দ্রাজে পঁহুছিয়া কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তথায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দুরবস্থাসকল অতিশীঘ্র অবগত হইলেন কিন্তু তিনি এতদ্রূপ বিবেচনা করিলেন যে এক জন নূতন বড় সাহেব বিলায়তহইতে আসাতে তদ্দেশীয় লোকেরা মঙ্গল সম্ভাবনা বুঝিবে। তাঁহার বিলাত ছাড়িবার পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত হলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হইয়া ছিল এবং তাঁহার প্রতি এই হুকুম ছিল যে মান্দ্রাজের তটস্থ হলণ্ডীয়েরদের নানা বসতি যথাসাধ্য অধিকার করিবা অতএব তিনি তাহারদের বসতি অধিকার করণান্ত আপনার স্বীয় আগমনের সার্থকতা ও সুখ্যাতি করিতে নিশ্চয় করিয়া পঁহুছনের এক সপ্তাহপরে সাদরাস নামে হলণ্ডীয়েরদের একস্থান অধিকার করিলেন এবং যদ্যপি মান্দ্রাজে অল্প সৈন্য ছিল তথাপি তদ্দ্বারা তিনি পুলিকাট নগর স্বয়ং আয়ত্ত করিলেন। অপর হয়দর আলীর নিকট শান্তিবিষয়ক প্রসঙ্গ করেন কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল। হলণ্ডীয়েরদের প্রধান বসতি তঞ্জাউরের দক্ষিণ যে নিগাপটামনামক স্থান তাহাও লার্ড মাকার্টনির বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে তিনি অবিলম্বে আয়ত্ত করেন কিন্তু মান্দ্রাজের সেনাপতি কহিলেন যে এপরামর্শ উত্তম নয় প্রথম আড়কাট দখল করিয়া পরে সে স্থান অধিকার করিলে ভাল হয় কিন্তু লার্ড মকার্টনি তাহাতে অসম্মত হইলে

ঐ সেনাপতি স্বীয় সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজের উত্তর পশ্চিমে নিষ্কর্ম্মে অমনি বসিয়া থাকিলেন এবং একটি সৈন্যও প্রেরণ করিলেন না কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন যে লার্ড মকার্টনি আপন পরামর্শেই স্থিরুতর আছেন তখন তাঁহার নিকট এই সমাচার লিখিলেন যে এই কর্ম্মে যদি আপনি প্রবৃত্ত হন তবে ইহার দায় যেন আমার উপর না থাকে তাহাতে লার্ড মকার্টনি কহিলেন যে আমি আপনিই তাবৎ দায় লইতেছি এবং তোমার নিকটহইতে এক সিপাহীও চাহি না। অপর ঐ যুদ্ধোদ্যোগে সেনাপতি কে হইবেন এ বিষয়ে লার্ড মকার্টনি সাহেব বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ২৭ আগস্ত তারিখে হয়দরের সহিত যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে জেনরল কুট সাহেব প্রধান সেনাপতি ছিলেন ঐ যুদ্ধে সর হেক্টর মনরো এমত অপমানিত হন যে তিনি আপনার অভিমানে পীড়ার ছল করিয়া মান্দ্রাজে অমনি বসিয়া ছিলেন। এই যুদ্ধোদ্যোগের সেনাপতি হওয়া সর হেকটর মনরো সাহেবের ন্যায্য ছিল বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তৎকালে তাঁহার প্রধান শত্রু সাদলর সাহেব কৌন্সেলের এক জন অন্তঃপাতী ছিলেন অতএব মনরো সাহেব কহিলেন যে ঐ সাহেবের যাহাতে হুকুম চলে এমত কোন কর্ম্ম আমি করিব না কিন্তু কৌন্সেলি সাহেবেরা সৌজন্যপূর্ব্বক কহিলেন যে তুমি যদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে বাসনা কর তবে কেবল বড় সাহেবের আজ্ঞা লও তাহাতে কৌন্সেলের নামও থাকিবে না। ২১ অক্তোবরে জাহাজহইতে সমস্ত সৈন্য উত্তীর্ণ হইয়া তদ্দিবসেই প্রথম আক্রমণের উদ্যোগ করা গেল। ৩ নবেম্বরে দুর্গের উত্তর দিগে চড়াউ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরা শীঘ্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন ৬ তারিখে তাঁহারা নিগাপটামের বড় সাহেবের নিকট ঐ স্থান সমর্পণকরণবিষয়ে প্রসঙ্গ করিলেন কিন্তু তিনি ঐ কথা হেয়জ্ঞান করিয়া ১২ তারিখে দুই দল সৈন্য লইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উপর আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণও নিষ্ফল হওয়াতে অবশেষে তিনি ঐ স্থান সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ঐ নগরে ৬৫৫১ জন সৈন্য ছিল আক্রামকেরদের অপেক্ষা অনেক অধিক। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সেখানে অনে·

কর্ষুদ্ধের সরঞ্জাম এবং অনেক বাণিজ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন যেহে তুক দুই বৎসরপর্য্যন্ত তথায় কোন জাহাজ রফ্তানী হয় নাই। নিগাপটাম অধিকৃত হইলে সেই তটস্থ তাবৎ হলণ্ডীয়েরদের স্থান ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তাগত হইল এবং হয়দর এসকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশীঘ্র তঞ্জাউর দেশহইতে আপনার সৈন্যেরদিগকে উঠাইতে লাগিলেন। অপর লার্ড মকার্টনি স্বীয় সৈন্য লইয়া লঙ্কাতে হলণ্ডীয়েরদের ত্রিঙ্গমালি নামে যে স্থান ছিল তাহা অল্প দিবসের মধ্যে আয়ত্ত করিলেন কিন্তু এই সকল যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইলেও মান্দ্রাজের বড় সাহেবের অর্থের অপ্রতুল ঘুচিল না তাঁহার কোষ ইহাতে কিছু পূর্ণ হইল না এবং হয়দরের পরাক্রমও তাদৃশ ন্যূন হইল না এবং কলিকাতাহইতে তাঁহারদের টাকা প্রাপণের ভরসারো ক্ষীণতা হইল। এই সকল বিভ্রাট দেখিয়া নবাবের সহিত লার্ড মকার্টনির টাকার বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যকতা হইল অতএব অনেক কথোপকথনের পর এবং কলিকাতায় বারম্বার পত্রাদি লিখনের পর নবাবের সহিত শেষে এই বন্দোবস্ত হইল যে পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত কর্ণাট দেশোৎপন্ন তাবৎ উপস্বত্ব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে প্রদত্ত হইবেক এবং সে উপস্বত্বের ছয় ভাগের এক ভাগ নবাবের পরিবারের খরচের কারণ দেওয়া যাইবেক অবশিষ্ট পাঁচ অংশও নবাবের হিসাবের মধ্যে গণিত হইবেক কিন্তু তাবৎ কালেক্টর লার্ড মকার্টনিকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেক এবং তদ্ব্যাপারে নবাব হস্তক্ষেপ করিবেন না। এইবন্দোবস্তে ১৭৮১ সালের ২ দিসেম্বরে স্বাক্ষর হইল এবং এক অধিকারে দুই জনের কর্ত্তৃত্বে যে বিভ্রাট তাহা মিটিল।

অপর সৈন্যেরা যখন বার্ষিক বিশ্রামার্থ শিবিরাগত হইল তখন তাহারা অনুমান করিল যে অনেক কালপর্য্যন্ত আমরা এই স্থানে বিশ্রাম পাইব কিন্তু ইতিমধ্যে মান্দ্রাজে এই সমাচার পঁহুছিল যে চিতুর দুর্গ হয়দরের হস্তগত হইয়াছে এবং বেলুরে এমত আহারীয় দ্রব্যাভাব হইয়াছে যে ১১ জানুআরির পর ভক্ষ্যাভাব হওয়াতে তাহারদের পরাজিত হওনের সম্ভাবনা। তাহা

তে মান্দ্রাজস্থ সাহেব লোকেরা এই নিশ্চয় করিলেন যে সেই স্থান কোনরূপে রক্ষা করিতে হইবেক অতএব সৈন্যের বাকী বেতন দেওনার্থে মান্দ্রাজের রাজকোষের অর্থ নিঃশেষরূপে বিতরণ করিলেন। তৎকালে আটহাজার বলদ ও তিন হাজার মজুর প্রস্তুত ছিল তদ্দ্বারা উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য অবশ্য বেলুরে প্রেরিত হইতে পারে বড় সাহেব ইহা নিশ্চয় করিলেন। এবং কর্ম্মের আবশ্যকতা দেখিয়া জেনরল সর আইর কুট সাহেব অভিমানাদি ত্যাগ করিয়া অসুস্থ হইয়াও ১৭৮২ সালের ২ জানুআরিতে চলিষ্ণু সৈন্যেরদের সহিত যাত্রা করিলেন। ৫ তারিখে তাঁহার পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে সৈন্যেরা ত্রিপাসুরে স্থগিত হইল কিন্তু তৎপরদিবসে তিনি কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য পাইয়া সৈন্যেরদিগকে বেলুরে যাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং আপনি লোকেরদের নিবারণ কিছু না শুনিয়া গমন করিলেন। ১০ তারিখে তাঁহারা বেলুরের নিকটে পঁহুছিলেন ঐ নগরের সম্মুখে একটা দলদলি স্থান ছিল কারণ হয়দর ঐ ভূমি পঙ্কিলকরণার্থ পুষ্করিণীহইতে জল সেচন করিয়াছিলেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সেই স্থানে পঁহুছিয়া আপনারদের বলদ ও তোপাদি অতিক্লেশে আকর্ষণপূর্ব্বক লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন এই সমাচার শুনিয়া হয়দর কতক অশ্বারূঢ় সৈন্য তাহারদের প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন কিন্তু তাহারা না আসিতে২ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তোপাদি ও ভক্ষ্য দ্রব্যসকল বেলুর নগরে পঁহুছিল অতএব ঐ অশ্বারূঢ়েরদের আগমন নিষ্ফল হইল।

পূর্ব্বে লেখাগিয়াছে যে ফ্রান্সীয়েরদের অধিকৃত মাহীনামক স্থান ইঙ্গলণ্ডীয়েরা অধিকার করেন পরে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত সৈন্যেরা তেলিচেরিতে শিবির স্থাপন করিল। ১৭৮১ সালের মে মাসে দেশরক্ষণার্থ ঐ সৈন্যেরদিগকে নিযুক্ত করা মান্দ্রাজস্থ সাহেব লোকেরদের আবশ্যক বোধ হইল এবং বোম্বেহইতে মেজর এবিংডন সাহেব সসৈন্য আগমন করিয়া তেলিচেরির অধ্যক্ষতা কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন। তৎসময়ে হয়দরের এক প্রধান সেনাপতি অনেক সৈন্য লইয়া ঐ স্থান বেষ্টন করিতে প্রেরিত হইলেন

এবং মেজর এবিংডন সাহেব অতিযত্নেতেও সেস্থান রক্ষা করি তে সমর্থ হইবেন না ইহা দেখিয়া বোম্বেহইতে কতক নূতন সৈন্য ও আহারীয় দ্রব্য আনাইলেন। বোম্বেহইতে সে সকল দ্রব্য পঁহু ছিলে তিনি ভাবিলেন যে আমি এ স্থানে বসিয়া কি করি বরং বিপক্ষেরদের উপর আক্রমণ করা উচিত অতএব ৭ জানুআরির মধ্যরাত্রে তাঁহার সৈন্যসকল গুপ্তরূপে নিঃশব্দে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিল এবং সম্মুখস্থ এক দলদলিদিয়া অতিক্লেশপূর্ব্বক গমন করত অরুণোদয় কালে অকস্মাৎ শত্রুরদের ছাউনির উপর আক্রমণ করিল তাহাতে শত্রুপক্ষীয় কতক সৈন্য হত ও কতক ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করে এবং তাহারদের সেনাপতি আ ঘাতী হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্ত্তৃক ধৃত হইল। অপর তচ্চতু র্দিকস্থ দেশের যে জমীদারেরদিগকে হয়দর দূর করিয়া দিয়া ছিলেন তাহারদিগকে মেজর এবিংডন পুনর্ব্বার স্ব২ স্থানে স্থা পন করিয়া কালিকত স্থানের প্রতি যাত্রা করিয়া তাহা অধি কার করিলেন। ইতিমধ্যে ফ্রান্সীয়েরা ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আ পন২ দেশহইতে যুদ্ধজাহাজ ও সৈন্য এবং যুদ্ধায়োজন দ্রব্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্য প্রথমে পঁহুছে এবং তাঁহারদের সেনাপতি ছয় দিনপর্য্যন্ত বোম্বে বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার আপন সৈন্যেরদিগকে জাহাজে তুলি য়া মান্দ্রাজের প্রতি যাত্রা করিলেন কিন্তু মলয়বার তটে আ ঞ্জেঙ্গো স্থানে পঁহুছিয়া মান্দ্রাজঘটিত তাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া অ নেক বিবেচনাপূর্ব্বক তিনি এই স্থির করিলেন যে মান্দ্রাজে না গিয়া যদি মলয়বার তটে উত্তীর্ণ হইয়া হয়দরের দেশের উপর আক্রমণ করি তবে মান্দ্রাজের অধিক উপকার দর্শিবে অতএব কালিকত স্থানে সৈন্য নামাইয়া মেজর এবিংডন সা হেবের সহিত মিলিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে হয়দরের নিজ দেশের উপর আক্রমণ করত তাঁহার সৈন্যেরদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া কতক দুর্গ আয়ত্ত করিলেন ও উপযুক্ত সময়ে কালিকতে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধজাহাজের বহর ভারতবর্ষে পঁ

হুছিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধজাহাজের সহিত যুদ্ধ হয় কিন্তু তা হাতে কোন পক্ষে জয়াজয় নিশ্চয় হইল না। অপর ফ্রান্সীয়েরা আপনারদের নবাগত দুই হাজার সৈন্য পোর্ত্তো নোবো স্থানে নামাইল এবং টেপুর অধীন হয়দরের অনেক সৈন্য তথায় আসিয়া তাহারদের সহিত মিলিল। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে টেপু সুলতান ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এক দল সৈন্যের উপর আক্রমণপূর্ব্বক এতদ্রূপে তাহারদিগকে উদ্বস্ত করিলেন যে ইহার পূর্ব্ব তাবৎ যুদ্ধ কাল ব্যাপিয়া এরূপ সংহার হয় নাই, বিশেষতঃ কর্ণল ব্রাথওএট সাহেব এক শত গোরা ও পনর শত এতদ্দেশীয় সিপাহী ও তিন শত অশ্বারূঢ় সৈন্যসমেত তঞ্জাউর রক্ষার্থ প্রেরিত হইয়া সেই নগরহইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তর কলেরুন নদীর তীরে শিবির করিয়া রহিয়াছিলেন। তাঁহার শিবির দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল না বটে কিন্তু তাহার উভয় পার্শ্বে নদী এবং বিপক্ষেরা দূরে ছিল এইপ্রযুক্ত তিনি স্বয়ং নিরুদ্বেগে থাকিলেন। এই সকল অবগত হইয়া হয়দরের কিছু ভরসা জন্মিল এবং টেপুর কর্ত্তৃত্বাধীন দশ হাজার অশ্বারূঢ় ও দশ হাজার পদাতিক ও বিংশতি তোপ এবং লালি সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীন যে চারি শত গোরা সৈন্য ছিল তাহারদিগকে প্রেরণ করিয়া কর্ণল ব্রাথওএট সাহেব ইহার কিছু সন্ধান না পাইতে তাহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিল। কর্ণল ব্রাথওএট সাহেব প্রথমতঃ তঞ্জাউরে অথবা অন্য কোন সুরক্ষিত স্থানের প্রতি গমন করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু বিপক্ষেরদের সৈন্যবাহুল্যদৃষ্টে তাহা অপরামৃশ্য হইল। অপর নিরুপায় হইয়া প্রাণপণপর্য্যন্ত তাঁহারা সকলেই যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং এই অল্প সৈন্য যদ্রূপ সাহস ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতা তৎসময়ে প্রকাশ করিল তত্তুল্য প্রায় যুদ্ধগ্রন্থের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা আপনারদের তাবৎ সৈন্যের চতুষ্কোণরূপ শ্রেণী করিয়া মধ্যস্থ অশ্বারূঢ়েরদিগকে ন্যস্ত করত চারি দিগে পিঠাপিঠি রূপে থাকিলেন এবং শ্রেণীর মধ্যে২ তোপ স্থাপন করিলেন। আক্রামকেরা আক্রান্তেরদের অপেক্ষা বিশগুণ অধিক। টেপু আপনার তোপের দ্বারা বারম্বার তাহার

দের শ্রেণী ভঙ্গ করিতে যত্ন করিলেন এবং যখন তোপদ্বারা শ্রেণীমধ্যে কেবল একবিন্দু ভেদ করিতে পারিলেন তখন তিনি আপন সৈন্যেরদিগকে অর্থাঙ্গীকার ও লোভ ও ভয় দর্শাইয়া এবং অসম্মতেরদিগকে বেত্রাঘাত ও পলাইতেরদের মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করাইতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু তাহারা নিকটে পঁহুছিলে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা তাহারদের উপর অবিশ্রাম গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বরং তাহারা পশ্চাৎ হটিল। যেমন তাহারা অল্প হঠে তেমনি সেই অবকাশে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যশ্রেণীর মধ্যস্থ অশ্বারূঢ়েরা বাহিরে আসিয়া অতিবেগে তাহারদের উপর আক্রমণ করত কতক হত ও আঘাতী করিয়া পুনর্ব্বার আপনারদের শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করে এতদ্রূপে তাহারা অনশনে অবিরামে ছাব্বিশ ঘণ্টাপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। অপর যখন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিক সৈন্য হত হইল এবং অবশিষ্ট কতক আঘাতেও পরিশ্রমেতে ব্যাকুল তখন লালি আপন চারি শত গোরা সিপাহী ও টেপুর অন্য২ কতক পদাতিক লইয়া সঙ্গিনদ্বারা তাহারদের উপর আক্রমণ করিলেন ইহাতে সিপাহীরদের মন ও শ্রেণী ভগ্ন হইল তাহাতে টেপুর সেনারা ঐ দুর্ব্বল বেচারারদের উপর আপনারদের গোলা সম্পূর্ণরূপে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল তৎকালে অনেক যত্নপূর্ব্বক তাঁহারদের সহকারি ফ্রান্সীয় সেনাপতি লালী তাহারদিগকে থামিয়া রাখিতে উদ্যোগ করিলেন এবং এমত কথিত আছে যে ঐ লালী স্বহস্তদ্বারা টেপুর তিন জনের শিরশ্ছেদব্যতিরেকে তাহারদিগকে থামিয়া রাখিতে সমর্থ হন নাই।

যখন ফ্রান্সীয়েরদের নবাগত দুইহাজার গোরা সৈন্য আসিয়া টেপুর সহিত মিলিল সুতরাং তিনি অতিশয় প্রবল হইলেন এবং ৩ আপ্রিল তারিখে কদলুর তাঁহার হস্তগত হইল কিন্তু ইতিমধ্যে ইহা কথয়িতব্য যে ফ্রান্সীয়েরদের যে যুদ্ধ জাহাজ তটে ছিল তাহারদের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয় যুদ্ধ জাহাজের যুদ্ধ হয় কিন্তু সে যুদ্ধেও পূর্ব্ব যুদ্ধের ন্যায় জয়াজয় নিশ্চয় হইল না। অ

পর ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা আপনারদের ছাউনি পরিত্যাগপূর্ব্বক ১৭ আপ্রিলে রণ ভূমিতে প্রস্তুত হইল তাহারদের প্রথম ইচ্ছা ছিল যে পরমাকোইলহইতে বিপক্ষেরদের বেষ্টনকারি সৈন্যেরদিগকে উঠাইয়া দেয় কিন্তু কারাঙ্গুলেতে পঁহুছিয়া তাহারা শুনিল যে পরমাকোইল বিপক্ষেরদের হস্তগত হইয়াছে অতএব ২৪ তারিখে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা বন্দিবাসের নিকট যে স্থানে ইহার বাইশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ সর আইর কূট সাহেব ঐ জেনরল লালি সাহেবকে জয় করিয়াছিলেন সেই স্থানে তাঁহারা ছাউনি করিলেন কিন্তু তথায় জলাভাবপ্রযুক্ত তৎপর দিবস দুর্গের অন্যপার্শ্বে তাঁহারদের অবস্থিতি করিতে হইল সেই স্থানে শুনিলেন যে আরণিনামক স্থানেতে বিপক্ষেরদের যুদ্ধ দ্রব্য সকল ন্যস্ত আছে অতএব সেই নগরের প্রতিকূলে যাত্রা করিলে হয় নগর হস্তগত হইবেক নতুবা তন্নগর রক্ষার্থে হয়দরের আমারদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে হইবেক। কিন্তু হয়দর দুইদিনের মধ্যে বাইশ ক্রোশ চলিয়া সে স্থানে পঁহুছিয়া সেখানে আপন সৈন্যের গমনাগমনদ্বারা তিনি এমত লক্ষণ দেখাইলেন যে তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত অল্প পাছে হটিলেন ইত্যবকাশে টেপুর প্রস্তুত সৈন্যেরা আসিয়া ঐ স্থানহইতে তাবৎ দ্রব্য লইয়া প্রস্থান করিল। অপর ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সসজ্জ হইয়া যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন তেমন হয়দর পশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ ঐ আরণি নগর তাঁহারা শূন্য পাইলেন এবং হয়দরের ছলের দ্বারা জেনরল সর আইর কূট সাহেবের এক দল সৈন্য বিনষ্ট হইলে তিনি ২০ তারিখে মান্দ্রাজে ফিরিয়া আইলেন। পরে নিগাপটাম অধিকার করিবার নিমিত্ত ফ্রান্সীয়েরা ও হয়দর যে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন সে মন্ত্রণা নিষ্ফল হইল বিশেষতঃ সেই মন্ত্রণা ইঙ্গলণ্ডীয় ও ফ্রান্সীয়েরদের মধ্যে জলপথে তৃতীয়বার যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধদ্বারা বিফল হইল। উভয় পক্ষেরি জাহাজ জীর্ণ হওয়াতে উভয়ের কোন বন্দরে গিয়া জাহাজ মেরামত করিবার আবশ্যকতা হইল তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা মান্দ্রাজের প্রতি গমন করিলেন ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজপতি সুফ্রিন

সাহিব কদলূরে গমন করিলেন। ঐ সুফ্রিন্ সাহেব অতি আশ্চর্য্য বিজ্ঞ লোক প্রয়োজন হইলে ছুতার মিস্ত্রীর ন্যায় তিনি আপন হাতে জাহাজ মেরামর্ত করিতেন। কদলূরে পঁহুছিয়া কাষ্ঠের অল্পতা হইলে তিনি ঘরের মধ্যে যেখানে কর্ম্মোপযোগি কড়ি কাষ্ঠপ্রভৃতি পাইলেন তাহা বাহির করিয়া আনিলেন যখন অন্য জাহাজপতিরা তাঁহাকে কহিল যে তোমার জাহাজ সকল এমত জীর্ণ হইয়াছে যে মরিচ উপদ্বীপ অথবা অন্য কোন বন্দরে না গেলে উত্তম মেরামত হইবেক না তাহাতে তিনি কহিলেন যে তাবৎ সমুদ্রই আমার বন্দর। ১ আগস্ত তারিখে তিনি আপনার সমস্ত জাহাজ প্রস্তুত করিয়া পুনর্ব্বার প্রস্থান করিলেন এবং মান্দ্রাজের বড় সাহেব ইহা শুনিয়া মান্দ্রাজস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজপতিকে কহিলেন যে এক্ষণে তোমাকে জাহাজ লইয়া অবিলম্বে তাহারদের পশ্চাৎ যাইতে হয় তাহাতে আলস্যপ্রযুক্ত কি ঈর্ষাপ্রযুক্তই বা হউক কিম্বা অন্য কোন কারণ জন্যই বা হউক তিনি ২০ আগস্তপর্য্যন্ত প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিলেন। পরে জাহাজসমেত ত্রিঙ্কমালিতে গিয়া শুনিলেন যে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে ফ্রান্সীয় জাহাজ সে স্থানে পঁহুছিয়া তাহা অধিকার করিয়াছে ইহা শুনিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি বিবেচনা করিলেন যে আমি যদি এইক্ষণে ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারি তবে আমার এই অসম্ভ্রম দূর হয় অতএব তিনি তাহাই স্থির করিলেন এবং তৎপর দিবসে অতিশয় প্রত্যূষে উভয় পক্ষীয় জাহাজ শ্রেণীবদ্ধ হইল। ঐ শ্রেণীতে ফ্রান্সীয়েরদের বার ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এগার জাহাজ ছিল। অপরাহ্নে তৃতীয় প্রহরের সময় যুদ্ধ আরম্ভানন্তর এক প্রহরপর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়া রাত্রি উপস্থিত হওয়াতে সুতরাং যুদ্ধ স্থগিত হইল তাহাতে কোনপক্ষে জয়াজয় কিছুই নিশ্চয় হইল না। এই যুদ্ধেতে ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজপতি সুফরিন আপন লোকেরদের উপর এমত বিরক্ত হইলেন যে যুদ্ধের পর তাহারদের ছয় জনকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন।

অপর মান্দ্রাজস্থ লোকেরদের বিভ্রাট দিনে ২ বৃদ্ধি হইতে

লাগিল হৈয়দরের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রা করিতে বড় সাহেবের ইচ্ছা ছিল কিন্তু জাহাজপতি সর এড্বার্ড হিষ্টস সাহেব জাহাজ লইয়া সেস্থানে যাইতে কোন মতে সম্মত না হইয়া বরং কহিলেন যে শীঘ্র জাহাজ লইয়া আমি বোম্বে প্রত্যাগমন করিতেছি। মান্দ্রাজের বড় সাহেব লার্ড মকার্টনি ঐ জাহাজপতিকে অতি বিনীতিপূর্ব্বক কহিলেন যে আপনারদের অতিনিকট ত্রিঙ্কমালি উত্তম বন্দরে ফ্রান্সীয়েরদের যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত আছে অন্য দিগে হয়দর সসৈন্য তাবৎ কর্ণাট দেশ আচ্ছাদন করিয়াছেন অতএব এখানে যদি যুদ্ধজাহাজ না থাকে তবে এ স্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের নাম লুপ্ত হয়। আরো কহিলেন যে আহারীয় দ্রব্যের বিষয়ে আমারদের দুরবস্থা দেখুন জল পথবিনা ভক্ষ্য দ্রব্য আহরণের উপায় নাই আমারদের ত্রিশ হাজার বস্তা শস্য ন্যস্ত আছে এবং তটস্থ জাহাজে আরো ত্রিশ হাজার বস্তা আছে তোমার যুদ্ধজাহাজের ব্যাপারে নৌকাসকল এমত বিব্রত যে তণ্ডুলাদি নামাইতে অবকাশ পাইলাম না এবং আমার মাসিক ব্যয় পঞ্চাশ হাজার বস্তা তণ্ডুলের ন্যূন নহে অতএব তুমি যদি যুদ্ধজাহাজ লইয়া চলিয়া যাও তবে আমারদের ভক্ষ্য দ্রব্যাভাবে অবশ্য মরিতে হইবেক। এবং কহিলেন যে গত বৎসর এইরূপ ঝড়ের সময়ে জাহাজ লইয়া তুমি এই তটে ছিলা অতএব এইক্ষণে যাওনের আবশ্যক কি। কিন্তু এই সকল পরামর্শ তিনি হেয় করিয়া ১৫ অক্টোবরে জাহাজের পালি তুলিয়া বোম্বে ফিরিয়া গেলেন তাহার চারি দিবস পরে ইঙ্গলণ্ডহইতে অপর এক যুদ্ধজাহাজ বহর পঁহুছে তন্মধ্যে তিন হাজার তিন শত চল্লিশ সৈন্য ছিল কিন্তু জাহাজপতি পঁহুছিয়া শুনিলেন যে হিষ্টস সাহেব জাহাজ লইয়া বোম্বে ফিরিয়া গিয়াছেন তখন ইহা শুনিয়া তিনি আপনার সকল জাহাজ লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন।

ঐ সময় সর আইর কূট সাহেব জীর্ণত্বপ্রযুক্ত যুদ্ধে অক্ষম হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং জেনরল ষ্টুআর্ট সাহেব তাবৎ সৈন্যের অধিপতি হইয়া মান্দ্রাজে শিবিরস্থাপনপূর্ব্বক

অবস্থিতি করিলেন তৎকালে সৈন্যেরদের অত্যল্প দিবসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য ছিল এবং তাহারদের ছয় মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছিল তথাপি মলয়বারতটে যে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা বোম্বেইতে আসিয়া হয়দরের দেশের উপর আক্রমণ করে তাহারদের সহায়তার নিমিত্ত মান্দ্রাজহইতে চারি শত গোরা সিপাহী প্রেরিত হইল এবং উত্তর সরকার দেশের উপর ফ্রান্সীয়েরা দৌরাত্ম্য না করে এই নিমিত্তে সেখানেও তিন শত সৈন্য প্রেরিত হইল এবং নিগাপটামে পাঁচ শত সৈন্য প্রেরিত হয়। মান্দ্রাজের দুরবস্থার বিষয় ফ্রান্সীয়েরা যদি কিছুমাত্র জানিতে পারিত তবে তাহারা যে কি করিত তাহা কথনাসাধ্য কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহারা মান্দ্রাজের কিছু সমাচার পায় নাই এবং জাহাজও তৈনাতী রাখে নাই ইহাতে উত্তর সরকার দেশহইতে মান্দ্রাজে খাদ্য দ্রব্য অনায়াসে প্রেরিত হইতে লাগিল ইতিমধ্যে এমত এক ঘটনা উপস্থিত যে তাহাতে তাবৎ ভারতবর্ষের অবস্থার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ হয়দরের পরলোক প্রাপ্তি হয়। যৌবনাবস্থাতে হয়দর আলী কেবল এক পেয়াদা হইয়া লেখাপড়াপর্য্যন্ত না জানিয়াও বয়োবৃদ্ধিক্রমে এক মহারাজ্য স্থাপন করেন এবং যুদ্ধেতে ও রাজকর্ম্মেতে এমত নৈপুণ্য প্রকাশ করেন যে তত্তুল্য অপর ব্যক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। আশী বৎসর বয়স্ক হইয়া ১৭৮২ সালের দিসেম্বর মাসের প্রথমে তিনি চিতুর দুর্গে লোকান্তরগত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র টেপুসুলতান পশ্চিমে মলয়বার তটে কর্ণল হম্বরষ্টন সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন।

ঐ হম্বরষ্টন সাহেব মে মাসের অবসানকালাবধি সেপ্তেম্বর মাসের আরম্ভপর্য্যন্ত কালিকতে থাকিয়া পরে পালাকোটা নামে এক মহাদুর্গের প্রতিকূলে চারি হাজার সৈন্য লইয়া গমন করিলেন তদ্দেশের পশ্চিম ও পূর্ব্ব তটের মধ্যস্থ মহাপর্ব্বতশ্রেণীর প্রধান পথহইতে ঐ পালাকোটা কিঞ্চিদ্দূর। বলদের অভাব প্রযুক্ত কর্ণল সাহেব আপনার বৃহদ্ বৃহত্তোপের অর্দ্ধেকের অধিক সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলেন না। অপর তিনি দুই তিন দুর্গাধি

কার করণানন্তর পালাগাছারির সম্মুখে অবস্থিতি করত তিন দিনে তে ঐ স্থান বেষ্টন করিয়া অনুসন্ধানপূর্ব্বক দেখিলেন যে বৃহ তোপ বিনা এই স্থান আয়ত্ত হইবে না অতএব যেপর্য্যন্ত ঐ তোপ না পঁহুছে সেপর্য্যন্ত তদপেক্ষায় থাকিয়া তিনি ২২ সেপ্তেম্বরে আপনার সৈন্যেরদিগকে কিছু পাছে হঠিয়া ছাউনি করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে সেনাপতির উ পর তাহারদের কর্ত্তৃত্ব ছিল তিনি তাহারদিগকে শ্রেণীমত স্থরি য়া যাইতে হুকুম না দিয়া কেবল সেই স্থানহইতে মুখ ফিরাই য়া যাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন তাহাতে তাবৎ খাদ্য দ্রব্য ও যু দ্ধায়োজন তাহারদের পাছে পড়িল। পর্ব্বতীয় এক অনাবৃত্ত পথদিয়া তাহারা যেমন যাইতেছিল তেমনি তাহারা দেখিল যে সকল সৈন্যই ঐ পথ উত্তীর্ণ হইয়া তরবান্তরে পড়িল কেবল খাদ্য দ্রব্য ও যুদ্ধায়োজন পশ্চাৎ আছে তখন বিপক্ষেরা আক্র মণপূর্ব্বক ঐসকল খাদ্য দ্রব্যাদি হস্তগত করে তৎপ্রযুক্ত ইঙ্গল ণ্ডীয়েরদের অতিশীঘ্র কালিকতপর্য্যন্ত ফিরিয়া যাইতে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহারা শুনিলেন যে টেপুসুলতান বিশ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহারদের পশ্চাৎ২ আগমন করিতেছেন। তৎ পর দিবসপ্রত্যুষে টেপুর অগ্রগামি সৈন্যেরা তাহারদের উপর অবিরত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল এই প্রযুক্ত কেবল যুদ্ধেতে সমস্ত দিন ক্ষেপণ হইল অবশেষে রাত্রিকালে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈ ন্যেরা পান্যানীনামে অতি দুস্তর নদী তীরে পঁহুছিয়া দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত অন্বেষণের পর তাহার এক স্থানে চড়ার সন্ধান পাই ল কিন্তু সেইস্থানেও তাহারদের থুতনিপর্য্যন্ত জল হইল তথা পি তাহারা সেই রাত্রিতে ঐ চড়া পার হয়। টেপুসুলতান নদী দুস্তর জ্ঞান করিয়া ভাবিলেন যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কদাচ পার হইতে পারিবে না অতএব কল্য অনায়াসে আক্রমণ করিব এই প্রত্যাশায় সে রাত্রিতে তাদৃক মনোযোগ করিলেন না কিন্তু তৎ পর দিবসপ্রাতঃকালে আসিয়া যখন দেখিলেন যে তাহারা রা ত্রিযোগেই পার হইয়া পান্যানী নগরের মধ্যে প্রবেশ করি য়াছে তখন তিনি অবিলম্বে সেই নগর বেষ্টন করিলেন এবং

২৮ নবেম্বরের অতিশয় প্রত্যুষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনারদের সৈন্য শ্রেণীবদ্ধপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন ইতিমধ্যে লালি হঠাৎ আসিয়া তাহারদের উপর আক্রমণ করত কতক সিপাহীরদিগ কে নিরাকরণপূর্ব্বক ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তোপ হস্তগত করিলেন। কিন্তু বাদশাহের ৪২ রেজিমেণ্ট আপনারদের সঙ্গিন চড়াইয়া টেপুর উপর এমত আক্রমণ করিল যে তাঁহার সৈন্যেরা সকলে গোলমালে পড়িয়া গেল। টেপু আক্রমণ করণ বিষয়ে পুনর্ব্বার উদ্যোগ করিলেন ইতিমধ্যে সমাচার পঁহুছিল যে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হইয়াছে অতএব তিনি তাবৎ সৈন্যকে আপন পশ্চাৎ আসিতে আজ্ঞা দিয়া আপনি কতক অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া অতি শীঘ্র সে স্থানহইতে রাজধানীপর্য্যন্ত প্রস্থান করিলেন।

যখন হয়দরের মৃত্যু সম্বাদ মান্দ্রাজের বড় সাহেব লার্ড মকার্টনি সাহেবের নিকট পঁহুছিল তখন তিনি হয়দরের সৈন্যের উপর চড়াউ করিতে অতিশয় মনোযোগী হইলেন যেহেতুক তিনি নিশ্চয় জানিলেন যে ভারতবর্ষস্থ সৈন্যেরদের অধিপতি যখন মরেন তখন বিষয়সকল গোলমাল হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জেনরল ষ্টুআর্ট সাহেব তাবৎ সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন এবং তিনি এমত একগুঁআ যে লার্ড মকার্টনির তাবৎ পরামর্শ হেয়জ্ঞান করিয়া গমনে গতিক্রিয়া করিলেন তাহাতে ঐ সুযোগ বৃথা গেল। ইতিমধ্যে টেপু দেখিলেন শলা করিবার অবকাশ নাই অতএব তিনি কোলারে অতিবেগে পঁহুছিয়া পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করণানন্তর পুনর্ব্বার সসৈন্য আগমন করিয়া দিসেম্বর মাসের অবসানকালে তথায় পঁহুছিলেন। তাঁহার পিতার প্রধান সেনাপতি কৌশলক্রমে কতক কালপর্য্যন্ত হয়দরের মৃত্যু সম্বাদ গোপনে রাখিয়া টেপুর আগমনপর্য্যন্ততাবৎ সৈন্যকে বশীভূত ও সুস্থির রাখিলেন। টেপু সেস্থানে পঁহুছিয়া সৈন্যেরদের বাকী বেতন সকল দিলেন এবং তাহারদের তুষ্টিজনক কতক নিয়ম করিয়া আপনি পিতৃ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। অপর ফ্রান্সীয়েরদের নয় শত গোরা আড়াই শত কাফিরি দুই হাজার সিপাহী বাইশটা তোপ আনিয়া টেপুর সহিত মিলিল তৎকালে তা

বৎ কর্ণাট দেশের মধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের দুই হাজার নয় শত পাঁয়তাল্লিশ এবং ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ১১৫৪৫ জন সৈন্য ছিল।

৪ জানুআরি তারিখে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইয়া ৫ ফেব্রুআরিতে যাত্রা করিল ৮ তারিখে বান্দিবাসে পঁহুছিয়া সেই স্থানে টেপুর সৈন্য দৃষ্ট হইল ১৩ তারিখে জেনরল সাহেব যুদ্ধ প্রসঙ্গ করিলে বিপক্ষেরা ঐ দিবসে নদীপার হইয়া প্রস্থান করিল। জেনরল ষ্টুআর্ট সাহেব দেখিলেন যে বান্দিবাস ও কারাঙ্গোলি এই দুই দুর্গ রক্ষা করা ভার অতএব তিনি ঐ দুর্গদ্বয় সমভূমি করিয়া বেলুরে যাত্রা করিলেন এবং তথায় পঁহুছিয়া শুনিলেন যে টেপু কর্ণাট দেশহইতে তাবৎ সৈন্য উঠাইয়া পশ্চিম তটে গমন করিয়াছেন অতএব তিনিও তাঁহারদের পশ্চাৎ গমন করিতে নিশ্চয় করিলেন। টেপুর ঐ স্থানে গমনের দুই অভিপ্রায় প্রথমতঃ স্বীয়াধিকারে আপনাকে দৃঢ়করণ নিমিত্ত দ্বিতীয়তঃ পশ্চিম তটে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যে আক্রমণ করিতেছিলেন তন্নিবারণার্থ। যখন টেপু পান্যানী স্থানে পিতার মৃত্যুসমাচার পাইয়া বেলুরে আগত হইলেন তখন তত্রস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা সময় পাইয়া আক্রমণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল অতএব দিসেম্বর মাসের প্রথমে তাহারদের এই রূপ যাত্রা সিপাহীরা স্থলপথে ইউরোপীয় সৈন্যেরা জলপথে পান্যানীহইতে দেড় শতক্রোশ উত্তর মেরজীনাক স্থানের প্রতি গমন করিলেন। জানুআরি মাসে জেনরল মাথিউস সাহেব সসৈন্য মেরজী স্থানে আগমনকরিয়া তত্রস্থ তাবৎ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যকে স্বীয় পতাকার ব্যাপ্য করিলেন। অপর তিনি অনোর ও তাহার নিকটবর্ত্তি কতক অপ্রয়োজনক স্থান আয়ত্ত করিলেন এবং জানুআরি মাসের ১৫ তারিখে বারহাজার ইউরোপীয় সৈন্য ও তিন চারি হাজার এতদ্দেশীয় সৈন্য তোপসমেত পর্ব্বতীয় হুসেনগিরি নামক পথের প্রতিকূলে গমন করিল। ঐ পথ সর্পসর্পণাকৃতি আড়াই ক্রোশ দীর্ঘ এবং তাহার উভয়পার্শ্ব টেপু তোপদ্বারা সুরক্ষিত করিয়া

ছিলেন। জেনরল মাথিউস সাহেব কেবল সঙ্গীনদ্বারা পথ মুক্ত করত পর্ব্বতের শৃঙ্গপর্য্যন্ত পঁহুছিলেন সেই শৃঙ্গের উপর এমত সুদৃঢ় এক দুর্গ ছিল যে সেই দুর্গ অজেয় ইহা সকলেরি বোধ হইল কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা অন্বেষণ করত এমত এক পথ প্রাপ্ত হয় যে তাহাতে ঘুরিয়া গেলে ঐ দুর্গ পশ্চাৎ করা যায় অতএব তদ্দ্বারা গমন করত সে দুর্গও তিনি অতি শীঘ্র আয়ত্ত করিলেন। তৎপর দিবসে তাঁহারা বেদনূরের প্রতিকূলে গমন করিলেন ঐ বেদনূর মহীশূর রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম প্রদেশের রাজধানী। গমন কালে তাঁহারদের কেবল ছয়বার তোপ ছাড়িবার উপযুক্ত বারুদ ছিল কিন্তু পথিমধ্যে এক জন দূত আসিয়া কহিল যে অত্যাচার যদি না করেন তবে বেদনূরের কিল্লাদার সেই দুর্গ ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ আপনারদিগকে সমর্পণ করেন পরে তাহাই হইল এবং আনানপুর ও মঙ্গলূর ও অন্য কতক ক্ষুদ্র২ কিল্লা ব্যতিরেকে অন্য সমস্তই ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পিত হইল। কালক্রমে ঐ সকল দুর্গও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হাতে পড়িল। অপর মঙ্গলূর অধিকার করণানন্তর জেনরল মাথিউস সাহেব আসিয়া দেখিলেন যে বেদনূরের মধ্যে গোলমাল ও বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে যেহেতুক মণিমুক্তাবিনা আশী লক্ষ টাকা নগত সেখানে পাওয়া যায় সৈন্যেরা সে সকল টাকা আপনারদের মধ্যে অংশ করিয়া লইতে ব্যগ্র ছিল। কিন্তু তাহা জেনরল সাহেব তাহারদিগকে স্পর্শ করিতেও দিলেন না তাহাতে তিন জন সেনাপতি সাহেব বিশেষতঃ কর্ণল মাকলৌড ও মেজর সা ও কর্ণল হম্বরষ্টন সাহেব বিরক্ত হইয়া বোম্বে গিয়া সেখানকার বড় সাহেব ও কৌন্সেলী সাহেবেরদেয় নিকট নালিশ করিলেন এবং জেনরল সাহেবের উপর এমত দোষার্পণ ও অখ্যাতি করেন যে বোম্বের বড় সাহেব তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া কর্ণল মাকলৌড সাহেবকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন কিন্তু জেনরল মাথিউস সাহেব আপনার এই সকল কলঙ্ক দূর করিতে অবকাশ পাইলেন না যেহেতুক পথিমধ্যেই তিনি লোকান্তরগত হইলেন।

কর্ণল মাকলৌড সাহেব এতদ্রূপে প্রধান পদাভিষিক্ত হই

য়া রেঞ্জর নামে এক ক্ষুদ্র জাহাজ আরোহণপূর্ব্বক বেদনুরের প্রতি গমন করিলেন পথের মধ্যে গেরিয়ার নিকট মহারাষ্ট্রীয়েরদের পাঁচ জাহাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়েরদের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সন্ধিপত্র হইয়াছিল কিন্তু জাহাজপতি তাহা জ্ঞাত ছিলেন না এবং কর্ণল মাকলৌড সাহেবও তাঁহারদিগকে এবিষয় কিছু না জানাইয়া উন্মত্ততা করত তাঁহারদের উপর চড়াউ করিলেন তাহাতে ঐ ক্ষুদ্র জাহাজে যত লোক ছিল প্রত্যেক জন হত বা আঘাতী হইল এবং ঐ তিন জন সেনাপতির মধ্যে মেজর সা সাহেব পঞ্চত্ব পাইলেন এবং কর্ণল মাকলৌড ও কর্ণল হম্বর ষ্টোন সাহেব আঘাতী হইলেন। অপর গেরিযাতে নামিয়া কর্ণল হম্বরষ্টন সাহেবের মৃত্যু হইল তাঁহার বিষয়ে সকলেই অতিশয় খেদ করিলেন যেহেতুক তিনি কেবল আটাইশ বৎসরবয়স্ক হইয়া অতিশয় গুণাকর ও প্রাচীন বীরপুরুষের ন্যায় তাঁহার সাহস ছিল। অপর বেদনূরে যেং ব্যাপার হয় তাহা প্রস্তাব্য। বিশেষতঃ বাদশাহের ৪২ রেজিমেণ্ট বেদনুরহইতে তচ্চতুর্দ্দিকস্থ দুর্গ আয়ত্ত করিতে প্রেরিত হয় এবং অন্যং সৈন্যেরাও বেদনূরের কোন এক স্থানে একত্রীভূত না হইয়া দেশের নানা নগর ও নানা দুর্গ ও নানা গ্রামে পৃথক্‌ং ছিল ইতিমধ্যে হঠাৎ ৯ অপ্রিলে এক দল মহা সৈন্যসমেত টেপু বেদনূরের সম্মুখে আসিয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন। পরে অতিশীঘ্র তিনি বেদনূর নগর আয়ত্ত করিয়া তত্রত্য দুর্গের উপর চড়াউ করিলেন এবং তৎসময়েও আপন অনেক সৈন্য ইতস্ততঃ প্রেরণ করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ দেশ পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন তাহাতে বেদনূরস্থ ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরা একেবারে ভরসা হীন হইল। অপর টেপু তাহারদের নিকট দুর্গ সমর্পণবিষয়ক প্রসঙ্গ করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে দুর্গ আমাকে সমর্পণ করিলে আমি তোমারদের উপর অত্যাচার করিব না তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাঁহাকে কিল্লা সমর্পণ করিলেন কিন্তু টেপু কিল্লা হস্তগত করিবা

মাত্র তাঁহারদিগকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া শান্তি হওয়াপর্য্যন্ত তাঁহারদিগকে অতিক্লেশপূর্ব্বক কয়েদ রাখিলেন।

এতদ্রূপে টেপু বেদনূর অধিকার করিয়া সসৈন্য মঙ্গলূরে গমন করিলেন সে স্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অবশিষ্ট সৈন্যেরা ছিল এবং তাঁহারদের সমভিব্যাহারে অত্যল্প খাদ্য দ্রব্য ছিল। ঐ মঙ্গলূর কানাড়া দেশের প্রধান বন্দর হয়দর ও টেপু ঐ স্থান অতি আবশ্যক জ্ঞান করিতেন। অপর নানা ক্ষুদ্র২ যুদ্ধের পর ২৩ মে তারিখে হয়দরের সৈন্যেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বাহস্থ সৈন্যেরদিগকে নগরের মধ্যে দূরীকরণপূর্ব্বক নগর বেষ্টন করিলেন অপর টেপুসুলতান ঐ মঙ্গলূর স্থান অবরোধপূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করুন। মান্দ্রাজে উপস্থিত কার্য্যের উপর এইক্ষণে আমরা দৃষ্টিপাত করি। জেনরল ষ্টুআর্ট সাহেব এতদ্রূপ টেপুসুলতানের পশ্চিম প্রদেশে যাত্রার সম্বাদ অবগত হইয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাগত হইলেন তৎসময়ে মান্দ্রাজের গবরনর ও কৌন্সেলী সাহেবেরা বেদনূর নগর টেপুর আক্রমণকরণ নিবারণাভিপ্রায়ে তাহার পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকস্থ সীমায় দেশের উপর চড়াউ করিতে নিশ্চয় করিলেন। পরে তাঁহারা শুনিলেন যে ফ্রান্সীয়েরা কদরুল স্থানে জাহাজহইতে কতক সৈন্য অবতরণ করাইয়াছিলেন এবং ঐ স্থান ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে হস্তগত হয় ইহা অত্যাবশ্যক বোধ করিয়া জেনরল ষ্টুআর্ট সাহেবকে তথায় সসৈন্যে গমন করিতে অত্যন্ত ত্বরা করিলেন কিন্তু ঐ সাহেব পূর্ব্ববৎ তাঁহারদের ইষ্ট সিদ্ধ না করিয়া নানাবিধ বাধা জন্মাইলেন এবং মিথ্যা আপত্তিদ্বারা টালমটাল করিয়া এক মাসপর্য্যন্ত বৃথা ক্ষেপণ করিলেন। মান্দ্রাজহইতে কদরুল স্থান কেবল পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর এবং তাহাতেও বারদিনে যাত্রা সম্পন্ন হয় কিন্তু জেনরল সাহেব উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াও চল্লিশ দিনের ন্যূনে তথায় পঁহুছিলেন না। অপর অতিবিলম্বে ৭ জুন তারিখে সেই স্থানে পঁহুছিয়া তিন বার তাহার উপর আক্রমণ করেন ঐ আক্রমণ যদি এক কালীন হইত তবে তাহার সাফল্য হওনের সম্ভাবনা থাকিত কিন্তু অবিরত তাহা না হওয়াতে

ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তাড়িত হইয়া তাঁহারদের ৬২ জন সেনাপতি এবং ৩২০ জন ইউরোপীয় সৈন্য তন্মধ্যে কেহ হত কেহ আঘাতী হইল এবং ফ্রান্সীয় সেনাপতি অতিবার্দ্ধক্য ও পীড়িতত্বপ্রযুক্ত যদি জীর্ণ না হইতেন তবে অনুমান হয়যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তাবৎ সৈন্য তৎসময়েই বিনষ্ট হইত। কিঞ্চিৎ কাল পরে ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ যাহাজের যুদ্ধ হয় তাহাতে কোন পক্ষে জয় পরাজয় নিশ্চয় হইল না তথাপি ফ্রান্সীয় জাহাজপতি অনন্তর কদলূর স্থানে গমন করিয়া স্বীয় সৈন্য তন্নগরের মধ্যে স্থাপন করিলেন এতদ্রূপ সাহায্যপ্রাপ্তিপূর্ব্বক ২৫ জুন তারিখে তাহারা নগরের বহির্ভূত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উপর চড়াউ করে পরন্তু তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদেরকর্ত্তৃক তাড়িত হয় অপর ৪ জুলাই তারিখে পুনর্ব্বার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদেরপ্রতি আক্রমণকরণার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যুদ্ধের দ্বারা এবং পীড়াতে ও পরিশ্রমেতে এমত ন্যূনসংখ্যক হইয়াছিলেন যে ফ্রান্সীয়েরা যদি তৎসময়ে তাঁহারদের প্রতি আক্রমণ করিত তবে আশু সুফল হইত। এমত দুরবস্থা সময়ে ইউরোপে ফ্রান্সীয়েরদের সঙ্গে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সন্ধি হয় এই সম্বাদ কদলূর স্থানে পঁহুছনেতে তৎক্ষণাৎ উভয়পক্ষের বৈপরীত্য একেবারে শান্তি হইল। তৎপরে ফ্রান্সীয় সৈন্যাধ্যক্ষ টৈপুসুলতানের নিকটে লিপিদ্বারা কহিলেন যে এইক্ষণে আমারদের ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সঙ্গে সন্ধি হইয়াছে অতএব আপনিও তাঁহারদের সঙ্গে সন্ধি করুন এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রুতিপাত্ত করিয়া মান্দ্রাজে দুই জন উকীল প্রেরণ করিলেন এবং তাহারদের কথোপকথনেতে দৃষ্ট হইল যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনারদের আয়ত্ত দেশ সকল ফিরিয়া দিলে টৈপুসুলতানও স্বয়ং যে সকল দেশ অধীন করিয়াছিলেন তাহা ফিরিয়া দিলে সন্ধি হয়। এই সন্ধির অনুষ্ঠান নিষ্ফল নাহওনার্থ টৈপুসুলতানের উকীলের সহিত তাঁহার নিকটে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের তিন জন কমিস্যনর সাহেব প্রেরিত হন।

ইতিমধ্যে মঙ্গলূরে টৈপুসুলতানকর্ত্তৃক বেষ্টিত ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের ক্লেশোপশমনার্থ কর্ণল ফলর্টন সাহেবের অধীনে

দক্ষিণ প্রদেশে যে সকল সৈন্য ছিল তাহা লইয়া মহীশূরের নাভিপর্য্যন্ত গমন করিতে আজ্ঞা হয় কিন্তু এই অতিবীর সেনাপতির বিবিধ জয়ের বিবরণ প্রস্তাবকরণের পূর্ব্বে তোমারদের ইহা লিখিতব্য যে সর আইর কুট সাহেব মান্দ্রাজের সৈন্যাধ্যক্ষতা পদ ত্যাগ করিলে জেনরল ষ্টুআর্ট সাহেব তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে তিনি গবর্ণমেণ্টের অবাধ্য হইলেন এবং যেং বিষয়ে তিনি স্পষ্টতঃ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী হইতে পারিলেন না তত্তদ্বিষয়ে গোপনে তিনি সকল উদ্যোগ ব্যর্থ করিতে নিশ্চয় করিলেন অতএব সৈন্যধ্যক্ষতাপদে থাকিলে আপদ্ব্যতিরেকে অন্য কিছু ঘটিবে না ইহা নিশ্চয় জানিয়া মান্দ্রাজের বড় সাহেব তাঁহাকে ধৃত করিয়া ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রেরণ করিলেন।

অপর কর্ণল ফলর্টন সাহেব প্রথমে তঞ্জাউর ও ত্রিচিনাপল্লী ও তিনিবিল্লি স্থানহইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, লোকেরদিগকে সান্ত্বনা করিতে উদ্যুক্ত হইলেন ১৭৮৩ সালের ২৫ মে তারিখে তিনি দিন্দিগলহইতে দারাপুরাম্ স্থানপর্য্যন্ত যাত্রা করত ২ জুন তারিখে ঐ স্থান হস্তগত করিলেন কিন্তু যেমন তিনি অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইলেন তেমনি টেপুসুলতানের সহিত সন্ধিহওনের সম্ভাবনায় তাঁহার গমনের অবরোধ করিতে আজ্ঞা হইল। এই আজ্ঞা জেনরল ষ্টুআর্ট সাহেব মান্দ্রাজের বড় সাহেবকে কিছু মাত্র অবগত না করাইয়া তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিয়া ছিলেন অতএব কর্ণল ফলর্টন সাহেব এতদ্রূপে [illegible] রুদ্ধ হইয়া মাধুরের ও তিনিবিল্লী এই দুই প্রদেশের শাসনের পারিপাট্যে মনোযোগ করিলেন যেহেতুক ঐ দুই প্রদেশে নবাবের ও কোম্পানির সমকালীন সমান শাসন থাকাতে তাহা প্রায় বিনষ্ট হইয়াছিল কিন্তু আগস্ত মাসে দক্ষিণ দিক্স্থ পালিগারেরদিগকে দমন করণানন্তর তিনি নূতন সৈন্যেতে সুসজ্জিত হইয়া মহীশূরের সীমাপর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন তৎসময়েও তাঁহাকে এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল যে টেপুসুলতানের সহিত সন্ধির যে উদ্যোগ হইতেছে তাহাতে কি হয় ইহা না জানিয়া ক

দাচ যুদ্ধ করিবা না। অপর ১৮ অক্তোবরে তাঁহারুদের আহারীয় দ্রব্য প্রায় শেষ হইলে মঙ্গলূরের প্রতিকূলে টেপুসুলতান যে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তদ্বার্ত্তা ফলর্টন সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে তিনি যুদ্ধে পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়া মহীশূর রাজ্যার রাজধানীপর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন কিন্তু ঐ মহোদ্যোগে নিবিষ্টহওনের পূর্ব্বে পথিমধ্যে আপনারদের খাদ্য দ্রব্যসকল ন্যস্তকরণার্থ অথবা পরাজিত হইলে তাহাতে আশ্রয়করণার্থ তাঁহার কোন এক দুর্গ প্রাপণের আবশ্যক হইল এই প্রযুক্ত ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুরাক্রমণীয় পালাকাছাড়ির দুর্গ আক্রমণ করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং ৪ নবেম্বরে সেই স্থান বেষ্টন করিয়া ১৩ তারিখে তাহা আয়ত্ত করেন ঐ মাসের ২৬ তারিখে তিনি সসৈন্য যাত্রাকরণপূর্ব্বক কৈম্বিতুর স্থান আক্রমণ করেন। এই সকল ব্যাপার নিষ্পন্ন হইলে শ্রীরংপটম জয় হইয়াছে এবং টেপুসুলতানের রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছে এমত বোধ করিলেন এবং যদ্রূপে ইহার পূর্ব্বে সকল বিষয়ে ইঙ্গলণ্ডীয়ের অশুভ জ্ঞান হইয়াছিল তদ্রূপে এইক্ষণে তাঁহারদের তাবদ্বিষয়ে শুভ বোধ হইল। যেহেতুক পশ্চিম দেশে কর্ণল মাকলৌড সাহেবের অধীনে যে সকল সৈন্য এবং দক্ষিণ দিগে কর্ণল ফলর্টন সাহেবের অধীনে যে সৈন্য ছিল এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তি পথ একেবারে মুক্ত হইল এবং উত্তর দিগে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সৈন্যসকল কদাপ্পা স্থানে অনবরত যুদ্ধ করিতে লাগিল ও পশ্চিম প্রদেশে ক্ষুদ্র রাজাসকল টেপুসুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রস্তুত ছিল এবং মহীশূরনিবাসি ব্রাহ্মণেরা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষপাতী হইতে উদ্যত তৎসময়ে টেপুও স্বয়ং মঙ্গলূর স্থান বেষ্টন করিতে ব্যস্ত ছিলেন এই নানাবিধ মাঙ্গল্য কারণ দৃষ্টে কর্ণল ফলর্টন সাহেব শ্রীরংপটম রাজধানী অধিকার করিতে অত্যন্ত ভরসাযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই অত্যন্ত শুভাবহ কালে টেপুসুলতানের সহিত সন্ধিকরণ কার্য্যে নিযুক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা তাঁহাকে স্থগিত হইতে এবং তিনি যে সকল দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা ফিরিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন।

কিন্তু যেমন তিনি সেই সকল স্থান হইতে হটিতে লাগিলেন তে মনি ঐ কমিস্যানর সাহেবেরদের স্থানে পুনর্যুদ্ধ করিতে হুকুম পা ইলেন । এই সকল বিপরীতাজ্ঞার কারণ এইক্ষণে আমারদের ব্যক্ত করিতে হইবে ।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যাঁহারদিগকে টেপুসুলতানের সহিত সন্ধি করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা শত্রুর দেশে প্রবেশ করি বামাত্র যে মঙ্গলূর স্থান বহুকালাবধি টেপুসুলতান বেষ্টন করি য়া আক্রমণ করিতে পারেন নাই ঐ স্থান আপন হস্তে সমর্পণ করি তে তিনি তাঁহারদিগকে আজ্ঞা দিলেন । অপর দেশের মধ্যে যাত্রা করত তাঁহারদের অত্যন্তাপমান হইল এবং তাঁহারা যখ ন এতদ্বিষয়ে বিরাগ ব্যক্ত করিলেন তখন তাঁহারদিগকে এই মাত্র উত্তর প্রদান হইল যে তোমারদের এই সন্ধিসূচক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনের পর কর্ণল ফলর্টন সাহেব খামকা পালাকাছাড়ি ও কৈম্বিতুর স্থান আক্রমণ করিয়াছেন । ইহা শ্রবণমাত্র তাঁ হারা তৎক্ষণাৎ কর্ণল ফলর্টন সাহেবের নিকটে ইহা লিখিয়া পাঠাইলেন যে আমরা এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনের পর তুমি যে সকল স্থান আয়ত্ত করিয়াছ সেসকল ফিরিয়া দিবা । কিঞ্চিৎ কাল পরে তাঁহারা মঙ্গলূরের সম্মুখে টেপুসুলতানের ছাউনিতে পঁহুছিলেন । ঐ স্থান আয়ত্তকরণের উদ্যোগে টেপুর প্রায় এক বৎসর মিথ্যা ক্ষেপণ হইয়া ছিল এবং তদ্যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যের অধিকাংশ মারাপড়িয়া ছিল । অতএব অত্যন্ত স্মরণীয় তদ্যু দ্ধের বিবরণ এইক্ষণে আমারদের লিখনের আবশ্যক ।

ঐ মঙ্গলূর স্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পক্ষে ৬৯৬ জন ইউরোপীয় ও ২৮৫০ এতদ্দেশীয় সৈন্য ছিল । অপর মে মাসে টেপুসুলতান ৬০০০০ হাজার অশ্বারূঢ় ও ৩০০০০ হাজার পদাতিক এবং ৬০০ ফ্রান্সীয় সৈন্য লইয়া সেই স্থান বেষ্টন করত তিনমাসপর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে আক্রমণ করেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের অলঙ্ঘ্যবীর্য্যপ্রযুক্ত তাঁহার সকল উদ্যোগ নিষ্ফল হইল । অপর আগস্ত মাসে ফ্রান্সীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সন্ধি হইয়াছে

এই সম্বাদ তথায় পঁহুছে তাহাতে ফ্রান্সীয় সৈন্যেরদেরও তৎক্ষণাৎ টেপুসুলতানকে ত্যাগ করিতে হইল এবং টেপুসুলতানের সহিত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে সন্ধি হয় এতদ্বিষয়ে ফ্রান্সীয় সৈন্যাধ্যক্ষ সচেষ্ট হইলেন যদ্যপিও তিনি শলার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন তথাপি যুদ্ধ কিছু নিবৃত্তি করিলেন না। অপর ২ আগস্তে অনেক নিগমন পঠনের পর উভয় দিগে যুদ্ধ যে স্থগিত হয় এমত স্থির হইল ঐ যুদ্ধ স্থগিতসময়ে এই এক নিয়ম হইয়াছিল যে টেপু সুলতানের ছাউনিতে যে হারেতে ভক্ষণীয় দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে সেই হারানুসারে প্রতি সপ্তাহে তিন বার ঐ শহরস্থ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে আহারাদি দ্রব্য যোগান হইবে কিন্তু ঐ নিয়ম তাহারা প্রতিপালন না করিয়া উত্তরোত্তর ভক্ষ্য দ্রব্যের মূল্যের বৃদ্ধি করিতে লাগিল তাহাতে পরিশেষে এক মুরগি ১২ টাকায় এবং অন্য২ দ্রব্যও তদনুরূপ বহুমূল্যে বিক্রয় হয় কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহারা খাদ্য দ্রব্য একেবারে যোগান রহিত করিল এবং ঐ দুর্ভাগা ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যেরদের অশ্ব মণ্ডুক সর্প চিল ইন্দুর এবং শবভক্ষক শৃগাল মাংসের দ্বারা প্রাণধারণের আবশ্যক হইল। ২২ নবেম্বরপর্য্যন্ত তাহারা এই অবিশ্বাস্য দুঃখ ভাজন হইল। পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যে যুদ্ধ জাহাজ বহরে জেনরল মাকলৌড সাহেব এবং বহু সংখ্যক সৈন্য ও অশ্বারূঢ় ছিলেন তাহা ঐ লোকেরদের দৃষ্টি গোচর হইল কিন্তু ঐ জেনরল সাহেব স্বদেশস্থ বীর্য্যবন্ত অত্যন্ত আপদ্গ্রস্ত যোদ্ধারদিগকে কিছু মাত্র ভক্ষ্য দ্রব্য না দিয়া টেপুসুলতান এক মাসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য যে সেই কিল্লাতে প্রেরণ করেন এতদ্বিষয়ে তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন কিন্তু এমত কুৎসিত ভক্ষ্য দ্রব্য টেপু সুলতান তাঁহারদের নিকটে পাঠাইলেন যে তাহা কুক্কুরেরও ভক্ষণীয় নহে এমত নিরর্থক নিয়ম করিয়া ১ দিসেম্বরে জেনরল সাহেব চলিয়া গেলেন এতদ্দৃষ্টে যে মহাবীর কাম্বেল এতৎকালপর্য্যন্ত ঐ দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন তিনি দেখিলেন যে তাহা আর রক্ষা করা ভার যেহেতুক এতদ্দেশীয় সিপাহী এবং ইউরোপীয়েরাও পলায়ন করিতে উ

দ্যত সৈন্যেরদের মধ্যে তিন অংশের দুই অংশ পীড়িত এবং অবশিষ্টাংশ অস্ত্রধারণে অক্ষম। প্রতিদিন ১২ অথবা ১৫ জন করিয়া মারাপড়িতেছে তথাপি ২৩ জানআরিপর্য্যন্ত সেই দুর্গ স্বহস্তগত রাখিলেন। পরে টেপু সুলতানকে কহিলেন যে যাহাতে আমারদের কিছু মাত্র কলঙ্ক না জন্মে এমত নিয়ম যদি করিবে তোমার হস্তে কিল্লা সমর্পণ করি। যে মহা সৈন্য লইয়া টেপুসুলতান তন্নগর বেষ্টন করেন তদর্দ্ধের অধিক সৈন্য মারা পড়িয়াছিল অতএব এমত সংহারক যুদ্ধের কোনরূপে যে শেষ হয় তাহাতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া তিনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের যে সকল চিহ্ন তাহা লইয়া ঐ নগরহইতে নির্গমনপূর্ব্বক তেলিচেরিহত গমন করিতে অনুমতি দিলেন।

ইহার কিঞ্চিৎ কাল পরে অতি সৌভাগ্যক্রমে কমিসানর সাহেবেরা টেপুসুলতানের সহিত সন্ধি করেন অপর ১৭৮৪ সালে ঐ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হয় এবং তাহাতে টেপুসুলতান ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরা স্বং আক্রান্ত স্থান যে পরস্পর ফিরিয়া দেন এই নিয়ম লিখিত ছিল। অপিচ এইরূপে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষে আগমনাবধি সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশজনক যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন হইল।